ক
৪৭৭

বাল্মীকি রামায়ণ।

অযোধ্যাকাণ্ড।

বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্
বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে

ও

ব্যয়ে

শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস তর্কবাগীশ এবং শ্রীযুক্ত
নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
অনুরূপ অনুবাদিত
হইয়া

কলিকাতা

ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

কাব্দাঃ ১৭৭৯। বাং ১২৬৪ সাল।
ইং ১৮৫৭ সাল।

ভূমিকা।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

গুণিগণ সমীপে নিবেদন মিদং—

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে গৌড়ীয়ভাষায় পদ্য ছন্দে বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ড অনুবাদিত হইলে প্রথমতঃ ৫০০ খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিল কিন্তু গ্রাহক গণের আগ্রহাতিশয়ে অচিরে বিতরণ পর্য্যবসিত হইল অতএব পুনরায় ৫০০ খণ্ড মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহাও দিন দিন বিতরণে পরিশেষ হইতেছে পরে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজের অপার কীর্ত্তি স্তম্ভের দ্বিতীয় পতাকাস্বরূপ অযোধ্যাকাণ্ড অনুবাদ মুদ্রাঙ্কন সমাপন হইল এতৎপাঠে পাঠক বর্গের সুখবোধ হইলে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর পরমাহ্লাদিত হইবেন ইতি

সন১২৬৪ সাল।

তারিখ ২ বৈশাখ।

পয়ার।

গঙ্গাতীরে করিয়া সে রজনী প্রভাত।
উষাকালে উথিত কেকয়ী কুলনাথ॥
শক্রঘ্ন উদ্দেশে বাক্য কহিলা ভরত।
উঠ উঠ শক্রঘ্ন রজনী কাল গত॥
কত নিদ্রা যাও দেখ ঐ তমোহারী।
উদিত মুদিত পদ্ম প্রবোধন কারী॥
শীঘ্রগতি জন দ্বারা আনাও এখনি।
শৃঙ্গবের পুরেশ্বর গুহ কুলমনি॥
সেই এই ভাগীরথী ত্রিপথ গামিনী।
ত্বরায় তরাবে মম অসংখ্য বাহিনী॥
শক্রঘ্ন সত্বরে হন সতর্ক নিতান্ত।
সর্ব্বক্ষণ জ্ঞাতা ভ্রাতৃ বচন বৃত্তান্ত॥
শুন প্রভু সাময়িক মম বার্ত্তা সার।
শোক শূন্য নহি নিদ্রা কি আছে আমার॥
শয়ন করিলে তুমি সদা আমি জাগি।
নিদ্রা নাহি নাথের চিন্তায় দুঃখ ভাগী॥
তথাচ কি প্রসন্ন না হইবেন রাম।
পুরুষ প্রধান অতি স্নেহ গুণধাম॥
তুমি আমি অপর সচিব গণ সহ।
সাধিব তবু কি তাঁর না হইবে স্নেহ॥
এই কথা ভরতে কহিয়া রঘুবর।
আজ্ঞামাত্রে যান গুহে আনিতে সত্বর॥
শক্রঘ্নের আদেশে আসিয়া গুহ পর।
দাঁড়াইল কৃতাঞ্জলি হইয়া সত্বর॥
জিজ্ঞাসিল নদীতীরে সুখে রাত্রি ছিলে
রোগী বা অসুখী কেহ নহে সৈন্যদলে॥
আমারি অন্তরে এত হইতেছে দুঃখ।
কেমনে হইবে তবে সুখ শয্যা সুখ
ভ্রাতৃ স্নেহে উত্তপ্ত চিন্তিত অতিশয়।
জগতী পতির বৃত্ত শরীরে কি সয়॥
শরীরে মানসে দুঃখ নহে নিবারণ।
স্নেহের খণ্ডন তবে হবে কি কারণ॥
গুহ উক্তি শুনিলেন ভরত সুদীন।
হৃদয়ে হইল দুঃখ কলেবর ক্ষীণ॥
তোমার পূজিত ভাবে সমস্ত রজনী।
সুখে গতা শুন কহি গুহ নৃপমনি॥
সহচর গণ যত অনুগ আমার।
কৌশলে কুশলে কর সুরধুনী পার॥
আজ্ঞাগ্রহ করিয়া সত্বরে গুহ ধায়।
স্বপুরে প্রবেশ করে বেগবন্ত কায়॥
জ্ঞাতিগণে এই বাক্য কহিল ত্বরিত।
প্রভাতা রজনী নিদ্রা একি বিপরীত॥
উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ কর সৎকর্ম্ম সাধন।
সুমঙ্গলী হইয়া সমস্ত জ্ঞাতিগণ॥
ত্বরিতে সকল তরী করিয়া সাজন।
গঙ্গা পার কর শীঘ্র বন্ধু সৈন্যগন।
নৃপতি শাসনে করে সবে গাত্রোত্থান।
হবে তাই বলিয়া নিকটে বর্ত্তমান॥
উপস্থিত করে পঞ্চ শতেক তরণী।
সকলে সমর্থ পারে দণ্ডধর জ্ঞানী॥
মঙ্গল চিহ্নিতা নৌকা মহাদণ্ড ধরা।
পতাকাদি সংযুক্তা জাহ্নবী পারে পরা
সুমঙ্গল সর্ব্ব তরী করি আচ্ছাদন।
অপূর্ব্ব কম্বল শ্বেত পীতাদি মিলন॥

আনন্দ শব্দে শব্দিতা তরণী কল্যাণী।
শীঘ্রগতি গুহ তথা যোগাইল আনি॥
সেই তরী উপরে করিয়া আরোহণ।
মহাবল ভরত শত্রুঘ্ন দুই জন॥
কৌশল্যা সুমিত্রা আর অন্য রাজরাণী।
প্রত্যেকে সঙ্গত মতে উত্থান কারিণী॥
প্রতিষ্ঠিত পুরোহিত সমস্ত ব্রাহ্মণ।
নিয়মিত নৌকায় করয়ে আরোহণ॥
যতেক সেবক বর্গ অন্তঃপুর চর।
সশকটে সযানে উত্তরে গুহবর॥
উঠাইল আবাস পর্য্যন্ত তরী মাঝে।
উত্থানে সমস্ত তীর্থ সুরধুনী সাজে॥
আতৃণ আভীর পল্লী সমস্ত উত্থান।
শীঘ্রগতি দাসগণে করায় প্রস্থান॥
সর্ব্ব জন উত্তীর্ণ হইয়া উঠে তীরে।
কেহ কেহ পার করে প্রকাণ্ড বাজিরে
কেহ বা বহিছে যান কেহ মহাধন।
গঙ্গার গভীর নীর করিছে তারণ॥
বিখ্যাত কাণ্ডারি কর্ম্মে যত বন্ধু দাস।
ত্বরিতে তারণ করে গঙ্গার আবাস॥
বৈজয়ন্ত গজ সহ গজ গজারোহ।
পার করে অনায়াসে জাহ্নবী প্রবাহ।
পারে গঙ্গা পরপারে মহা শোভা হয়।
ধ্বজ সহ পর্ব্বত যেমন সমুদয়॥
কেহ কেহ নৌকায় করিল আরোহণ।
অনেকে ভেলায় ভাসে বলবন্তগণ॥
কেহ কেহ কুম্ভাবলম্বনে পারে চলে।
কেহ বা তরিছে গঙ্গা নিজ বাহুবলে॥
সর্ব্বখ্যাতা ব্রহ্মাণ্ড ধ্বজিনী সুরধুনী।
দাস দ্বারা পার করে গুহ গুণমণি॥
সপ্তদশ মুহূর্ত্তে প্রবর্ত্ত সৈন্যগণ।
পাত্রামাত্য সহ চলে প্রয়াগ কানন॥
সমন্ত্রি সসৈন্যে সুরধুনী হয়ে পার।
পুরোহিত অনুমতে কহিলা কুমার॥
হইলাম পার এই তীর্থ ভাগীরথী।
কহ গুহ তুমি বন্ধু অরণ্য সারথি॥
কত দূর আছে আর গন্তব্য সে দেশ।
যে স্থানে কাননে রাম লক্ষ্মণ প্রবেশ॥
কহ পথ পথজ্ঞ এ কানন গোচর।
পরে গুহ ভরতে করিল প্রত্যুত্তর॥
যেই দেশে দাশরথি করেন বসতি।
সে দেশ জানিত মম শুন নরপতি॥
অত্রস্থল অবধি কাকুৎস্থ রাম বনে।
নানা পক্ষিগণাচ্ছন্ন উত্তম কাননে॥
জলাশয় শোভা হয় কমল উজ্জ্বল।
সুতীর্থ অল্প কর্দ্দম সুখাগম স্থল॥
পক্ষি পদ ক্ষুণ্ণ ক্ষিতি পত্রে আচ্ছাদিত।
নীল সুকোমল তাহে অতি সুশোভিত॥
এক ক্রোশ প্রয়াগের প্রান্তরে সে বন।
সেই দেশ উদ্দেশ করিয়া মহাজন॥
ভরদ্বাজ আশ্রমে বিশ্রাম কর তথা।
মুনিবরে কর গিয়া প্রণতি সর্ব্বথা॥
শুন কহি সুকুমার মুনি ধর্ম্মজ্ঞানী।
তপস্যায় সুসিদ্ধ ত্রিলোক মধ্যে মানী॥
অতএব লও তুমি মুনি আশীর্ব্বাদ।
বাক্য দ্বারা খণ্ডাবেন সমস্ত বিষাদ॥

হইল হৃদয়ঙ্গম বাক্য মনোহর।
হৃষ্ট হয়্যে সুদৃষ্টি করিলা রঘুবর॥
গুহ বলে থাক হেথা আগতা যামিনী।
হইবে পূজিত বহু বিভবে সম্মানী॥
দর্শনে অভিবন্দনে থাকিবে সম্মানে।
এক নিশা অবশেষ কর মুনি স্থানে॥
তথাস্তু বলিয়া গুহ প্রতি নৃপ সুত।
অঙ্গীকার করিলেন ইহা মনঃপূত॥
চল চল স্বদল স্ববল গণ সহ।
শোভন তোমার বাক্য সার্থক করহ॥
শ্রবণ সুখদা অতি তোমার ভারতী।
তব গুণে তৃপ্তমনা প্রীতিমান অতি॥
আমার ভ্রাতার তুমি পূজনীয় সখা।
রামের আরামারাম ভাগ্যগুণে দেখা॥
অনুরাগ সোহাগাদি ভক্তি সুহৃদতা।
দর্শনে হর্ষণ চিত্তে দুঃখের শমতা॥
ভরতের অনুজ্ঞায় গুহ জ্ঞাতি সহ।
নৃপপুত্রে পূজিয়া পাইয়া অনুগ্রহ॥
সোপাধ্যায় পুরোহিতে পূজিয়া বিস্তর।
সদলে সবলে চলে গুহ নৃপবর॥
ভরত গমনে রত সহ সৈন্যগণ।
মন্ত্রিসহ প্রবেশিয়া প্রয়াগের বন॥
মন্ত্রণায় সুমন্ত্র সুমন্ত্রী সুনিপুণ।
রাঘবের প্রিয়পাত্র বিজ্ঞ বহুগুণ॥
মন্ত্র কর্ম্মে প্রাজ্ঞ দেশ কালজ্ঞ বিদ্বান্।
সমাবেশে প্রবেশে বিশেষে মতিমান॥
ফল ফুলে মনোহর মহীরুহ গণ।
সুঘ্রাণ আঘ্রাণে হয় অপূর্ব্ব দর্শন॥
সুন্দর পতত্রি স্বর শ্রাব্য মনোহর।
শ্রবণে শ্রবণ সুধা ক্ষুধার আকর॥
রামগুণ কথনে লক্ষ্মণ গুণগানে।
মৈথিলীর মাহাত্ম্যাদি সুতত্ত্ব বিধানে॥
আপনার মাতার অপার অপগুণ।
বিচারিয়া হৃদয়ে সে বিধির বিগুণ॥
দুই ক্রোশ পথ গিয়া করিলা দর্শন।
প্রয়াগ নামেতে এক রম্য মহাবন॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের অরণ্য আকর।
কাম্যফল দাতা ক্রম বিক্রম বিস্তর॥
প্রবেশিয়া এই মহাবনে সর্ব্বজন।
বহু পুষ্প পঙ্কজাদি কাননে শোভন॥
দেব স্থান সুতীর্থ প্রয়াগ মনোহর।
গমন করিয়া নৃপ তুষ্ট কলেবর॥
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিলা বারম্বার।
মাতৃ বন্ধু সহগণ কেকয়ী কুমার॥
প্রযত প্রণত বীর ঈক্ষ্বাকু প্রবীণ।
করিলেন মন্দগতি দেব প্রদক্ষিণ॥
করিয়া অভিবাদন গমন পশ্চাত্।
বনান্তরে আশ্রম না করিলা বিখ্যাত॥
ক্রোশ মাত্রে দেখিলা পিণ্ডিত তরুবর।
ভরদ্বাজ মুনিবর বাস মনোহর॥
অপূর্ব্ব আশ্রম দেখ্যে অপূর্ব্ব আনন্দ।
আশ্বাসিয়া সেনাগণে সাজায়্যে স্বচ্ছন্দ॥
রথরথী সমস্ত রথের উপযোগ।
কাননের সমীপে করিয়া যথাযোগ॥
ভরদ্বাজ ঋষিবরে দেখিবার জন্য।
গজমতি অতিশয় ভরত সুধন্য॥

অযোধ্যায় ভরতের প্রয়াগ প্রবেশ।
দ্বিনবতি সর্গ কথা যথা অবশেষ ॥

৯২ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

দূরে হৈতে নৃপসুত, করিছেন দৃষ্টিপূত,
ভরদ্বাজ তপস্বি আশ্রম।
মন্ত্রিগণ সহকারে, উপযুক্ত ব্যবহারে,
সর্ব্ব বন করেয় পরিক্রম ॥
পদব্রজে গত ধীর, ধর্ম্মজ্ঞানী রঘুবীর,
অস্ত্র শস্ত্র সহ পরিচ্ছদ।
পট্ট বস্ত্র পরিধান, সর্ব্বাগ্রে বশিষ্ঠ যান,
পরিহরি রাগ দ্বেষ মদ ॥
কাননের উপদ্বার, সহিত সুন্দরাকার,
সুশোভিত কদলী কাননে।
দর্পহীন সর্পজাল, শান্ত অতি অতিকাল,
মৃগগণ আবৃত শোভনে ॥
মণ্ডিত বেদী মণ্ডল, স্বর্গদ্বার সমুজ্জ্বল,
অতি শোভাকর দীপ্তিমান।
কিঞ্চিৎ নিকটে তার, গিয়া দৃষ্টি পুনর্ব্বার,
মুনিবরাশ্রম কান্তিমান ॥
প্রবেশ করিয়া তথা, সাধু সন্দর্শনে যথা,
তথা রীতে পুরোহিতে লয়্যে।
দেখিলেন দ্বিজবরে, উদার চরিত পরে,
ব্রহ্মতেজে দীপ্তিমান হয়্যে ॥

পরে সন্দর্শন আশে, গত ভরদ্বাজ বাসে,
মন্ত্রিগণে রাখিয়া অন্তরে।
সঙ্গে স্বীয় পুরোহিত, হয়্যে অতি সাবহিত,
নতশিরা পরে মুনিবরে ॥
ভরদ্বাজ মুনিবরে, সন্দর্শনে বশিষ্ঠেরে,
উঠিলেন ত্রস্ত মুনিবর।
কহিলেন শিষ্যবর্গ, শীঘ্রগতি আন অর্ঘ,
শশব্যস্ত ঋষি গুণাকর ॥
বশিষ্ঠের সমাগম, সঙ্গে তাহে নরোত্তম,
ভরতের বন্দন বিজ্ঞাত।
জানিলেন মহাতেজা, অযোধ্যারমহারাজা,
দশরথ সুত যুগ খ্যাত ॥
দিয়া পাদ্য অর্ঘদান, ফল জল সুবিধান,
ক্রমেং সর্ব্ব সঙ্গিগণে।
কুশল সংবাদ পরে, জিজ্ঞাসেন রঘুবরে,
রাজ্যে ধনাগারে সৈন্যজনে ॥
নগর সংবাদ কথা, জিজ্ঞাসা করিয়া তথা,
দশরথ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাত।
এইহেতু নৃপবরে, জিজ্ঞাসা না করেয় পরে,
মহাযোগী মহিমা বিখ্যাত ॥
মুনীন্দ্র কুশল কথা, বশিষ্ঠ কহেন তথা,
জিজ্ঞাসেন ভরত সহিত।
শরীর সম্পদ অতি, অগ্নিহোত্রে মহামতি,
শিষ্যপক্ষ মৃগাদি বিহিত ॥
সকলে আছে কুশলী, মঙ্গলে তব মঙ্গলী,
পরে মুনি ভরতে সম্ভাষে।
রাঘবের সুকল্যাণ, সর্ব্বদা মনে বিধান,
কি জানি কি সংশয় আভাসে ॥

বনেতে কেন গমন, পরিহরি নৃপাসন,
কহ কহ করিয়া বিস্তার।
না শুনিলে তব মুখে, চিত্ত না রহিবে সুখে,
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বারম্বার॥
কৌশল্যাপ্রসবে যায়, মিত্রদ্রোহ নাহি তায়,
শত্রুহারী আনন্দ বর্দ্ধন।
পরিয়া চীর বসন, সীতাসহ গত বন,
পিতৃসত্য করিতে পালন॥
সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ, দশরথ মহাজন,
শ্রীযুক্তের হইয়া নিযুক্ত।
কহিলেন নৃপবর, সত্য রাখ বংশধর,
গচ্ছ বনে পুত্র উপযুক্ত॥
সংখ্যা চতুর্দ্দশ বর্ষ, কৈকয়ী হৃদয় হর্ষ,
জনক জনক বাক্য শুনে।
বনবাসী হন রাম, ক্ষমাবন্ত গুণধাম,
ধার্ম্মিক সধৈর্য্য নিজগুণে॥
তুমি হয়ে রাজ্যভোগী, লোভে ভ্রাতৃস্নেহ
ত্যাগী, করিতে অকার্য্য ইহাগত।
এই কথা মুনিমুখে, শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখে,
বিবর্ণ বদন বিষাদিত॥
কহিছেন প্রত্যুত্তর, যুড়িয়া যুগল কর,
যদি তুমি ভাব এই রূপ।
হইলাম তবে হত, এ কর্ম্ম কি সুসম্মত,
তুমি মহামুনি সিদ্ধরূপ॥
আমাতে যে শঙ্কা কর, সে কর্ম্ম মুনীন্দ্রবর
করিতে উৎসুক আমি নহি।
যে করিল মম মাতা, সে সব বিজ্ঞাতা
ধাতা, তার জন্যে যত দুঃখ সহি॥

সে নহে আমার ইষ্ট, শ্রীরাম আমার
জ্যেষ্ঠ, কি কব এ পাপিষ্ঠ অন্তরে।
যে কথা কহিল মাতা, সে নহে সাদর কথা,
ডুবিলাম অযশঃ সাগরে॥
আমার মস্তকে দোষ, দিয়া রাজত্বে আ-
ক্রোশ, আমি তাহা নাহি ভাবি মনে।
আমার বিদিত নহে, যে বাক্য জননী কহে,
দেখি নাই কখন স্বপনে॥
মাতা করো রাজ্যলোভ, জন্মাইল মনে
ক্ষোভ, অযশঃ পতন মম শিরে।
সে দোষ আমি না জানি, জানিবে পরম
জ্ঞানি, অবিদিত ব্যক্ত হবে চিরে॥
ভূপালগণের অংশে, বিদিত সুখ্যাত বংশে,
সুধাকর সুমান উজ্জ্বলে।
সেই কুলে জন্মধারী, জ্যেষ্ঠের অনিষ্টকারী,
ঘৃণাহীন কে হেন ভূতলে॥
রাজ্যে মম নাহি কার্য্য, সুখে তথা মুনি-
র্ধার্য্য, আত্মায় কি আছে প্রয়োজন।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম বিনে, অন্ধকার দেখি
দিনে, প্রসন্ন করিতে যাই বন॥
অযোধ্যায় লইবারে, পদসেবা সহকারে,
এই রূপ জানিয়া আমারে।
প্রসন্ন করিয়া মনঃ, সাধ মম প্রয়োজন,
প্রসন্নতা পতিত উদ্ধারে॥
মহীপতি মম জ্যেষ্ঠ, রাম সর্ব্বগুণ শ্রেষ্ঠ,
কহ রাম কোথায় সংপ্রতি।
ভরতের এই বাণী, শুনিয়া পরমজ্ঞানী,
মহাত্মা জানিলা মহামতি॥

রামে দেখ্যে অতি স্নেহ, জন্মিল মুনির
মোহ, চক্ষে বহে দুঃখে জলধার।
সজল নয়ন স্থির, রঘুবংশ মহাবীর,
দেহে নাহি পাপের সঞ্চার॥
ভরদ্বাজ মুনিবর, কহিলেন গুণাকর,
তোমার বচনে সব জ্ঞাত।
শরীরে না স্পর্শে দোষ,তব প্রতি নাহি
রোষ, তুমি রঘুবংশে অতি খ্যাত॥
মুনির ইঙ্গিতাকারে,পরিতুষ্ট জেন্যে তাঁরে,
ভরত করিলা নিবেদন।
যদ্যপি বিশ্বাস হয়, মম প্রতি মহাশয়,
তোমাতে আমার থাকে মনঃ॥
কহ মুনি শীঘ্রতর,কোথা রঘুবংশ বর,
সলক্ষ্মণ করেন নিবাস।
শুনিয়া ভরত ভাষ,জন্মিল তাহে বিশ্বাস,
মনোযোগ করিতে প্রকাশ॥
করিয়া স্থায়্য পূজন ভরদ্বাজ তপোধন,
হাস্য করি কহিলা ভরতে।
যে কথা কহিলে তুমি,কহিবার যোগ্য তুমি,
রঘুবংশজন্মা গণ্য সতে॥
যেহেতুক রামধনে,আনিবারে গিয়া বনে,
ইচ্ছা কর এই বহু মানী।
গুরু পথগামী তুমি, দম শম গুণ ভূমি,
সানুক্রোশ ক্ষমাবন্ত জ্ঞানী
এই সব স্বর্ণ গণ, তব দেহে সুভূষণ,
তোমার সমগ্র গুণ জ্ঞাত।
ভরতে কহেন মুনি,পূর্ব্বে তব বাক্য শুনি,
এই ইচ্ছা জানিতে যাবত্॥
বল্যেছি অপ্রিয় ভাষ, সংপ্রতি সে রসা
ভাস, পরিচ্ছন্ন তোমার হৃদয়।
ভিন্ন নহে বাক্যান্তর, শারদীয় সুধাকর,
সুশীতল স্বচ্ছ সমুদয়॥
য কথা জিজ্ঞাসি আমি,জানিবে কোশল-
স্বামী, তব কীর্ত্তি করিতে বর্দ্ধন।
তুমি ধর্ম্ম তত্ত্ব বিজ্ঞ,গুরু ভক্ত মহাপ্রাজ্ঞ,
বিস্তারিত করহ শ্রবণ॥
যথা রাজীব লোচন, বন্ধু তব রামধন,
চিত্রকূট নিকট কাননে।
সম্ভার্য্য ভ্রাতার সহ,ক্রীড়াবান অতি রহঃ,
আশ্রম রচনা রম্য স্থানে॥
করিবে কল্য দর্শন,সামান্য আত্মীয় জন,
অদ্য ইচ্ছা তোমার অর্চ্চনে।
করিবে কামনা সিদ্ধ, আমি পাল্য অতি
বৃদ্ধ, যথাসাধ্যরূপ আয়োজনে॥
অনন্তর মুনিবর, বাক্যে রঘুবংশ ধর,
সুন্দর প্রতীত চিত্ত হয়্যে।
মুনির আশ্রমে বাস,করিবারে অভিলাষ,
দ্বিজদাস প্রকাশে আশয়ে॥

৯৩ সর্গঃ॥

পয়ার।

নিবাসের নিমিত্ত দেখিয়া কৃত বুদ্ধি।
নিমন্ত্রিয়া রাজপুত্র মুনীন্দ্র সুবুদ্ধি॥
ভরত কহেন শুন মুনি মহাশয়।
আতিথ্য করণ তব হয়্যেছে নিশ্চয়॥

বনে উপপন্ন যাহা করেছ প্রদান।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া মুনি রেখেছ সম্মান॥
প্রিয়ম্বদ মুনীন্দ্র কহিলা রাজসুত।
জানি তুমি মম প্রিয়ভক্ত ভক্তিযুত॥
যে কোন প্রকারে হবে তব পরিতোষ
বাহিনী সকল মনে করিব সন্তোষ॥
ইচ্ছা করি সকলে করেন স্বেচ্ছাশন।
নরশ্রেষ্ঠ কর এই প্রীতি সম্পাদন॥
কি নিমিত্ত তুমি দূরে রাখিয়া স্ববল।
আমার নিকটে এল্যে কি ভাবিয়া বল॥
না আসিলে কি কারণ বান্ধব সবলে।
ভরত কহিলা পরে মুনিরে কৌশলে॥
আসি নাহি বল সহ আপনার ভয়ে।
এস্যেছি এক্ষণে গুরু সানুজ নিলয়ে॥
মনুষ্য মাতঙ্গ মুখ্য বাজি রাজি নারী।
বহু ভূমি ব্যাপি রহে আনিবারে নারি॥
সে সকল নিতান্ত আমার অনুগত।
বৃক্ষোদক আশ্রম বিহীনে অসঙ্গত॥
অতএব আইলাম স্বগুরু সহিত।
আজ্ঞা হয় কিবা করি এক্ষণে বিহিত॥
কহিলেন মুনি সৈন্য আনাও নিকটে।
ভরত পতিত তথা উভয় সঙ্কটে॥
মুনি আজ্ঞা অনুসারে আনিবারে তায়
মহতের মান কি মান্যের স্থানে যায়॥
প্রীত হয়্যে প্রবিষ্ট মুনীন্দ্র পাকশালা।
আচমনে স্মরিলেন অন্নদা বিশালা॥
আতিথ্যের নিমিত্ত স্মরিয়া কৃতকর্ম্মা।
ভরদ্বাজ স্মরণে আগত বিশ্বকর্ম্মা॥

আহ্বান করিয়া বিশ্বকর্ম্মারে তৎক্ষণ।
কহিলেন মুনি কর উপায় এক্ষণ॥
আতিথ্য করিতে ইচ্ছা কর তার বিধি।
রাজ উপভোগ যোগ্য আর সর্ব্ব নিধি॥
বহু স্রোতা বহু নীরা বহু বেগবতী।
অন্তরীক্ষ চরা ধরা স্থিতা বেত্রবতী॥
গঙ্গা কি যমুনা সরস্বত্যাদি বাহিনী।
সলিলে সন্তোষ করে নরেন্দ্র বাহিনী॥
মধুর মধুর শীত সলিল সুন্দর।
ইক্ষুখণ্ড রসোপম পানে মনোহর॥
হাহা হুহু আদি বহু গন্ধর্ব্ব সগণ।
অপূর্ব্বা অপ্সরা সর্ব্বা প্রকাশে গগণ॥
ঘৃতাচী মেনকা রম্ভা মিশ্র কেশী হেমা।
পুণ্ডা গৌরী বরুথিনী আর তিলোত্তমা॥
দেবেন্দ্র আশ্রয়ে যারা করে অবস্থান।
ব্রহ্ম সভা শোভাবতী আনিবে এস্থান।
সতুম্বুরু সকলে সপরিচ্ছদে আন।
পুষ্প বাস বিলেপন শিল্প যত জান॥
নানা ফল নানা ফুল অনুকুল তরু।
সে সকল অবিকল আছে লঘু গুরু॥
অবিলম্বে এই স্থানে ভগবান সোম।
বিধান করুন অন্ন যত অনুত্তম॥
ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় বিধেয় বিধান।
বহুতর সুচিত্র বিচিত্র মাল্যাধান॥
দ্রুরুহ কুরুহ ইহ দিব্য মধু চ্যুত।
সুরাদি বিবিধ পেয় সৃষ্টি কর দ্রুত
নানাবিধ মৃগ মাংস পক্ষাংশ প্রভৃতি।
যোগ বলে যাবতীয় স্বস্থানে সংস্থিতি

শিক্ষা স্বর সমাযুক্ত উক্ত তপস্যায়।
যোগ বলে যোগী যোগ করিলা তথায়॥
পূর্ব্বমুখে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বকে আহ্বানে।
আইলা সকল দেব প্রভিন্ন বিধানে॥
নন্দন কাননানিল মলয় পবন।
সুগন্ধি প্রবহ গন্ধবহ অনুক্ষণ॥
শীতল সৌরভ যুক্ত নির্ম্মল মঙ্গল।
ঘনালী বর্ষণে বৃষ্টি কুসুম সকল॥
দেবতা গন্ধর্ব্বগণে করয়েন্নির্ঘোষ।
কি দিগ্ বিদিগ্ ব্যাপী সভার সন্তোষ॥
বহিছে উত্তম গন্ধ আসি গন্ধবহ।
চিত্ত হর নৃত্য করে অপ্সরা সমূহ॥
গান পর্ব্বে গন্ধর্ব্ব বাজায় বীণা বেণু।
নিস্বনে নিখিল প্রাণী শুনে সুস্থ তনু॥
সমস্বরে গান ভয়ে প্রবেশে তথায়।
এই শব্দ কর্ণপথে প্রবিষ্ট ত্বরায়॥
ভরতের সৈন্যগণ করে নিরীক্ষণ।
বিন্যাস করিলা বিশ্বকর্ম্মা বিচক্ষণ॥
সেই ভূমি সমভূমি পঞ্চম যোজন।
অত্যন্ত হরিত্ বর্ণ দূর্ব্বা আচ্ছাদন॥
নীলকান্ত অপর বৈদূর্য্যমণি প্রায়।
সর্ব্ব স্থান সমান বিনাব শোভা পায়॥
তথা বিল্ব কপিত্থ পনস বীজপূর।
আমলকী জম্বু আর বদরী প্রচুর॥
সকলি সুফলী ফলভারে নত শাখা।
চতুঃশালা শুভ্রবর্ণা বকপংক্তি পাখা॥
গজবাজি প্রভৃতির মন্দির শোভন।
রম্য হর্ম্ম্য প্রাসাদ সমূহ সতোরণ॥

সিত মেঘ সম প্রভ সুচারু শোভন।
রাজবেশ্ম হত উষ্ম শীতল দর্শন॥
শুক্ল মাল্য কৃত তার ধৃত গন্ধোদকে।
চতুর্ব্বিধ আশ্রম অদৃশ্য তিন লোকে॥
শয়ন ভোজন পান প্রভৃতি মন্দির।
দিব্য সর্ব্ব রস যুক্ত সুগন্ধি সমীর॥
দিব্য দিব্য আধারে অপূর্ব্ব বস্ত্র রাশি।
শরদের শশি সম আছে সুপ্রকাশি॥
প্রক্ষালনে নির্ম্মল ভাজন রাজি রাজে।
সুরচিত দিব্যাসন মধ্যে মধ্যে সাজে॥
শ্রীমান শয়নাসন অতি সুবিস্তীর্ণ।
ধৌত বাসে বাসিত চন্দ্রাংশু অবতীর্ণ॥
মুনি অনুজ্ঞায় মহাপ্রাজ্ঞ নৃপ সুত।
সেই বেশ্ম প্রবেশ করিলা অতিক্রত॥
রত্ন রাশি পূর্ণ ভাসি প্রকাশি গগণ।
মহানন্দে ভ্রাতৃ দ্বন্দ্বে কেকয়ী নন্দন॥
মন্ত্রিগণ গমন পশ্চাতে নৃপতির।
পুরোহিত বশিষ্ঠ বিশিষ্ট শিষ্ট ধীর॥
দেখিয়া অদ্ভুত ভূমি ভুবন সুন্দর।
প্রীতিযুক্ত উক্ত গৃহে হৃষ্ট কলেবর॥
সেই স্থলে নৃপাসন অপূর্ব্ব শোভন।
হেম হীরাময় ছত্র বিমল ব্যজন॥
ভরত প্রবৃত্ত তথা মন্ত্রিগণ সহ।
আসন পূজন পরে সুপবিত্র দেহ॥
শ্রীরামে প্রণাম তথা হয়ে নত শিরঃ।
শত শত আসনে উথিত মহাধীর॥
করে করি ব্যজন বিন্যাস করে বায়ু।
শ্রীরাম স্মরণে বীর স্থির তর আয়ুঃ॥

অনুক্রমে ক্রমে ক্রমে মন্ত্রি পুরোহিত।
স্বীয় স্বীয় আসনে সকলে উপনীত॥
সেই স্থলে বলে রক্ষা করে৷ সেনাপতি।
যথা শ্রেণী পূর্ব্বকে পশ্চাৎভাগে স্থিতি
পরে মুনিপুরে করি আতিথ্য স্বীকার।
বশিষ্ঠাদি সকলের গ্রহণ বিস্তার॥
তৎক্ষণে সমস্ত নদী পয়ঃ পরিপূর্ণ।
পায়স কর্দ্দমাচ্ছন্না হইলেন তূর্ণ॥
ভরদ্বাজ শাসনে সুতৃপ্ত করে নৃপে।
তটিনী উভয় তটে আলো করে রূপে॥
পাণ্ডুবর্ণ মৃত্তিকাদি আচ্ছন্ন লেপন।
ভানুকর করি রুদ্ধ ধরারুহ গণ॥
ব্রাহ্মণের প্রসন্নে উৎপন্না রম্যা নারী
দিবি ভবা দিব্য রূপা অপূর্ব্বা সুন্দরী॥
তথায় মুহূর্ত্ত মাত্র ভূষণে ভূষিতা।
দিব্য আভরণ যোগ্য যথা পরিধৃতা॥
আগমন করে বহু সহস্র অপ্সরা।
সুবর্ণ প্রতিমা পুঞ্জ স্বর্ণ পদ্ম ধরা॥
বিংশতি সহস্র নারী দেবনারী প্রায়।
কুবেরের প্রেরণে প্রবেশ করে তায়॥
যাদের গ্রহণ মাত্র উন্মত্ত চেতন।
অনায়াসে হয় সর্ব্ব পুরুষ সজ্জন॥
নন্দন কানন হৈতে সুকাম্যা কামিনী।
বিংশতি সহস্র সংখ্যা সুপ্রভা ভামিনী॥
নারদ তুম্বুরু গার্গ্য প্রস্কণ্ব প্রভৃতি।
ভরতের অগ্রগামী সগন্ধর্ব্ব পতি॥
অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরী বামনা।
নৃত্য করে ভরতের পূরিতে কামনা॥

দেবপুরে প্রসিদ্ধ যে সব সিদ্ধ মালা।
যে মাল্য সকলে চিত্ররথ বন আলা॥
প্রয়াগে অপ্রাপ্য প্রাপ্য হইল তৎক্ষণে
মুনিরাজ ভরদ্বাজ তপস্যা শাসনে॥
তপোবনে সমস্ত প্রসিদ্ধ তরু যত।
নানা বেশ বসন ভূষণে মনোগত॥
কেহ কাল কেহ কুব্জ কেহ বা বামন।
প্রবেশে প্রমদা বেশে ভরত সদন॥
চিত্ত হর নৃত্য করে কোন কোন নারী।
কেহবা বাজায় বীণা কেহ তাল ধারী॥
কোন বৃক্ষ মধু স্রবে সুমিষ্ট সুন্দর।
কেহবা বসন দান করে নিরন্তর॥
কেহ দেয় ফল পুষ্প কেহ আভরণ।
গ্রহণ করিছে সুখে যে জন যেমন॥
সুরাপায়ী সুরাপান সুখে করে তথা।
ক্ষুধার্ত্ত সকল অন্নে পরিতৃপ্ত যথা॥
বহু মল্য বহু মাংসে বাসনা পূরাণ।
যে যেমন ভোক্তা সুখে করিছে ভক্ষণ।
আচ্ছাদন স্নপন করিছে নদীতীরে।
বন্ধুগণ সহ তৃপ্ত সুগন্ধ সমীরে॥
পাইয়া এক পুরুষে পঞ্চ ষট্ নারী।
উপাসনা করে ছত্র চামরাদি ধারী॥
পরমাসুন্দরী যারা রুচির লোচনা।
পরস্পর পরিগ্রহ করে বরাঙ্গনা॥
মাতঙ্গ তুরঙ্গ উষ্ট্র গর্দ্দভ বৃষভ।
স্ব স্ব খাদ্য দ্রব্যে তৃপ্ত তথা তারা সব॥
ইক্ষু মধু লাজ ভুঞ্জে পুঞ্জে২ তথা।
ঐক্ষাকু বংশীয় যোদ্ধাগণ যথা যথা॥

যাহার যে যোগ্য ভক্ষ্য ভোজ্য পেয় লেহ্য।
সময়ে আপন ইচ্ছামতে সবে করে গ্রাহ্য॥
মৈরেয় মদিরা আর শক্তু দধিযুত।
রাশি রাশি ভুঞ্জে আসি শাল্যন্ন সঘৃত॥
ভোজন করায় সর্ব্বনরে সমাদরে।
যথা বিধি তথা বধি মান পুরঃসরে॥
অশ্ব জ্ঞান হত অশ্ববন্ধ যত জন।
মাহুত মাতঙ্গ জ্ঞান হত অনুক্ষণ॥
কেহ মত্ত উন্মত্ত নৃপতি সৈন্য যত।
স্বেচ্ছা পান ভোজনে চৈতন্য পরি হত
অপর পুরুষ যারা পরম সুন্দর।
মনোহর মাল্য সাভরণ কলেবর॥
দ্বিজগণে ভোজন করায় কাম্য মতে।
মন্ত্রিগণ সহায়তা করিলেন রীতে॥
ঈক্ষাকু বংশীয় নারী সহস্র সুন্দরী।
পরম ভাস্বরা তারা দ্বিতীয়া অপ্সরী॥
পরিচর্য্যা কার্য্যে রতা তথা অচঞ্চলা।
সুচঞ্চলা পংক্তি যেন ঘেরে মেঘমালা॥
সুতৃপ্ত সকলে কাম্য ভোজী সর্ব্বজন
চর্চ্চিত চন্দন চূয়া রক্তিম চন্দন॥
অপ্সরা অপূর্ব্ব রূপে হইয়া সন্তোষ।
করিছে মঙ্গল ধ্বনি কল্যাণ সুঘোষ॥
তৃপ্ত হয়ে কহে তারা অযোধ্যা না যাব।
দণ্ডক কাননে কিবা কার্য্য কিবা পাব॥
ভরতের সুমঙ্গল শ্রীরাম কুশল।
বিধাতা রাখুন সুখে বাঞ্ছিত সকল॥
হস্তী হস্তিরক্ষক সমস্ত হস্তিপক
অশ্বগণ মহাতৃপ্ত তুরঙ্গ বাহক॥
যোদ্ধাগণ যত মুনি অতিথি সমস্ত।
পুণ্য বাক্য কথনে সকলে চিত্ত সুস্থ।
ভরতের অনুগামী অনুদিন যারা।
এই বাক্য কহিতেছে তৃপ্ত ভাবে তারা।
এই স্বর্গ অপবর্গ অন্য আর নাই।
কোথা যাব অযোধ্যায় সুখে থাকি ভাই
অনন্তর পরস্পর ভোক্তাগণ যত।
অমৃত সমান ভক্ষ্য ভোজনে সুপ্রীত॥
আর অন্য ভক্ষণে না হয় কারু মতি।
প্রেষ্যগণ বনস্থ যাবন্ত যতি সতী॥
সকলে সন্তুষ্ট চিত্ত যত বনবাসী।
কুঞ্জর গো অশ্ব মৃগ পক্ষী দাসদাসী॥
নানা বেশ বসন ভূষণে সুভূষিতা।
মলিন বসনা কেহ নহে সন্তোষিতা॥
না ছিল ক্ষুধিত কেহ তথায় মলিন।
ধূলায় ধূসর কেশ বেশাদি বিহীন॥
শয়ন অপূর্ব্বাসনে স্বচ্ছ আচ্ছাদন।
পরস্পর প্রশংসে আপনি সর্ব্বজন॥
সর্ব্বত্র উত্তমাসন প্রদান সুন্দর।
অরণ্যের দ্বিপার্শ্বে পায়স সরোবর॥
উত্তম কর্দ্দম তায় পরিচ্ছন্ন হ্রদ।
কাম্যদহ শুদ্ধ স্নেহ যত নদী নদ॥
তরুগণ সমস্ত সঞ্চারে তথা মধু।
শরদ সময়ে সুধা ক্ষরে যথা বিধু॥
ব্যাপিত অনেক বাপী মদ্য পরিপূর্ণ।
বহুমাংস সুধাংশু সুধার গর্ব্ব চূর্ণ॥
তৃপ্ত হয়ে তাবতে তটিনী তটে রহে।
ময়ূর তিত্তিরে মার্গ সুবিরল নহে

অজা অতি বরাহ সুমিষ্টান্ন মধুর।
ফল মূল সুপ্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রচুর॥
সুন্দর সূপের বাপী রম্য রসময়।
যুষ পরিপূর্ণ অন্ন পর্ব্বত সঞ্চয়॥
দেখিয়া বিস্ময় সর্ব্ব নরনারী গণ।
সহস্র সহস্র পাত্রী করিতে অশন॥
অযুত অযুত স্থালী সুবর্ণের জাল।
শাতকুম্ভ সুসম্ভব সমস্ত বিশাল॥
স্থালী কুম্ভ কলস পায়স দধিযুক্ত।
অলঙ্কারে অলঙ্কৃত যথা উপযুক্ত॥
তরুণ তরুণ তক্র দধি গন্ধতায়।
পরিপূর্ণ ভাবে বহু হ্রদ শোভা পায়॥
দধিপ্রায় শ্বেত শোভা হইল বিস্তর।
পায়স শর্করা রস অনিশ সঞ্চর॥
স্নান দ্রব্য বহুবিধ রহে কল্কচূর্ণ।
কষায়াদি সংযুক্ত আধার পরিপূর্ণ॥
নদীতীরে তীরে তথা দেখে সর্ব্বজন।
দন্ত কাষ্ঠ বিশুদ্ধ সলিল সংস্থাপন॥
শুদ্ধ মলয়জ রজঃ সমুদ্র সম্ভব।
কল্ক বহু দর্পণ স্থাপন অভিনব॥
নানা পুষ্পময় মাল্য মৃদু পাদুকায়।
উপানহ যুগলে সম্পূর্ণ শোভা পায়॥
অতুল অঞ্জলি নেত্র রঞ্জন কারণ।
কঙ্কতি স্থাপন কেশ করিতে মার্জ্জন॥
কূর্চ্চ ছত্র নানাবিধ তনু আবরণ।
তীরে তীরে তটিনীর শয়ন আসন॥
সুগন্ধি তাম্বূল রাশি দেখিছে তথায়।
প্রতি স্থানে পান হ্রদ পূর্ণ শোভা পায়
খর উষ্ট্র গজবাজী অঙ্গ ধৌত হেতু।
সুতীর্থ সুন্দর পঙ্ক তীরে উচ্চ সেতু॥
আকাশ সদৃশ বর্ণ পরিচ্ছিন্ন বারি।
স্নানে মহা সুখ প্রাপ্ত হয় নর নারী॥
নীলকান্ত মণি প্রায় মৃদু তৃণ তায়।
অশ্ব গজ উষ্ট্রগণ ভুঞ্জে তৃপ্তি পায়॥
নিকটে নিকটে তায় পশুগণ চরে।
না হয় স্থানের অন্ত নয়ন গোচরে॥
স্বপ্ন কল্প তাহা অল্প অদ্ভুত সঞ্চয়।
দেখিয়া মনুষ্যগণ হইল বিস্ময়॥
মুনি কৃত অতিথি কৈকয়ী সুত প্রতি
দেখিয়া শয়নে ক্ষান্ত মন্ত্রি বল রথী॥
রজনী প্রভাতে মদাকুল সৈন্যগণ।
পান করে জীবন স্বজীবন রক্ষণ॥
এই রূপ রমণ করিছে রম্য বনে।
দেবগণ যথা সুখী নন্দন কাননে॥
ভরদ্বাজ আশ্রমে বিচিত্র সার স্থলে।
সুখে রাত্রি নির্ব্বাহ করিয়া নৃপ দলে॥
নদীগণ গমন করিল যথা স্থানে।
চলিল গন্ধর্ব্ব সর্ব্বে স্বাশ্রম সন্ধানে॥
ভরদ্বাজ অনুজ্ঞায় বরাঙ্গনা গণ।
নিজ নিজ নিকেতনে করিল গমন॥
উৎকট মদিরা মদে মত্ত ছিল যারা।
অগুরু চন্দন যুক্ত শুদ্ধ কলেবরা॥
তথা দেবগণ তুল্য মাল্য বিভূষণা।
পৃথক্ পৃথক্ স্থানে চলে সর্ব্বজনা॥
ভরদ্বাজ আতিথ্য আখ্যান অযোধ্যায়
বেদাধিক নবতিক সর্গ সাঙ্গ তায়॥

৯৪ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

ভরদ্বাজ মুনি স্থানে, সমস্ত্রিদশ বাহনে,
ভরত রজনী করি বাস।
কালে গিয়া মুনিবরে, অভিবাদনাদি করে
কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বকে সম্ভাষ॥
পুরুষ প্রধান ঋষি, জিজ্ঞাসেন পরে আসি,
অগ্নিহোত্র কার্য্য সমাপনে।
সুখে পুত্র কি প্রকার, যামিনী যাত্রা তোমার, আতিথ্যে সন্তোষ সর্ব্বজনে।
কহ সুত সত্যভাষ, ভরত করি সম্ভাষ,
ঋষি বরে কহেন কথন।
প্রণতি করিয়া পদে, সবল সপরিচ্ছদে,
নিরাপদে নিশা নির্বহন॥
সর্ব্বকামে সর্ব্বক্ষণে, পরিতৃপ্ত সর্ব্বজনে,
ভগবান্ করিলে আপনি।
শুভক্ষণে বুভুক্ষিতে, সুখী করো সর্ব্বরীতে,
পরিতাপ হরিয়াছ মুনি॥
প্রেষ্যগণে পশুভার, সমস্ত সৈন্য আমার
সুখে কাল করিল যাপন।
নৃপগণ গৃহে নাই, যে যে বস্তু হে গোঁসাই,
পৃথিবী মণ্ডলে অপ্রাপণ॥
সেই সব তব স্থানে, দেখিলাম বিদ্যমানে,
সর্ব্বগুণে অদ্ভুত সুন্দরে।
এক্ষণে প্রার্থনা মম, ভগবান মহত্তম,
আজ্ঞা হয় যাইব সত্বরে॥
চাহিলে মঙ্গল চক্ষে, যাইব জ্যেষ্ঠ সমক্ষে,
কহ কোথা তাঁহার আশ্রম।
ধার্ম্মিক মহাত্মা রাম, কোন্ পথে তাঁর ধাম,
গমনে দেখিব রঘূত্তম॥
সে আশ্রম কোন্ দেশে, যাত্রা মম তদুদ্দেশে, আদেশ সে কতবা যোজন।
রাম ধর্ম্ম কলেবর, সীতা সহ রঘুবর,
অনুগত সুমিত্রা নন্দন॥
ভরতের বাক্য শুনি, সন্তোষ পাইয়া মুনি,
এই বাক্য কহেন অন্তর।
সার্দ্ধ তৃতীয় যোজনে, নিবিড় বিজন বনে,
চিত্রকূট মহাগিরিবর॥
নির্ঝর কন্দর তার, অতি রম্য পরিষ্কার,
উত্তর বিভাগে মন্দাকিনী।
উৎফুল্ল পুষ্পিত তরু, সুশাখা পল্লবে চারু,
সুচ্ছায়ায় আচ্ছন্না ধরণী॥
নানাপক্ষী সমাকুল, চিত্রকূট শৈল মূল,
তার মধ্যে আছে পর্ণশাল।
বিচিত্র পত্র কুটীরে, আশ্রম যুগল তীরে,
সীতা সহ গত হয় কাল॥
শুনিয়াছি এই কথা, তুমি যাত্রা কর তথা,
দক্ষিণ সৎপথে সৈন্য সহ।
পূরিবে তোমার আশা, করিবে দক্ষিণ আশা, প্রদক্ষিণ হয়ো সুস্থ দেহ॥
সমস্ত সেনানী সেনা, গজবাজি অগণনা,
সুগমন করিবে রাঘব।
ভরত গমন শুনি, করিলেন আজ্ঞা মুনি,
এই কথা হয়ো জ্ঞাত সব॥

রাজ রাজেন্দ্র রমণী, রথত্যাগ পরায়ণী,
কম্পমানা লুণ্ঠিতা ধরণী।
অতিক্লেশা কৃশাধ্বনি,কৌশল্যা রামজননী,
সুমিত্রা প্রভৃতি সুভামিনী॥
করদ্বয়ে ধরি পদে,কৌশল্যা অতি বিপ-
দে, পদে পদে করেন ক্রন্দন।
কৈকয়ী ভরত মাতা. সর্ব্বলোকে সুনি-
ন্দিতা, ধরিল সে মুনির চরণ॥
লজ্জায় লজ্জিতা হয়ে, সুমুখী বিমুখী
রয়ে, চেয়ে মুনি না স্মরে নিস্বন।
মুনিবরে প্রদক্ষিণ মুখ অতি সুমলিন,
রাম মাতা কৌশল্যা তখন॥
ভরতের সন্নিধানে,দীনা সমাকুলা প্রাণে,
অবস্থিতা শুষ্ক তরু যথা।
দৃঢ় ব্রত মুনিবর, ভরদ্বাজ সুবিস্তর,
পরিচয় জিজ্ঞাসিলা তথা॥
বিশেষ করিয়া কহ, জানিতে জন্মে উৎ-
সাহ,তিন জন জননী তোমার।
ধরিল চরণে মম, বল বল রঘূত্তম,
নাম গুণ করিয়া বিস্তার॥
এই বাক্য মুনি উক্ত,ধার্ম্মিকের যুক্তিযুক্ত,
ভরত দিলেন পরিচয়।
ভগবান এই দীনা,শোকে তনু অতিক্ষীণা,
চেতনা বিহীনা অতিশয়॥
অশ্রুমুখী অবস্থিতা,জ্যেষ্ঠা মাতা পতিব্রতা,
দেবতা সমান দেবেবর।
দেখ মুনি নৃপকন্যা, ধন্যমানি ধরাধন্যা,
এই গর্ব্ভে জন্ম রঘুবর॥

সিংহ সম সুবিক্রম, প্রসবেন রঘূত্তম,
অদিতি যেমন দেবগণে।
ইহাঁর অসব্য করে,যে জন আশ্রয় পরে,
অবস্থিতা অতি দুঃখ মনে॥
শীর্ণপর্ণ বনান্তরে, কর্ণিকা আশ্রয় করে,
শাখা প্রায় শুখায় বদন।
ইহাঁর যুগল সুত, দেবরূপী মহাদ্ভুত,
সুবিশ্রুত শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ॥
বীর সত্ত্ব পরাক্রম, যাঁর গর্ব্ভে অনুপম,
সেই এই সুমিত্রা জননী।
উদ্বিগ্ন হৃদয়া অতি, মলিন বদনা সতী,
লক্ষ্মণের জননী দুঃখিনী॥
শুন আর পরিচয়,কহিতে কম্পে হৃদয়,
যা হইতে নরেন্দ্র শার্দুল।
শ্রীরামের বনবাস,সহিতে সৌমিত্রি দাস,
অভিলাষে হইয়া নির্মূল॥
দশরথ মম তাত, সুবিখ্যাত ক্ষিতিনাথ,
স্বর্গগত যার কৃতকর্ম্মে।
ক্রোধনাম প্রজ্ঞাহীনা,যাতে কুলক্রিয়াদীনা,
ঐশ্বর্য্য মানিনী হত ধর্ম্মে॥
কৈকয়ী অশিষ্টা অতি, যেই বিনাশিল
পতি, বিনিন্দিতা স্বকুলপাংশুল।
লজ্জা পরিহরে ধাতা,দেখ মুনি মম মাতা,
সেই এই বিপদের মূল॥
আপনার মহাকষ্ট, ইহা হৈতে ধর্ম্ম নষ্ট,
দেখিতেছি শুন দ্বিজবর।
উক্তি করে এইকথা,নরেন্দ্র শার্দ্দূল তথা,
গদ্গদ বচনে নিরন্তর॥

নিশ্বাস প্রশ্বাসত্যাগ, তাম্রবর্ণ চক্ষে রাগ,
দনগজ সম ক্রোধান্বিত।
ভরদ্বাজ মুনিবর, কহিলা অতি সত্বর,
প্রত্যুত্তর বচন উচিত॥
বহু বুদ্ধিধর মুনি, অসন্তোষ বাক্য শুনি,
জ্ঞান দান করিলা ভরতে।
কেনবা কর আক্রোশ, না জেন্যে কৈকয়ী
দোষ, বিধিকৃত দুঃখ দাশরথে॥
রামের বন গমন, জানিবে এ সুলক্ষণ,
হইবে মঙ্গলকর অতি।
যাত্রা কর সুখাকর, সুবার্ত্তা জানিবে পর,
মাতৃ দোষ ত্যজ মহামতি॥
অনন্তর মুনিবরে, ভরত প্রণাম করে্য,
প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তথায়।
সৈন্যগণে আমন্ত্রিয়া, মন্ত্রিগণে নিযোজিয়া,
জানিয়া সমস্ত অভিপ্রায়॥
গজবাজি রথযোগ, সকলে করে নিয়োগ,
শ্রীরাম বিয়োগ নাহি সহে।
অনন্তর মন্ত্রিগণে, নরেন্দ্র বল বাহনে,
সজ্জীভূত হও সবে কহে॥
পশ্চাতে তুরঙ্গ রথ, চলে চিত্রকূট পথ,
যুক্তদিব্য হেম পরিচ্ছদে।
গমনার্থী যত জন, রথে করে আরোহণ,
কেহ গজে অশ্বে কেহ পদে॥
গজ গজগামী জন, সুবর্ণ বর্ণ ভূষণ,
পতাকী পরম পরিষ্কার।
ঘর্ম্মান্ত সময়ে যথা, মেঘমালা সম তথা
পশ্চাতে প্রস্থিত চমৎকার॥

বিবিধ প্রকার রথ, যানে পরিপূর্ণ পথ,
ক্ষুদ্র উচ্চ প্রস্তুত সকল।
চলিল পদাতিগণ, মহামূল্য আভরণ,
মধ্যাহ্ন আদিত্য অবিকল॥
কৌশল্যা প্রমুখা নারী, রাজরাণী ধর্ম্মাচারী,
জন যানে করি আরোহণ।
শ্রীরাম দর্শন কৃত্য, বামনেত্র করে নৃত্য,
হর্ষ ভাবে করিলা গমন॥
ভরত তরুণ রবি, প্রভাতের প্রভা ছবি,
শিবিকা সুন্দরে আরোহণ।
অধীরথী শক্তিমান, পশ্চাতেহ যান,
সুমন্ত্রি পার্শ্বদ বহু জন॥
পতাকা চামর ছত্র, আচ্ছাদনে স্নিগ্ধগাত্র,
গজবাজি রাজী দুই পাশে।
পশ্চাতে পশ্চাতে সেনা, অগ্রগামী বহু
জনা, আচ্ছন্না মেদিনী চিত্রবাসে॥
আবৃত দক্ষিণ আশা, সৈন্য সকলের আসা,
যেন মহা মেঘ আসা প্রায়।
সুমন্ত্র পশ্চাতে গত, পতাকী প্রভৃতি যত
আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন সূর্য্যকায়॥
সজ্জা আবরণ যন্ত্রে, যুক্ত রাম মহামন্ত্রে
ভরতের সবে অনুগামী।
বহু মৃগ পক্ষিগণ, আবৃত অনেক বন,
পরিক্রমে অযোধ্যার স্বামী॥
অস্থল অগাধ জল, যমুনা তরিয়া বল,
লঙ্ঘে বহু মকর রাঘব।
দেখিয়া বহু কুম্ভীর, হৃষ্ট চিত্তে যান বীর
সেনাগণ সংহতি রাঘব॥

কুঞ্জর কুরঙ্গবাজি, বহুপক্ষি ঋক্ষ রাজী,
রাজিত ভ্রাজিত যোদ্ধাগণ।
জলস্থ বনস্থ জীবে,ক্ষোভযুক্ত করেশিরে,
মহাবলবন্ত ভৃত্য জন॥
রামায়ণে অযোধ্যায়, ভরতের অনুজ্ঞায়,
চিত্রকূট গমন বিস্তার।
নরেন্দ্র আজ্ঞানুসারে,প্রকাশ হয়ে সং-
সারে, জীবগণে করুন নিস্তার॥
পঞ্চম নবতি সর্গ, শ্রবণে উভয় স্বর্গ,
শ্রোতার বক্তার তুল্য ফল।
দ্বিজ বিপ্রদাসেভাবে,ত্রিপদীছন্দ প্রকাশে,
প্রকাশিত সংসার সকল॥

৯৫ সর্গঃ।

পয়ার।

সেই সব সৈন্য সংঘ সম রূপে চলে।
বনবাসী দেখিছে বিপুল মহাবলে॥
অযূথে পীড়িত তথা বন যূথ পতি।
পলায় পর্ব্বত পার্শ্বে পর্ব্বতীয় হাতী॥
ঋক্ষ ব্যাঘ্র রুরুমৃগ গুরু বেগে ধায়।
বনরাজি পর্ব্বত বাহিনী পথে চায়॥
দেখিছে সুদৃশ্য দশরথের নন্দন।
ধর্ম্মাত্মা ভরত আসি প্রবেশিলা বন॥
যোদ্ধাগণে আবৃত সর্ব্বজ্ঞ তারা যত।
মহাবীর্য্য বলবানে বেষ্টিত ভরত॥
অতি প্রাজ্ঞ মহাবিজ্ঞ ভ্রাতৃ সন্দর্শনে।
আকাঙ্ক্ষী হইয়া যাত্রা চিত্রকূট বনে॥
ব্যাকুল তুমল শব্দে মৃগকুল যত।
সহিতে চতুরঙ্গিণী বাহিনী সাবৃত॥
যত মৃগ ব্যাল জাল ধায় মহাবনে।
সাগর সমান সৈন্য পশ্চাতে গমন॥
দেখে বেগ বিপুল জলধি বেগাচ্ছন্ন।
বর্ষাকালে আকাশ অম্বুদে পরিচ্ছন্ন॥
সেই রূপ ভূপসৈন্যে আচ্ছাদিল মহী।
তরল তুরঙ্গ সংঘ সংখ্যা কত কহি॥
মাতঙ্গ বিপুল অঙ্গ অনেকে বেষ্টিত।
চঞ্চল গমনে চলে অতি ত্বরান্বিত॥
তথায় কিঞ্চিৎকাল অলক্ষ্য সে দেশে।
আচ্ছন্না ধরণী রথ বাহিনী প্রবেশে॥
গমন করিয়া পরে কিছু দূর পথ।
বাহকাদি পথশ্রান্ত দেখিয়া ভরত॥
কহিলেন শত্রুঘ্নকে ভরত ধীমান।
সুমিষ্ট বচন শিষ্ট সম্মত ব্যাখ্যান॥
যেরূপ হৈতেছে দৃশ্য শুন্যেছি যেমন।
সেই দেশ প্রাপ্তি চেয়ে দেখ বিচক্ষণ॥
যে কথা কহিলা পূর্ব্বে ভরদ্বাজ ঋষি।
এই গিরি চিত্রকূট অদূরে প্রকাশি॥
এই বটে নিকটে তটিনী মন্দাকিনী।
প্রকাশিছে নীল মেঘ নিভ বন শ্রেণী॥
গিরি গুহা গহনে সুরম্য চিত্রকূটে।
দেখ মম হস্তিগণ মহাবেগে উঠে॥
পর্ব্বত প্রমাণ নগগণ নিরন্তর।
পুষ্প বৃষ্টি করিতেছে গুহার অন্তর॥

নীল মেঘে যেমন বর্ষণ করে বারি।
প্রাবৃটের সমাগমে সেই রূপ হেরি॥
শীঘ্রগ সমস্ত মৃগ অগ্রে বেগে ধায়।
শরদে গগণে যথা বেগে বায়ু যায়॥
দেখ হে শত্রুঘ্ন চিত্রকূট গিরিবর।
নরাচ্ছন্ন হইয়া কি হইল সুন্দর॥
আমার তুরঙ্গ সঙ্গ হইয়াছে তায়।
সাগরে মকর যথ সম শোভা পায়॥
দাক্ষিণাত্য যোদ্ধাগণ মাতঙ্গ উপরে।
মেঘবর্ণ সম ফলা সকলে বিস্তরে॥
হস্তির মস্তকে পুষ্প সৌরভ সুন্দর।
ফলকের আলোকে পয়োদ শোভাকর॥
কুসুমিত নগ যত ঘন ঘনাকার।
চিত্রকূট পর্ব্বতের ভূষণ সঞ্চার॥
ঘোরতর শব্দহীন এই মহাবন।
এক্ষণে অযোধ্যা প্রায় প্রকাশে নির্জ্জন॥
ফলত আমার সৈন্য হয় হস্তিক্ষরে।
রথ রথিগণাচ্ছন্নে অতি শোভা করে॥
খুর ক্ষুণ্ণ ক্ষিতিরেণু ব্যাপিত গগণে।
সেই রেণু সকল সুচালন পবনে॥
জ্ঞান হয় করিতে আমার উপকার।
এবন গগণ ব্যাপী পবন সঞ্চার॥
হয় যুক্ত রথ সুত মুখ্য অধিষ্ঠিত।
গমন করিছে শীঘ্র গহনে বিহিত॥
দেখ দেখ শত্রুঘ্ন এ রথের গমনে।
ত্রাসিত প্রিয় দর্শন নীলকণ্ঠ গণে॥
মন মন আরোহণ করিয়া প্রকাশে।
কুসুমে চিত্রিত ভূমে কখন আকাশে॥
মৃগী সহ মৃগগণ বনে বহুতর।
পক্ষিরা নিবাসে বাস করে নিরন্তর॥
অত্যন্ত মনোজ্ঞ দেখ দেখ এই দেশ।
প্রকাশে আমার চিত্তে তমঃ করে শেষ॥
তপস্বি নিবাস স্থান ত্রিদিব সমান।
সৈন্য সব কাননে করুক অবস্থান॥
চরগণে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করে।
যথা দশরথ সুত যুগ্ম রঘুবরে॥
মহাবল বিক্রম পুরুষ ব্যাঘ্র দ্বয়ে।
দেখিতে সন্ধান হেতু যাবে অতি রয়ে॥
এই স্থানে আরো অন্য তপোবল গণ।
অবশ্য হইবে চিত্রকূটে সন্দর্শন॥
সৈন্যগণ সহিতে সকলে বলে প্রভু।
তোমার যে আদেশ অন্যথা নহে কভু॥
শুনিয়া কৈকয়ী সুত সাধুমত বাণী।
সৈন্য প্রতি সসন্তোষে কহিলেন জ্ঞানী॥
হইয়া একত্রীভূত তিষ্ঠ সমুদয়।
এ স্থান হইতে অন্য স্থানে যাত্রা নয়॥
আমি যাব একা মাত্র লয়ে মন্ত্রিদ্বয়।
সুমন্ত্র অপর ধৃষ্টি পথ পরিচয়॥
এই বাক্য বলিয়া সকল সেনাগণে।
সংস্থাপন করিলেন সর্ব্ব সঙ্গি জনে॥
ভরত আপন মনোরথ সিদ্ধি ইষ্টে।
দেখিলেন ধূমাগ্র শিখরে এক দৃষ্টে॥
অবস্থিতা মিলিতা মহতী সেনা তথা।
সেই রূপ সন্তোষ আপন প্রভু যথা॥
রামায়ণে রামাশ্রম দর্শনীয় সর্গ।
ষণ্নবতি সংখ্যক শ্রবণে অপবর্গ॥

৯৬ সর্গঃ।

—

পয়ার।

এই রূপে রহিলেন ভরত রাঘব।
চিত্রকূটে বনকূটে সুচিত্রিত সব॥
মহারথী দাশরথি রঘুবর রাম।
মহাসতী সীতাসহ আরামে আরাম॥
শচী সহ সুস্থ দেহ যথা শক্র রাজ।
সেই রূপ জানকীর সহিতে বিরাজ॥
রাজ্য নষ্ট মহাকষ্ট আত্মীয় বিচ্ছেদ।
তাহে মনে একক্ষণে নাহি জন্মে খেদ॥
কমনীয় অতি প্রিয় এই গিরিবর।
প্রতীক্ষণ প্রদর্শন ইচ্ছুক অন্তর॥
পশ্যং কি রহস্য স্থল এ অচল।
দ্বিজকুল সমাকুল ভূরুহ সকল॥
সুরবর্ত্ম সমাবর্ত্ত শিখর সুন্দর।
ধাতুচয় শোভাময় অতি উচ্চতর॥
কোন স্থান ভ্রাজমান রজত সঙ্কাশ।
কোন স্থল সমুজ্জ্বল শোণিত প্রকাশ॥
শ্বেত পীত আলোহিত কনক সন্নিভ।
পুষ্প সম মনোরম কেহ জ্যোতিঃ প্রভ।
গিরিবর শোভাকর কি সুন্দর সানু।
প্রবেশ না করে দেশ কভু শশিভানু॥
শাখামৃগ বনমৃগ আর মৃগাদন।
শার্দ্দূলাদি সমাকুল সেবিত নির্জ্জন॥
নানা বৃক্ষ নানা পক্ষী উপলক্ষ গিরি।
আম্র জম্ব নিম্ব কম্ব আসনে বিস্তারি
শাল তাল পিয়াল ককুভ লোধ্র ধব
অশেষ পনস বিল্ব তাপীস তরব॥
তিলক তিন্দুক ভব্য মধূক কাশ্মরী।
বন্ধূক বন্ধু জীবক বরুণ বদরী॥
আমল ক অশোক অরিষ্ট পারিজাত।
চল দল সুখ স্থল বহু বহু পাত॥
বেণু বেত্র নীপ গাত্র গুরু গিরিবর।
ফ লে ফুলে অনুকূলে অতি মনোহর॥
স্নিগ্ধ কায়া শীত ছায়া সেবনে সুন্দর।
শ্রীবর্দ্ধন গোবর্দ্ধনাধিক গিরিবর॥
শৈল প্রস্থে অতি সুস্থে দেখহ সীতে।
দেব রূপ অপরূপ কিন্নর শোভিতে॥
স্থানে২ পঞ্চবাণে হইয়া পীড়িত।
যুগল যুগল রম্য রমণে মোহিত।
শাখা স্থলে সুনির্ম্মলে করে৷ আরোহণ
বিদ্যাধরে ক্রীড়া করে বিদ্যাধরী গণ॥
উচ্চ হৈতে পড়ে তাতে সুন্দর সলিল।
সুশীতল মন্দ বল বহিছে অনিল॥
জলস্রবে গিরি শোভে দেখনা সুন্দর।
করিমদে সুপ্রমোদে যথা করি বর॥
গুহোত্থিত গুণান্বিত সুরভি সুঘ্রাণ।
কিন্নরে সমরে করে সুন্দর শ্রীমান॥
উৎকর্ষ শীতল স্পর্শে কেনা হর্ষ হয়।
যদ্যপিও তব সহ বহু কালাত্যয়॥
তাহে দোষ অসন্তোষ স্পর্শ নাহি করে
রূপ রাশি গিরিবাসি সহ সহোদরে॥
নাহি শোক স্বপ্ন লোক সমান ভামিনি।
রাজ্যে ধিক্ ততোধিক সুখী করো মানি।

পুষ্প ফল রম্য স্থল বৃক্ষ পক্ষি যুত।
সুচিত্র বিচিত্র অদ্রি শিখর অদ্ভুত ॥
দর্শনে স্পর্শনে গিরি গমনে এবনে।
কৃত কাম অবিরাম রাম তব সনে ॥
বন বাস করি আশ তোমার সহিত।
এ অচল মহৎফল করে সঞ্চারিত ॥
পিতৃধর্ম্মে মহৎকর্ম্মে হইয়া অঋণী।
ভরতের সুপ্রীতের ক্রিয়া সংযোগিনী ॥
মন সঙ্গে মহারঙ্গে গিরি চিত্রকূটে।
নানা রঙ্গ নানা ভঙ্গী সুতরঙ্গ উঠে ॥
বাক্য মনঃ প্রয়োজন কায়িক সাধন।
দেখ প্রিয় বুঝিয়া এ অমৃত যেমন ॥
রাজর্ষি তপস্বি গণ পূর্ব্বে২ যত।
ইহাকেই কহিলেন পরম অমৃত ॥
তপঃ হেতু মহাসেতু বদ্ধ বন বাস।
পিতৃ পিতামহ যথা করেন প্রকাশ ॥
শৈলরাজে শিলারাজে অদ্যাপি অসীম।
শ্বেত পীত শোণিত সুচিত্রিত নীলিম ॥
নানা বর্ণ পরিচ্ছন্ন চিহ্ন শৈল বরে।
অগ্নি শিখা প্রায় দেখা অতি শোভাকরে ॥
মহৌষধি নিরবধি সুপ্রভা সুঘ্রাণ।
সহস্র সহস্র চিত্রকূটে বর্ত্তমান ॥
কোন স্থান সুনির্ম্মাণ দিব্য গৃহাকার।
কোন স্থলে ফলে ফুলে উদ্যান বিস্তার ॥
একাকার প্রচার পর্ব্বতে এক শিলা।
উচ্চতর অম্বর ভেদী শুভ্র নীলা ॥
গুহ্যকের বসতির স্থান চিত্রকূট।
সেবা স্থান পুণ্য দান করণে কুকুট ॥

মার্গে২ অপামার্গে পুন্নাগে সম্পূর্ণ।
বহুকূল বকুল কুসুমে পরিচ্ছন্ন ॥
ভূর্জপত্র বহু পত্র অভিনব দল।
কামি কিসলয় শয্যা বিলাসের স্থল ॥
যাজ্ঞিকের জীবনের জীবিকা স্বরূপ।
বনজ জলজ ফল পুষ্প বহু রূপ ॥
অতিমৃদু নব মধু কোমল কমল।
কর্ম্মি ধর্ম্মি কামুকের জন্য নানা ফল ॥
অমলিনী নলিনী পর্ব্বত পার্শ্ব সরে।
নানা প্রাণী হয়ে মানী সদা বাস করে
এগুরু উত্তর কুরু দেশের প্রধান।
এই কাল সদা কাল হর্ষে বর্ত্তমান ॥
লক্ষ্মীবান লক্ষ্মণ অপর তব সহ।
বনে বনে বিহরণে অতি প্রীত দেহ ॥
সৎপথে সুমনোরথে হয়ে বর্ত্তমান।
মহারতি প্রাপ্ত সতী সংপ্রতি প্রমাণ ॥
অযোধ্যায় স্নিগ্ধ কায় শ্রীরঘু নন্দন।
সপ্তোর্দ্ধ নবতি সর্গে পর্ব্বত বর্ণন ॥

৯৭ সর্গঃ।

লঘু ত্রিপদী।

পরে রঘুপতি, সহ সীতা সতী,
শৈল স্থিতি পরিহরি।
অতি শুচি জলা, নিতান্ত নির্ম্মলা,
ভাগীরথী সুরেশ্বরী ॥

এই মন্দাকিনী, শ্রীজহ্নু নন্দিনী,
দেখ সুচন্দ্র বদনা।
বিচিত্র পুলিনে, রাজহংস গণে,
জীবনে ভ্রমে সুমনা ॥
সুসম কুসুম, শোভা প্রিয়তম,
প্রিয়তমে ততোধিক।
সরসে সারসে, সুরব প্রকাশে,
তীররুহে ভাষে পিক ॥
সুফুল সুফলে, কত সুখ ফলে,
দেখ দেখ চন্দ্রাননে।
ব্যাপিত দুকুল, মালা সমতুল,
রাজেন্দ্র ভূষা সমানে ॥
কত যূথ যূথ, যথা মনোরথ,
মৃগ নৃগ নীর খায়।
কলুষ অশেষ, অনায়াসে শেষ,
অশেষ সুপুণ্যে পায় ॥
এই মহানদী, যত তীর্থ আদি,
অনাদি পদে সুগতি।
অস্মায় যে প্রীতি, কি কব সম্প্রতি,
শিব সতী এই সতী ॥
জটা চীরাম্বর, বহু সিদ্ধ বর,
অজিন অম্বর গণে।
বহু ঋষি চয়, করে পাপ ক্ষয়,
মন্দাকিনী নিমজ্জনে ॥
হয়ে ঊর্দ্ধবাহু, দ্বিজগণ বহু,
মুহুর্মুহুঃ বর্ত্তমান।
হয়ে শুদ্ধ কৃত্য, করিতেছে নিত্য,
আদিত্য দেবোপ স্থান ॥
গিরি আরোহণ, করিয়া পবন,
সঘন সঞ্চারে তীরে।
কখন পাদপে, মধুর আলাপে,
নলিনী সেবিছে নীরে ॥
অনিল আধৃত, করে অনাহূত,
পবিত্র পুষ্প সঞ্চয়।
জল মল হরে, জীবন সঞ্চারে,
জীবন সঞ্চার হয় ॥
মণি মুক্তা প্রায়, জল শোভা তায়,
সুস্থির তীর বাহিনী।
কোন২ দেশে, জ্ঞান পদাবাসে,
প্রকাশিতা মন্দাকিনী ॥
দেখ দ্বিজশ্রেণী, কহে মধুবাণী,
দিনমণি সম্বোধনে।
করে অধ্যাহার, তারা বারম্বার,
সুন্দর শুভ বচনে ॥
চিত্রকূট গিরি, দেবী সুরেশ্বরী,
দর্শনে সুন্দরী যত।
বিশেষ নিবাস, তব সহ বাস,
গৃহ বাসে নহে তত ॥
জটাজিন ধর, যত ধরামর,
তপোবল বলবান।
নিত্যস্নানে লোভ, নাহি মনঃক্ষোভ,
মম সহ কর স্নান ॥
প্রসন্ন পদ্মিনী, দেবী মন্দাকিনী,
তরঙ্গ অঙ্গদ করা।
করিয়া মজ্জন, কর আলিঙ্গন,
দিনমণি কুল দারা ॥

দেখ এই স্থান, অযোধ্যা সমান,
সরযূঅলকনন্দা।
লক্ষ্মণ সহিত, সদা মম প্রীত,
বর্দ্ধিনী সর্ব্বদানন্দা॥
নলিনী সংযোগ, সুমিষ্ট সম্ভোগ,
ভোগ ক্ষয় কর নীর।
তব তাম্র কর, তাহে যোগ কর,
বিহার কর সমীর॥
কর করস্পর্শ, পানে চিত্ত হর্ষ,
বিমর্ষ না হবে মনঃ।
দেখ মধ্যক্ষীণে, কি সুখ এ দীনে,
তব সহ সম্মিলন॥
মনঃ অযোধ্যায়, রাজ্যে নাহি যায়,
না চায় ধন উন্নতি।
এই মহাস্থান, দর্শনে নির্ব্বাণ,
দর্শনে কে বা বিরতি॥
মুনীন্দ্র কিন্নর, সিদ্ধ বিদ্যাধর,
গন্ধর্ব্ব সেবিত স্থল।
সুখ বাঞ্ছ যদি, দেখ দেখ নদী,
কানন তট নির্ম্মল॥
এই গিরিবর, অতি শোভাকর,
গঙ্গা গল পদ্ম মালা।
দেখ মৃগগণ, নিপীত জীবন,
বিনাশে জীবন জ্বালা॥
সিংহ যূথ মৃগ, বহু শাখামৃগ,
মৃগায়ু করে গাহন।
তীরে সুপুষ্পিত, তীররুহাঙ্কিত,
অলঙ্কৃত অঙ্গগণ॥

এ স্থান সেবনে, পরশে জীবনে,
গতশ্রম কে না হয়।
এই বাণী রাম, মুখে অবিরাম,
প্রিয়া প্রতি দয়াময়॥
সীতা সমন্বিতা, জনক দুহিতা,
দ্বিতীয় সখী সমান।
উভয়ে মিলন, নয়ন অঞ্জন,
স্বর্গাধিক গিরি জ্ঞান॥
নীল গিরিবর, চক্ষুঃ প্রিয় কর,
কজ্জল উজ্জ্বল অঙ্গ।
সীতা সহ রাম, ভ্রমি অবিশ্রাম,
কলিঙ্গ বংশ মাতঙ্গ॥
অষ্ট নবতিক, ফল স্বর্গাধিক,
অধিক সুখ সঞ্চার।
স্বর্গীয় মনুষ্য, প্রীতিদ অবশ্য,
নৃপাদেশে সুবিস্তার॥
অযোধ্যা কাণ্ডীয়, রস অতিপ্রিয়,
বিশেষে গঙ্গা বর্ণন।
বিপ্রদাস ভাষে, কর্ণামৃতে ভাসে,
মজ্জন কর সজ্জন॥

৯৮ সর্গঃ।

পয়ার।

গঙ্গা ভাগীরথী রম্যা সর্ব্ব নদীশ্বরী।
চিত্রকূট শৈল সহ তাঁরে স্তুতি করি॥
জনক নৃপতি কন্যা সীতা গুণবতী।
দর্শন করিলা স্বামি সহ তথা সতী॥

চিত্রকূট গিরি পদ করিয়া দর্শন।
শিলা ধাতুময় গিরি কন্দর শোভন॥
সুখদ সুন্দর তরু পুষ্প ভারে নত।
পক্ষি কুল সমূল শিখরোপরি রত॥
করে রব সুরব সৌরভে পূর্ণ বন।
দেখিতে২ অতি শান্ত হয় মনঃ॥
মনোহর দৃষ্টিহর সুন্দর নিস্বন।
দেখিয়া কানন শোভা শ্রীরঘুনন্দন॥
বিস্মিত হইয়া প্রিয়ে দেখ২ বনে।
সীতা করে ধরিলা সন্তোষ যুক্ত মনে॥
হে সীতে দয়িতে দেখ পর্ব্বত কন্দর।
পরিশ্রম দূরীকৃত হইবে সুন্দর॥
সাধ্বি সাধ্বি এসো২ নিকটে আমার।
তোমার নিমিত্ত শিলাপট্ট চমৎকার॥
অগ্রে বিধি বিন্যাস করিলা এই বনে।
গিরি পার্শ্বে পুষ্পময় কেশর স্থাপনে॥
যাহার নিকটে প্রিয়ে ঘনচ্ছায়া প্রায়।
পুষ্পবন্ত যাবন্ত ভূরুহ শোভা পায়॥
শুনিয়া স্বামির মুখে সুখের ভারতী।
প্রকৃতি সুন্দরী সীতা অতি হৃষ্ট মতি॥
মধুর বচন সরে কমল বদনে।
তব আজ্ঞা অঙ্গীকার করিব পালনে॥
দেখিব দেখিব পুষ্পাযুত তরুবর।
এই কথা মাত্র শিলাতলে স্থিতিপর॥
পত্নী সহ এক দেহ দশরথ সুত।
কহিছেন সুভাষণ মধু মধুচ্যুত॥
পশ্য প্রিয়ে গজ দন্ত হত বৃক্ষগণ।
বহিছে নির্যাস বাষ্পবারি অনুক্ষণ॥
পতিহীনা দীনা গুণ প্রবীণার প্রায়।
রোদনে সঘনে মনো ভেদ করে তায়॥
এই পুত্র প্রিয় পক্ষী শকুনি সুস্বরে।
পুত্র২ বোলে বহু বিলাপ সঞ্চরে॥
পূর্ব্বে মম জননী কৌশল্যা দেবী প্রায়।
মধুর করুণ বাক্যে হৃদি ভেদে তায়॥
শালস্কন্ধে মহানন্দে পেক্যে ভৃঙ্গরাজ।
রব করে কোকিলের পশ্চাতে বিরাজ॥
বাদিত্র সহিত যেন করিছে সঙ্গীত।
শ্রবণে না হয় কার চিত্ত বিমোহিত॥
বিহঙ্গম অধম পাপিষ্ঠ গোষ্ঠী বিট।
অসঙ্গত করে রব যেন বজ্র কীট॥
এই কুসুমিত বৃক্ষ ভারী পুষ্পভারে।
লতা অবনতা হয়্যে দেখিছে তোমারে॥
এই কথা স্বামি উক্ত যুক্তি যুক্ত শুনে।
সন্তোষিতা সুপ্রিয় ভাষিণী সীতা মনে॥
স্বামি অঙ্কে নিঃশঙ্কে রোহণ করে্য সতী
সুরসুতা সম সন্তোষিতা গুণবতী॥
জয়ান রামের চিত্তে অত্যন্ত সন্তোষ।
নিশাকর তুষ্ট যথা পাইলে প্রদোষ॥
শিলা রসে ঘর্ষণ করিয়া নিজাঙ্গুলি।
সীতার ললাটে দেন তিলক আবলী॥
তরুণ অরুণ তুল্য গিরি ধাতু শোভা।
রাম মনোরমার রমার প্রায় প্রভা॥
হরণ করেন দেবী শ্রীরামের মনঃ।
ললাটে বিলিপ্ত সাজে সুন্দর শোভন॥
কেশবের কেশর করিয়া সহ যোগ।
দিলেন অলকাবলী করে্য যোগাযোগ॥

মনোলোভা শোভা তায় হইল সুগতি।
সন্ধ্যাকালে সম্পূর্ণ যেমন রাকাপতি॥
মনঃশিলা তিলক বদন সরোরুহে।
প্রফুল্ল পদ্মের প্রায় শোভিত সুদেহে॥
রক্তোৎপল পলাশ সদৃশ দৃশ্য তায়।
সীতার বদন শ্বেত পুণ্ডরীক প্রায়॥
সুসজ্জিতা হয়ো সীতা স্বামির সহিতে।
অন্য দেশ প্রবেশ প্রফুল্ল মনোনীতে॥
ভ্রাম্যমাণা করি অরি কুল করি দৃষ্টি।
বহু মৃগ শ্রেণী বন শ্রেণী বিধি সৃষ্টি॥
সভয়ে পতি হৃদয়ে করো আরোহণ।
ভীতা সীতা দয়িতা করেন আলিঙ্গন॥
মহাভুজে মহাভুজ নিজকান্তা লয়ো।
সান্ত্বনা করেন বহু বাক্যে রত হয়ো॥
বহুবিধ বনেতে বানর যূথ পতি।
নিরীক্ষণে ক্ষণে২ মূর্চ্ছা গুণবতী॥
হৈলে গত যত সব বানরের পাল।
প্রফুল্ল বিধুবদনী বিগত জঞ্জাল॥
রামের শ্রীঅঙ্গ রঙ্গ তরঙ্গের প্রায়।
আপনার অপাঙ্গ দেখিয়া দেবী তায়॥
সেই বনে নয়নে সংযোগ কলেবর।
দূরস্থ সমস্ত তরু নিকটে সুন্দর॥
উৎফুল্ল উত্তম তরু কুসুম সুসম।
আহ্বান করিছে যথা প্রিয়া প্রিয়তম॥
দেখিয়া দয়িত প্রতি কহিছেন সীতা।
অশোক কুসুমার্থিনী হয়ো সন্তোষিতা॥
তোমার সহিতে সখা করিব গমন।
পশ্চাতে২ করো বন নিরীক্ষণ॥

প্রিয়ার প্রিয়ার্থে রাম তনু অনুরূপ।
অশোক কাননে শোক বারণার্থে ভূপ॥
শিবের সহিত সতী মিলনে যেমন।
হিমবান্ গিরি বরে সুন্দর শোভন॥
পরস্পর শোভাকর পুষ্প পুঞ্জ দানে।
বল্লভ বল্লভা সাজে পল্লব ধারণে॥
উভয়ে উভয় করে অঙ্গদাদি দান।
কামিনী সুখ যামিনী যেমন সন্ধান॥
পুষ্প জালে বনমালে পরম শোভন।
পরস্পর কলেবর করেন দর্শন॥
এই রূপ অনুরূপ করিয়া ঈক্ষণ।
আপন আশ্রম পদে পুনশ্চ গমন॥
লক্ষ্মণ শুভ লক্ষণ ভ্রাতৃ ভক্তি কর।
উঠিলেন শ্রীরামের নিকটে সত্বর॥
দেখাইয়া আপনার বহু বিধ কর্ম্ম।
মৃগয়া প্রভৃতি যত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
কৃষ্ণসার মৃগমাংস করি আয়োজন।
দম্পতীর প্রীতি হেতু করান দর্শন॥
দশ মৃগ মারণের মাংস বহুতর।
দেখিয়া সন্তোষ চিত্ত রঘুবংশ বর॥
শুষ্ক মাংস শরহত পিশিত সুরস।
কেহ আম কেহ পক্ব বুক্ক ঘনরস॥
সুমিত্রা সুতের কর্ম্ম অতি অসাধার।
প্রশংসিয়া প্রিয়ারে দেখান বারেবার॥
শুন সীতে সুন্দরি সকল মাংস লয়ো।
প্রাণিগণ সন্তোষণ অগ্রেকর গিয়ে॥
পরে পতি বাক্য অনুসারে সীতা সতী।
প্রাণিগণে প্রদান করিয়া শীঘ্রগতি॥

করিলেন পশ্চাতে প্রদান রঘুবরে।
মধুমাংস সমগ্র উভয় সহোদরে॥
করিলেন তাঁহাদের তৃপ্তি উৎপাদন।
যথা বিধি পরে নিজে করিলা ভোজন॥
অবশেষ বিশেষ যা রহিল পিশিত।
শ্রীরাম বচনে তাহা করিলা সঞ্চিত॥
কাক ভয়ে মাংস রক্ষা করিবারে তথা।
দেখিলেন উপস্থিত বিষম বিভথা॥
আয়াসিতা সীতারে দেখিয়া কাক ভয়ে।
রঘুনাথ সন্নিকটে আসিলেন রয়ে॥
দেখিলেন বিপরীত ব্যগ্র বিহঙ্গম।
ধরাধর খচর ভূচর অসম্ভ্রম॥
প্রকাশে অশেষ মায়া কায়া আকর্ষণ।
পীড়াবতী সতীরে করিয়া নিরীক্ষণ॥
অত্যন্ত কুপিতা সীতা অভীতা সুন্দরী।
স্বামি প্রিয়া অভিমানে দর্পিতা ঈশ্বরী॥
ইতস্ততঃ নিয়া যান করিতে রক্ষণ॥
পুনঃ২ ধায় কাক করিতে ভক্ষণ॥
বৈদেহী কোমল দেহে আক্রমণ করে।
অতি কোপবতী সতী স্পর্শে পয়োধরে॥
পক্ষ তুণ্ড নখাঘাতে বিত্রস্তা বৈদেহী।
প্রস্ফুরিত ওষ্ঠপুট রামমুখ চাহি॥
সীতার সুবর্ণ পদ্ম প্রায় মুখ বর।
দেখিয়া নিষেধ কাকে করিলা বিস্তর॥
অতি ধৃষ্ট অশিষ্ট বিশিষ্ট অপকারী।
চিনিতে না পারে রাম দুষ্ট দণ্ডধারী॥
পুনঃ২ সীতার উপরে পড়ে কাক
কুপিলেন কমল নয়ন শুষ্ক বাক্॥

অপূর্ব্ব ঈষিকা অস্ত্র মন্ত্রপূত করি।
কাকোপরি মহাকোপে প্রক্ষেপিলা হরি।
ত্রিভুবন ভ্রমে কাক পাইয়াছে ভয়।
তথাপি সে ঈষিকাস্ত্র নিবৃত্ত না হয়॥
দেবদত্ত বরপ্রাপ্ত বায়স পাপিষ্ঠ।
ত্রিভুবন ভ্রমণে না পায় অভীষ্ট॥
যথা২ যায় তথা দেখে দুষ্ট মতি।
আকাশ ব্যাপিত অস্ত্রে নাহি অব্যাহতি॥
পুনর্ব্বার পতিত রামের পদতলে।
কাকুবাক্যে কাকুৎস্থে কিঙ্করে রক্ষ বলে॥
প্রসন্ন হইয়া পূর্ণ কর মনোরথ।
তুমি রক্ষা না করিলে যাই যম পথ॥
অস্ত্রের প্রভাবে তব শ্রীপদে শরণ।
বিপদে বিপদহারী রাখহে জীবন॥
পদতলে পতিত দেখিয়া দাশরথি।
কহিলেন প্রসন্ন হইয়া মহারথী॥
সীতার সন্তোষ হেতু যম সেতুবাণ।
করিয়াছি পরিক্ষেপ রে কাক সন্তান॥
প্রাণ হর এই শর কর অবধান।
কিছু না লইয়া ক্ষান্ত হইবে না বাণ॥
পদে শির দিয়া নীর চক্ষে বিমোচন।
একারণে জীবনে অযুক্ত বিঘাতন॥
কিন্তু এ অমোঘ অস্ত্র এক অঙ্গ লবে।
কোন্ অঙ্গ পরিত্যাগ বল তবে হবে॥
করিবারে পারি আমি এই উপকার।
অঙ্গহীন হইবে করিলে অঙ্গীকার॥
শুনি কাক রাম উক্তি যুক্তি যুক্ত বাণী
ত্যজিব নয়ন এক শুন রঘুমণি

এক চক্ষুঃ পরিত্যাগে প্রাণ যদি পাই।
তোমার প্রসাদে প্রভু তাহে ক্ষতি নাই॥
এক চক্ষু হীন কাক রামের কৃপায়।
উভয় নেত্রের কর্ম্ম এক নেত্রে পায়॥
কাকে দেখ্যে কাম চক্ষুঃ জানকী বিস্মৃতা
হৃতনেত্র কৃপাপাত্র কৃপানেত্রা সীতা॥
পদতলে পতিত হইয়া নত শিরঃ।
আপন ঈপ্সিত স্থানে চলে পক্ষ স্থির॥
পশ্চাতে লক্ষ্মণ সহ শ্রীরঘুনন্দন।
করিলেন শেষ যত ক্রিয়া সমাপন॥
এই কালে অনেক জাতীয় শব্দ হয়।
গজ বাজী রথ রথী সৈন্য সমুদয়॥
অতুল তুমুল শব্দে শুদ্ধ গিরি বাসী॥
শ্রীরামের শুদ্ধ কর্ণে প্রবেশিল আসি॥
অনন্তর রঘুবর মহেন্দ্র বিক্রম।
সুকমল দলায়ত নেত্র রঘূত্তম॥
নিকটে লক্ষ্মণ প্রতি রঘুবংশ বীর।
কহিলেন ও কি শব্দ কহিবে সুস্থির॥
গুরু বাক্য শ্রুতে দ্রুত উঠিলেন তথা।
করি রবে করি অরি প্রকুপিত যথা॥
অযোধ্যায় ঈষিকাস্ত্র কাকে বিসর্জ্জন।
একোনশতক সর্গ হৈল সমাপন॥

৯৯ সর্গঃ।

ত্রিপদী

উপবিষ্ট রামচন্দ্র, অযোধ্যার একচন্দ্র,
এই কালে কৈকেয়ী কুমার।
আসিতে রামের উপ,মহাশব্দ অপরূপ,
সৈন্য রব অরণ্যে অপার॥
অবধানে সেই শব্দ, গিরিবাসি গণ স্তব্ধ,
গুহা ত্যাগ করে ব্যাঘ্রগণে।
বনে লীন বনবাসী, বিহগ গগনে আসি,
মৃগগণ নিবিড় গহনে॥
স্বস্থান করিয়া ত্যাগ,পলায় ভল্লুক ভাগ
সিংহ সব চলে গিরি গুহ।
দাবানলে দহে বন, আতঙ্কে মাতঙ্গগণ
সিংহাধিক শব্দ করে উহ॥
বানরেরা বেগে ধায়,পিপীলিকা তুল্য যা
বৃক্ষ হৈতে পড়ে মহীতলে।
মহিষাদি মহাবীর,সভয়ে না তুলে শি
বন ত্যজি মগ্ন নদী জলে॥
বিলে প্রবেশিছে ব্যাল,একি কালো
রি কাল,অকালে হইল উপস্থি
স্বস্তি জপে দ্বিজগণ, বিদ্যাধর ভীতমন
কিন্নরেরা হয় গুহ স্থিত।
নিকটে লক্ষ্মণ বীর,উদ্দেশে সময়
লক্ষ্য করি কিঞ্চিৎ অদূরে।
হইতেছে সৈন্যরব,অনুমানে জ্যেষ্ঠে
বার্ত্তা দেন অযোধ্যা ঠাকুরে।

লক্ষ্মণে কহেন রাম, রঘুবংশ গুণধাম,
তোমা হৈতে সুমিত্রা সুপ্রজা।
জানহ আন তত্ত্ব, বিজ্ঞাত হইয়া তত্ত্ব,
কাননে আইল কোন্ রাজা॥
লক্ষ্মণ সুবিচক্ষণ, শাল বৃক্ষে আরোহণ,
নিরীক্ষণ করি দশ আশা।
প্রাচীদিক সৈন্যশূন্য, দেখে বীর অগ্রগণ্য,
উত্তরে চাহেন সৈন্য আসা।
দেখিলেন সমুদয়, ভরতের চমূচয়,
তুরঙ্গ মাতঙ্গ পদাতিক।
স্বন করে রণ মত্ত, রথি প্রায় বীর তত্ত্ব,
কে বটে কি নিশ্চিত অধিক॥
আসিতেছে মহাব্যগ্র, কহিলেন নরব্যাঘ্র,
ন্যগ্রোধ পত্রিকা প্রায় বোধ।
রথধ্বজে রাজে দেশ, অনল সম প্রবেশ,
নরেন্দ্র না কর অনুরোধ॥
গিরিগুহা অন্তরালে, আচ্ছাদিয়া পত্র
জালে, সীতা তায় করুন্ প্রবেশ
ধরিয়া ক্ষত্রিয় রীত, করে ধনুঃশরান্বিত,
কবচ ধারণ রণ বেশ॥
নাগাশ্ব রথ সম্পূর্ণ, চমূচয় শুনে তূর্ণ,
জিজ্ঞাসেন রঘুবংশ বীর।
সেনাসঙ্গ বটে কার, জ্ঞান হয় কি প্রকার,
না জানিয়া যুদ্ধ যাত্রা স্থির॥
রাজাকিম্বা রাজসুত, কে আইল বনে দ্রুত,
মৃগ হত করিবার আশে।
যথার্থ জানিয়া ভাই, কহিবা আমার ঠাঁই,
কেবা বটে কি আশয়ে আসে॥
শ্রীরামের বাক্য শুনি, কহিলেন বীরমণি,
প্রকোপে কম্পিত সর্ব্ব কায়।
জ্বলন্ত পাবকোপম, সদাকাল অসম্ভ্রম,
রঘূত্তম কি কহিব হায়॥
কৈকেয়ী সন্তান বটে, ভরত ভুবনে রটে,
নিকটে আসিছে রাজ্য কামী।
উভয়ের প্রাণ নাশে, সৈন্যসহ বনবাসে,
উপস্থিত অযোধ্যার স্বামী॥
মহা উচ্চতর তরু, সসৈন্য পলাশে গুরু,
করি স্কন্ধে করিছে বিরাজ।
অতুল অশ্ব সম্ভ্রম, কোবিদার ধ্বজ সম,
রঘূত্তম কোশলাধি রাজ॥
অনেকে সেবন করে, সম্মান আকাশো-
পরে, ধনুঃশরে সুন্দর নিপুণ।
তুমি বীর অগ্রগণ্য, এ তিন ভুবনে ধন্য,
ধর ধনুঃ দেহ দৃঢ় গুণ॥
অথবা গিরি গুহায়, গুপ্ত থাক সভার্য্যায়,
আসিতেছে নাশিতে নিশ্চয়।
সন্ত কোবিদারধ্বজ, রণে মত্ত মহাগজ,
রাঘবীয় সেনা সমুদয়॥
ইহাতে নাহি বিচার, মত্ত মদহঙ্কার,
সতত পিতার প্রিয়তর।
এই দেখ অশ্বগণ, যে তোমারে আনে বন,
সুমন্ত্র যোজিত বহুতর॥
পিতা দশরথ প্রিয়, সদাকাল আরাধীয়,
মহৎ সৈন্য ভরতাধিকারে।
করিয়া সর্ব্বাহরণ, আসিছে করিতে রণ,
মম বশে আসিবে সত্বরে॥

এই যত অশ্বারোহী, আসিছে তোমার
দ্রোহী, আমি সব করিব শাসন।
তুমি কর শৈলাশ্রয়, দেখ রঙ্গ মহাশয়,
অনুজের মহাভুজ রণ॥
ভরতের হেতু আমি, কি করি তা দেখ স্বামী,
যত দুঃখ নিবারণ হবে।
যে নিমিত্ত রাজ্যচ্যুত, দুঃখভাগী মহাদ্ভুত
কেকয়ীর সুত রাজা যবে॥
সেই এই অধমারি, পাপিষ্ঠে সমরে মারি,
করি ক্ষিতি ভার নিবারণ।
কি দোষ ভরতবধে, কিবা তার অনুরোধে,
মম বোধে না হয় দর্শন॥
রণে হত এই বীর, হইলে জানিবে স্থির,
বসুন্ধরা তোমার স্বাধীনা॥
অদ্য হৈল পুত্রহতা, কেকয়ী জননী সতা
রাজ্য আকাঙ্ক্ষিণী পরাধীনা॥
আমা হৈতে সুদুঃখিত, ভরত এ সুনি-
শ্চিত, করি ভগ্ন পাদপ সমান।
কেকয়ীরে বিনাশিব, রাজ্যফল ফলাইব,
সবান্ধবে হবে হতমান॥
পাপে পূর্ণ বসুমতী, নিষ্পাপা হইবে
ক্ষিতি, মম ক্রোধ যত অসৎকার।
এখনি করিব মুক্ত, খরতর ইষু যুক্ত,
নাশিব কৈকেয়ী অহঙ্কার॥
বৃক্ষের কোটরে বাস, অনল পাইয়া ত্রাস
কালে নাশ করয়ে যেমন।
রব সর্ব্ব সৈন্য মাঝ, সাধিব আপন কায,
সর্ব্ব শত্রু হবে নিবারণ॥

আমার বিক্ষিপ্ত শরে, সর্ব্বশত্রু কলেবরে,
উচ্ছলিত শোণিতের ধারে।
চিত্রকূট গিরিস্থিত, কানন বিটপী যত,
সিঞ্চিত করিব একেবারে॥
শরভিন্ন কলেবর, সমস্ত তুরঙ্গ বর,
কুঞ্জর কাতর হয়ে রণে॥
ত্যজিবে আপন প্রাণ, পদাতিক অপ্রমাণ,
ধর্ম্ম ভক্ষ্য হইবে এক্ষণে
শুধিব বিশিখ ঋণ, কোদণ্ডের এই দিন,
মহাযুদ্ধে সসৈন্য ভরতে।
বিনাশ করিয়া অদ্য, সফল করিব গদ্য,
তব অগ্রে দেখ বিধি মতে॥
মথিব তুরঙ্গ হয়, রথ চক্র সমুদয়,
বিনাশিব সব নর তনু।
শোণিতে কর্দ্দম করি, নৃপচর্ম্ম তদুপরি,
অসুরারি নাশে যেন দনু॥
হইবে জীবন মুক্ত, ঋক্ষ ব্যাঘ্র খগভুক্ত,
মম শরে হইয়া বিভিন্ন।
অযোধ্যায় চিত্রকূটে, রামানুজ করপুটে,
নিবেদনে শত সর্গ পূর্ণ॥

১০০ সর্গঃ।

পয়ার।

ক্রুদ্ধ তনু অনুজে করিয়া নিরীক্ষণ।
সমতা করিতে রাম কহিলা বচন॥
কি অকার্য্য অন্যায্য কখন কিবা কোথা।
অনিষ্ট ভরত হৈতে কি কর্ম্ম অন্যথা॥

যেহেতু এ ধর্ম্ম সেতু করিয়া লঙ্ঘন।
ইচ্ছা কর ভরতের বিনাশে লক্ষ্মণ॥
কি কর্ম্ম কার্ম্মুকে কিবা কার্য্য অসিচর্ম্মে
মহাপ্রাজ্ঞ ভরতের নিমিত্ত অধর্ম্মে॥
আপনি আগত আমাদিগে দেখিবারে।
কদাচ অহিতাচার মানসে না পারে॥
অবাচ্য তোমার বাচ্য ভরতে নিষ্ঠুর।
অপ্রিয় বচন তুমি কহিলে প্রচুর॥
অপ্রিয় যদ্যপি করে মম প্রিয় ভ্রাতা।
তথাচ আমার প্রিয় পাত্র প্রীতি দাতা॥
পুত্র হয়্যে পিতৃ ক্ষয়ে কে করে বাসনা।
অনুজ কি করে কভু জ্যেষ্ঠ কদর্থনা॥
আত্মপ্রিয় অতি আরাধনীয় বিগ্রহ।
কনিষ্ঠ কি হেতু জ্যেষ্ঠে করিবে নিগ্রহ॥
রাজ্যের নিমিত্ত গ্রাহ্য নহে এ বচন।
বিসম্বাদে বিবাদে কি আছে প্রয়োজন
দেখিলে ভরতে কব লব রাজ্য ধন।
স্বীকার করিবে দিবে রাঘব নন্দন॥
এই কথা উপযুক্ত যুক্তি যুক্ত জানি।
আপনাকে লুকাইলা লক্ষ্মণ সুজ্ঞানী॥
লজ্জায় লজ্জিত হয়্যে কহিলা বচন।
ক্ষমিবে আমার দোষ ক্ষিতীন্দ্র এক্ষণ॥
সলজ্জিত কুণ্ঠচিত্ত নিরখি লক্ষ্মণে।
সান্ত্বান সন্তান প্রায় সুস্নিগ্ধ বচনে॥
সহর্ষিজ ভূমিভুজ শ্রেষ্ঠ মহাভুজ।
আমাদিগে দেখিবারে আসিছে অনুজ॥
বনগত উপগত জানিবে নিশ্চয়।
মম বাস কৃত দুঃখ চিত্তে সহ্য নয়॥
চিন্তা করি দুঃখ স্মরি বনচারী ভাই।
ইহার উপরে ক্রোধ বোধ তব নাই॥
বৈদেহী একান্ত স্নেহি সকল লালিতা।
বন বাসে দুঃখ পাশে নিবদ্ধা সে সীতা॥
সেই দুঃখ দেহে গেহে লইবার তরে।
স্নেহে মোহে ভরতের গমন সত্বরে॥
কুলবন্ত ধীমন্ত সুবলবন্ত হয়।
প্রকাশে কানন বাসে মহাকুর্ম্মময়॥
বায়ুবেগে তুরগে করিয়া সুসজ্জিত।
বিরাজে বাহিনী সুখে সমরে পণ্ডিত॥
শক্রঞ্জয় এ নিশ্চয় তাতের মাতঙ্গ।
ভরতের অদৃষ্টের ফলে কল সঙ্গ॥
নাথের আদেশে দেশে অত্যন্ত দুর্ম্মদ।
সুনীতে আমারে নিতে প্রবল প্রমোদ॥
আদেশিল ভরত রাখিতে রথ রথী।
সেনাগণ সংস্থাপন রীতি মতে পথি॥
পর্ব্বতের সমীপে যোজন পরিমাণে।
আবরণ করিয়াছে গজাশ্ব বিমানে॥
করিয়া সৈন্য নিবেশ পরে রঘু বিভু।
চরণে চারণ করে দেখিবারে প্রভু॥
শুদ্ধ সত্ত্ব গুরু বর্ত্ম ধরে বুদ্ধি ধর।
ধর্ম্ম পুরস্কারে করে দর্প দেশান্তর॥
চিত্রকূটে২ শোভাপায় সেনা।
প্রসন্নার্থে রামের হইয়া প্রীতি মনা॥
নীতি মত প্রণত সমস্ত সৈন্যগণ।
একাধিক শত সর্গে সেনা সংস্থাপন॥

১০১ সর্গঃ।

লঘু ত্রিপদী

সেনা সন্নিবিষ্ট, কানন প্রবিষ্ট,
রঘুকুল শ্রেষ্ঠ পরে।
আপন উদ্দিষ্ট, রাঘব গরিষ্ঠ,
জ্যেষ্ঠ অন্বেষণ তরে॥
শত্রুঘ্নের প্রতি, ভরত ভারতী,
সংপ্রতি ইতি কর্ত্তব্য।
সহ নর হরি, যথা নর হরি,
হে নর হরি গন্তব্য॥
কর অন্বেষণ, মম সুশাসন,
গুহ জ্ঞাতিগণ যোগে।
শর চাপ অসি, কর তলে পশি,
ত্বরাবান কাল যোগে॥
তোমার সংহতি, লইয়া স্বজ্ঞাতি,
দেখে রঘুপতি যথা।
আমি সহামাত্য, অন্বেষিব সত্য,
গুরুগণ পথ তথা॥
সহ পুরজন, কানন চারণ,
চরণে করিব আমি।
যাবত্ না দেখি, সীতা চন্দ্রমুখী,
লক্ষ্মণ শ্রীরাম স্বামী॥
তাবত্ আমার, শান্তি অঙ্গীকার,
না হবে না হবে কভু।
যাবত্ স্বকরে, না ধরেন করে,
আমারে আমার প্রভু॥
যাবত্ নির্যাস, শশাঙ্ক প্রকাশ,
সুশোভন শুভানন।
পদ্ম পলাশাক্ষ, নীলোৎপল বক্ষঃ,
চক্ষে না করি দর্শন॥
না হইবে শান্ত, আমার একান্ত,
উত্তপ্ত দুরন্ত মনঃ
রাম পদ সঙ্গ, নহে উত্তমাঙ্গ,
যাবত্, শান্তি কখন॥
যাবত্ না রাজ্যে, পিতৃগণ গ্রাহ্যে,
না হন ভূপতি যোগ্য।
অভিষেক জল, যুক্ত সুকোমল,
দেহ নহে ভোগ ভোগ্য॥
যাবত্ আমার, শান্তি অতিভার,
ভ্রান্তি অধিকার মমে
করিব ভ্রমণ, যাবত্ দর্শন,
না হবে রাঘব সনে॥
সিদ্ধ কামাসতী, জনক সন্ততি,
অরণ্যে স্বপতি সহ।
আহা মরি আর্য্যা, সীতা কৃত কার্য্যা,
সতী ভার্য্যা এক দেহ॥
রাম চন্দ্রানন, বিমল দর্শন,
সতত দর্শন যার।
সে মুখ রাজীব, নিরীক্ষণে জীব,
নির্জীবে জীব সঞ্চার॥
চিত্রকূট গিরি, মহেন্দ্র নগরী,
গিরিগণ গিরি শ্রেষ্ঠ।
যথায় বসতি, রঘুবংশ পতি,
সতী পতি মম জ্যেষ্ঠ॥

মন্দরে শোভন, কুবের যেমন,
সস্ত্রীক তেমন রাম।
এই গিরিবরে,অতি শোভা করে,
বিরাম রামাবিরাম॥
এই বন দুর্গ; অতি দুর্গ মার্গ,
ভুজঙ্গ সংসর্গ যদা
ধন্য করে্য মানি,রাম মহাজ্ঞানী,
রাজ ধানী সম তদা॥
বলে্য এই কথা; ভরত সর্ব্বথা,
প্রবিষ্ট কনিষ্ঠ বনে।
গিরি সানু মাঝে,তরুকুল সাজে,
ফল ফুলে সুশোভনে॥
কহিলা সত্তম, এই রামাশ্রম,
অত্রম উত্তম স্থান।
রেখ্যে সৈন্য লোক,মাতঙ্গ ঘোটক,
গুহ সহ সুসন্ধান॥
বান্ধব সহিত, হইয়া সুপ্রীত,
দেখিয়া উত্থিত ধূম।
এই স্থলে রাম, অবশ্য বিরাম,
নির্ব্বাণ সন্তাপ ধূম॥
যত যাতুধান, অতি পুণ্যবান,
চিত্রকূট গিরি বরে।
রাম২ ঘোষে, পরম সন্তোষে,
সতত জল্পনা করে॥
ভরত গমন, কথা রসায়ন,
যুগাধিক শত সর্গ
নরেন্দ্র আদেশে,বিপ্রদাস ভাষে,
শ্রবণে ভোগাপবর্গ॥

১০২ সর্গঃ।

পয়ার

চিত্রকূট নিকটে বাহিনী অবস্থান।
ভরত দেখিতে রামে করিলা প্রস্থান॥
বশিষ্ঠ গুরু বিশিষ্ট ঋষি বুদ্ধিমন্ত।
আনিতে কহিয়া তাঁরে অশ্বাদি যাবন্ত॥
ত্বরিতে ভ্রাতৃ সহিতে করিলা গমন।
শত্রুঘ্ন পশ্চাতে মন্ত্রী সুমন্ত্র তৎক্ষণ॥
শ্রীরাম দর্শনে হর্ষ অত্যন্ত তাহার।
ভরতের সম তাঁর চিত্ত পরিষ্কার॥
প্রচ্ছন্ন অরণ্য বাসী তপস্বী সকলে।
দেখ্যে২ সুখে যাত্রা পরম কৌশলে॥
আলয়ে২ মৃগ মহিষ গোময়।
শুষ্ক চূর্ণ রাশি২ অগ্নি কার্য্যে রয়॥
পশ্চাতে পুরুষ বৃষ ভরত প্রধান।
অমাত্য স্বগণ প্রতি কহিলা আখ্যান॥
ভরদ্বাজ মুনিরাজ শ্রীমুখে আদেশ।
সে দেশ সে দেশ এই বিহিত সন্দেশ॥
দূর নহে রহে সন্নিকটে মন্দাকিনী।
ফল পুষ্প আম্র তরু দেখ্যে অনুমানি॥
দেখ রসা সরসা ভূরুহ ভগ্ন শাখা।
করিকুলে আমূলে দিয়াছে দন্ত রেখা॥
লক্ষ্মণ আসিয়া বনে এই তরু ত্বচে।
আঠায় করিয়া জটা চীর বস্ত্র রচে॥

অভিজ্ঞান যুক্ত স্থান বটে উক্ত পথে।
যূথেং করিকুল গর্জ্জে মনোরথে॥
গিরি পার্শ্বে ক্রীড়া হর্ষে করে শ্বেত দন্ত।
ধরণী ধারণে ধায় যথা পুষ্প দন্ত॥
পরস্পর বহুতর জানায় বিক্রম।
অধ্যয়নে রত বনে যত মহত্তম॥
অধ্যাপক সাগ্নিক সকলে করে বাস।
অগ্নিধূমে বন ভূমে ব্যাপিত আকাশ॥
আমি অদ্য মহর্ষি সদনে ঋষি সম।
দেখিব গুরু বৎসল নরসিংহোত্তম॥
অনন্তর মুহূর্ত্ত অন্তরে রঘুবীর।
উপনীত সুনিশ্চিত মন্দাকিনী তীর॥
আমার নিমিত্ত সত্য করিতে পালন।
এই বনে অবস্থিত কৌশল্যা জীবন॥
বীরাসনে নির্জ্জনে নরেন্দ্র মহামতি।
ধিক্ মম জীবনে জীবন অবস্থিতি॥
আমার নিমিত্ত তপঃ পরা কাষ্ঠা ধারী।
লোকপাল তুল্য বলী বনবাসাচারী॥
পরি হরি হরিং সকল কামনা।
সর্ব্ব অপরাধ খণ্ডি দেখ সর্ব্বজনা॥
পতিত হইব রাম পদদ্বন্দ্বে আমি।
সাধনা করিব সীতা সহ সীতাস্বামী॥
এই কথা পুনঃং দশরথ সুত।
কহিতেং দৃষ্ট পরম অদ্ভুত॥
পর্ণশাল বিশাল সুবিরল বিমল।
শাল তাল করি কর্ণ পলাশে উজ্জ্বল॥
স্থলেং হরিদ্দলে পরিষ্কার বেদী।
যজ্ঞ স্থলে যেমত সাজায় অশ্বমেধী॥
শক্র ধনুঃ সমধনুর্দ্বয়ে বিভূষিত।
মহৎপ্রভা রুক্ম আভা টৈক্কণ্যে চিহ্নিত॥
দিনকর কর সম প্রখর কিরণ।
তূণ গত অস্ত্র যত প্রকাশে তপন॥
ক্ষণেং বিশিখ বদনে অগ্নি জ্বলে।
ভুজঙ্গের শোভা যথা ভোগবতী জলে॥
উত্তম রজত স্তোম বদ্ধ অসিদ্বয়।
তাহাতে ভূষিত বিরাজিত তদালয়॥
অরি কুল দলন দলন সমুজ্জ্বল।
গুহা স্থিত সিংহ প্রায় প্রদীপ্ত সবল॥
পূর্ব্বোত্তর নিম্ন দেশে বেদী দীপ্তিমতী।
জ্বলে যজ্ঞ পাবক দীপক প্রায় অতি॥
দেখিলেন রাজপুত্র রাম নিকেতনে।
মুহূর্ত্ত আনন্দ চিত্ত শ্রীরাম দর্শনে॥
শ্যাম রাম জটা গ্রাম বল্কলাদি ধর।
উজ্জ্বল কজ্জল প্রভ পাবক প্রখর॥
সিংহ স্কন্ধ বাহু দ্বন্দ্ব বিপুল বিস্তার।
পুণ্ডরীক নয়ন শোভন পরিষ্কার॥
আসমুদ্র করগ্রাহী গোপ্তা পৃথিবীর।
ধর্ম্মচারী বনচারী ব্রহ্মচারী ধীর॥
মহাত্মা ধর্ম্মাত্মা মহাশয় মহাশয়।
সাক্ষাতে ব্রহ্মণ্য দেব নিরন্তরোদয়॥
সলক্ষ্মণ জানকী আসনে উপবিষ্ট।
ভাসিলেন শোকেতে ভরত করি দৃষ্ট॥
নিকটে প্রকটে ধান কৈকেয়ী সন্তান।
দেখিয়া শ্রীরামে চক্ষে বাষ্প বহির্যান॥
বহুবিধ বিলাপ বচন গদগদ।
ধরিতে নারেন ধৈর্য্য বাক্য বাক্য পদ॥

যে বীর হস্তির স্কন্ধে কভু রম্য রথে।
সৈন্য পরিবারিত চরিত রাজপথে॥
অন্যং ধরাধন্য গণ্য লোকগণে।
বেষ্টিত হইয়া শিষ্ট কথা আলাপনে॥
বন্য মৃগ পশু মৃগ বেষ্টিত অগ্রজ।
বিধাতার মহিমার পার নৃপাঙ্গজ॥
যদুদ্দেশে করে যাগ যজ্ঞ যত জন।
সে সহে শরীরে ক্লেশ ধর্ম্ম অন্বেষণ॥
অগুরু সগুরু মূল্য বহু মূল্য গন্ধে।
যে শরীরে সেবিত সেবকে নানা বন্ধে
সমল সে নির্ম্মল নীলাদ্রি নিভতনু।
বিধির এ বিধি নহে বনে বহে মনু॥
সহস্রং বহু মূল্য বস্ত্র চয়।
আসন ভূষণ যার বিতরণ হয়॥
সে জন এ বন মধ্যে জটাজিনধারী।
প্রসুপ্ত পৃথিবী তলে বলে গঙ্গা বারি॥
বিবিধ বিচিত্র চিত্র দৃষ্ট সুমনস।
শোভে যার শিরোপরি ক্ষরে সুধারস॥
জটা ঘটা ছটা তায় শোভা পায় হায়।
আমার নিমিত্ত চিত্ত দুঃখ পায়ং॥
ধিক্ং জীবন ধারণ নিন্দিতের।
যাবত্ ধরণী নিন্দ্য তাবত্ লোকের॥
এই রূপ বহুরূপ করিয়া বিলাপ।
দীন ক্ষীণ মলিন বদন বহুতাপ॥
শ্রীরামের পাদ পদ্মে হইয়া পতিত।
রাজসুত বলচ্যুত বচন রহিত॥
বাষ্প জলে কণ্ঠ স্থলে করে অবরোধ
না সরে বদনে বাক্য হয়ে হত বোধ॥

রাম মুখ ঈক্ষণে নয়নে গলে নীর।
হে আর্য্য হা আর্য্য বলে্য হইলা অস্থির॥
শত্রুঘ্ন রামের পদ করিয়া বন্দন।
বহু চির বিরহিত করিলা রোদন॥
ভ্রাতৃ দ্বয়ে লয়ে্য কোলে কমল নয়ন।
মুছাইয়া মুখ অশ্রু দিলা আলিঙ্গন॥
পরে সুমন্ত্রের সুমিলন বন দেশে।
গুরু শুক্র সহ যথা রবীন্দু প্রকাশে॥
অনেক বন নিবাসী আসি সেই স্থলে।
নৃপাঙ্গজ গণে হেরি ভাসে অশ্রুজলে॥
করি শ্রেণী উদয় যেমন বন মাঝে।
চারি ভাই এক ঠাঁই সেই রূপ সাজে॥
অযোধ্যায় অপূর্ব্ব ভরত সমাগম।
ত্রয়াধিক শত সর্গ তাহে বিনির্গম॥

১০৩ সর্গঃ

লঘু ত্রিপদী।

করি পরিষঙ্গ, চুম্বি উত্তমাঙ্গ,
ভরতে করিয়া কোলে।
জিজ্ঞাসিলা রাম, কহ গুণধাম,
অরণ্য গতি কি ছলে॥
কোথা পিতা তব, হয় অনুভব,
অসম্ভব গতি বনে।
গুরু গুরুতর, বিরহে কাতর,
ভবান্তরে ভাবি মনে॥

নহিলে জীবিত, গুরু গৃহে স্থিত,
উচিত নহে গমন।
চির দিন পর, মুখ শশধর,
ভরত করি দর্শন॥
রাজত্ব মহত্ত্ব, পুর জন তত্ত্ব,
ত্যজিয়া উন্মত্ত প্রায়।
গতি মহারণ্যে, মলিন লাবণ্যে,
স্বাধীনে কি শোভা পায়॥
কহ সত্য চিত্ত, গমন নিমিত্ত,
কায়িক কুশলী তাত।
স্বধর্ম্মী সুকর্ম্মী, খড়্গ চর্ম্মবর্ম্মী,
অশেষ অরি নির্ঘাত॥
বহু অশ্বমেধী, রাজসূয় সাধী,
ধর্ম্ম তত্ত্ব জ্ঞাতা ধীর।
ব্রাহ্মণ বিদ্বান্, স্বধর্ম্মী সম্মান,
পালন করেন বীর॥
ইক্ষ্বাকু বংশীয়, বস্তু আরাধীয়,
উপাধ্যায় গুরুতরে।
যথা রীতি ক্রমে, পূজা পূজ্যতমে,
আছে অযোধ্যা নগরে॥
কৌশল্যা কুশলে, সুমিত্রা সকলে,
তপস্বিনী পতি প্রাণা।
দেবী ভুবিখ্যাতা, কেকয় দুহিতা,
মাতা অদঃখিত মনাঃ॥
কিম্বা তুমি দীন, সহসা মলিন,
পিতৃ বিহীন সমান।
অথবা রাজত্ব, প্রাপণে সামান্য,
যথার্থ অর্থে সম্মান॥

পিতা জীবদ্দশা, ঐশ্বর্য্যে নিরাশা,
করিয়া কষ্ট কি পাও।
অথবা বিদ্বান্, বহু কুল মান,
পুরোহিতে হিতে চাও॥
তোমারি আপদে, গৃহে পদে২,
নিত্য যুক্ত পুরোহিত।
জপ তপস্যায়, হোমে খণ্ডে দায়,
দৈব হয় সমুচিত॥
কিম্বা গুরুগণ, পিতৃ তুল্য জন,
পিতৃ পিতামহ গণ।
বৃদ্ধ তাত মান্য, ব্রাহ্মণে অগণ্য,
নমস্কারে আছে মনঃ॥
কহ কহ তাত, কি হৈল ব্যাঘাত,
অগ্নিকার্য্যে পূর্ব্ব রীতে
কালে২ হোম, তাহে ব্যতিক্রম,
ব্রাহ্মণ না করে নীতে॥
অস্ত্রে২ বীর, সুধন্বা সুধীর,
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুনিপুণ।
কুল উপাধ্যায়, অমাত্যতা তায়,
প্রকাশি আপন গুণ॥
আপন সমান, অস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান,
বহুমান পুরঃসর।
জিতেন্দ্রিয় বীর, শ্রুতিজ্ঞ সুধীর,
ইঙ্গিত বিজ্ঞান তর॥
কৃতজ্ঞ সুভক্ত, মন্ত্রী উপযুক্ত,
নিযুক্ত নৃপতি পাশে।
মতে তা সবার, মন্ত্রণা সঞ্চার,
কর কি তাত নিবাসে॥

নৃপতি বিজয়, মন্ত্র মূল হয়,
সুযোগে যদ্যপি রয়।
মন্ত্রি পরিবৃত, জানিবে নিশ্চিত,
নৃপতি না হয় ক্ষয়॥
অমাত্য অক্রোধী, ধর্ম্মে নিরবধি,
জ্ঞাতা কর্ম্মবিধি ভাল।
সে মন্ত্রী নিকটে,সম্মান না ছোটে,
রাজত্ব রহে উজ্জ্বল॥
নিদ্রা বশীভূত, হয়ো রাজসুত,
চেতন ক্রত কি হয়
রাত্রি শেষ ভাগে,নিজ অর্থ রাগে,
অনুরাগী চিত্ত রয়॥
নৃপতির ধর্ম্ম, ভাবে নিজ কর্ম্ম,
একাকী নিভৃত স্থলে।
পরে বহুজন, মন্ত্রিয়া আপন,
বিজ্ঞাপন সুবিরলে॥
নিশ্চিত মন্ত্রণা, হইলে রচনা,
সর্ব্বজনা নাহি জানে।
সেই কর্ম্ম ফলে, না যায় নিষ্ফলে,
সকলে সুধর্ম্ম মানে॥
অর্থের নিশ্চয়, তাহে মহোদয়,
মহাজ্ঞানি গণ বাক্য।
জ্ঞান জনশ্রুতি, সমূল প্রকৃতি,
শ্রুতির সহিত ঐক্য
অমাত্য আত্মীয়,অতি আরাধীয়,
মানিবে জানিবে গুণ।
যদি হয় মূর্খ, সে অধিক দুঃখ,
এ হেতু লবে সগুণ॥
মূর্খ দশ শত, করিবে বিক্রীত,
আনিবে পণ্ডিত জন
এক বহুতর, যদি গুণাকর,
না কহে মিথ্যা বচন॥
সহস্র অজ্ঞান, যদি রাখে মান,
সে মান সম্মান নহে।
বিজ্ঞান রহিত, অযুত অযুত,
যদ্যপি সহায় রহে॥
যদি এক জন, দাতা বিচক্ষণ,
অমাত্য মেধাবী শূর।
রাজা রাজসুত, অনুগত পূত,
দিতে পারে তিন পুর॥
মুখ্য মহৎকর্ম্মে, মধ্যম ধর্ম্মে,
জঘন্যে জঘন্য জন।
শুন রাজ ধর্ম্ম, এই রূপে কর্ম্ম,
করণে ব্যক্তি যোজন॥
কৃষিকর যত, তব অনুগত,
কর্ম্মাবিষ্ট অনুকূল
দেবতার স্থানে,তড়াগ শোভনে,
সেবিত আছে বিপুল॥
হৃষ্ট নর নারী, মহোৎসবকারী,
সমাজে সেবিত পুর।
হৃষ্ট পশুগণ, হিংসা বিবর্জ্জন,
জলে স্থলে দুঃখ দূর।
ব্যাঘ্র ভল্ল আদি,জীবন বিবাদী,
পরিত্যক্ত পুর জন।
স্বায়ত বিক্রয়, ব্যবসায়ী চয়,
করে ত ধনোপার্জ্জন॥

যত জনপদ, রহিত বিপদ,
করে ত সুখে নিবাস।
গোকুল সমস্ত, পালনেতে সুস্থ,
নর নারী হত ত্রাস॥
কিম্বা বৈশ্য গণ, কৃষি গোরক্ষণ,
বিষয়ে স্থিত শাসনে।
গুপ্তি পরিত্যাগ, বিষয়ে সুরাগ,
ধারণা প্রশংসে জনে॥
বিষয় নিবাসী, ভৃত্য অপ্রয়াসী,
স্বধর্ম্মে আছে নিযুক্ত।
ন্যায্যে নারীগণ, শান্তা সর্ব্বক্ষণ,
রক্ষিতা তব সুযুক্ত॥
শ্রদ্ধা করি স্ত্রীয়ে, অতি প্রশংসিয়ে,
বিশ্বাস বচন দান।
কিম্বা করি বর, তার রক্ষা কর,
রক্ষা করে কি সমান॥
উন্নত দশন, যত করিগণ,
সে বনে সদা সন্তুষ্ট।
স্বভার্য্যায় রতি, কালে নিদ্রাগতি,
প্রবোধ কালে প্রহৃষ্ট॥
রজনী অন্তিমে, অতি পরিশ্রমে,
চিন্তা কর কি ধর্ম্মার্থ।
সংগ্রাম নীতিজ্ঞ, সেনাপতি বিজ্ঞ,
অনুরক্ত সে যথার্থ।
নিত্য হিতে রহে, দুঃখে দুঃখ সহে,
না কহে অকথ্য ভাষ।
অতিথি ব্রাহ্মণ, কর কি সেবন,
না রহে যে রূপে আশ॥

অনর্থ কুশল, মূঢ় যে সকল,
পণ্ডিত মানী অজ্ঞানী
মুখ্য মুখ্য শাস্ত্র, থাকিতে মহাস্ত্র,
আন্বীক্ষিকী বিদ্যা জানি॥
অনর্থ কথন, কহে সর্ব্বক্ষণ,
কর কি তার আদর।
দুর্ব্বোধ দুর্ম্মতি, যে করে সম্মতি,
যম সম সেই নর॥
প্রভাত সায়াহ্নে, আসি সর্ব্ব বর্ণে,
করে কি নৃপতি সেবা।
উন্নত কুঞ্জর, ভুঞ্জে বহুতর,
সদা অসন্তোষ যেবা॥
পিতৃগণ কর্ম্মে, আছত স্বধর্ম্মে,
পিতা মহাদি পর্য্যায়
অতুল্য গৌরবে, বর্ত্তমান সবে,
অমাত্য যথার্থ পায়॥
শ্রেষ্ঠ সন্নিধানে, অতি শ্রেষ্ঠ জনে,
প্রেরিত করেছ কর্ম্মে
ভক্ষণীয় দ্রব্য, ভোজ্য যেবা গব্য,
একাকী ভুঞ্জ অধর্ম্মে॥
যত দাসী দাস, তবাস্ম প্রয়াস,
সমানে করত দান।
মতঙ্গজ গজ, তুরঙ্গম ধ্বজ,
নিকটে পায় সম্মান॥
শস্ত্র কর্ম্ম জানে, বৈদ্যক বিধানে,
কর্ম্ম দক্ষ সুকুশলী।
বাহনে নিযুক্ত, ধর্ম্ম ভৃতি ভুক্ত,
যুক্ত করেছ সকলি॥

অকুশল কারী, পর বিত্ত হারী,
ভারত পুরে না রয়।
রাজ কর্ম্মকারী, যারা সদাচারী,
তোমারে পণ্ডিত কয়॥
স্ত্রী জাতি স্বভাব, বহু লাভ ভাব,
সকামা সকলে আছে।
সম্পূর্ণ অলসে, রাজ ধন আশে,
সর্ব্বদা জীবনে বাঁচে॥
কর্ম্ম দক্ষ যারা, কর্ম্মে আছে তারা,
যে জনা কিছু না জানে।
পণ্ডিত নিপুণ, যারা বহুগুণ,
দৃষ্টান্ত জীবিত মানে॥
এ সকল জন, হয় কি পালন,
পূর্ব্বাপর রীতি নীতে।
উপায় কুশল, বৈদ্য যে সকল,
আছয়ে কি হরষিতে॥
প্রত্যুত্তর কারী, ভৃত্য অনাচারী,
ঐশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষি শূর।
নৃপতি অবজ্ঞা, করে যে অবিজ্ঞা,
তারা কি পরশে পুর॥
অতি বলবান্, যোদ্ধা বুদ্ধিমান,
বিপুল বিক্রম ধারী।
যথা পূর্ব্ব পরে, আছেত সৎকারে,
হইয়া তবাজ্ঞাকারী॥
ধৃতি মতিমান, ধৃষ্ট বলবান্,
শুচি কুলীন সুধীর।
দক্ষ সেনাপতি, মান্যমান অতি,
ভোজনে বেতনে স্থির॥

নিয়মিত কালে, প্রদানে সকলে,
নিঃশঙ্ক হইয়া দান।
কাল অতিক্রমে, অতি দুঃখ তমে,
উৎপত্তি অনর্থ বিধান॥
করে অপকার, এ হেতু তাহার,
বিষয়ে সতর্ক ভাল।
যে যে শুদ্ধ ভক্ত, তব অনুরক্ত,
রাখেত নিয়ম কাল॥
যারা যুদ্ধ স্থলে, বিসম্বাদ কালে,
প্রিয় প্রাণ করে ত্যাগ।
সময়ে সময়ে, বৃত্ত ভক্ত চয়ে,
মান রক্ষা অনুরাগ॥
তব জন পদে, যুক্ত দূত পদে,
আছে কি বিদ্বান জন।
যথা যুক্ত বাদী, যাহাতে বিবাদী,
স্থির রহে রহে ধন॥
যেবা দেবালয়, তীর্থ স্থানে রয়,
আপনার নয় দৃষ্ট।
নিযুক্ত সেবায়, যে রহে তথায়,
সে বটে দুষ্ট কি শিষ্ট॥
গুপ্ত চর দ্বারে, যান বারে বারে,
সপক্ষে বিপক্ষে সম।
অন্যে পঞ্চদশ, স্বীয় অষ্টাদশ,
যেবা করে সে অধম॥
দুর্ব্বলের বল, শত্রু দাবানল,
নৃপতির এই কর্ম্ম।
তুমি নব্য ভূপ, আছ কি এরূপ,
রক্ষা করিয়া স্বধর্ম্ম॥

বীর বাসস্থলী, অযোধ্যা মণ্ডলী,
পূর্ব্ব পুরুষের স্থান।
অতি দৃঢ় দ্বারা, সজ্জ শাস্ত্রধরা,
মাতঙ্গ তুরঙ্গ যান॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য জন প্রিয়,
শূদ্র স্বীয় কর্ম্মে স্থিত।
জিতেন্দ্রিয় জন, মহোৎসাহি গণ,
ধনাঢ্য নৃগণাবৃত॥
প্রাসাদ বিস্তর, অলঙ্কৃত তর,
শোভন বিবিধাকার।
অপূর্ব্বা অযোধ্যা, সুরগণারাধ্যা,
রক্ষা কর কি তাহার।
মত্ত নরগণে, অপূর্ব্ব ভূষণে,
রহে কি পূর্ব্বের প্রায়।
পূর্ব্বাহ্ন সময়ে, উত্থান করিয়ে,
নিরীক্ষণ কর তায়॥
নিজং কর্ম্মে, সংযুক্ত স্বধর্ম্মে,
রাখিয়া তোমারে ত্রাস॥
কিম্বা কুপথিক, আচরে অধিক,
তব পুরে করো বাস॥
তস্কর প্রচার, অন্য ধর্ম্মাচার,
অন্বেষণ কর তার।
বিহিত দণ্ডিবে, উৎপাত খণ্ডিবে,
রাখিবে স্বধর্ম্মাচার॥
দুর্গ যাবতীয়, পূর্ব্ব অদ্বিতীয়,
বীর পুর রক্ষা কর।
ধন ধান্য নীরে, অস্ত্র শস্ত্র বীরে,
বেষ্টিত ভীষণ তর।

যন্ত্রে সম্পূরিত, শিল্পিগণ স্থিত,
যুদ্ধের ধনুর্দ্ধারী।
দুর্গেং রক্ষে সদা রিপু দহে,
রক্ষা করে রক্ষাকারী॥
আয় অপ্রমিত, ব্যয় পরিমিত,
অস্থিরে স্থিত কি হয়।
অপাত্রে উৎসর্গ স্বধন বিসর্গ,
ধনাগার করে ক্ষয়॥
দেবতা উদ্দেশে, ব্রাহ্মণে বিশেষে,
তুষ্টি অভ্যাগত জনে।
যোদ্ধাগণে দান, মিত্রে রাখি মান,
সে ব্যয় অব্যয়ে গণে॥
পণ্ডিত সুহিত, শুদ্ধাত্মা সুধীর,
কুপ্রবৃত্তি যদি করে।
নৃপতির স্থাপ্য, যদ্যপি অপাপ্য,
তথাপি ত্যজ্য বিচারে।
শাস্ত্রে নাহি দৃষ্টি, যদি হয় দুষ্টি,
অধ্যয়ন তার স্থানে।
না করিবে কভু, যদি পিতৃ প্রভু,
বিচারে ত্যজ্য সে জনে॥
করিয়া প্রত্যক্ষ, অতি কর্ম্ম দক্ষ,
চৌরবৃত্তি যদি করে।
নিতান্ত জানিয়ে, ধন লোভী হয়ে,
মুক্ত না করিবে তারে।
রাজ কর্ম্মচারী, হয়ে দণ্ডধারী,
দুর্ব্বল সবল বাদে।
করে পক্ষপাত, দুর্ব্বলে আঘাত,
না করিবে অপ্রমাদে॥

বৃথা দণ্ড হৈলে, অন দুঃখানলে,
ধন জন ভূত রহে।
বৃথা দণ্ডকারী, হৈলে দণ্ডধারী,
কদাচ ধর্ম্মে না সহে॥
বৃদ্ধ কি বালক, বৈদ্য অধ্যাপক,
প্রদানে তোষ কি তারে।
সুস্নিগ্ধ বচনে, দান বিতরণে,
ত্রিবিধ গুণ বিস্তারে॥
কর নমস্কার, এই ক আকার,
গুরু বৃদ্ধ তপস্বিরে।
দেবতা অতিথি, পূজ্য দ্বিজ বীথি,
সর্ব্ব সিদ্ধ প্রভৃতিরে॥
অর্থে করো ধর্ম্ম, অর্থ দ্বারা কর্ম্ম,
কর কি মন সাধন।
এইত উভয়, সাধু মতে হয়,
কামতঃ নহে শোভন॥
অর্থ কাম ধর্ম্ম, এ ত্রিবিধ কর্ম্ম,
কালজ্ঞ করিবে কালে।
ধর্ম্ম কালে অর্থ, করিলে সে ব্যর্থ,
বিভাগ করিবে ভালে॥
ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ, বিধান সুবিজ্ঞ,
রাজ্য বাসী তব যারা।
পূর্ব্ব নৃপগণে, তোমার পালনে,
শোচনা করে কি তারা॥
মিথ্যা নাস্তিকতা, ক্রোধ প্রমত্ততা,
দীর্ঘ সূত্রী কর্ম্ম কালে।
বিজ্ঞ অদর্শন, আলস্য ঘটন,
আবৃত পাতক জালে॥

এক চিন্তা অর্থে, মন্ত্রণা কার্য্যার্থে,
বহু সুজন সহিত।
কর্ত্তব্য নিশ্চয়, সে কর্ম্ম না হয়,
জানিবে সে নহে রীত॥
মন্ত্র অপালন, দ্বাদশে গনন,
এই সব মহা দোষ।
সে দোষে জগতী, পতি হত রতি,
জগতে অখ্যাতি ঘোষ॥
এই রূপ রাম, নৃপ গুণ গ্রাম,
জিজ্ঞাসি ভরতে ছলে।
পরে দ্বিজবর, করিলা উত্তর,
কৈকেয়ী সুত কৌশলে॥
নৃপতি পিতার, দেহান্তর আর,
তোমারি শোচনে মৃত।
তোমারি স্মরণে, ইচ্ছুক দর্শনে,
ত্যজিয়া স্বজন ভূত॥
তোমাতে আসক্ত, সকলে বিরক্ত,
সে মতি নহে বারণ।
তোমাতে বিহীন, তব শোকে দীন,
ইহাই মৃত্যু কারণ॥
ভরত কথন, করিয়া শ্রবণ,
জনক মরণ সহ।
পিতৃ সত্য স্মৃতি, করো রঘুপতি,
নীরব হত বিরহ॥
বেদ বিন্দু ধরা, নিত সর্গ সারা,
ভরত সংসর্গ তাহে।
দ্বিজ দাস ভাষ, শ্রবণে বিনাশ,
অশেষ তামস যাহে॥

১০৪ সর্গঃ।

পয়ার।

ভরতে আশ্বাস করি অখিলের পতি।
অঙ্কে লয়ে মস্তক চুম্বিলা মহামতি॥
পদ তলে পতিত ভরত গুণবান।
দীন বাক্যে বাষ্প চক্ষে শ্রীরাম বুঝান॥
তুমি যা বলিলে তাই তাই কি সুধাই।
কহ বন গমন কারণ কষ্ট পাই॥
চীর বাস নিজবাস নিজবাস হীন।
কি হেতুর কহ ধর জটাজিন॥
যে নিমিত্ত এ দেশে আইলে জটাধর।
রাজ্য সুখ পরিহরি কহিবে সত্বর॥
যুক্তি সহ রাম উক্তি উক্তি সাঙ্গ পরে।
মহাত্মা কৈকেয়ী সুত কহিলা কাতরে॥
প্রাঞ্জলি পূর্ব্বকে ধরে শ্রীরামের কর।
কহিছেন কৃপণের প্রায় সকাতর॥
করে রাজ্য পরিত্যাগ কর্ম্ম সুদুষ্কর।
গত স্বর্গ বন্ধুবর্গ স্বজন বিস্তর॥
পুত্র শোকে অভিভূত পীড়িত নৃপতি।
দুষ্টা নারী বুদ্ধিধারী হয়ে ছন্ন মতি॥
হয়ে রাজ্য কাম্য কর্ম্ম অনুপম করে।
মহৎপাপ পরিতাপ যশোরাশি হরে॥
রাজ্য ফল পেয়ে ফল বৈধব্য যেমন।
নরকে নিবাস লোকে কুযশঃ ঘটন॥
তার সুত অভিভূত পীপে ভব দাস।
এ প্রসাদে সুপ্রসাদে মহিমা প্রকাশ॥
হইবে প্রসন্ন ভূপ অযোধ্যা নগরী।
অভিষিক্ত হবে জটাজিন পরিহরি॥
হত পতি প্রকৃতি সমূহ মাতৃ বর্গে।
করিবে পালন যথা মঘবান স্বর্গে॥
তোমার নিকটে দাস সর্ব্ব দাসাধিক।
সুপ্রসন্ন হও প্রভু কি কব অধিক॥
পূর্ব্বাপর যুক্তি যুক্ত উপযুক্ত কর্ম্ম।
রাজ্য পেয়ে সুহৃদ পালেন জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম॥
হত পতি হয়ে ক্ষিতি রঘুপতি পেয়ে।
বিধবা সধবা কর তার মুখ চেয়ে॥
নির্ম্মল উজ্জ্বল শশি বিহীনে যেমন।
শরদ সময় নিশি নহে সুশোভন॥
অতএব সচিব সমূহ সহকারে।
নত শিরে পদে ধরি সাধি বারে২॥
ভ্রাতা শিষ্য সেব্য জানি অবশ্য পালিত।
প্রসন্ন হইতে প্রভু অতএব উচিত॥
বিশেষে পিতার প্রিয় অতি পূজ্যতম।
মন্ত্রি বর্গ প্রতি প্রীতি যোগ্য রঘূত্তম॥
অতিক্রম করনে আপনি নহ শক্ত।
অধিক কি কব প্রভু আমি প্রভু ভক্ত॥
এই কথা কহিয়া কৈকেয়ী কুলধর।
সজল নয়নে পদে নত কলেবর॥
পীড়িতাঙ্গ মাতঙ্গ যেমন মুহুর্মুহুঃ।
নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ অনুতাপ বহু॥
সেই রূপ স্বরূপ বিরূপ সহোদর।
আলিঙ্গন করিয়া কহেন রঘুবর॥

সৎকুলীন তুমি সত্ত্ব সম্পন্ন সুস্থির।
তেজস্বী চরিত ব্রত রঘুবংশ বীর।
রাজ্য হেতু ধর্ম্ম সেতু করিয়া লঙ্ঘন।
কেবা করে হেন পাপ মম সম জন॥
না দেখি তোমাতে পাপ লেশ মাত্র শেষ।
দেখি নাহি কৈকেয়ীর কোন পাপ লেশ।
না কর না কর নিন্দা কৈকেয়ীর প্রতি।
ধর্ম্মজ্ঞ পিতার তুল্য গৌরবে সম্প্রতি॥
সমস্ত জননী মম গৌরবের ভূমি।
আমার নিকটে তাঁর নিন্দা কর তুমি॥
ধর্ম্মশীল সদাচারী জনক যেমন।
উভয়ের ঐক্য বাক্যে সেবা করি বন॥
গচ্ছ রাম গহনে এ দুজনের উক্তি।
সে বচন, করণ অন্যথা নহে যুক্তি॥
সর্ব্বজন সম্মত সৎকৃত অযোধ্যায়।
তোমার প্রাপ্তব্য রাজ্য কি কর্ত্তব্য তায়॥
বল্ক বাস ধর্ত্তব্য বক্তব্য বন দেশে।
বিভাগ বিশেষ রূপ পিতার আদেশে॥
সর্ব্ব লোক বিদিত সে আমার সম্মত।
আদেশ করিয়া দশরথ স্বর্গগত॥
সেই সে প্রমাণ রাজ রাজেন্দ্র বচন।
লোক গুরু করিলেন গৌরব স্থাপন॥
পিতৃ দত্ত সত্ত্ব ভোগ সেই সে উচিত।
ভুক্ত ভোগী রাজ্য ত্যাগী না হয় বিহিত॥
সকামী ধরণী স্বামী কৃত যে প্রমাণ।
মহাপ্রাজ্ঞ মহাগুরু মহত্ত্ব আখ্যান॥
আপন উৎপন্ন ধন দ্বারা পুত্র গণে।
স্বেচ্ছায় করিবে দান কেবা নিবারণে॥
আমরা আপন যশঃ করিয়া প্রকাশ।
গুরু বাক্য গ্রাহ্য করি করিব নিবাস॥
ভার্য্যা পুত্র শিষ্য এ অবশ্য আজ্ঞাকারী।
কিবা তায় রাজ্য ভোগ কিবা বনাচারী॥
তুমি হয়ে চীরবাস জটাজিন ধর।
অথবা অযোধ্যা রাজ্যে হয়ে রাজেশ্বর॥
চতুর্দ্দশ বৎসর মৎসর পরিত্যাগ।
আমার দণ্ডকারণ্য আশ্রমানুরাগ॥
পিতৃদত্ত উপভোগ করিব কাননে।
যে কথা কহিলা পিতা ধর্ম্ম নিরূপণে॥
সুর সম পূজ্যতম তাঁর মনোনীত।
সেই সে আমার পক্ষে পরম বিহিত॥
নিজ ধর্ম্ম পিতৃ কর্ম্ম সেই অতি গ্রাহ্য।
অসংখ্যেয় বৎসরান্ত পর্য্যন্ত সাহায্য॥
অযোধ্যায় রাম প্রশ্ন পঞ্চাধিক শত।
সর্গ সাঙ্গ সৎকথায় সুধীর সম্মত॥

১০৫ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

শ্রীরামের বাক্য শুনি, ভরত কহেন বাণী,
ধর্ম্ম হীনে রাজ্য যুক্ত হবে।
আছে এই পূর্ব্বাপর, রাজা জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মধর,
কনিষ্ঠে কেমনে শোভা পাবে॥
চল শীঘ্র অযোধ্যায়, সুসমৃদ্ধ জনতায়,
আপনারে করহ সেচন।
তুমি রাম কুলাশ্রয়, দেব তুল্য জ্ঞান হয়,
কে বলে মানুষ মহাজন॥

অমানুষ কর্ম্ম যার, ধর্ম্ম অর্থ সহকার,
তুমি লোক পতি লোকাতীত।
আসিলে বনে সভার্য্য,পিতৃ সত্য করো
রাজ্য,পূরাইতে পূর্ব্ব ধর্ম্ম রীত॥
আমি মাতামহ স্থানে,তোমার অবর্ত্তমানে,
স্বর্গ গত আমাদের পিতা।
তোমার প্রস্থান মাত্র, শোকে অভিভূত
গাত্র হা রাম হা লক্ষ্মণ হা সীতা॥
লোকান্তর গত পরে,বার্ত্তা গিয়া দিল চরে,
আগমন হেতু যথা শ্রুত।
উত্তিষ্ঠ পুরুষ ব্যাঘ্র, অগ্রজ অত্যন্ত ব্যগ্র,
জল জন্য পিতা অভিভূত॥
করহ উদক দান, পিতৃ কৃত্য সমাধান,
আমি পূর্ব্বে শত্রুঘ্ন সহিত।
করেছি উদক ক্রিয়া,আপনি লইয়া প্রিয়া,
কর বারি দান যথা রীত॥
তুমি অতি প্রিয়তর, রঘুবংশ জলধর,
তব জলে সন্তোষ নৃপতি।
পিতার মরণ যুক্ত,বাক্য অতি উপযুক্ত,
অচেতন অখিলের গতি॥
যুদ্ধ স্থলে মঘবান, নিক্ষেপিত বজ্রবাণ,
ততোধিক ভরতের উক্তি।
অভিভূত শত্রুতপ, যোগী যথা হতজপ,
নির্গত না হয় পুনরুক্তি॥
ভরতের বাহু ধরি, রোদন করিয়া হরি,
পতিত পৃথিবী তলোপরে।
যেমন পুষ্পিত তরু, পরশু ছেদনে গুরু,
শব্দ করে পড়ে ধরোপরে॥

পতিত জগতীনাথ, যেমন কুঞ্জর পাত,
শুষ্ক নদী কূল নিপাতনে।
সেইরূপ রঘুবরে, সাক্ষাতে দর্শন পরে.
রোদন করয়ে ভ্রাতৃগণে॥
অভিষিক্ত নেত্র জলে,কিছুকাল ভূমিতলে
সংজ্ঞা লব্ধ রাম পুনর্ব্বার।
করুণ নয়নে বারি,কমল করে নিবারি,
বহু শোক বচন বিস্তার॥
কহিলেন ভরতেরে, ধর্ম্মযুক্ত মধুস্বরে,
ধর্ম্মজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র পরে।
কি করিব অযোধ্যায়,তাত স্বর্গগত তায়
নরপতি বিহীন নগরে॥
কে করিবে সম্বরণ, নৃপ যাহে অদর্শন,
শমন নগরী সম পুরী।
বিশেষে আমার শোকে. জন্মদাতা স্বর্গ
লোকে,মম পক্ষে অধর্ম্মের ভুরী॥
কি অধিক অহঙ্কার,না করে পিতৃ সৎ-
কার, কেবা আর আমার সমান।
ভরত সুসিদ্ধ কার্য্য,সভ্রাতৃক প্রেতকার্য্য
অগ্রে দিল নৃপে জল দান॥
প্রধান বিহীনা পুরী,কি আছে তাহে মা-
ধুরী,না যাব না যাব সেই স্থানে।
সমাপনে বনবাস,তথাপি জান নির্য্যাস,
নাহি মনঃ পুনশ্চ প্রয়াণে॥
পিতাগত লোকান্তরে, কে বাসনা স্নিগ্ধ
করে,পূর্ব্ব মম শান্তি কথালাপে।
সেই সব সুমধুর, বাক্য মম কর্ণপুর,
পূরাইয়া খণ্ডিবে সন্তাপে॥

এই কথা সহোদরে, বিশেষ জ্ঞাপন পরে,
সীতারে কহিলা রঘুমণি।
পূর্ণচন্দ্র নিভাননে, সীতা সত্ত্ব পরায়ণে,
শুনিলে কি সুধাংশু বদনি॥
তোমার শ্বশুর মৃত, পিতৃহীন ভ্রাতৃবৃত,
অনাথ আকার সর্ব্বজনে।
ভরত করিল জ্ঞাত, ধরাধীশ স্বর্গ গত,
অপ্রমিত দুঃখ অনুক্ষণে॥
শ্বশুর মৃত সংবাদ, শ্রবণে অতি বিষাদ,
চিন্তা হয়ে জনক নন্দিনী।
পরিপূর্ণা নেত্র জলে, দূর দৃষ্টি নাহি চলে,
নৃপগুণ স্মরণে বন্দিনী॥
সুকুমার গণ মাঝে, রঘুকুল বর রাজে,
কহিছেন সুজন ভরত।
আশ্বাস করি রাঘবে, পরে ভ্রাতৃগণ সবে,
পিতৃ কার্য্যে উত্থান সম্মত॥
জনক উদ্দেশে নীর, কর দান রঘুবীর,
স্থির কর চিত্ত নর শ্রেষ্ঠ।
ইতঃপূর্ব্বে অযোধ্যায়, আমি শত্রুঘ্ন সহায়,
জলদান দিয়াছি যথেষ্ট॥
ভরতেরে আলিঙ্গন, করিয়া শ্রীরঘুধন,
লক্ষ্মণেরে কহিলেন বাণী।
আশ্বাসিয়া জানকীরে, বক্ষোভাগে চক্ষু
নীরে, আন ভাই লক্ষ্মণ সুজ্ঞানী॥
ইঙ্গুদ পিণ্যাক ফল, চীর বস্ত্র সুনির্ম্মল,
জনকের জলক্রিয়া হবে।
অগ্রে সীতা গুণবতী, গমন করুন সতী,
আপনি পশ্চাদ্ভাগে রবে॥
পরে আমি যাব তথা, কব কি দুঃখের কথা,
বিধাতার নিদারুণা গতি।
রাম বাক্য শ্রুতমাত্র, সুমিত্রাসুত সুপাত্র,
আচরেন যথা অনুমতি॥
সুমন্ত্র সুমন্ত্রি বর, সান্ত্বাইয়ে রঘুবর,
শান্ত দান্ত দৃঢ় ভক্তিমান।
নৃপসুত গণসঙ্গে, মন্দাকিনী কূল ভঙ্গে,
কর্ম্মার্থে করিলা প্রস্থান॥
স্বর্ণদী সুতীর্থ বরা, মন্দাকিনী পুণ্যপরা,
রমণীয়া ভুবন রঞ্জনী।
নানা পুষ্প প্রস্ফুটিত, তরুকুঞ্জ সমন্বিত,
দুকূলে নির্ব্বাণ প্রদায়িনী॥
অতি সুশীতল জলা, শুভাশুদ্ধা সুবিমলা,
সমদেশে করিয়া গমন।
নৃপতি উদ্দেশে নীর, প্রদানে সকলে স্থির,
চক্ষে নীর অজস্র স্রবণ॥
করে রাম কৃতাঞ্জলি, নিয়া গঙ্গা জলাঞ্জলি,
যাম্য মুখে দুঃখে দেন জল।
ক্রন্দন রুদ্ধ বচন, এই তোর মহাত্মন,
তব হেতু প্রদত্ত বিমল॥
যম দত্ত এই নীর, পিতৃলোকে হয়ে স্থির,
রহুক রাঘব প্রয়োজনে।
জলদান বিধিমতে, পরে তীরে কালগতে,
পিণ্ডদানে প্রবর্ত্ত তৎক্ষণে॥
নারায়ণ তীর্থস্থলে, দর্ভাসনে সুবিমলে,
নানা ফলে দেন পিণ্ডদান।
ইঙ্গুদ শুষ্ক বদর, পিণ্যাক সুপ্রিয় কর,
শরদ শ্রীফল পরিমাণ॥

নৃপতি কর ভোজন,প্রীত হও হেরাজন,
যদশনে আমরা এক্ষণে ।
যদন্নে পুরুষ স্থিত, তদন্নে দেবতা প্রীত,
এই বাক্য শ্রুত মুনিগণে ॥
এই রূপে পিণ্ডদিয়া, পরে গিরি আরো-
হিয়া,পূর্ব্ব পথে করিলা প্রস্থান ।
পত্রের কুটীর দ্বারে, আসিয়া রাঘব পরে,
উপনীত অখিল আধান ॥
ধরিয়া লক্ষ্মণ ভুজে, ভরতের করাম্বুজে,
ভুভুজের শোকে রঘুবীর ।
রোদন করেন অতি,শব্দে ব্যাপ্তা বসুমতী,
বিমানাদি হইল অস্থির ॥
শত্রুঘ্ন ভরত সহ, নৃপতি বর বিরহ,
ভিন্ন দেহ বৈদেহী অধরা ।
রোদনে করে রোদন,সামাত্য সসৈন্যগণ,
শব্দে স্তব্ধ সগিরি কুঞ্জরা ॥
প্রতিবাসী বনবাসী,সকলে নিকটে আসি
শ্রীরাম নিবাসে এক বাসা ।
অযোধ্যার প্রাণিগণ,চিরবিরহে রোদন,
স্বনে পরিপূর্ণ সর্ব্ব আশা ॥
চিরপ্রবাসি গমনে, যথা পরিজন জনে,
ঈক্ষণেতে অত্যন্ত কাতর ।
দেখিবারে ভ্রাতৃগণে,উপস্থিত সেই বনে,
ত্বরান্বিত দুঃখিত অন্তর ॥
বহুবিধ রথে গজে,কেহ অশ্বে পদব্রজে,
শিবিকায় করিলা গমন ।
কত২ সুকুমার, নহে সহ্য দুঃখ যার,
পদব্রজে চলে সর্ব্বজন ॥

সেই যে পাষাণ ভূমি,বহু যান রথ নেমি,
শব্দে সর্ব্ব ভূমি প্রকম্পিত ।
মেঘের গমনে যথা,শব্দে স্বর্গ ভূমি তথা,
সেই শব্দে পর্ব্বত কম্পিত ।
করেণু চরণ রেণু, উত্থানে ব্যাবৃত বেণু,
প্রতি বনে প্রতিধ্বনি তায় ।
বরাহ ব্যাকুল মৃগ, মহিষ গোকর্ণ নগ,
গবয় গণ্ডার ব্যাঘ্র ধায় ॥
সন্ত্রস্ত বনচর, ধায় পশু পরিকর,
বিক্রান্ত দমনে সিংহ চলে ।
স্থানভ্রষ্ট মৃগ সব, চলে হংস কারণ্ডব,
রথাঙ্গ দাত্যুহ বনস্থলে ॥
কাতর ক্রৌঞ্চ কোকিল,স্থির সূর্য্য মেঘা
নিল, বিত্রস্ত বিগণে নভঃস্থল ॥
ধরণী মনুষ্যাবৃতা, বিমান খগ সম্বীতা,
বাষ্প পূর্ণ নয়ন সকল ॥
সমস্ত দুঃখিত জনে, সন্তোষেন জনে২,
পরিজনে স্বজনে জনেশ ।
সজ্জনে দুর্জ্জনে সম,ভাবে সর্ব্বে রঘূত্তম,
সসম্ভ্রম বিশেষ বিশেষ ॥
তথাচ রোদন পরা,মহাত্মা গণের ধারা,
জলধারা নহে নিবারণ ।
গিরিগুহা ভেদ করি,রোদন করিল করী,
স্বর্গে স্বন না হয় ধারণ ॥
মহামেঘনাদে যথা,দশ দিগ কম্প তথা,
নৃপতির উদক প্রদানে ।
ঋতু শূন্য চন্দ্রমিত, সর্গে রাম কথামৃত,
শ্রবণে নিস্তার ত্রিভুবনে ॥

১০৬ সর্গঃ।

পয়ার।

অগ্রগামি বশিষ্ঠ বিশিষ্ট মুনিরাজ।
পশ্চাতে নৃপতি দারা সকলে বিরাজ॥
অভিলাষ শ্রীরাম দর্শনে করি চলে।
রাজপত্নী গতি শোভা মন্দাকিনী জলে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সুসেবিত তীর্থ স্থান।
রাজ পত্নী গণে শোভা দেখ্যে২ যান॥
বাষ্প জলে পরিপূর্ণা কৌশল্যা তখন।
শুষ্ক মুখী সুমিত্রাকে কহিলা বচন॥
অপর২ যত রাজপত্নী গণে।
দেখ২ সকলে কি সেজেছে লক্ষ্মণে॥
এই স্থান হইতে লইয়া গঙ্গা বারি।
প্রতিদিন যায় যথা রাম জটাধারী॥
এ ঘোর নির্জ্জন বন মৃগ নানা জাতি।
করিছে দুষ্কর কর্ম্ম তোমার সন্ততি॥
জ্যেষ্ঠ প্রতি অতিশয় দেখ অনুরাগ।
স্ত্রী বশে যে পুত্রে নৃপ করে পরিত্যাগ॥
অপরাধ শূন্য রাম ধর্ম্ম২ মানি।
আপদে আচ্ছন্ন পদে মহারণ্যধানী॥
হায় সীতা শ্রীজনক দুহিতা কমলা।
তার সহ কাননে সংস্থিতা কুলবালা॥
পিতার আদেশে দুর্গ দেশে দীন প্রায়।
স্বাদু কষ্টে তুষ্টা হয়্যে সর্ব্বদা সেবায়॥

এই রূপ আলাপ বিলাপ বহুবিধা।
কৌশল্যা ক্রন্দনে হয় গিরিবর দ্বিধা॥
প্রস্থানে ইঙ্গুদি ফল পিণ্যাক প্রভৃতি।
পুলিনে পিণ্ড দর্শনে রুদ্যমানা সতী॥
উপহার পিতার উদ্দেশে দত্ত ফল।
ভর্ত্তার আহার ভাবি দুঃখে চক্ষে জল॥
কৌশল্যা প্রমুখা যত দশরথ দারা।
এই কথা কহিয়া ক্রন্দন পরা তাঁরা॥
এই দেখ ঐক্ষ্বাকু নাথের ভোগ স্থল।
পিণ্ড নির্ব্বপণ কুশ প্রভৃতি সকল॥
মহাত্মা মহেন্দ্র তুল্য ভোগের ভোজন।
যে রূপ ঐশ্বর্য্য তাহে নহে সুশোভন॥
চতুর্ব্বর্ণ ধারিণী ধরণী করে্য ভোগ।
সে মহী মহেন্দ্র রাজ্যে কত পুণ্য যোগ।
কি রূপে বসুধাধিপে হইল শোভন॥
ইঙ্গুদ পিণ্যাক ফল অরণ্যে ভোজন॥
ইহার অধিক আছে কিবা দুঃখ তর।
তপস্বির প্রায় অন্নে তৃপ্ত রঘুবর॥
বন্যফল রাম দত্ত দেখ্যে দেহ শীর্ণ।
সহস্রধা নাহি হয় হৃদয় বিদীর্ণ॥
আছে অতি গুণবতী সুমিত্রে গো তাই।
ধরে্য আছি জীবন এ দেখ্যে যায় নাই॥
যদন্ন পুরুষ হয় তদন্ন দেবতা।
ক্ষুণ্ণ নহে ক্ষিতি আর কি আছে ক্ষমতা।
এইরূপ বহুরূপ করিয়া ভাবনা।
শ্রীরামের আশ্রমে চলিলা নৃপাঙ্গনা॥
শীঘ্রগতি নৃপতি যুবতীগণ গিয়া।
দেখিলেন রামচন্দ্র আশ্রমে বসিয়া॥

পুরন্দর পুর চ্যুত অমর প্রবর।
সেই রূপ শোভান্বিত রঘুবংশ বর॥
ভোগ সাঙ্গ দুঃখাঙ্গ সুলজ্জ জটাধর।
নিরীক্ষণে মাতৃগণে অত্যন্ত কাতর॥
অশ্রুধারা নয়নে ডুবিল তারাগণ।
পীড়ান্বিতা তাপিতা শোকাগ্নি সন্তাপন॥
পাত্রোত্থান পূর্ব্বকে অপূর্ব্ব গুণধর।
মাতৃগণ পদে ধরি হইলা কাতর॥
যথা রীতি পূর্ব্বকে লইয়া পদধূলি।
সুখস্পর্শ হর্ষ চিত্ত অতি কুতূহলী॥
রামের মস্তকাঘ্রাণ লয়োর তাঁরা।
রোদন করিলা যত দশরথদারা॥
লক্ষ্মণ অপর ক্ষণে চরণ বন্দিলা।
মাতৃগণ পদরেণু তনু সঞ্চারিলা॥
আশীর্ব্বাদ বিষাদ খণ্ডন পুত্রে দেখি।
শাস্তগুণে সান্ত্বাইলা শান্তে শান্তমুখী॥
দেশকাল পাত্র আদি বিচারে সুস্থিরে।
সান্ত্বনা করিলা দুই রঘুবংশ বীরে॥
পশ্চাতে জানকী দেবী সব শ্বশ্রূগণে।
প্রণমিয়া পদ্মমুখী পতিতা চরণে॥
অশ্রুমুখী জানকী উত্থান করি পরে।
শ্বশ্রূ অগ্রে অবস্থিতা অত্যন্ত কাতরে॥
জননী কন্যায় ক্রোড়ে করিয়া যেমন।
আলিঙ্গন করো রাজ্ঞী কহিলা বচন॥
বনবাস কৃশাঙ্গী নবীনা কুরঙ্গিণী।
দশরথ রাজবধূ বিদেহ নন্দিনী॥
সুদেহ ধারিণী রামপত্নী দুর্গবনে।
সীতা বিরাজিতা সতী বর্ত্ত পতিসনে॥

দেখিয়া তোমার মুখ সুপদ্ম পদ্মিনী।
আতপে উত্তপ্তা যথা দিনান্তে পদ্মিনী॥
পরিম্লান কাঞ্চন যেমন ধূলিযোগে।
দিবসে চন্দ্রমা প্রায় বিগতা স্বরাগে॥
শোকাগ্নি সন্তাপে দেহ দহিছে আমার॥
আরণ্য অনল প্রায় কি কহিব আর॥
নির্জ্জলে যেমন জলে প্রফুল্ল পঙ্কজ।
ততোধিক সুদুঃখিত ভরত অগ্রজ॥
এই রূপ বার্ত্তায় প্রবৃত্তা রাজরাণী।
পুরোহিত বশিষ্ঠ বিশিষ্ট মানী জ্ঞানী॥
প্রণয় বিনয়ে পদদ্বয়ে ধরো তাঁর।
দাস সম দর্শী দশরথের কুমার॥
বৃহস্পতি প্রতি ইন্দ্র যে রূপ সম্ভব।
সেই রূপ দৃষ্টে পূজা করিলা রাঘব॥
পুরোহিত সহিতে বসিলা রঘুবীর।
মন্ত্রিগণ সহকারে ভরত সুধীর॥
বলবান প্রধান বাহিনী শ্রেষ্ঠ যারা।
সহযোগে বেষ্টন করিয়া রহে তারা॥
স্নেহ ভাবে গুরু সঙ্গে করি সম্ভাষণ।
রহিলা কৈকেয়ী সুত হয়ো রামদাস॥
সমান তপস্বী বেশ নীতি শাস্ত্র ধর।
জ্বলন্ত অনল শ্রেয়ান্বিত কলেবর॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া করুণাময় জনু।
প্রজাপতি অগ্রে যথা ইন্দ্র শশী ভানু॥
প্রণমিয়া প্রধান পুরুষ রামধনে।
সূর্য্যবংশ সাধুপুত্র সুসাধু বচনে॥
যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ জ্যেষ্ঠ তত্ত্বাদি বিজ্ঞাত।
পরম কৌশল কৌতূহল তাহে কত॥

অত্র ব্রত লক্ষ স্থির কৌশল্যা সন্তান।
লক্ষ্মণ মহানুভব ভরত প্রধান॥
ধর্মজ্ঞ সুবিজ্ঞ তায় শত্রুঘ্ন সুস্থির।
চতুর্ব্যূহে অবতীর্ণ রঘুবংশ বীর॥
আশ্রমে বিশ্রামে রাম সুহৃদ্ সমাজে।
ঋকত্রয়ে যথা অগ্নি ঋষিমধ্যে সাজে॥
অযোধ্যায় সপ্তাধিক সর্গ শত তম।
দশরথ পিণ্ডান্তরে মাতৃ সমাগম॥

১০৭ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

প্রকৃতিগণ নিকটে,উপবিষ্ট রামে তটে,
ধার্ম্মিক ভরত ধর্ম্মবাণী॥
প্রবাসে ছিলাম আমি,যেকালে জানিবে
স্বামি, মম হেতু মাতা রাজরাণী
করিল দারুণ পাপ,কুত্রাশয়া দিল তাপ,
সে পাপ খণ্ডন কর তুমি।
আমি বদ্ধ ধর্ম্ম বন্ধে,প্রাণী যথা ভববন্ধে,
দণ্ডযোগ্যা অতি দণ্ড তুমি॥
বিশেষে অপকারিণী,যদ্যপি মম জননী,
আমি দশরথ অঙ্গ জাত।
শুদ্ধ কর্ম্ম অবিরত,শাসনে হয়ো বিরত,
বিশেষতঃ রাজধর্ম্ম জ্ঞাত॥
ভ্রাতৃ বিগর্হিত কর্ম্ম,এ নহে আমার ধর্ম্ম,
পিতৃ কর্ম্ম অত্যন্ত নিন্দিত।
গুরু ক্রিয়াবান বৃদ্ধ,রাজা আত্ম সুসমৃদ্ধ,
মৃত পুজ্য বিশেষ বন্দিত॥

নিন্দা করা নাহি যায়, একণে দেবতা
প্রায়,বাস যাঁর বিবুধ সমাজে।
নতুবা নিন্দিত কর্ম্ম, পরমার্থ হীন ধর্ম্ম,
নৃপতির অঙ্গে যদি সাজে॥
রমণী নিমিত্ত চেষ্টা, ধর্ম্মবান ধর্ম্মভ্রষ্ট,
কুলশ্রেষ্ঠ পুত্রে দিলা বন।
করি তায় অনুমান,হয়ে পুরুষের জ্ঞান,
মৃত্যুকালে বলে সর্ব্বজন॥
বিপরীত কর্ম্মে গতি, মৃত্যু পূর্ব্বে ভ্রষ্টমতি,
কার্য্যাকার্য্য বোধ নাহি রয়।
কালপ্রাপ্ত হৈলে জন,করে মূঢ় আচরণ,
ইহ লোকে নিন্দা সমুদয়॥
নৃপতি ধর্ম্ম স্বরূপ, তাঁর কর্ম্ম এই রূপ,
শ্রুতি সিদ্ধ হইল প্রত্যক্ষ।
শেমুষী সম্মোহ অন্তে,এই কাল বলবন্তে,
ধর্ম্ম হীন অধর্ম্মে অধ্যক্ষ॥
পিতার সে মতিভ্রম, হরহ রঘূত্তম,
তুমি যোগ্য তাঁহার তনয়।
পিতৃ কর্ম্ম করে সাধু, সাধুজনে তারে
সাধু,সর্ব্বলোকে সর্ব্ব স্থলে কয়॥
সেই কুলে সুসন্তান, যে রাখে কুলের
মান,সেই পুত্রে পিতা পুত্রবান।
সেই সুসন্তান তুমি, জনকের পুণ্যভূমি,
পূর্ব্ব পাপে কর পরিত্রাণ॥
সাধুগণ পথ ভ্রষ্ট, বনবাসে দিয়া জ্যেষ্ঠ,
মহাকষ্ট প্রাপ্ত পাপমতি।
কেকয়ী জননী মম,তব দ্রোহী নরোত্তম,
তাঁরে ত্রাণ কর শীঘ্রগতি॥

সুহৃদ বান্ধব জন, পুর জন পরিজন,
সকলের কর পরিত্রাণ।
সকাতর ভৃত্যবর্গ, পাপে মুক্তি দিয়া স্বর্গ,
রাখহ সকলের মান॥
কোথা বা ক্ষত্রিয় রাজ, কোথা বাস বনমাঝ
কোথা জটা বল্কল ধারণ।
এই বিপরীত কর্ম্ম, একি রাম ক্ষত্র ধর্ম্ম,
উপযুক্ত তোমার করণ॥
ক্ষত্রিয়ের অভিনব, এই ধর্ম্ম হে রাঘব,
যৌবরাজ্যে আত্মাভিষেচন।
অনুরাগে রিপুজয়, সুপালনে প্রজাচয়,
রাখিলেই থাকিবে শোভন॥
প্রত্যক্ষের পরিত্যাগ, সংশয়ের অনুরাগ,
কি হইবে পরে কি নিশ্চয়।
প্রাপ্ত রাজ্য পরিহার, এত নহে সদাচার,
ক্লেশকর ধর্ম্মের আশ্রয়॥
বিপ্র আদি চারি বর্ণ, সংগ্রহণ পরিপূর্ণ,
প্রজাগণ পালনাদি পরে।
করিয়া দুঃখ স্বীকার, পরে সর্ব্ব পরিহার,
বনগামী তপস্যা আচরে॥
আশ্রম যে চতুষ্টয়, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়,
গৃহাশ্রম গুরুগণে কহে।
ধর্ম্মজ্ঞানিগণ বাণী, তুমি সর্ব্ব ধর্ম্ম জানি,
অনাদর উপযুক্ত নহে॥
বুদ্ধি জ্ঞান আর জন্ম, তোমার আচার কর্ম্ম,
সকল বিষয়ে আমি হীন।
সত্বে তুমি ভূমীশ্বর, আজি ভূপালন কর,
কি প্রকারে হইব মলিন॥

হীন বুদ্ধি হীন গুণ, শিশু কর্ম্মে অনিপুণ,
হীন স্থানে হীন সঙ্গে বাস।
তোমায় বিহীন হয়ে, তিলার্দ্ধ না সুখে
রয়ে, কাননে প্রস্থানকারী দাস॥
এই যে অখিল রাজ্য, অকণ্টকে পিতৃভোজ্য,
অপ্রমাদে স্থিত সর্ব্বকাল।
সেই রাজ্যে মহারাজ, ধর্ম্মজ্ঞ বান্ধব মাঝ,
পাল প্রজা হইয়া ভূপাল॥
তুমি রাম গুণ সিন্ধু, উপস্থিত সর্ব্ব বন্ধু,
এই স্থানে নারীগণ স্থিত।
তোমার অভিষেচন, কর্ম্মে ব্রতী সর্ব্বজন,
সেচন করণে উপনীত॥
পুরোহিত পুর স্থিত, বশিষ্ঠ সদ্গুণান্বিত,
উপস্থিত মন্ত্রবান দ্বিজ।
অযোধ্যা পালনে চল, অঙ্গে লয়ে মন্ত্র
জল, পাল প্রভু পূর্ব্ব রাজ্য নিজ॥
বায়ুগণ সহকারে, বিজয়ী হয়ে সংসারে,
সুরপুরে যথা আখণ্ডল।
ঋণ তিন পরিশোধ, কর রাম অনুরোধ,
রাখ ক্রোধ ত্যজিয়া সকল॥
সুহৃদ জন তর্পণ, সাধুচিত্ত আকর্ষণ,
প্রজাগণ পালন সৎকর্ম্ম।
অপার দৈন্য উদাস, হইবে রাজ্যে প্রকাশ,
রাম রাজ্যে অদৃশ্য অধর্ম্ম॥
দস্যু খল যে সকল, ত্যজিয়া ধরামণ্ডল,
দিগ্দিগে করিবে প্রস্থান।
আমার মাতার নেত্র, জলমুক্ত করো ক্ষত্র
সুখ কর পুরুষ প্রধান॥

তোমার পিতার পাপ, নিমিত্ত দারুণ তাপ,
অন্ত তার করহ সংহার।
বিশেষ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, অভিষেক রাজকর্ম্ম,
অধিরাজ কর্ত্তব্য তোমার॥
যে রাজা উত্তম যজ্ঞে, মহাযজ্ঞে যজ্ঞরাজে,
প্রজাগণে করে সুপালন।
সেই রূপ পাল স্বামী, তোমার চরণে
আমি, নতশিরা করি সুযাচন॥
সকল বান্ধব মাঝে, বাস কর সুবিরাজে,
সন্তোষ সকল বন্ধুগণে।
নচেৎ যদ্যপি বন, করিবে তুমি গমন,
আমার প্রস্থান তব সনে॥
ঋত্বিজ মাগধ বন্দী, দ্বিজগণ সর্ব্বানন্দী,
সূত দূত সকলে সন্তোষ।
দশরথ রাজরাণী, শুনিয়া ভরত বাণী,
বাষ্প জলাকুল মহা ঘোষ॥
ভরতে প্রশংসা পরে, স্তবারম্ভে রঘুবরে,
সমাদরে অযোধ্যা গমনে।
সাঙ্গ অষ্টোত্তর শত, সর্গ সাধুবর্গ যত,
ভরতোক্তি শুনিবে শ্রবণে॥

১০৮ সর্গঃ।

পয়ার।

যুক্তি যুক্ত ভরতোক্ত শ্রবণে শ্রীরাম
পারিষদগণ মধ্যে স্থিত গুণধাম॥
ধর্ম্ম পথি দাশরথি কমল লোচন।
ভরতেরে কহিলেন সকল বচন॥
অনীশ্বর কামকর আত্মার ঐশ্বর্য্য।
ইতস্ততো ভরত ভ্রমণ মাত্র কার্য্য॥
কৃতান্ত নিতান্ত নিত্য করে আকর্ষণ
ক্ষয়ান্ত পর্য্যন্ত এই দেহ নিরূপণ॥
পতনান্ত উচ্চতা সে বৃথা অহঙ্কার।
সংযোগ বিয়োগ সীমা জীবন যাহার॥
মরণান্ত ফলোদয় ক্ষয় হয় পরে।
পক্ব ফল যথা মৃত্যু ভয় নাহি করে
এই রূপ জাত নর কলেবর ধারী।
মরণ হইতে ভয় অন্তরে কি ভারী॥
উচ্চ গৃহ স্থূল দেহ অতি দৃঢ়তর
জীর্ণ হয়্যে অবশীর্ণ হয় দ্রুততর॥
এই রূপ মৃত্যু পাশে বদ্ধ হয়্যে নর।
সেই রূপ অবসন্ন হয় কলেবর॥
সঙ্গে২ রহে রঙ্গে মৃত্যু সঙ্গে যায়।
দূর পথে গিয়া পুনঃ নিবর্ত্তন পায়॥
অহোরাত্র বর্ত্তমান সকলের প্রতি।
আয়ুঃ ক্ষয় করে আশু অপকারী অতি।
গ্রীষ্মকালে যেমন শুকায় সরোবর।
সেই রূপ কাল ধর্ম্মে নাশে কলেবর॥
আপনার শোচনা আপনি কর ভ্রাতা।
অন্যের শোচনা কেন কেবা কার ধাতা।
যে তুমি সংস্থিত ইতস্ততঃ গতায়াত।
আয়ুঃক্ষয় হয় নিত্য দেহের ব্যাঘাত॥
গাত্রে বলি হয় কালে শ্বেত শিরোরুহ
জরাক্রান্ত জীর্ণ কিসে সুখী নর কহ॥

এই যে আদিত্য নিত্য হইতেছে উদয়।
প্রতি দিন অস্তগত সর্ব্ব দৃষ্ট হয়॥
এই রূপ প্রতি দিন করিয়া দর্শন।
না জানে অবোধ নর আপন মরণ॥
ছয় ঋতু সময়ে প্রকাশ করে ফল।
দেখিয়া নুতন নব আনন্দী সকল॥
সেই ঋতু পরিবর্ত্তে বিপত্তি সঞ্চয়।
না জানে প্রাণির প্রাণ করিতেছে ক্ষয়॥
রসহীন তরুচয় সমুদ্রের জলে।
এক যোগে দৈবযোগে সংস্থিত সকলে॥
স্থানান্তরে সংযোগ বিয়োগ পরে হয়।
সেই রূপ ভার্য্যা পুত্র ধনাদি সঞ্চয়॥
নিকটে থাকিয়া পুনঃ হয় ব্যবধান।
তাহার নিমিত্ত মিত্য পরাভব পান॥
যা হয় তা হয় তার না হয় অন্যথা।
যে যায় সে যায় সঙ্গে যায় বা কে কোথা॥
প্রেতের নিমিত্ত শোক এত অতি ব্রীড়া।
যার শোক তার দুঃখ প্রেতের কি পীড়া॥
যেমন অর্থার্থে জন করিলে গমন।
তব সঙ্গে আমি যাব কহে পান্থগণ॥
এ রূপ সে রূপ নহে গমনে গমন।
অতএব শোচনা অযুক্ত সর্ব্বক্ষণ॥
পিতৃ পিতামহ পথ পূর্ব্বের নিশ্চয়।
কদাচিত্ তাহার অন্যথা কভু নয়॥
সেই পথপ্রাপ্ত পিতা শোক তাপ কিবা।
স্রোত নিবারণ নহে রহে নিশা দিবা॥
কিন্তু আত্মা ধর্ম্ম কার্য্যে কর্ত্তব্য নিযুক্ত।
ধর্ম্ম যোগ্য প্রজা ইহা জানা উপযুক্ত॥
নিয়ত আমার পিতা ধর্ম্ম কলেবর।
শুভ বৃত্তে বর্ত্তমান রাজ রাজেশ্বর॥
করিলা বিস্তর ক্রতু দক্ষিণা সহিত।
পিতামহ পথ গামী ত্রিদিব সেবিত॥
ভৃত্য গণে ভরণ পালন করে্য প্রজা।
অন্ন দান অনেক সাধুরে দিয়া রাজা॥
স্বর্গ গত দশরথ জনক নিশ্চয়।
বহু যোগ্য ফল ভোগী হয়্যে মহাশয়॥
কলেবর সুন্দর ধারণ করে্য পরে।
সংপ্রাপ্তি জগতীনাথ রাজিত অমরে॥
অবশীর্ণ জীর্ণ দেহ করে্য পরিত্যাগ।
দৈবগতি প্রাপ্ত দিব্য লোকে অনুরাগ॥
সে বিষয়ে এরূপ শোচনা অনুচিত।
বিশেষে পরম প্রাজ্ঞ তুমি সুপণ্ডিত॥
তোমার আমার প্রায় শ্রুতি মতিমান
বহুবিধ আছে নর সুন্দর বিধান॥
শোক তাপ বিলাপ করিয়া বিবর্জ্জন
সর্ব্বকাল সুখী রহে সাধু সুধী জন॥
শোকেরে স্তম্ভন কর ধৈর্য্য ধর ভাই॥
শোকপুরে পদন্যাস করিতেছ নাই॥
রাজ্য পদে নিযুক্ত করেন নৃপবর।
সেই রূপে রহ হয়্যে রাজ রাজেশ্বর॥
যে রূপ নিযুক্ত আমি আছি পুণ্যকর্ম্মে॥
সেই রূপ রহি রক্ষা করি পিতৃ ধর্ম্মে॥
পিতৃ কৃত শাসন করিতে পরিত্যাগ।
কদাচ আমার চিত্তে নহে অনুরাগ॥
সেই সে আমার মান্য সেই মম বন্ধু।
যে না কহে পার হইতে পিতৃ ধর্ম্ম সিন্ধু॥

কর্ম্মে আমি বনবাস করিব পালন।
আনন্দিত ধার্ম্মিক সংসর্গ অনুক্ষণ॥
গুরু পথগামি সজ্জ সতত বিহিত।
পর লোক ইচ্ছুক ইচ্ছুক অবিরত॥
বিরামে রামের বাক্য বাক্য বিশারদ।
কহিলেন ভরত সুবচন সুন্দর॥
তুমি তুমি প্রথিত মথিত অরিগণ।
তব সম রঘুত্তম আছে কোন্ জন॥
না পারে তোমাকে দুঃখ করিতে বিমর্ষ।
সুখের ক্ষমতা নাই জন্মাইতে হর্ষ॥
বৃদ্ধের সম্মত তুমি শক্রের সমান।
মরে কি অমরে সম স্নেহ বর্ত্তমান॥
মরণে জীবনে তুল্য হেন বুদ্ধি লাভ।
আছে কি মনুজাধিপ তোমার স্বভাব॥
এ রূপ ব্যসনে বশীভূত হয়ে পরে।
বিষাদিত কদাচিৎ নাহি দেখি নরে॥
পর কি অপর জ্ঞানবান কেবা জন।
নরেন্দ্র বরেন্দ্র তুমি রাঘব যেমন॥
সত্বগুণে অমর সদৃশ রঘুবর।
মাহাত্ম্যে অন্ত সজর দ্বিতীয় শঙ্কর॥
সর্ব্বজ্ঞ সকলদর্শী অতি বুদ্ধিমান।
সকলের মান দাতা বহু গুণবান॥
এত গুণযুক্ত উপযুক্ত সুপণ্ডিত।
তোমা বিনা অসুন্দর লক্ষণ সংস্থিত॥
অসহ্য অত্যন্ত শোক সম্বরণ করে।
সন্তাপের শান্তি হয় আশ্বাসিয়া ধরে॥
হে কাকুৎস্থ আমি বুঝ নিজ শোক হেতু।
বিশেষে তব বিরহে পতিত পশ্চাত॥
না বাঁচিব দুঃখে হব অত্যন্ত পীড়িত।
গৃধ্র হত হরিণীর সদৃশ তাড়িত॥
লক্ষ্মণ শুভ লক্ষণ সভার্য্যা আপনি।
এক যোগে সংস্থিত হইয়া রঘুমণি॥
নির্জ্জনে ধ্যান ধারণে করিয়া দর্শন।
দেহ ত্যাগ হয় মম এক্ষণে যেমন॥
এই রূপ বহু রূপ করিতে বিলাপ।
অনেক সাধনা সাধু সম্মত আলাপ॥
পদ তলে পতিত মস্তক নত করে।
পিতৃ সত্য পালনে প্রবর্ত্ত রঘুবরে॥
অঙ্গীকার অযোধ্যা গমনে নাহি হয়।
এই রূপ ধৈর্য্য রামে দেখিয়া নিশ্চয়॥
সকলে তাপিত কিন্তু তব হয় হর্ষ।
সত্য সংস্থাপন হেতু না দেখি বিমর্ষ॥
অযোধ্যায় নবাধিক শত সর্গ গত।
ভরতের আশ্বাসনা সজ্জন সম্মত॥

১০৯ সর্গঃ।

লঘু ত্রিপদী।

ভরতের বাণী, অদ্ভুত কাহিনী,
শ্রবণে ভরতাগ্রজ।
পরে প্রত্যুত্তর, বাক্য রঘুবর,
করিলা কুমুদপ্রজ॥
তুমি হে সুধীর, রঘুবংশ বীর,
কহিলে সুস্থির বাণী।
জাত রঘুবংশে, দশরথ অংশে,
কৈকেয়ী উদরে জানী॥

রাজ রাজেশ্বর, পূর্ব্বে অধিপর,
কৈকেয়ী বিবাহ কারী।
তব মাতামহে, দিলা স্নেহ মোহে,
করিয়া রাজ্যাধিকারী॥
দেবাসুর রণে, বিজয় কারণে,
সাহায্য বশে ভূপতি।
ছিলা বলবান, দেবার সমান,
যাচিত্ত নরাধিপতি॥
আইলে ভবনে, জয়ী হয়ে রণে,
সেই কালে যশস্বিনী।
এই দুই বর, শুন গুণাকর,
কৈকেয়ী বরবর্ণিনী॥
তব রাজ্য ধন, আমার কানন,
গমন খি সপ্ত বর্ষ।
নৃপ দিলা দান, যাচ্ঞা প্রমাণ,
পাইয়া অত্যন্ত হর্ষ॥
সেই হেতু বন, আমার গমন,
নিযুক্ত পুরুষ বয়।
তাহে কি বিমর্ষ, চতুর্দ্দশ বর্ষ,
রহিব নহি কাতর॥
দেখ সেই আমি, দুর্গ বন গামী,
লক্ষ্মণ জানকী সহ।
পিতৃ সত্য স্থিত, ঋষি সমন্বিত,
অনুচিত এ বিরহ॥
তুমি নীতিমতি,সে সত্যে সম্প্রতি,
হয়ো স্থিতিমান জন।
সত্য বাদী তাতে,লোকে বলে যাতে,
বলিতে যোগ্য সুজন॥

কর ঋণে মুক্ত, পুত্র উপযুক্ত,
খণ্ডন অনেক পাপ।
কৈকেয়ী বচন, হইলে খণ্ডন,
সুতে সে অতি সন্তাপ॥
পিতারে রক্ষণ, মাতাকি নন্দন,
এ কর্ম্ম অতি নন্দন।
শুনি পূর্ব্ব শ্রুতি, যশস্বী সুমতি,
গান করে মুনিগণ॥
করে বহু যাগ, জনে অনুরাগ,
সুসন্তান গয়াসুর।
পিতৃ পিণ্ড দানে,গয়া মহাস্থানে,
সুখ্যাতি এ তিন পুর॥
পুন্নাম নরক, হয় নিবারক,
পিতারে যে করে ত্রাণ।
তার নাম পুত্র, এই বেদ সূত্র,
স্বয়ং স্বয়ম্ভু ব্যাখ্যান॥
ঈপ্সিত সন্তান, বহু গুণবান,
বহুশ্রুত শ্রুতি ধর।
যদি তার মাঝে, কেহ গয়া ব্রজে,
ত্রিকুল তারণ কর॥
কিম্বা অশ্বমেধে,যজ্ঞে অশ্বমেধে,
বেদে করিয়া নির্ভর।
নীল বৃষোৎসর্গ, করে পিতৃ স্বর্গ,
দেয় বহুগুণ ধর॥
রাজ ঋষিগণ, এ রূপ বচন,
কহিলা করে বিস্তার।
অতএব তাত, মহাকুল জাত,
করহে তাত উদ্ধার॥

যাহ অযোধ্যায়, তুমি পুনরায়,
পাল প্রজা পুর জন।
শত্রুঘ্ন সহিত, ধর্ম্মে অবস্থিত,
থাক সতত সুজন॥
লয়ে ঋষিগণ, দণ্ডক কানন,
প্রবেশ করিব আমি।
জানকী লক্ষ্মণ, সহিত এক্ষণ,
হইয়া কানন গামী॥
নগরীয় প্রজা, গণ মাঝে রাজা,
ভরত তব ভূষণ।
মৃগ যূথ লয়ে, আমি রাজা হয়ে,
রহিব কিবা দূষণ॥
তুমি পুর বর, অশ্ব অভিসর,
হইয়া সুন্দর হৃষ্ট।
আমি হে দণ্ডকে, ত্রিতাপ খণ্ডকে,
সুখে হইব প্রবিষ্ট॥
দিনকর কর, নিবারণ কর,
ছত্র ধর কুলধর।
শীত বর্ষ বাত, যার দ্বার জাত,
তাবত্ বর জন বর॥
আমি তরুচ্ছায়া, আচ্ছাদনে কায়া,
শিরোপরি ধরি বনে।
জানকী লক্ষ্মণ, সঙ্গে অনুক্ষণ,
রক্ষণাবেক্ষণ জনে॥
শত্রুঘ্ন সুন্দর, সুকুশল তর,
হইবে তব সহায়।
সুমিত্রা সন্তান, সুমন্ত্রী প্রধান,
রহিবেন মন্ত্রণায়॥
দু-সন্তান চারি, আমরা বিচারি,
সত্যে স্থিত করি তাতে।
কি আছে বিবাদ, কিবা বিসম্বাদ,
কর কি বিবাদ তাতে॥
খ্যাত অবনীপ, বর্দ্ধমানাধিপ,
অনুমতি অনুসারে॥
বাগীশ বর্ণন, বেদ রামায়ণ,
শ্রবণে ভব নিস্তারে॥

১১০ সর্গঃ।

পয়ার।

অনন্তর রঘুবর নগর গমনে।
অনিচ্ছুক দুঃখ ভোগি ইচ্ছুক কাননে॥
এই কালে সেই স্থলে বিজ্ঞ দ্বিজবর।
জাবালি রাজ পণ্ডিত নানা বিদ্যাধর॥
নৈয়ায়িক আস্তিক নাস্তিক পথারূঢ়।
ভরতের মনোরথে কহিলা সুগূঢ়॥
তুমি বিজ্ঞ ধর্ম্মজ্ঞ অভিজ্ঞ ধর্ম্ম পথে।
দশরথ নৃপ মৃত শেষ মনোরথে॥
নিরর্থক এই জ্ঞান না হয় তোমার।
সামান্য নরের প্রায় তপস্বী আকার॥
যাবৎ পিতার বাক্য সুযোগ কারণে।
জটাধর রঘুবর গমন কাননে॥
সেই কালে সর্ব্ব সত্য হয় উপপন্ন।
আর তার গমনে কি হবে পরিচ্ছন্ন॥
তপোধর্ম্মে রাজ্য কর্ম্মে নিরপেক্ষ তাত।
এ জগত্ পূর্ব্বে দান দিলা অকস্মাৎ॥

যে ভরতে রাজ্য দিতে ইচ্ছুক নৃপতি।
বিশ্বাস করিলা সর্ব্ব ভরতের প্রতি॥
সেই এই ভরত তোমারে রাজ্য যাচে।
যে হেতু তোমার দুঃখ পিতৃকৃত আছে॥
সকেকয়ী ভরত তোমারে দিবে দান।
কর গ্রাহ্য পাল রাজ্য স্বজন সন্তান॥
সুখী কর সৌমিত্রে সকল সুহৃজ্জনে।
বিশেষ সীতার ভার সম্পূর্ণ হরণে॥
অতঃপর রঘুবর এই সে সুজ্ঞান।
প্রাজ্ঞ সুসেবিত নহে কেন কর ধ্যান॥
আপন কামনা কৃতা মিথ্যাভূতা বুদ্ধি।
তাহে গতি রঘুপতি হইয়া সুবুদ্ধি॥
ত্যাগ করে রাজ্য বরে কাম লোভ বশে।
কুকীর্ত্তি যাবত্‌ পৃথ্বী জগজ্জনে ঘোষে॥
শুনঃশেফ নাম পুত্র ত্যজিলা ঋচীক।
বংশধর গুণাকর অযশঃ অধিক॥
স্বর্গ গত তব তাত মর্ত্তে পুনর্ব্বার।
প্রত্যাগত নহিবেন পালনে তোমার॥
নিজ দত্ত স্বত্ব ভোগী নহে নৃপবর।
সেই সেই দেহ ত্যাগ করি দেহান্তর॥
কোন্‌ পুরুষের বন্ধু হয় কোন্‌ জন।
কোন্‌ জন হৈতে সিদ্ধ কার প্রয়োজন॥
একা মাত্র জন্মে জন্তু একা হয় নাশ।
পিতা মাতা প্রতি শ্রেয়ঃ কিঞ্চিৎ আবাস॥
ইহাতে প্রতীত হয় উন্মত্তের প্রায়।
অজ্ঞ নর রঘুবর এই অতি দায়॥
যেমন আশ্রমান্তরে নরে করে বাস।
কিছুকাল পরে পরিত্যজে সে আবাস॥

এই রূপ মনুষ্যের পিতা মাতা ধন।
পঞ্চ দেহ যুক্ত দূত পুষ্পাদিজন॥
কেবল আশ্রয় তুমি মাত্র রঘুবীর।
রাজকীয় চিন্তা কর হইয়া সুধীর॥
নির্দ্দলি সমান স্থান সুপথ নির্ভয়।
ত্যাগ করে কুপথ কণ্টকে কেবা রয়॥
সুসমৃদ্ধা অযোধ্যা আশ্রয় সুখ ভূমি।
আশু অভিষেক হয়ে রাজা হও তুমি॥
এক বেণীধরা পুরী দেখিতে তোমারে।
প্রতীক্ষণ প্রতিক্ষণে অভিলাষ করে॥
হও রাজা মহারাজ রাজার সম্মান।
বিরাজ মহীন্দ্ররাজ মহেন্দ্র সমান॥
দশরথ নহে কেহ তুমি কেহ তাঁর।
ঐহিক সম্বন্ধ মাত্র করিলে বিচার॥
তোমা হৈতে ভিন্ন নৃপ নৃপ ভিন্ন তুমি।
যা হয় বিচার কর তুমি জ্ঞানভূমি॥
জন্তু সকলের বীজ জনক কেবল।
শোণিতের শুক্র যোগে কহে আত্মা ফল॥
আত্মা আত্ম জননের কারণ জানহ॥
মৃত্যুর সংযোগে মাত্র বিয়োগী এ দেহ।
গিয়াছেন নৃপ যথা তুমি যাবে তথা।
মর্ত্ত্য মাত্র ভূতের প্রবৃত্তি হেতু বৃথা॥
অনন্তর ধর্ম্ম বিজ্ঞবর যে যে জন।
তাহাদের প্রতি প্রশ্ন করে অনুক্ষণ॥
কে মরে কে জীয়ে জীব কেবা দুঃখ পায়।
কেবা করে সুখ ভোগ কে কারে জীয়ায়॥
কে কার নিমিত্ত কষ্ট করে থাকে ভোগ।
কে কার বিয়োগে বাঞ্ছা করয়ে বিয়োগ॥

অষ্টকা প্রভৃতি শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য এ বেদ।
অর্থ উপদ্রব দেখ এই অতি খেদ॥
মরিয়া সে মৃত ব্যক্তি ভুক্তি যদি পায়।
অন্য ভোগে অন্য জন তুষ্ট হোক তায়॥
দান সম্বর্দ্ধনা এই সব গ্রন্থ চয়।
গৃহির সংগ্রাহ্য উদাসীনে তাহা নয়॥
মেধাবী পণ্ডিতগণ কৃত কর্ম্ম শাস্ত্র।
যজস্ব দীক্ষস্ব দেহি তপ্যস্ব হি মাত্র॥
এ রূপ পরোক্ষ মত করো পরিত্যাগ।
প্রবল প্রত্যক্ষ মতে কর অনুরাগ॥
সতের সম্মতা বুদ্ধি সর্ব্ব প্রদর্শিনী।
অঙ্গীকার করো রাজ্য কর রঘুমণি॥
ভরতের প্রসাদিত পূর্ব্ব পুরুষীয়।
অতিরম্য বুদ্ধিগম্য অন্য আরাধীয়॥
হিতজ্ঞান কর ধর আমার বচন।
স্বপথে হইয়া পথী পতিষ্ঠ রামধন॥
ব্রহ্মার মানস পুত্র ক্ষুপ নরপতি।
যশস্বী তেজস্বী অতি ককুৎস্থ ভূপতি॥
ঈক্ষ্বাকু রঘু দিলীপ সগর দুষ্মন্ত।
দৌষ্মন্তি ভরত মহা যশস্বী দুরন্ত॥
পুরু কুৎস শিবি ধুন্ধুমার ভগীরথ।
বিষ্বক্সেন অনরণ্য যবাদষ্ট পথ॥
অপর অরিষ্ট নেমি ধর্ম্মাত্মা প্রধান।
জগতী বিখ্যাত যুবনাশ্ব বীর্য্যবান॥
মান্ধাতা ধরণীধাতা যৌবনাশ্ব বীর।
বৈশ্রবণ তুল্য গুণে সুবুদ্ধি সুধীর॥
যযাতি নৃপতি মহারাজর্ষি সত্তম।
নরেন্দ্র বৃহদশ্ব ত্রিলোকে খ্যাত তম॥

এই সব অন্য অন্য বহু নরোত্তম।
প্রিয় পুত্র দারা পরিত্যাগী বিচক্ষণ॥
কাল বশে কলিত হইল কত জন।
কে গেল কোথায় কেবা করে অন্বেষণ॥
গন্ধর্ব্ব কি যক্ষ কিবা রক্ষো রূপে স্থিত।
কোথা, এই রূপ ভেবো জগত্ মোহিত॥
এই সব মহানুভবের নাম গোত্র।
মহেন্দ্র মহী দীক্ষিত শ্রুতি স্মৃতি মাত্র॥
যে জনা যে খানে তা সভার তত্ত্ব করে।
তাহার তাদের তত্ত্ব আবশ্যক করে॥
এই নাস্তি ব্যবস্থায় আস্থা ইহ লোকে।
কোথায় এ জগত্ সত্ত্ব প্রলয় পলকে॥
এই পরলোক ইহ লোক অনুভব।
জানিয়া মানিয়া সুখী হইবা রাঘব॥
ধর্ম্ম পর সকলে সুখের হেতু নয়।
ধর্ম্মবন্ত কত জন পায় দুঃখ চয়॥
অধর্ম্মবন্তের সুখ সম্ভোগ মানবে।
বিপরীত ভাব পথে নিয়ম কি হবে॥
সর্ব্বদা ভাবিয়া ইহা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাকুল।
দৃষ্টি কর সৃষ্টি সিন্ধু অগাধ অতুল॥
অতএব তবাশ্রমে আগত কমলা।
অনায়াসলব্ধ ধনে না করিবে হেলা॥
অকণ্টক এই রাজ্য সপত্ন বিহীন।
কর গ্রাহ্য সুখ রাজ্য কেন হও দীন॥
জাবালির এই কথা করিয়া শ্রবণ।
অল্প ক্রোধী রঘুবীর তথাপি তৎক্ষণ॥
অশেষ বিশেষ রূপে করিলেন ক্রোধ।
ন্যায়ে কি নির্ভর করে হইয়া সুবোধ॥

নিতান্ত নাস্তিক্য মত অবগত রাম।
তথাপি কহিলা অতি ক্রোধে গুণধাম॥
পিতার বচনে হয়্যে তপ্ত কলেবর।
বনানলে ব্যগ্র যথা বিপুল কুঞ্জর॥
পিতার আদেশে আমি না হইব চল।
যদ্যপি অদৃষ্ট শাস্ত্র অত্যন্ত বিফল॥
পিতৃ পিতামহ গতি না ছাড়ে তুরঙ্গে।
সতী যথা বিচলিতা নহে পতি সঙ্গে॥
যদ্যপি জীবিত হয়্যে আমি এ সকল।
স্বর্গগত মৃত ফল করিব বিফল॥
তবে লোকে অলীকে প্রবর্ত্ত কেন হবে।
অদৃষ্ট শাস্ত্রের ফল নিষ্ফল মানিবে॥
নিরর্থক হেতুবাদ বচন তোমার।
নহে শক্য মম চিত্ত চালনে সৎকার॥
ক্ষুদ্র বাতে কোন মতে টলে মহীধর।
বিগর্হিত বৈকল্য কর্ম্মের মুনিবর॥
দৃষ্ট প্রায় অদৃষ্ট শাস্ত্রের ফল মানি।
পূর্ব্বাপর মানিয়া ছিলেন সব জ্ঞানী॥
ক্রতু শত করে্য ইন্দ্র সুরপুর পান।
মহাস্থানে শত ক্রতু আখ্যান প্রমাণ॥
তব কৃত সুপ্রমাণ হবে অপ্রমাণ॥
এ ফল সে ফল বল কি ফল প্রমাণ।
হউক বা না হউক যা হউক মুনি।
আত্রেয় আমার মিত্র কৌশিক সজ্ঞানী॥
তপস্যায় মহাস্থান প্রাপ্ত তপোধন।
এই রূপ সর্গে স্বর্গে অন্য ঋষিগণ॥
তুমি কি এখন কর সে সকল জীব।
যে হবে সে হবে যদি তাই হয় শিব॥
তথাচ পিতার বাক্যে না টলিব আমি।
কর তুমি মহর্ষি মানিত দ্বিজগামী॥
যথা দৃষ্ট পিতৃ ইষ্ট পৃথিবী শাসন।
ভরত রাখুন যথা পিতার আসন॥
নৃপতি বারিত রাজ্য অনর্থের মূল।
তাহাতে আমার ইচ্ছা নহে অনুকূল।
এ রূপ নাস্তিক শাস্ত্র করিয়া মর্দ্দন।
দিন ক্ষয়ে স্বস্থানেতে গত সর্ব্ব জন॥
জাবালি বচন অর্থ নিরূপণ সর্গ।
একাদশাধিক শতে সাঙ্গ অপবর্গ॥

১১১ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

বেষ্টিত বীরভাগে, সজ্জন অনুরাগে,
নিশি জাগ্রত রঘুবীর।
প্রভাত কালে ভানু, প্রকাশে নিজভানু,
একত্র সকল সুধীর॥
জাহ্নবী সুসলিলে, সজ্জন ধৌত মলে,
জপাদি করি সমাপন।
আসনে উপবিষ্ট, সকলে হয়্যে দৃষ্ট,
হইল কথোপকথন॥
ভরত সুপণ্ডিত, বচন অখণ্ডিত,
শ্রীরামে কহেন সুধীর।
শ্রীরাম মহাপ্রাজ্ঞ, বুঝাইতে কে প্রাজ্ঞ,
সতত সুচিত্ত সুস্থির॥

জনক জনয়ব, পুরাতে মনোরথ,
রাজত্ব করিলা প্রদান।
সকল তব পদে, অর্পণ পদে পদে,
রাঘব করহ আদান॥
ধরাও পরিবাদ, করহ সুপ্রসাদ,
সফল সাধনা আমার।
জননী যদি পাপ, করণে দিল তাপ,
বিলাপ অপলাপ কর॥
আমি হে গুণনিধে, অকৃত অপরাধে,
বিকল বিরোধে জ্বর।
তোমারি শিষ্য দাস, পূরাও অভিলাষ,
প্রেষ্যের দোষ অপহর॥
সে রাজ্য কোন্ সুখে, ভুঞ্জিব মনোদুঃখে,
জ্যেষ্ঠের বৈমুখে বিভবে।
যদ্যপি অপন্যায়, হইল তব পায়,
উপায় তার কি না হবে॥
করিব সমর্পণ, জনক কৃত পণ,
আমাতে অর্পণ এ রাজ্য॥
মহতী জলবেগে, সেতু কি অনুরাগে,
সমুদ্রে রহিতে কি সাধ্য॥
তুরঙ্গ তূর্ণ গতি, গর্দ্দভে রঘুপতি,
শোভে কি সম্প্রতি তাদৃশ।
খগেন্দ্র সম গতি, বায়সে অবস্থিতি,
এ অতি অন্যায় সাদৃশ॥
না পারি বান্ধিবারে, কি কব বারে বারে,
এবারে আমারে তাহার।
সফল কর কার্য্য, ধরিয়া পূর্ব্ব রাজ্য,
কি কথা অধিক আমার॥

না হয় অভিলাষ, ভূষণ সুনির্ব্বাস,
বেধর্ম বিমুক্ত পুরুষে।
হে প্রভু বিধিমত, এ রাজ্যে অনুগত,
বিরত করে কি মানুষে॥
সোদর সহকারে, জনক অধিকারে,
বিকারে রহিত হইয়া।
কণ্টক বিরহিত, রাজত্বে অবস্থিত,
পালিত প্রজারে লইয়া॥
সে নর নহে নর, যে নর নরেশ্বর,
সর্ব্ব নর যার পালনে।
পরাশ্রে যার জীব, সে জীব সুদুর্জীব,
বীর কি বলিব সে জনে॥
রোপয়ে তরুগণে, পুরুষ সযতনে,
হ্রস্ব কি সুদীর্ঘ সে হয়।
যখন তরুবরে, কুসুম ফল ধরে,
প্রশংসী জনে তারে কয়॥
না হৈলে ফল ফুল, কে তারে অনুকূল,
রোপিত যাহার কারণ।
উপমা সেই রূপ, আপনি দেখ ভূপ,
স্ব যশঃ কর উপার্জ্জন॥
বিখ্যাত কুল ধর, অত্যন্ত গুরুতর,
এ রাজ্য ভার কেবা ধরে।
তোমাতে শোভাপায়, অন্যেরে অপন্যায়,
দেখিবে যত গুরুতরে॥
প্রদীপ্ত দিবাকর, সমান নরেশ্বর,
আর কুল নির্ম্মল কর।
রাজত্বে হৈলে স্থিত, রাবণ কুল যত,
হইবে সুগর্জ্জিত তর॥

যাইবে অন্তঃপুরে,তোমারে দেখে দূরে,
রমণীগণ সুখী হবে।
তোমারি বশীভূত, সব আমরা যত,
সুখেতে সকলেতে রবে॥
কি হেতু রঘুবর, হইয়া কুল ধর,
করিবে এ সকলে ত্যাগ।"
আমরা অনুচিত, করেছি কিবা এত,
কি হেতু করিছ বিরাগ॥
যদ্যপি মাতা মম, কল্মষ রঘূত্তম,
করেছে সে মম অজ্ঞাতে।
তারি অসাধুবাদ, যদিচ মনে বাদ,
মম কি অপরাধ তাতে॥
করিয়া বিবেচনা, শুনিবে সাধুজনা,
রচনা করি কবিগণ।
জগত্ যার বশে, তার কি এ কুযশে,
সুযশঃ হয় নিবারণ॥
নগর বাসি গণ, দেখহ সর্ব্বজন,
এসেছে লইতে তোমারে।
এ ভিক্ষা ব্যর্থ ফল, না কর মহাবল,
উদ্ধার এ আশা অপারে॥
মাতৃ কি জ্ঞাতি দল, বান্ধব যে সকল,
সুহৃদ পুরবাসী গণ।
অপর দ্বিজকুল, স্বয়ম্ভু নিজকুল,
ব্যাকুল আছে সর্ব্বজন॥
করিতে সুকৃতার্থ, তুমিই সুসমর্থ,
সাধুজন সম্মত জন।
না কর লোকনাথ, উদ্ধার এ অনাথ,
পূর্ব্বের সে অনুশোচন॥

জনক বিরহিত, অযোধ্যা অবিরত,
পালনে রহিত সতত।
রাখিতে সুপালনে,কে আছে তোমা বিনে,
পালয় সুখে অবিরত॥
না ভাবি নিজ দুঃখ, হা বিধি কি বিমুখ,
নৃপতি দুঃখের বিষয়।
থাকিতে বহু পুত্র, হা এ কি কর্ম্ম সূত্র,
অপুত্র সম সুরালয়॥
স্বর্গে কি সুখোদয়, অচিরে পুত্র চয়,
যেবন প্রদান বিহীন।
সেই সে দহে মনঃ, সুপুত্রে দিয়া বন,
নৃপতি সে সম্মান হীন॥
তোমার দুঃখ দেখি, বিলাপে কেবা সুখী,
যশস্বী রাজবংশ ধর।
কৃতার্থ এ ভরতে, নৃপতি কুলোচিতে,
করিতে সমুচিত তর॥
এই সে সকরুণ, প্রবণ সুবচন,
নগর বাসিগণ যত।
সকলে সুখী হয়ে,নিকটে স্থিত রয়ে,
কহিছে বিবেচনা মত॥
প্রসাদ করিবার, এইত বাক্য সার,
ভরত কুমার বচন।
ইহাতে বুঝিলাম, প্রসন্ন হয়ে রাম,
প্রসাদ অবশ্য করণ॥
ভরত বহুতর, বচন সকাতর,
পর জাবালির বচন।
শ্রবণে রঘুপতি, মধুর উক্তি অতি,
জাবালি মুনিকে কথন॥

তুমি হে মুনিবর, বিস্তর প্রিয়তর,
বচন কহিলে বিস্তার।
আমার প্রিয় হেতু, বন্ধন শুভ সেতু,
মস্তকে ধার্য্য সে আমার॥
সময় সমুচিত, অকার্য্য কার্য্যোচিত,
অপথ্য সুপথ্য সমান।
মর্য্যাদা হীন নর, আচরে পাপাচার,
না পায় কখন সম্মান॥
বিভিন্ন কুচরিত, হইলে প্রকাশিত,
কে তারে প্রশংসিত করে॥
কুলীন অকুলীন, ধনী কিবা সুদীন,
পুরুষ অভিমানী নরে॥
শুভ বা কি অশুভ, বচন প্রিয় নিভ,
রচন কোন কর্ম্মে লাগে।
চরিত্র যে কেবল, সেই সে অবিকল,
ঘোষণা করে অনুরাগে॥
কখন হে অন্যায়, যদ্যপি কর্ম্মে পায়,
পণ্ডিত জনেরে নিন্দে।
অন্যায়ী ন্যায় করে, অশুচি শৌচাচরে,
প্রশংসা করে কবি বৃন্দে॥
লক্ষণ সমন্বিত, সুশীল গুণান্বিত,
অপ্রতীত তব সমাচরে।
দুর্জ্জন পথ স্থিত, দুঃশীল প্রদর্শিত,
প্রশংসা নাহি হয় নরে॥
অধর্ম্ম প্রবেশনে, লোক নিন্দা করণে,
যদ্যপি আমার হইবে।
সুক্রিয়া বিবর্জ্জন, অক্রিয়া আচরণ,
এ নাম তবে কে লইবে॥

চেতন আছে যার, পুরুষ প্রশংসার,
অকার্য্য কার্য্য বিচক্ষণ।
কহিবে কুলাঙ্গার, কৌশল্যা সুকুমার,
ভাল কে বলিবে তখন॥
বরঞ্চ নদী তীর, আশ্রয় করো নীর,
করিব নিরবধি পান।
পিতার বাক্য সার, লঙ্ঘন প্রতিজ্ঞার,
এ কর্ম্ম অতি অবিধান॥
নৃপতি যাহে চলে, সে পথে অবিকলে,
চলে সকল নরগণ।
সমস্ত রাজাগণ, করে যে আচরণ,
নিরন্তর সেই শাসন॥
কি সত্য মিথ্যা কিবা,নৃপতি ধর্ম্ম সেবা,
সে ধর্ম্ম অতি সনাতন।
এ হেতু সত্য রূপ, এ রাজ্য অভিরূপ,
প্রতিজ্ঞা সসত্যে পালন॥
অভীষ্ট দান করা, অনলে ঘৃত ধারা,
তপঃ কি জপ যজ্ঞ কর্ম্ম
কেবল সত্য মূল, জানিবে এই স্থূল,
সত্য অধিক কিবা ধর্ম্ম॥
সত্যের সমতুল, তপস্যা অনুকূল,
দেবতা বক্ত অবিচয়।
সত্যই প্রশংসিত, সকলে সত্যে স্থিত,
করিছে সত্যেরি আশ্রয়॥
যে জনা সত্য বাদী, এ লোকে নিরবধি,
সদগতি পরলোকে পায়।
ভুজঙ্গ হৈতে ভয়, নরে যেমন হয়,
সর্ব্বদা মনে ক্ষোভ তায়॥

অসত্য বাদী জন, ভুজঙ্গ সম জ্ঞান,
উদ্বেগী করে অনায়াসে।
এ জন্য মিথ্যা বাদ, অত্যন্ত সুপ্রমাদ,
নাস্তিক যায় যম বাসে॥
ধর্ম্ম এ সত্য তর, জানিবে সত্য পর,
সত্যেরি সত্যতা মূল।
সত্যেরি বশেশ্বর, সত্যে শ্রী নিরন্তর,
সকলি সত্যে অনুকূল॥
সত্যের পর ধন, না হয় নিরীক্ষণ,
সত্যে দেবতা প্রতিষ্ঠিত।
এ হেতু সর্ব্বজন, সত্যের পরায়ণ,
হইবে তাহাতে উত্থিত॥
এ জন্য সর্ব্ব নর, হইবে সত্য পর,
সত্যে পবিত্র হয় কুল।
অসত্যে কুল ধ্বংস, জন্মাইলে কুবংশ,
সংসারে বংশের সমূল॥
নরকে এক জন, করয়ে নিপাতন,
কেহবা সুরপুরে লয়।
সকলে সুসন্তান, প্রার্থনা সত্যবান,
কুপুত্রে করে কুলক্ষয়॥
হইয়া সত্যবাদী, কেন সত্যে বিবাদী,
হইব না পালিব সত্য।
সত্যেরি বশীভূত, জনকে প্রতিশ্রুত,
কেমনে করিব অসত্য॥
লোভে কি মোহে আমি, নহি কুপথ-
গামী, নহি অজ্ঞানে অভিভূত।
তবে এ ধর্ম্ম সেতু, ভেদিব কিবা হেতু,
শ্রীগুরু চরণে প্রণতি শত॥

অসত্য কারী সেবা, করিলে দেব সেবা,
সে সেবা প্রীতি প্রদা নয়।
অসত্য বাদী জন, অস্থির অনুক্ষণ,
তর্পণে তৃপ্তি নাহি হয়॥
সে ধর্ম্ম পরিত্যাগী, হইব কিবা লাগি,
অধর্ম্ম ভাগী অনুক্ষণ।
যে ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, রঘুবংশীয় যত,
স্বধর্ম্মী নরনাথগণ॥
প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম রূপ, জানিয়া সত্য রূপ,
বিরূপ তাহে হব জানি।
স্বধর্ম্ম সমাশ্রিত, ক্ষত্রিয়গণ যত,
সে ধর্ম্ম করে অধোগামী॥
পাতক শারীরিক, অপর বাচনিক,
অপর মানসিক ত্রিধা।
শরীরে পাপ করে, মানসে পাপ ধরে,
রসনা করে নানা বিধা॥
বিভূতি কীর্ত্তি মতি, শ্রী বাঞ্ছে যে অগতি,
প্রার্থনা বিষয়ে যে থাকে।
স্বর্গাপবর্গ অন্বেষণ, করিবে যেবা জন,
সত্য বলা চাহি তাহাকে॥
শ্রেয়ঃ অপত্যায়, এ সব সমুদায়,
তুমি যা বুঝালে আমারে।
সে বাক্য স্বর্গ্য নহে, কেবল বল মোহে,
সকলে বুঝিবারে পারে॥
কি রূপে বনবাস, প্রতিজ্ঞা অভিলাষ,
করিয়া জনক নিকটে
শ্রীগুরু বচনে গুরু, খণ্ডনে পাপ গুরু,
উন্মুক্ত করে যম ভটে॥

প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকরিয়া,অগ্রে গিয়াছে কয়া,
বিশেষ জনক স্থানে।
কেকয়ী হৃষ্ট মনাঃ,করো তারে উন্মনাঃ,
এ নকে কদাচ বিধানে॥
থাকিব বন বাসে, পবিত্র সুমানসে,
বনজ ফল মূল ফুলে।
পূজিব দেবগণে, তুষিব জল দানে,
তর্পণে সব পূজ্য কুলে॥
করিয়া পঞ্চ যজ্ঞ, হইয়া বিধি বিজ্ঞ,
এসেছি লোক যাত্রা ভূমি।
হইয়া সাবধান, সুকার্য্য সুসন্ধান,
বিচারি বল দেখি তুমি॥
এ কর্ম্ম ভূমি পেয়ে,কর্ত্তব্য কর্ম্মে রয়ে,
সকলে হয় শুভ সেবী।
অনল বায়ু শশী, সুকর্ম্ম ফল বশী,
করিছে ভোগ দেবা দেবী॥
করিয়া ক্রতু শত, অমরে অবিরত,
পূজিত হয়ে সুরপতি।
মহর্ষি গণ যত, উৎকট তপে রত,
সুর সেবিত স্থানে স্থিতি॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব যে সব, মহান অনুভব,
করিয়া সুকর্ম্ম নিচয়।
বিজয়ী হয়ে লোকে,গিয়াছে পরলোকে,
পালিয়া প্রজা সমুদয়॥
স্বধর্ম্মে রয়ে রত, সুজনে অনুগত,
তেজস্বী দান গুণ শ্রেষ্ঠ।
হিংসন বিবর্জ্জিত, পবিত্র অনিরত,
পূজিত প্রজাগণ ইষ্ট॥

যে সত্যে পরায়ণ, স্বধর্ম্মে স্থির মন,
অতুল্য পরাক্রম যার।
সকলে সম দয়া, প্রিয় বচন কওয়া,
দ্বি জাতি সেবা অভিলার॥
অতিথি সেবা আদি, স্বধর্ম্ম অবিবাদী,
সেই পথ স্বর্গ পথ হয়।
এ কথা মুনিগণ, কহেন অনুক্ষণ,
যাবত্ পুরাতন চয়॥
দ্বাদশাধিক শত, সর্গক বিনির্গত,
সাধুর সুসম্মত ভাষা।
সত্যের প্রশংসন, বাল্মীকি বিরচন,
শ্রীবিপ্র দাসের প্রকাশা॥

১১২ সর্গঃ।

পয়ার।

শ্রীরাম বচন শুনি মুনিগণ শ্রেষ্ঠ।
প্রত্যুত্তর করিছেন আচার্য্য বশিষ্ঠ॥
জাবালি জানেন রাম লোক গতায়াত।
নিবর্ত্তন কামনায় বাক্য রঘুনাথ॥
এই লোক উৎপত্তি হইল যেই রূপ।
লোকনাথ শুন তাহা কহিব স্বরূপ॥
পূর্ব্বে সব রাঘব আছিল জলময়।
সলিল হইতে মহী সুনির্ম্মিতা হয়॥
অনন্তর হইলেন ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু।
অনন্ত অব্যয় বিষ্ণু হইলা উদ্ভব॥
সেই বিষ্ণু প্রথমে বরাহ রূপ ধরি।
উদ্ধার করিলা এই বসুন্ধরা হরি॥

সৃজন করেন এই সর্ব্ব চরাচর।
জগন্নাথ জগতের শাশ্বত ঈশ্বর॥
আকাশ প্রভব ব্রহ্মা শাশ্বত অব্যয়।
সেই ব্রহ্ম মানসে মরীচি জন্ম হয়।
মরীচির অংশে হন কশ্যপ সন্তান
কশ্যপের সুত সূর্য্য নাম বিবস্বান॥
বিবস্বত্ পুত্র মনু ত্রিদশ প্রধান।
হইলা মনুর দশ পুত্র বলবান।
তার মধ্যে ধর্ম্ম ধর ইক্ষ্বাকু ভূপতি।
প্রথমে দিলেন মনু তাঁরে এই ক্ষিতি॥
আদি রাজ অযোধ্যায় ইক্ষ্বাকু কুমার।
সকলের পূর্ব্ব রাজ জানিবা বিস্তার॥
ইক্ষ্বাকুর এক পুত্র কুক্ষি নাম ধর।
কুক্ষিসুত বিকুক্ষি নৃপতি গুণাকর॥
বিকুক্ষির সুত হন মহাতেজাঃ বেণু।
পৃথ্য নরবর সেই বেণু অঙ্গ জনু॥
অনরণ্য নরবর পৃথ্যের সন্তান।
বহু বৃষ্টি দুর্ভিক্ষাদি বারণে প্রধান॥
অনরণ্য নৃপতি অত্যন্ত বলধর।
শাসনে সমস্ত সাম্য না ছিল তস্কর॥
অনরণ্য পুত্র পৃথু রাজ মহাভাগ।
পৃথক্ পৃথিবী কর্ত্তা বহু যজ্ঞ যাগ॥
পৃথুর শরীরোদ্ভব ত্রিশঙ্কু রাজন।
মহাযশাঃ ধুন্ধুমার ত্রিশঙ্কু নন্দন॥
ধুন্ধুমার সুত যুবনাশ্ব মহামতি।
যুবনাশ্ব সুত বলী মান্ধাতা নৃপতি॥
মান্ধাতার পুত্র নাম সুসন্ধি সুন্দর।
সুসন্ধির পুত্র ধ্রুবসন্ধি নরবর॥

অপর প্রসেনজিত্ নামে সুকুমার।
ধ্রুবসন্ধি পুত্র হন ভরত বিস্তার॥
ভরতের সুত তাঁর অসিত আখ্যান।
মহারথী শত্রুজয়ী রাজেন্দ্র প্রধান॥
যাঁর তেজে উদ্বেজিত সকল নৃপতি।
নিরস্ত হইলা অরি হৈহয় প্রভৃতি॥
তালজঙ্ঘ শশবিন্দু সশঙ্কিত অতি।
প্রতি যুদ্ধে বিনাশ পাইলা মহীপতি॥
অসিতের ভার্য্যায় গরের সহকারে।
সগর নামক নৃপ বিখ্যাত সংসারে॥
শক্রজিত্ বন গত অসিত যে কালে।
নৃপতি হইলা পরে স্বর্গগত কালে॥
দুই নারী গর্ব্ভবতী ছিলা জন শ্রুত।
ভার্গবাদি যোগে হিমবন্ত উপাশ্রিত॥
জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা কালিন্দীর গর্ব্ভ নিপাতনে
গরল প্রদান করে সপত্নী নিধনে॥
মুনিবরে রাজ সীমন্তিনী প্রসূত সুত।
গর সহ প্রসবিলা সগর অদ্ভুত॥
গুণবান সগর মহাত্মা নৃপবর।
যাঁহার খননে হৈল বিখ্যাত সাগর॥
কপিলের কোপ দৃষ্টে সুত হত যার।
অসমঞ্জা নাম পুত্র সগর কুমার॥
জীবন ধারণাবধি পাপী দুরাচার।
পুরজন পুত্রগণ অন্যায়ে সংহার॥
অন্যায়ে বালকগণে আপনার বলে।
প্রক্ষেপ করিত নিত্য সরযূ জলে॥
অকারণে পুরজনে করিত অহিত।
এই হেতু মহারাজ করিলা বর্জ্জিত॥

দিলীপ নৃপতি অংশুমানের সন্তান ॥
দিলীপের পুত্র ভগীরথ নৃপবর ।
ভগীরথ নৃপসুত কাকুৎস্থ সুন্দর ॥
কাকুৎস্থের পুত্র রঘু যে নামে রাঘব ।
রঘুপুত্র প্রবৃদ্ধ তেজস্বী অসম্ভব ॥
নিশাচর চরাচর নাশ হেতু রণ ।
হইতে কল্মাষপাদ পুরুষাদী হন ॥
প্রবৃদ্ধ ঔরসে জন্ম শঙ্খণ নৃপতি ।
তিনি দৈব বিধি যোগে ত্যজিলা বসতি ।
শঙ্খণের সুত গুণযুত সুদর্শন ।
তাঁর সুত অগ্নিবর্ণ অতি বিচক্ষণ ॥
অগ্নিবর্ণ কুমার শীঘ্রগ তাঁর নাম ।
শীঘ্রগের পুত্র মরু রাজ গুণধাম ॥
মরুপুত্র প্রশুশ্রুব তৎসুত প্রধান ।
অম্বরীষ নরবর ভুবনে ব্যাখ্যান ॥*
অম্বরীষ অংশে নৃপ নহুষ বিখ্যাতি ।
নহুষের পুত্র পরে হইলা যযাতি ॥
এই সব মহারথী ঈক্ষ্বাকুর বংশে ।
জ্যেষ্ঠের রাজত্ব ভার জগতে প্রশংসে ॥
এই অনুক্রম রঘূত্তম পূর্ব্বাপর ।
কর রাজ্য অভিষেক তুমি কুলধর ॥
সেই রঘুকুল ধর্ম্ম পূর্ব্ব পুরাতন ।
পরিত্যাগ করিতে অযোগ্য সনাতন ॥
রত্ন ভূমি শাস তুমি সমৃদ্ধা মেদিনী ।
পিতৃ পিতামহ প্রায় শুন রঘুমণি ॥
অযোধ্যায় ঈক্ষ্বাকুর বংশানুকীর্ত্তন ।
ত্রয়োদশাধিক শত সর্গ সমাপন ॥

১১৩ সর্গঃ ।

—

ত্রিপদী ।

বশিষ্ঠ রামের প্রতি, কহিয়া এই ভারতী,
মুনি পরে ধর্ম্মযুক্ত বাণী ।
কহিছেন পুরোহিত, চিন্তিয়া রামের হিত,
শুন রাম তুমি মহাজ্ঞানী ॥
যাবত্ শরীর ধারী, হয়ে ইহ লোকাচারী,
তিন জন গুরু সবাকার ।
আচার্য্য নির্দ্ধার্য্য গুরু, পিতা জ্ঞান কল্প
তরু, সেই রূপ জননী প্রচার ॥
সকলের জন্মদাতা, এ হেতু গৌরবী পিতা,
মাতা গুরু ধারণ পোষণে ।
আচার্য্য প্রজ্ঞান দান, করিয়া সুমান্যমান,
এই হেতু গুরু কহে জনে ॥
সেই আমি কুলাচার্য্য, তোমার জনকা-
চার্য্য তোমার আচার্য্য মহাদ্যুতি ।
মম বাক্য রঘূত্তম, না করিবে অতিক্রম,
এ বচন সাধুজন গতি ॥
এই পারিষদ যত, তব হিতে সদা রত,
সমাগত উপস্থিত সবে ।
সজ্জনের এই ধর্ম্ম, শুন পুত্র শুভ কর্ম্ম,
ইহার অন্যথা নাহি হবে
ধর্ম্মশীলা অতি বৃদ্ধা, লজ্জা দিয়া হত শ্রদ্ধা,
না করিবে কেকয়ীর প্রতি ।
ইহার বচন ধর, বংশ ধর রাজ্য ধর,
না কর অন্যথা রঘুপতি ॥

এই রাজ্য যাচমান, ভরতের রাখ মান,
আপনারে না কর বঞ্চন।
তুমি সত্য পরায়ণ, সত্য ধর্ম্মে সদা মনঃ,
নারায়ণ সাক্ষাৎ সজ্জন॥
সুমধুর গুরু উক্ত, শুনে রাম যুক্তি যুক্ত,
প্রত্যুত্তর দেন রঘুবীর।
বশিষ্ঠ মুনির প্রতি, সন্তুষ্ট হইয়া অতি,
পুনর্ব্বার পুরুষ কুঞ্জর॥
পিতা মাতা প্রতি বৃত্ত, মনুষ্য করয়ে কৃত্য,
সেই সত্য সকলি প্রমাণ।
অতি অনুকূল তর, কভু নহে অপকর,
মাতৃ পিতৃ কৃত অনুষ্ঠান॥
আসন বসন স্থান, আচ্ছাদন যথা মান,
প্রিয় বাক্য প্রিয় সম্বোধনে।
করিবে অবশ্য নর, মাতৃ পিতৃ প্রিয়কর,
কর্ম্ম আত্ম ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে॥
দশরথ রঘূত্তম, পিতা জন্মদাতা মম,
প্রতিজ্ঞা তাঁহার বিদ্যমানে।
কহিলাম অযোধ্যায়, দেখ মনে অভিপ্রায়,
সে বাক্য অন্যথা নহে প্রাণে॥
এ উত্তর রঘুবর, বশিষ্ঠে করিলে পর,
অনন্তর ভরত দুর্ম্মনা।
কহিছেন সূত প্রতি, হে সূত তুমি সংপ্র-
তি, কুশ শয্যা করহ রচনা॥
রহিব আস্তর কুশে, সদা রাম নাম ঘুষে,
যাবত্ প্রসন্ন নাহি হন।
বর্জ্জন করো আহার, ধনহীন ব্যবহার,
যথা করে নিরালম্ব জন॥
যাবত্ না যান রাম, সহ মন্ত্রী সৈন্যগ্রাম,
রহিলাম রামের ছায়ায়।
ভরতের ভয় মনঃ, করো রাম নিরীক্ষণ,
বিচারিল্যা পরে অভিপ্রায়॥
অগ্রে রঘুকুলাগ্রণী, সংস্থাপিয়া কুশশ্রেণী,
করিলেন ধরণী শয়ন।
রাম মুখ নিরীক্ষণে, সুমন্ত্র দুঃখিত মনে,
কুশাসনে করিয়া স্থাপন॥
আপনি অস্থির মনে, সুস্থির স্থিরা শয়নে,
রহিলেন সুমন্ত্রী সজ্জন।
এ রূপ সময় গতি, নিরখিয়া রঘুপতি,
রাম রাজ রাজর্ষি নন্দন॥
কহিলা সকল প্রিয়, ভরত পিতার প্রিয়,
কেন তাত অনাথ সমান।
এক পার্শ্বে দ্বিজগণ, যদ্যপি করে শয়ন,
পুর সহে কহে সপ্রমাণ॥
নৃপতির এই বিধি, মূর্দ্ধাভিষিক্তা যদি,
না করিবে প্রত্যুপবেশন।
উত্তিষ্ঠ রাজ শার্দ্দূল, ত্যজ হে অনর্থ মূল,
এ দারুণ ব্রত উত্থাপন॥
শীঘ্র যাও অযোধ্যায়, পিতৃ সত্য রাখ তায়,
আমার সন্তোষ নিত্য তাহে।
আমি পিতৃ সমাদেশে, অবস্থিত বনবাসে
তোমার সত্যতা হয় যাহে॥
তাহে হয়ো যত্নবান, রক্ষা কর পিতৃ স্থান,
স্বধর্ম্মে পালিয়া সর্ব্ব প্রজা।
এই উক্তি শ্রুতমাত্র, ভরত কম্পিত গাত্র
কম্প যথা কুলাচল ধ্বজা॥

কহিছেন পুরজনে, এই বাক্য জনেং,
কি আশ্চর্য্য কর দরশন।
না বাচ রাঘবে যদ্যু যাহা অতি ভয়ঙ্কর,
তারা সবে কহেছেন বচন॥
বাষ্প জল পরিপূর্ণ, রাম শোকে দেহ ঘূর্ণ,
রক্তিম উত্তম দিনমন।
কহে পুরজন জন, সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ,
রামচন্দ্রে সর্ব্ব বিলক্ষণ॥
বলিতে না পারি তাহে, পিতৃ সত্য সদা যাহে, এ কথা অন্যথা কহে কেবা।
পিতৃ বাক্য সুপালনে, গুরুবাক্য সচালনে,
শ্রাব্য যুক্ত তব বাক্য কিবা॥
যেমত প্রলয় মেঘ, সম্বরা না যায় বেগ,
কি রূপে করিব নিবারণ।
সত্যে ধৃতি স্থিতিমান, রাম অতি সত্যবান্,
অনুকূল অতুল পবন॥
কার সাধ্য সত্য হৈতে, পারে উঠাইয়া নিতে, রাম সত্য পরায়ণ জনে।
ক্ষুদ্র বৃক্ষ উৎপাটনে, সমর্থ ক্ষুদ্র পবনে,
অসমর্থ হিমাদ্রি চালনে॥
ভরতের উপদেশ, শ্রবণে পবিত্র দেশ,
চতুর্দ্দশাধিক সর্গ গত।
বাল্মীকির সুবচন, সুখে শুন সাধুগণ,
বাঙ্গীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত॥

১১৪ সর্গঃ।

পয়ার।

এই রূপ শুনে পুর নিবাসি বচন।
সহর্ষ হইয়া রাম কহিলা তখন॥
বেদাদি বেদাঙ্গ জ্ঞাতা তপো ধর্ম্ম রত।
ব্রাহ্মণের বাক্য রূপ এই সুসঙ্গত॥
যে বাক্য জ্ঞানের চক্ষুঃ সম জ্ঞান যুক্ত।
সর্ব্বজ্ঞ কৃতজ্ঞ দৈব পূজা উপযুক্ত॥
সত্য যুক্ত যুক্ত ধর্ম্ম যুক্ত বিশেষতঃ।
অনুগ্রহ প্রকাশ উভয়ে অশেষতঃ॥
আমাদের পিতার পালিত প্রজাগণ।
নৃপভক্ত যাবতীয় এই পুর জন॥
ইহাদের বচন শ্রবণ উপযুক্ত।
বিজ্ঞাতা হইয়া কহি সাবধান যুক্ত॥
পুনর্ব্বার তোমারে আদেশ এই হয়।
অযোধ্যায় গচ্ছ তাত বনে স্থিতি নয়॥
প্রতিজ্ঞা রক্ষণ হেতু এ অরণ্য বাস।
অবশ্য আমার ইহা উচিত নির্ব্বাস॥
শপথ করিয়া কহি না কর বিলম্ব।
নিশ্চয় আমার এ প্রতিজ্ঞা অবলম্ব॥
বলুন সকলে যত হিতৈষী সুহৃদ্।
যদ্যপি জ্যেষ্ঠের রাজ্য হয় কুলোচিত॥
সে কেবল আমাকে দিবার জন্য ক্লেশ।
অতএব ভরত গমন কর দেশ॥
মহার্ণব শোষণ করিতে পারি আমি।
বিন্ধ্যাচল চালন অপীর সর্ব্ব ভূমি॥

কিন্তু পিতৃ শাসন লঙ্ঘন নহে সাধ্য।
না করিব কদাচ হইয়া লোক বাধ্য॥
যে সকল কহিলে সকলি আমি জানি
সুকৃতি করিয়া কহি পিতৃ সত্য বাণী॥
এই দুই বচন করিয়া অনুভব।
জ্ঞান চক্ষে দৃষ্টি করো দেখিবা রাঘব॥
এই বাক্য শ্রবণে ভরত মহা ধীর।
বিবর্ণ বদন হয়ো রহিলেন স্থির॥
দৈন্য প্রায় দীন কায় নৃপতি নন্দন।
দর্ভ শয্যা হৈতে বীর উঠিলা তখন॥
সুধীর চক্ষের নীর করো নিবারণ।
উদকে ক্ষালিয়া মুখ কহিলা বচন॥
পারিষদ মন্ত্রিবর্গ মাতৃগণ যত।
অনুরক্ত ভক্ত মিত্র জনপদে স্থিত॥
পুরজন প্রভৃতি হইয়া অবগত।
শ্রবণ করহ সবে বচন সঙ্গত॥
তোমাদের মুখে সুখে করিতে শ্রবণ
ইচ্ছা করি কহ সর্ব্ব সাধু মহাজন॥
বিশুদ্ধি প্রদানে ইচ্ছা করি সর্ব্ব স্থানে।
এ কর্ম্মের উচিত কি শুদ্ধি সুবিধানে॥
না চাহি পৈতৃক রাজ্য জননী শাসন।
না করি অবজ্ঞা রামে স্বপনে কখন॥
যদি রাম গুণধাম অরণ্য কাননে।
উচিত জানিলা বাস যথার্থ বিধানে॥
আমিও বিলগ্ন বর্ষ করিয়া নিয়ম।
রহিব অরণ্য বাসে যথা রঘূত্তম॥
সর্ব্বাত্মা বায়া মানব সর্ব্ব অন্তর্যামী।
ভরত বচনে মুগ্ধ দিবৌকস স্বামী॥
পুর জন গণ প্রতি করি নিরীক্ষণ
কহিলা মধুর মূর্ত্তি মধুর বচন
বর্ত্তমানে যে কথা কহিলা মম পিতা।
অঙ্গীকার পূর্ব্বক সে উভয় স্বীকৃতা॥
সে কথা লঙ্ঘন করে এত শক্তি কার।
কিবা আমি কি ভরত উভয় কুমার॥
বন বাস বিনাশ উপাধি আমি তার।
না করিব কদাচিত্ জেনো অভিপ্রায়॥
মাতার নিকটে পিতা করিলে সুকৃতি
কে করিবে সেই বাক্য লঙ্ঘন দুষ্কৃতি॥
আমি জানি ভরত অত্যন্ত শান্ত ধীর।
সদা গুরু সৎকার করণে চিত্ত স্থির॥
এই মহাত্মার মহা পুণ্যের প্রতাপে।
উত্তীর্ণ হইব আমি বনবাস তাপে॥
এই ধর্ম্ম শীলের শীলতা গুণাশ্রয়।
পুনর্ব্বার অযোধ্যায় হইব উদয়॥
শাসিব সমস্ত ভূমি ভ্রাতৃগণ সনে
প্রিয় করি কৈকেয়ীর অপ্রিয় বচনে॥
পিতা মম মহাদ্যুতি অতি সত্য বাদী।
করিয়া তাঁহারে পার মিথ্যা মহানদী॥
রামায়ণে অযোধ্যায় অমৃত ভাষণ।
পঞ্চ দশাধিক শতে ভরত শাসন॥

১১৫ সর্গঃ।

লঘু ত্রিপদী।

দুই নৃপাত্মজ, অপ্রতিম তেজঃ,
একত্র উভয় সংযোগ।
করি নিরীক্ষণ, মহাজ্ঞানি গণ,
হইলেন স্বজ্ঞান বিয়োগ॥
সগন্ধর্ব্ব মুনি, প্রতি বাক্য শুনি,
মহর্ষি গণে হর্ষোদয়।
দুই মহাজনে, প্রশংসা বিজনে,
সুজনের অন্তে সদাশয়॥
ধন্য নৃপবর, সুবিক্রম ধর,
নিমহত্তম সুত যার।
শ্রবণে সম্ভাষা, সদা হয় আশা,
পিপাসা হয় বারম্বার॥
পরে মুনিগণ, রাবণ নাশন,
বোধন অনুভব করি।
নৃপতি শার্দ্দূলে, ভরতে সকলে,
কহিলা কৌশল আচরি॥
মহা কুলে জাত, মহা প্রাজ্ঞ খ্যাতি,
মহা বৃত্ত মহা সুযশঃ।
শ্রীরাম বচন, অবশ্য শ্রবণ,
পিতৃ পাবন অভিলাষ॥
পিতৃ ঋণে মুক্ত, কর্ম্ম উপযুক্ত,
যুক্তি যুক্ত বটে সকলে।
স্বর্গস্থ নৃপতি, সত্যে অবস্থিতি,
কৈকেয়ী বচন অনলে॥
কর জল দান, ভূপে পরিত্রাণ,
তুমি জ্ঞানবান সুমতি।
কহি এই বাণী, রাজ ঋষি মুনি,
বনস্থ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি॥
স্বীয় স্বীয় ধাম, গমনে উত্তম,
রঘুত্তম রাম সুকষ্ট।
সর্ব্ব ঋষি গণে, পূজে জনে জনে,
বিনাশে সহসা অনিষ্ট॥
ভরত সজ্জন, বচন রঞ্জন,
শ্রবণে কহিলা সদয়।
রামে কৃতাঞ্জলি, করিয়া কৌশলী,
অশেষ বিশেষ বিনয়॥
তব বাক্যে স্বামী, আনন্দিত আমি,
সুন্দর শুভদ দর্শন।
এই রাজ ধর্ম্ম, দেখ কুল ধর্ম্ম,
সধর্ম্ম সহিত সজ্জন॥
মম গর্ভ ধরা, কৈকেয়ী কাতরা,
যাচে বন বারণ ভিক্ষা।
তুমি মহাজ্ঞানী, সর্ব্ব তত্ত্ব জানি,
কর জননী মান রক্ষা॥
ত্রিলোক পালনে, শক্তিমান জনে,
অধিক বচনে কি ফলে।
এই কথা কয়্যে, অসুস্থির হয়্যে,
আশ্রয় রাম পদ তলে॥
বহু আরাধন, সুপ্রিয় বচন,
রচন প্রিয়ম্বদ ধীরে।
রাম দয়াবান, অঙ্কে দিয়া স্থান,
বুঝান বচন গম্ভীরে॥

শ্যামল কমল, পত্রাক্ষ কমল,
মত্ত হংসগতি নিনাদ।
কর পরিহার, দুঃখ বারম্বার,
পরিহর মনো বিষাদ॥
এই তব বুদ্ধি, যে রূপ সুসিদ্ধি,
স্বভাবতঃ অতিমলা।
বিনয় সংযুক্তা, স্বভাবতঃ শুক্তা,
ত্রৈলোক্য পালনে উজ্জ্বলা॥
হয়ে স্থির চিত্ত, শুন রাজ বৃত্ত,
যে রূপ রীতি দেবরাজে।
সূর্য্য বায়ু যম, জলাধিপ সোম,
যে বৃত্ত ধরণী মাঝে॥
বৎসরে বৎসরে, চাতুর্মাস্যাচারে,
বর্ষয়ে বৃষ্টি সুরপতি।
লয়ে সেই বৃষ্টি, জলাগিপে সৃষ্টি,
সুরক্ষা করে মেঘ পতি॥
সূর্য্য নিজ করে, যথা বৃষ্টি হরে,
অষ্টম মাস সযতনে।
এই রূপ নিত্য, স্বধর্ম্মে আদিত্য,
সতত করে আকর্ষণে॥
আদিত্যের ব্রত, এ রূপ সতত,
সকরী হইবে নৃপতি।
পরে বায়ু ব্রত, হও অবগত,
কৈকেয়ী সম্ভূত সুমতি॥
অদৃশ্য হইয়ে, সর্ব্ব ভূতে রয়ে,
পবিত্র করেন পবন॥
সেই রূপ চর, দ্বারে নৃপবর,
চরিত্রে করিবে পালন॥

প্রিয় কি অপ্রিয়, যমে গমনীয়,
প্রাপ্তকালে সকলে সম।
নৃপ যম ব্রতে, রয়ে সাবহিতে,
প্রিয়াপ্রিয়ে যেমন যম॥
বরুণ স্বপাশে, বদ্ধ করে পাশে,
পুনশ্চ করেন সুদৃষ্টি।
নৃপ দিয়া দণ্ড, পাষণ্ডে অখণ্ড,
করিবে পুনঃ কৃপাবৃষ্টি॥
পরি পূর্ণ শশী, কিরণ প্রকাশি,
আহ্লাদিত করেন মনে।
নৃপতি তেমন, সমান দর্শন,
প্রকাশিবে সকল জনে॥
পৃথিবী যেমন, সকলে ধারণ,
করেন সমান যতনে।
নৃপতি তেমন, সর্ব্ব প্রজা জন,
পালিবে জানিবে সমানে॥
অমাত্য সুহৃদ, বহু মন্ত্র বিদ,
সচিব গণ সহিত।
করিয়া মন্ত্রণা, কার্য্যে সুসাধনা,
করিবে জানিবে নিশ্চিত॥
বরঞ্চ চন্দ্রমা, ত্যজে দেবী রমা,
হিমালয় ধরণী গত।
সিন্ধু ত্যজে বেলা, পিতৃ বাক্যে হেলা,
তথাপি মম অলঙ্ঘ্য॥
লোভ মোহ কাম, কিম্বা কামনায়,
যে কর্ম্ম জননী কৃত।
না করিবে মনে, জননী বচনে,
থাকিবে হইয়া আবৃত॥

জননী যেমন, জননী যেমন,
জানিবে মানিবে সতত।
করিয়া স্বীকার, ভরত কুমার,
কহিলা বচন উচিত॥
মাধ্যাহ্নিক রবি, জিত তনুচ্ছবি,
প্রাণ নিরাশ সময়ে।
প্রতিপদ শশী, সম মুখ শশী,
প্রাপ্তিল আসি তমঃ চয়ে॥
বীর অনন্তর, কৃতাঞ্জলি পর,
বাষ্প বারি পূর্ণ কুন্তিত।
অলব্ধ কামনা, সুদুঃখিত মনাঃ,
পাদে ধরি ধরা লুণ্ঠিত॥
আর্ষে রামায়ণে, বাল্মীকি বচনে,
আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে।
কৈকেয়ী তনয়, বিদায় বিষয়,
কথোপকথন প্রকাণ্ডে॥
শশিকলা মিত, অতিরিক্ত শত,
সর্গ বিনির্গত এপারে।
পাদুকা গ্রহণ, রাজ্য বিলক্ষণ,
বর্ণন হইবে বিস্তরে॥
১১২ সর্গ॥

পয়ার।

পদানত ভরতে দেখিয়া রঘুপতি।
বাষ্প পরিপূর্ণ আঁখি অস্থির গতি॥
পদে হৈতে প্রভু তাঁরে করি উত্থাপন।
আলিঙ্গন করি কোলে নিলা মহাজন॥
অনন্তর সকাতর কৈকেয়ীর সুত।
পদদ্বয় ধরিয়া ধরণী নিপতিত॥
অত্যন্ত পীড়িত অন্তঃ করিয়া রোদন।
কূল ভ্রষ্ট [illegible] কাতর যেমন॥
দর্পহত সর্প প্রায় লোটান ধরণী।
অস্থির লোচনে বীর বীর চূড়ামণি॥
চেষ্টা হীন হয়ে দীন ক্ষুধা ক্ষীণ বপুঃ।
সুস্বরে রোদন ভরে নেত্রে বহিরিপুঃ॥
মাতৃগণ রোদন নিরখি আঁখি জলে।
ভাসিলেন সীতা সহ অতি অকৌশলে॥
যোদ্ধাগণ সর্ব্বজন ব্রাহ্মণ মণ্ডলী।
উপাধ্যায় পুরোহিত প্রভৃতি সকলি॥
সেই ক্ষণে সুদুঃখ দহনে দহে দেহ।
পীড়িত রুদিত স্থির তর নহে কেহ॥
কি কব অধিক সব বনে বনলতা।
দুঃখে করে পুষ্পত্যাগ শোকে অভিভূতা॥
অপর কি কব নর সকাতর অতি।
স্বভাবতঃ স্নেহ পূর্ণা মানুষের মতি॥
ভরত লোচন গত অবারিত নীর।
স্নেহে দেহে সন্তাপিত রঘুবংশ বীর॥
গাঢ় আলিঙ্গন করি কমল লোচন।
দুঃখার্ত্ত ভরত প্রতি কহিলা বচন॥
তুমি সাধু তোমার সকলি সাধুতর।
সাধু বাষ্প বরিষণে অন্তর কাতর॥
শোকার্ত্ত দুঃখার্ত্ত দেখে আমাদকাকা[illegible]
এ স্থান রহিতে কর প্রস্থান অন্তরে॥
তোমাকে দেখিতে আমি না পারি নয়[illegible]
নৃপসুত দুঃখীভূত অভিভূত মনে॥

লোক তারে তীরজ্ঞান সতত আমার।
ক্ষীণ মনঃ অনুক্ষণ মালিন্যে তোমার॥
সগুণ করিয়া কহি শুন গুণধাম।
না কহিব না দেখিব না পূরাব কাম॥
যদ্যপি না যাও তুমি অযোধ্যা নগর।
সসীতা লক্ষ্মণে তুমি সহ প্রিয়কর॥
এই কথা শ্রবণে নয়নে গলে নীর।
মার্জ্জন করিয়া করে কহিলেন বীর॥
প্রসন্নো ভব রাঘব না কর সুকৃতি।
অযোধ্যায় ত্বরায় বিদায় রঘুপতি॥
তুমি যদি আমারে দেখিয়া পাও তাপ।
কি কব এ অতি লাজ অধম আলাপ॥
যাবত্ জীবন মম রঘকুল রবে।
তোমার অপ্রিয় কর্ম্ম কদাচ না হবে॥
তোমার প্রিয় কারণ মাতৃগণ সহ।
চলিলাম অযোধ্যায় সসৈন্য সমূহ॥
কিন্তু আমি শ্রীচরণে করি বিজ্ঞাপন।
রঘুকুল এ অধীনে রাখিবা স্মরণ॥
রাজলক্ষ্মী পরিহরি করিবে সন্ন্যাস।
এ ধর্ম্ম বিষয়ে প্রতিবাদী নহে দাস॥
ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্ম ধারণে পালিবে সময়।
যদি দুঃখ তবু প্রতিবাদে ইচ্ছা নয়॥
গমনে উৎসুক দেখি ভরতে শ্রীরাম।
কষ্টতর কলেবর সন্তাপ বিরাম॥
সান্ত্বনা করিয়া শুভ বাক্যে জটাধর।
ভরতের প্রতি প্রভু অতিতুষ্ট পর॥
এই কালে শরভঙ্গ ঋষি শিষ্যগণ।
কুশের পাদুকা আনি দিলা উপায়ন॥
প্রাপ্ত হয়ে রাঘব পাদুকা কুশময়।
মুনির কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা নিশ্চয়॥
স্বাস্থ্যোচিত কায়িক মঙ্গল সমুদয়।
কহিলা মুনির শিষ্য পবিত্র হৃদয়॥
নিবেদন করিয়া দেখিয়া গোষ্ঠ কাল।
কুশের পাদুকা নিলা অখিল ভূপাল॥
মুনি দত্ত পাদুকা যুগল সংগ্রহণ।
করিয়া ভরত অতি পরিতুষ্ট মনঃ॥
শ্রীরামের পদদ্বয়ে করিলা প্রদান।
প্রীতিযুক্ত চিত্ত হয়ে কৈকেয়ী সন্তান॥
সেই কালে এই বাক্য সর্ব্ব জন মাঝে।
কহিলা বশিষ্ঠ মুনি অযোধ্যাধিরাজে॥
শ্রীরামের পদদ্বয়ে সমর্পিয়া পরে।
গ্রহণ কর পাদুকা পূজ্য সর্ব্ব নরে॥
সকল লোকের যোগ সিদ্ধি এতে হবে।
অযোধ্যার রাজ্য তার পাদুকায় রবে॥
পরে রাম গুণধাম পরম কৌশলে।
ব্যবহার পর হয়ে পাদুকা যুগলে॥
প্রদান করিলা পুনঃ কৈকেয়ীর সুতে।
যত্নে নিলা ভরত পাদুকা কুশ ভূতে॥
প্রদক্ষিণ করিয়া রাঘবে বারম্বার।
গিরীন্দ্র মস্তকে যথা রূপ ব্যবহার॥
যথা মতে রাজনীতে সর্ব্ব লোক জনে।
প্রেরণ করিলা পরে অযোধ্যা গমনে॥
গুরুগণ বশিষ্ঠ প্রভৃতি অনুগত।
বিসর্জ্জন করিলা হইয়া অবনত॥
অচলে অচল রাম হিমাচল প্রায়।
মাতৃগণ নয়ন সলিলে ভাসে কায়॥

চাহিতে শ্রীরামে নহে নয়ন প্রকাশ।
উৎকণ্ঠায় বাষ্প কণ্ঠ গদ্গদ ভাব॥
এসো রাম অযোধ্যায় এ বাক্য না সরে।
না বাঁধে হৃদয় কান্দে অন্তরে অন্তরে॥
অনন্তর রঘুবর যত মাতৃগণে।
অবনত মুলঙ্গত হয়ো জনে জনে॥
এই রূপ জননীরে বিদায় বিশেষ।
রোদন করিয়া রাম কুটীরে প্রবেশ॥
অযোধ্যায় আদিকাণ্ডে পাদুকা গ্রহণ।
সপ্ত দশাধিক শত সর্গ সমাপন॥

১১৭ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

পাদুকা করিয়া শিরে, প্রণমিয়া রঘুবীরে,
করিলেন রথে আরোহণ।
হয়ো অতি হর্ষান্বিত, শত্রুঘ্ন বীর সহিত,
আচার্য্য বশিষ্ঠ তপোধন॥
বামদেব দৃঢ়ব্রত, জাবালি ঋষি অগ্রতঃ,
চলিলেন মন্ত্রি সহকার।
মন্দাকিনী পুণ্যনদী, প্রদক্ষিণ যথা বিধি,
বান পূর্ব্ব মুখে অনিবার॥
চিত্রকূট মহাগিরি, ধাতুময় শোভাকারী,
তারে করি যত্নে প্রদক্ষিণ।
সে গিরির রত্ন সানু, নিরীক্ষণে শশী ভানু,
লজ্জিত দুঃখিত অতি ক্ষীণ॥

সেই গিরিবর পার্শ্বে, সসৈন্যে গমন হর্ষে,
দেখি দেখি চিত্রকূট শোভা।
যথা মুনি ভরদ্বাজ, বিরাজিত মুনিরাজ,
আলোকিত আশ্রমের আভা॥
আসিয়া অপূর্ব্বাশ্রমে, ভরত অতি সম্ভ্রমে,
রথ হৈতে নামিয়া ভূতলে।
রাঘব কুল নন্দন, মুনীন্দ্র যুগ্ম চরণ,
প্রবন্দন করিলা কৌশলে॥
হৃষ্ট হয়ো মুনিবর, আশীর্ব্বাদ বহুতর,
অনন্তর জিজ্ঞাসা ভারতে।
রামস্থানে কৃতকৃত্য, তোমার মানস সত্য,
সকল হৈল কি বিধিমতে॥
এইবাণী মুনি স্থানে, শ্রবণে ব্যাকুল প্রাণে,
প্রত্যুত্তর করিলা সুধীর।
ভরত সুধর্ম্মশীল, শুদ্ধ জাহ্নবী সলিল,
জলনিধি সদৃশ গভীর॥
কি কব কর্ম্মের গতি, বহু যতে নতি স্তুতি,
বিনতি কি রীতি নীতি মতে।
রাজ্য গ্রহণের জন্যে, রঘুকুল অগ্রগণ্যে,
কি অন্যে সাধনা বিধিমতে॥
গুরুগণ বাক্য আর্য্য, না করিয়া অতিআর্য্য,
আর্য্য রাজ্য গ্রাহ্য নাহি করি।
কহিলেন রঘুমণি, জ্ঞানিগণ শিরোমণি,
দিনমণি কুলমণি হরি॥
পিতার প্রতিজ্ঞা তত্ত্ব, সেই সে পরম তত্ত্ব
তারি তত্ত্ব করি অনুক্ষণ।
বর্ষ চতুর্দ্দশ পূর্ণ, হইয়া তাহে উত্তীর্ণ,
মহারণ্য সন্ন্যাস সেবন॥

রামের বচনে ধন্য,বাদ দিয়া অন্য অন্য,
দ্বিজ অগ্রগণ্য মুনিবর।
শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস, মধুর বাক্য বিন্যাস,
বশিষ্ঠ প্রয়াস বহুতর॥
এই যে পাদুকাদ্বয়, দৃঢ় ব্রত মহাশয়,
ধর্ম্মশীল করহ প্রদান।
অযোধ্যা নগরান্তরে,যোগ ক্ষেম সর্ব্ব করে,
করিবেন পালন বিধান॥
এই কথা যুক্তি যুক্ত,নহিলে বশিষ্ঠ উক্ত,
রাঘব বলিয়া পূর্ব্ব মুখে।
পাদুকা যুগল পরে, দিলেন শক্র অন্তরে,
মম রাজ্য পালনের সুখে॥
লইয়া রামের আজ্ঞা,অভিজ্ঞান দত্ত রাজ্ঞা,
অযোধ্যায় যাই তাই নিয়া।
এই শুভ বাক্য শুনি, ভরদ্বাজ মহামুনি,
কহেন ভরতে প্রশংসিয়া॥
তুমি নর মধ্যমিত্র,এ নহে তোমার চিত্র,
শীল বৃত্ত সকলের সার।
সম্পূর্ণ তায়,তব দেহে শোভা পায়,
নিম্ন দেশ সম গুণাধার॥
অমর অজর ভূপ, পিতা এই অনুভব,
দশরথ মহা ভাগ্যবান।
যে তুমি তাঁহার সুত,ঈদৃশ শীলতা যুত,
ধর্ম্ম দেহ ধারী মূর্ত্তিমান॥
সেই ঋষি মহা প্রাজ্ঞে, সম্ভাষিয়া যথা
যোগ্যে,কৃতাঞ্জলি প্রণতি বিধান।
বন্দিয়া চরণ দ্বয়, প্রদক্ষিণ বারত্রয়,
করিয়া অযোধ্যাপুরে যান॥

মন্ত্রিগণ সহযোগে, মুনি আজ্ঞা শুভযোগে,
সত্বর গমন শীঘ্র যানে।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ পৃষ্ঠে,কেহবা শকটে স্থিত,
থাকে রাজ সেনা সন্নিধানে॥
নৃপতি সেনানী পরে,পথ মধ্যে গঙ্গা ধরে
যৌতকণা বিপুল বিস্তার।
অতি উচ্চ ঊর্ম্মিমালা,গঙ্গা নদী শিবজলা
দর্শন করিল সৈন্যহার॥
মকর নিকর নক্র, মহাবক্র জলচক্র,
উত্তীর্ণ হইল অনুরাগে।
করিয়া তাঁরে বন্দন,সঙ্গে বন্ধু পরিজন
শৃঙ্গবের পুরে গতি আগে॥
গুহে দিয়া বিসর্জ্জন,কহিলেন মহাজন,
তোমার সম্প্রীতে আমি প্রীত।
শৃঙ্গবের পুরচ্যুত, কিছু দূরে উপস্থিত,
অযোধ্যা দর্শনে দুঃখান্বিত॥
কহিছেন দাশরথি, দেখ সুমন্ত্র সারথি,
অযোধ্যা নগরী শূন্যাকারা।
নিরাকারা নিরানন্দা,দিবসে অকাল সন্ধ্যা
দীনা প্রায় ক্ষীণা হত স্বরা॥
সমস্থান দশরথে, পরিহীনা মনোরথে,
পুর পথে দেখিতে না পারি।
এই রূপ হত প্রভা, দেখিয়া অযোধ্যা
শোভা,সর্ব্ব ভাবে ভাল দুঃখচারী।
সাঁন্দনে পরে,ভূপতি, নিঃশব্দে গম্ভীর
গতি অযোধ্যায় করিলা প্রবেশ।
মার্জ্জার উলুকাকীর্ণা,দুর্দীনা অযুগে শীর্ণা
করিকুল সবাকুল দেশ॥

গভীর তিমির ভায়,অত্যন্ত কালিম কায়
অমানিশা সমা অপ্রকাশা।
রাহুগ্রস্ত হৈলে শশী,একা রোহিণী রূপসী,
উদয়ে যেমন ক্ষীণ দশা॥
অপরঞ্চ অল্পজলা, বিহঙ্গম কুলাকুলা,
মীন হীন নিনক্র নির্জ্জলা।
প্রভাহীন যথা নদী, সেই রূপ নিরবধি,
অযোধ্যা নগরী অনির্ম্মলা॥
অপর কবচ হত, গজ বাজী ধ্বজ নত,
রণালয় গত যত বীর।
মহাযুদ্ধে সেনাকুল,যে রূপ অতি ব্যাকুল,
সেই রূপ নগর অস্থির॥
বায়ুবেগে সিন্ধুফেণা,হইয়া নভো গমনা,
শান্ত বাতে পুনঃ ক্লান্ত হয়।
নিঃশব্দ সাগর বেলা, তথা অযোধ্যার
খেলা,সাঙ্গোপাঙ্গ ক্লান্ত সমুদয়॥
অনন্তর কি অপর, দৃষ্টান্ত সারথি বর,
সোম যজ্ঞ হৈলে সমাপন।
পরন্ত সে পর্ব্বকাল, শূন্য বেদী যথাকাল,
বেদধ্বনি হীন এ তেমন॥
নির্ধূম সুবর্ণ প্রভা, উত্থিত যজ্ঞাগ্নি শোভা,
ঘৃত দানে শিখা বলবতী।
[illegible]র নিবৃত্তিকালে,নিবৃত্তি পাইয়া কালে,
অযোধ্যার সেই রূপ গতি॥
[illegible]গোষ্ঠে গোকন্যাগণ,নবীন তৃণ ভোজন,
সম্প্রীতা বৃষভ সহকারে।
[illegible]হীন রত্না যথা, দুঃখিনী অতি হৃদয়ে,
সেই রূপ অযোধ্যা বিকারে॥

মণিসহ নর গলে,আদিত্য উদয় কালে,
মুক্তাজ্যোতিঃ যুক্তা অতিশয়।
সেই মুক্তা মণি,হীনা, ক্ষীণ মূল্যা অতি
ক্ষীণা,রাম বিনা তথাযোধ্যালয়॥
যাগ যজ্ঞ করে লোকে, নিবসে নক্ষত্র
লোকে,পুণ্য ক্ষয় যদি হয় তার।
দ্যুতি হত হয়ে তারা,নভশ্চ্যুত যথা তারা,
সেই রূপ দশা অযোধ্যার॥
যথা বন্য লতাগণ, বসন্ত হৈলে গমন,
রমণ রমণ পুষ্প ধরে।
স্নেহে করে আলিঙ্গন, মত্ত মধুকর গণ,
সেই শব্দে শব্দিত অন্তরে॥
নিকুঞ্জে বসন্তকালে,দারুণ দাবাগ্নি জালে,
কমনীয়া রমণীয়া লতা।
সমুদায় দগ্ধ হয়, সৌরভ গৌরব ক্ষয়,
এই পুরী অযোধ্যার তথা॥
আচ্ছন্ন নক্ষত্র শশী, চন্দ্রিকা হত তামসী,
মেঘাচ্ছন্নে বিবর্ণা যেমন।
বিনা শ্রীল রামচন্দ্র,অযোধ্যার এক চন্দ্র,
অযোধ্যার আকার তেমন॥
পান পাত্রে সুরালয়,বহু জনে শোভা হয়,
পান ভূমি রহে পরিষ্কার।
শুণ্ডিগৃহ ভগ্ন হৈলে,সেপথে কেহ না চলে,
সেই রূপ দশা অযোধ্যার॥
রুগ্ন বক্র জল ছত্র, ছিন্ন নিম্ন বৃক্ষ পত্র,
সমাবৃক্ত প্রপা পরিষ্কৃত।
জলাশয়ে নাহি যায়, জলাশয়ে লোকে
ভায়, জলপানে সিক্ত অপ্রমিত॥

ভগ্ন হৈলে সেই শাল,সেই পথ হয় শাল,
বসিতে বাসনা করে কেবা।
অযোধ্যা নির্ম্মলা ভূমি, সেই রূপ হত
স্বামী,ইচ্ছা নহে করিবারে সেবা॥
বিপুল বিনত গুণ, অতি গুণ ধনুর্গুণ,
ধনুঃ হৈতে ধস্ত হৈলে পর।
টঙ্কারে বিপুল স্বর,সে হইলে হত শর,
ভূমিতলে নহে শোভাকর॥
সেই রূপ অযোধ্যার,আয়ত বিপুলাকার,
শ্রীহীনা বিহীনা রাম ধনে।
দেখহে দেখ সারথি, মহাকাল দাশরথি,
স্মরণে কেবল সঞ্জীবনে॥
পথি মধ্যে অশ্বারোহী,রোধিল গমন মহী,
ত্রাসে কক্ষে খসিল কলস।
উৎপথে গমন করি, কান্দে দুর্ব্বলা কি-
শোরী,সেই রূপ অযোধ্যা বিরস॥
মৎস্য কূর্ম্ম বহুতর, জলহীন সরোবর,
শোভাকর না হয় যেমন।
কমল হৈলে রহিত,কি করে বাপী ব্যা-
পিত,রাজ শূন্যা অযোধ্যা তেমন॥
অতি অপ্রকৃষ্ট নর, যথা তার কলেবর,
অনুলেপ অলঙ্কার বিনা।
কদাচ না শোভা পায়,দুঃখে দগ্ধ হয় কায়,
সেই রূপ অযোধ্যা মলিনা॥
উগ্র রবিকর জালে, নিঃশোভা প্রাবৃট
কালে,রবি ছবি যথা মেঘ গ্রস্ত।
না হয় প্রভার প্রভা,সেই রূপ হত শোভা,
অন্ধকার অযোধ্যা সমস্ত॥

পশ্চাতে স্যন্দনোপরে,জিজ্ঞাসিলা সুত
বরে, দশরথ নৃপতি কুমার।
অযোধ্যায় পূর্ব্বপ্রায়,গীতবাদ্য শব্দ তায়,
কি নিমিত্ত না শুনি বিস্তার॥
তরুণ সুচারু বেশে, দীপ্তবান দেশে২,
সুবসন ভূষণে ভূষিত।
বিহীন উত্তম নরে, এক্ষণে সেই নগরে,
দশ দিক্ শোভা বিরহিত॥
বারুণী মদিরা গন্ধ, মনোহর মকরন্দ,
তার গন্ধে জগৎ মূর্চ্ছিত।
ধূপাদি মাল্য অগুরু,সৌরভ গৌরব গুরু,
পূর্ব্বপ্রায় নহে প্রকাশিত॥
উত্তম উত্তম যান, গমনে গর্ব্বিত প্রাণ,
সগম্ভীর ঘোটক স্বস্বর।
প্রমত্ত মাতঙ্গ নাদ,নাহি শুনি কি বিষাদ,
পূর্ব্ব প্রায় না দেখি সুবেশা॥
অনন্তর নরবর, প্রবিষ্ট হয়ে নগর,
উপনীত ভূপতি ভবনে।
জনকে হইয়া হীন,রম্য হর্ম্ম্য শোভাহীন,
গিরিগুহা যথা সিংহ বিনে॥
ভরত সুদৃঢ় ব্রত, যার সেই অনুগত,
স্থানে স্থানে রেখো মাতৃগণে।
কহিলা মধুর বাণী,নৃপতি কুমার মানী,
বিশেষ করিয়া গুরু জনে॥
প্রবেশিব নন্দিগ্রাম,আমন্ত্রিয়া মন্ত্রিধাম,
বিরাম করিব অবিরাম।
এই দুঃখ বিনা রাম, নাহি নিবারণ নাম,
সহিব তথায় বিনা রাম॥

রাজ্যেশ্বর পিতাজ্ঞাত, গুরু সুরপুরে স্থিত,
শ্রীরাম রহিত এই রাজ্য।
রামগতি প্রতীক্ষায়, হীন নৃপ অযোধ্যায়,
কৃত সাধ্য করিব সাহায্য॥
ভরতের শুভ বাণী, পরম মঙ্গল মানি,
মহাজ্ঞানী বশিষ্ঠ প্রভৃতি।
মন্ত্রিগণ সর্ব্বজন, প্রশংসিয়া অনুক্ষণ,
কহিলেন কুলোচিত নীতি॥
সদৃশ সুশ্লাঘনীয়, এই বাক্য ভবদীয়,
আরাধীয় জনেকের ইহা।
রাজতন্ত্র অনুরূপ, বাক্য বটে প্রিয়ভূপ,
ভ্রাতৃ রাজ্যে নিতান্ত নিস্পৃহা॥
তুমিত ভ্রাতৃবৎসল, বাৎসল্যে তব সকল,
[illegible] সৌহৃদে তুমি স্থিত।
এই ন্যায্য পথ আর্য্য, সর্ব্ব সাধুজন গ্রাহ্য,
এ না গ্রাহ্য করে সে দুর্নীত॥
সুমন্ত্রি মন্ত্রণা বাণী, অভিমত সিদ্ধ জানি,
ভরত সুপ্রীত মনে পরে।
সুযোগ্য সারথি প্রতি, কহিছেন মহামতি,
রথ যোগ করহ সত্বরে॥
প্রহৃষ্ট মানসে গিয়া, মাতৃগণে প্রণমিয়া,
রথারূঢ় সহ সহোদর।
উভয়ে পরম প্রীত, পুরোহিত মন্ত্রি যুত,
অগ্রগ সমস্ত গুরুতর॥
বশিষ্ঠ প্রমুখ দ্বিজ, উপযুক্ত নিজ নিজ,
স্থানে যুক্ত গত পূর্ব্ব মুখে।
মাতামহ পুর যায়, ভরতের নন্দিগ্রাম,
অসুখে তথাপি রাজ সুখে॥

পশ্চাতেৎ চলে, পুরবাসি দলে বলে,
নর উষ্ট্র গজবাজিগণ।
ভরতের অতি প্রেষ্ঠ, পুরবাসি মধ্যে শ্রেষ্ঠ,
বিশিষ্ট বিশিষ্ট যত জন॥
যথাহ অত্যন্ত সুহৃ, পরিহরি রাম দুহৃ,
চিত্ত স্বাস্থ্য ভরত সংযোগে।
অনন্তরে রাজসুত, শ্রীরাম বাৎসল্য যুত,
বিমুক্ত বিশেষ উপভোগে॥
পাদুকা গ্রহণ করি, যান মাতামহ পুরী,
শীঘ্র পুরী করিলা প্রবেশ।
রথ হৈতে পরে তূর্ণ, অবনীতে অবতীর্ণ,
গুরুগণে কহিলা বিশেষ॥
মম ভ্রাতা এই রাজ্যে, দিয়াছেন সুসৌ
ভার্য্যে, গতা[illegible] জনের পালনে।
পাবন পাদুকা দ্বয়, সুদৃশ্য মঙ্গলালয়,
সর্ব্বকাল সমান কল্যাণে॥
শিরোপরি করি স্পর্শ, সংপ্রাপ্ত পরম হর্ষ,
শুভাসনে করি সংস্থাপন।
প্রকৃতি মণ্ডলে বলে, লহ তত্র দুঃখানলে,
শীঘ্র ছত্র কর আনয়ন॥
ধর গুরু পাদ পদ্মে, হৃদয় তড়াগ মধ্যে,
সেই এই রাম ছত্র রূপে।
করিবেন এই রাজ্য, পালন আমার আর্য্য,
যোগ্য সুখ পাদুকা স্বরূপে॥
হইয়া সুঅলঙ্কৃত, ভ্রাতৃ দত্ত পরিষ্কৃত,
নির্ম্মল পাদুকা সুখ স্থান।
সৌরভ্য প্রকাশ করি, অতি কৃপাবান হরি,
[illegible] দিয়াছেন দান॥

করিব আমি পালন, যাবত্ রামাগমন,
প্রতীক্ষণ করিয়া রহিব।
এই রাম পদচিহ্ন, চিহ্নিত হইয়া রব,
দর্শনে সে শোক সম্বরিব॥
সে চরণ সরোরুহ, জিত কোটি সরোরুহ,
সন্নিকট দেখিব ইহার।
নিক্ষেপ করিব রাজ্য, যাবত্ না দেখি
আর্য্য, পাদুকায় সমর্পিব ভার॥
গুরুতে অর্পিয়া ভার, হয়ে মাত্র সহকার,
রহিব না হইব কাতর।
রাঘবে করিয়া ধ্যান, করিব গুপ্ত সন্ন্যাস,
যাবত্ না গত রঘুবর॥
উপস্থিতে রঘুবীরে, রাজ ছত্রে ছত্রী শিরে,
নিষ্পাপ হইব সেই কালে।
শ্রীরামের অভিষেকে, আহ্লাদীয় জল
সেকে, প্রহৃষ্ট হইবে জন আলে॥
সেই প্রীতি সেই যশ, গত বর্ষ চতুর্দ্দশ,
রাজ্য হৈতে চতুর্গুণ সুখ।
করিয়া এই বিলাপ, অন্তরে অত্যন্ত তাপ,
শ্রীরাম বিরহে ম্লান মুখ॥
পরে এইরূপে রয়ে, অপূর্ব্ব পূজিত হয়ে,
নন্দিগ্রামে রঘু রাজ্যকারী।
হয়ে মুনি বেশধর, পরি শুষ্ক কলেবর,
সচীর বল্কল জটাধারী॥
নন্দিগ্রামে বাসে দীন, রাজ্যের উদাসীন,
সসৈন্য সমিত্রাদি বাহন।
পুর জনপদ যত, সর্ব্ব কার্য্য অবিরত,
ভরত করেন সমাপন॥

সমুক্ত বল বাহনে, আকাঙ্ক্ষি রামাগমনে,
ভরত বিরত পাপ স্পর্শে।
শ্রীগুরু বচনে যুক্ত, প্রভুভক্ত নৃপযুক্ত,
প্রভু বাক্য সত্যতা স্বধর্ম্মে॥
প্রতিজ্ঞা পারগ হয়ে, পাদুকার পার্শ্বে
রয়ে, গুরুপদে অভিষেক করে।
সবাল ব্যজন ছত্র, ধারণ করিয়া মাত্র,
শত্রু নাশি অর্পি পত্র ধরে॥
স্বয়ং শাসন যত, পাদুকায় অবগত,
করিয়া করেন গতকাল।
এই রূপে অনুরূপে, শ্রীরাম পাদুকা রূপে,
মনোযোগ বিগত জঞ্জাল॥
যে জন এ মহাজন, শ্রীরামচন্দ্র কীর্ত্তন,
শ্রবণ করেন তাঁর কর্ণ।
মানবের অতিরিক্ত, কৃতী অতি সুধাসিক্ত,
তাঁর দেহে মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম॥
বিনাশে সমস্ত তাপ, সেই মুক্ত মুক্তপাপ,
সুখ প্রাপ্তে রামপাদে স্থান।
সমাপ্ত অযোধ্যাকাণ্ড, সন্তাপ প্রকাণ্ডকাণ্ড,
মহতাবাজ্ঞায় মহাখ্যান॥

১১৮ সর্গঃ।

ইত্যার্ষে রামায়ণে মহর্ষি বাল্মী-
কীয়ে চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যাং সংহিতা-
য়াং আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে নন্দিগ্রাম
নিবাসঃ।

ইতি অযোধ্যাকাণ্ডঃ।

সমাপ্তোয়ং কাণ্ডঃ।

৩২ সর্গঃ।

পয়ার।

সুমন্ত্র সমীপে রাম বিশ্রামের কালে।
অতি আর্ত্ত দশরথ ব্যথিত বাগ্‌জালে॥
আকুল ইন্দ্রিয় অতি ভূপতি প্রবর।
কৈকয়ীর প্রতি নরদেবের উত্তর॥
হা কষ্ট পাপিষ্ঠ মনঃ কৈকয়ী তোমার।
অমিত্রের আচরণ সতত প্রচার॥
করিবে কামনা সিদ্ধি গেলে মম প্রাণ।
বনবাস গত হৈলে মনুজ প্রধান॥
জানকী লক্ষ্মণ সহ রাম যাবে বনে।
ত্যজিব তোমাকে আমি তব পুত্র সনে॥
ত্যজিব আপন প্রাণ সমাধান রাজ্য।
সকলে বিধবা হবে হবে এই কার্য্য॥
নির্ঘৃণা, লজ্জা রহিতা কুনীতা পাপিনী।
আমার বিহীনে রাজ্যভোগ সম্পাদিনী॥
রামধন যাবে বন তারে পরিহরি।
আপন জীবনে বাঞ্ছা হবে রাজ্যেশ্বরী॥
পাপিষ্ঠা এ রূপ তব না হইব বশ।
পুনর্ব্বার জগতে রাখিতে অপযশঃ॥
কার সনে গোপনে করিলি কুমন্ত্রণা।
না জানিয়া গূঢ় তত্ত্ব মূঢ় বিবেচনা॥
অশুভ সঙ্কারাঙ্কুর এই উপস্থিত।
আমার জীবন নাশ কর্ম্ম মনোনীত॥
কে অসত্, কার মত হইল এমন।
ভরতের অভিষেক রাম যাবে বন॥
এমত পাপিষ্ঠ মত দুরাত্মার কৃত।
অমোঘ অশনি বাক্য যুক্তি বহিষ্কৃত॥
ভরত বালক অতি রাজ্য অতিভার।
কেমনে শাসন কর্ত্তা হইবে তাহার॥
বিশেষে বশিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম।
রাজীবলোচন রাজ্য যোগ্য গুণধাম॥
কালরাত্রি পাপিনী না জানি ভার্য্যা রূপে।
পতিত করিতে উপস্থিতা অন্ধকূপে॥
মন্দ বুদ্ধি আমার অত্যন্ত পুণ্য ক্ষীণ।
বিবাহ স্বীকার করি হয়ে অপ্রবীণ॥
ঘোর তরা নিষ্ঠুরা সর্পিণী ছদ্মবেশে।
আমার কুবুদ্ধিক্রমে আইলি এ দেশে॥
ইষ্টসুত সহিত আমার হত প্রাণ।
জানিলে এমন পূর্ব্বে হইত বিধান॥
দিক্ ধিক্ ধিক্ নারী কুল কুমন্ত্রণে।
বিশেষে কৃতঘ্না অতি অজ্ঞান ভাজনে॥
যে নারী সত্‌পথচারী কান্ত মনোরমে।
নিজ বশীভূত সদা বর্ত্তিত সম্ভ্রমে॥
পরিত্যাগ করে যারা ধন আকাঙ্ক্ষায়।
সেরূপ বিরূপ অতি উঞ্ছমতি প্রায়॥
না হইবে তোর ভাল ইহ পরলোকে।
নিন্দিতে নিন্দিবে লোকে রবি দুঃখ শোকে॥
যে হেতু সপুত্রে স্বামী সুদুঃখে যোজন।
করিলি কর্ত্তব্য একি মঙ্গল লক্ষণ॥
সর্ব্বদা শিবিকা রথে মনোরথে ধায়।
পদ ব্রজে দুর্গব্রজে কি রূপে সে যায়॥

সুস্বাদু শোভন অন্ন পান যার ভক্ষ্য।
সুকুমার কুমার কানন উপলক্ষ॥
কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি ফলমূল।
ভোজনে কেমনে চিত্ত হবে অনুকূল॥
নিরুপম মনোরম আভরণ রাশি।
তাহাতে সম্পূর্ণ চিত্ত নহে অভিলাষী॥
সে কেমনে গিয়া বনে ভিক্ষুক আচারী।
বৃক্ষের বল্কল চর্ম্ম জটা শঠাধারী॥
অপর স্বধর্ম্ম পর আমার শাসন।
কেমনে আমার বাক্য করিবে লঙ্ঘন॥
হাহা পুত্র শুদ্ধভাব সম্পন্ন শরীর।
ধর্ম্মজ্ঞ বিনয়ী গুরু বৎসল সুধীর॥
দুরাত্মা স্ত্রীবশীভূত কুৎসিত কুশীল।
অকৃতার্থ আত্মা অতি অন্তর আবিল॥
সুস্বভাব সুবৃত্ত সদ্গুণ গণে ভারি।
জ্যেষ্ঠ সুত প্রাণের অধিক প্রিয়কারী॥
হাহা রাম গুণারাম রমণীয় রূপ।
কেমনে আমার মতি এ মন বিরূপ॥
পরিত্যাগ করিতে কাননে সুকুমার।
অত্যন্ত নিন্দিত আমি কুষ্ঠ কদাচার॥
ধিক্ ধিক্ আমারে আমার কৃত কর্ম্মে।
প্রিয় পুত্র পিতৃ সেবা সংস্থিত স্বধর্ম্মে॥
সেই সুতে পরিত্যাগ করি নারী বশে।
কি কহিবে ভুবন পূরিবে অপযশে॥
কহিবে নিন্দিত কর্ম্মকারী পাপাচারী।
পুত্রে পাঠাইয়া বনে সেবা করে নারী॥
উপকার ভিন্ন রাম না করে আমার।
স্ত্রী জন্য মূঢ়ত্ব বোধ হইল সঞ্চার॥

বশিষ্ঠ অপর বামদেব মুনিবর।
জাবালি কাশ্যপ আদি সর্ব্ব গুণাকর॥
কি বলিবে শ্রবণ করিয়া এই কথা।
অন্য ব্রহ্ম বাদিগণ কীর্ত্তন অযথা॥
বিশ্বামিত্র প্রমুখ সকল সিদ্ধজন।
কি বলিবে তপোবন নিবাসি সদ্গণ॥
পৃথিবীর পৃথিবী পালক গণ যারা।
অপর সকল সাধু কি বলিবে তারা॥
হইলাম এ কালে অযশে পরিপূর্ণ।
সর্ব্বভাবে পাতক ঘেরিল আসি তূর্ণ॥
রাজ্য লুব্ধ কেকয়ীরে দিয়া বরদ্বয়।
বিনষ্ট জীবন কষ্ট দেহের সংশয়॥
চঞ্চল ইন্দ্রিয় দল শোকানল জ্বলে।
কৈকয়ীর বশতাজনিত দাবানলে॥
পাপিনী নিমিত্ত পাপে হইয়া মোহিত।
গুরু ব্রহ্মচারী বর্গে হইব নিন্দিত॥
সুখকালে কপালে পুত্রেরে দিয়া দুঃখ।
হইলাম অপযশঃ ভাগী অধোমুখ॥
যতক্ষণ নিয়োজন দুঃখে রাম নহে॥
এই কালে মরণ জীবন কেন রহে॥
এ পাপ এ তাপ যেন না পায় জীবন।
এই বাক্য বল্যে রাজা শোকে অচেতন॥
পুত্র শোকে ব্যাকুলিত সকল ইন্দ্রিয়।
আপনারে আপনি হৈতেছে নিন্দনীয়॥
সুরাপানে অজ্ঞানে বিদ্বান্ গণে যথা।॥
বিলাপ আলাপ করে দুঃখী নৃপ তথা॥
এই রূপ পৃথ্বীপতি পীড়িত অন্তরে।
সমীপে সুমন্ত্র কয় সংবাদ সত্বরে॥

রাম গুণধাম নৃপ সমীপে আগত।
শ্রুত মাত্র দ্রুত রাজা পুত্র অভ্যাগত॥
পুনঃ পুনঃ পীড়ায় মানস মূর্চ্ছাবেশ।
প্রবেশ করাও পুত্রে মন্ত্রিকে আদেশ॥
অযোধ্যায় দশরথ বিলাপন নাম।
ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সাঙ্গ শুন সাধু গ্রাম॥

৩৩ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

নৃপতির কর্ম্মসূত্রে,প্রবেশ করাও পুত্রে,
এই বাক্য বল্যে নরনাথ।
খরতর শোকাবিষ্ট, বারম্বার দূরদৃষ্ট,
ভাবনা ভাবনা জগন্নাথ॥
মুহূর্ত্ত চেষ্টাবিহীন, হইয়া মোহ অধীন,
নৃপ সংজ্ঞা পাইয়া পশ্চাত্।
সিংহাসনে উপগত, 'যথারূপ জ্ঞানরত,
মন্ত্রিবর দেখ্যে নিরুৎপাত্॥
নিকটস্থ নরবরে, কৃতাঞ্জলি করে পরে,
দুঃখভরে করে নিবেদন।
দ্বিজে দিয়া ধন দান, ভৃত্যগণে সুসম্মান,
রমণীয় শ্রেষ্ঠ রামধন॥
কিরণে যেমন রবি, উদ্দীপ্ত অঙ্গের ছবি,
গুণ জ্যোতিঃ পূর্ণ গুণময়।]
তব আজ্ঞা শিরোপরি, স্থাপন করিয়া হরি.
বনবাসে করিয়া নিশ্চয়॥
লক্ষ্মণ জানকী যুক্ত, তব বাক্য পূর্ব্ব উক্ত,
সফল করিতে ফলবান।
তব পাদপদ্মে নত, দর্শনের অভিমত,
দৃষ্টি কর যদি ভগবান॥
সুমন্ত্রের সুবচনে, শ্রবণে সন্তোষ মনে,
অনন্তর কহেন নৃপতি।
শুদ্ধাত্মা আকাশ প্রায়, দীর্ঘশ্বাস উষ্ণকায়,
ত্যাগ করি সুদুঃখিত মতি॥
আন হে সুমন্ত্র শীঘ্র, কহিলেন নরব্যাঘ্র,
আমার যাবন্ত দারাগণ।
সকলে হয়্যে আবৃত, দেখি রামরূপামৃত,
এই ইচ্ছা আমার এক্ষণ॥
নৃপতি আদেশে তথা, নরেন্দ্র রমণী যথা,
মন্ত্রী গিয়া দিলা সমাচার।
সৎস্বভাবা নৃপভার্য্যা,বিলম্ব না সহেআর্য্যা,
ভূপতির আজ্ঞা অনিবার।
এই বাক্যে রামমাতা, সকলে সুত্বরান্বিতা,
স সুমন্ত্র যান নৃপস্থানে।
স্বামির শাসনে স্থিত, নারী সার্দ্ধ সপ্ত শত,
রূপবতী ভূষিতাভরণে॥
নিকটে রমণী শ্রেণী, যথায় কৈকয়ী রাণী,
তথা পতি দর্শন লালসে।
সমাগত দারাগণ, নরেন্দ্র করি শ্রবণ,
আন বল্যে সুমন্ত্রে আদেশে
শীঘ্র গচ্ছ মন্ত্রিবর, আনিবারে রঘুবর,
নৃপাদেশে চলিলা সুমন্ত্র।
সসীতা লক্ষ্মণ সহ, আনিলেন গুণাবহ,
দর্শনে ভূপতি পরতন্ত্র॥

আগত সন্তানে হেরি, মানসে আনন্দ ভেরী,
বাদ্য করি অযোধ্যার পতি।
সসম্ভ্রান্ত নীলকান্ত, রাজ্যসুখে বহিষ্ক্রান্ত,
কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক সুমতি॥
স্ত্রীগণে বেষ্টিত ভূপ, নিরখিয়া রামরূপ,
অতি শীঘ্র উঠিলেন বটে।
কিন্তু আর্ত্ত কলেবর, শুষ্ক দেহ নৃপবর,
কৈকয়ীর ছলে বল টুটে॥
আগচ্ছ আগচ্ছ রাম, মনঃপ্রাণ অভিরাম,
এই বাক্য উক্তি করি ভূপ।
আলিঙ্গনে ইচ্ছা অতি, দুর্ব্বল দুর্দ্ধর মতি,
ক্ষণে ক্ষণে দেখি রাম রূপ॥
সম্ভ্রান্ত কম্পিত গাত্র, দেহে নাহি বল মাত্র,
পতিত পতঙ্গানলে যথা।
শীর্ণ জীর্ণ কলেবর, পতিত ধরণীশ্বর,
সিংহাসনে মূর্চ্ছাগত তথা॥
ধরাধরী অল্প অল্প, আক্রমে সম্প্রাপ্ত তল্প,
আসনে পতিত পুনর্ব্বার।
নিরখি নৃপের গতি, রাম অতি মহামতি,
শ্রীমতী জানকী সহকার॥
সলক্ষ্মণ ঘনশ্যাম, অনন্ত সদ্গুণ ধাম,
দেখি তাত বিরাম সময়।
স্বকরে ব্যজন ধরি, বাতাস করেন হরি,
দীনবন্ধু দুঃখি দয়াময়॥
নারীগণ ঘন নাদ, কৈকয়ী সাধিল বাদ,
নিরাহ্লাদ ভূপতি ভবনে।
এরূপ মুহূর্ত্ত কাল, মূর্চ্ছাগত মহীপাল,
পরকাল চৈতন্য প্রাপণে॥

কৃতাঞ্জলি পুটান্বিত, নৃপতি নিকটে স্থিত,
মৃদুবাক্যচয়ে রাম ভাষা।
শোকসিন্ধু মধ্যগত, দশরথ অবিরত,
জীর্ণতরী যথা তথা ভাসা॥
রামবাক্য মহীশ্বর, মহামান্য মহীশ্বর,
মহারাজ তুমি মহাপ্রভু।
আমি বনবাস হেতু, সমারূঢ় সত্য সেতু,
বিস্মরণ না হবেন কভু॥
চাহিয়া মঙ্গল চক্ষে, কিঞ্চিৎকিঙ্কর পক্ষে,
করিবেন লক্ষ্মণে কল্যাণ।
প্রিয়তর মমানুজ, জানিবা সুমিত্রাঙ্গজ,
এক তনু সহিতে প্রস্থান॥
বহু বিধ নিবারণে, না মানে বারণ মনে,
প্রাণপণে করে অঙ্গীকার।
অতএব সুনিশ্চয়, বনবাসে মহাশয়,
সম্প্রার্থক অনুজ্ঞা তোমার॥
আজ্ঞা আকাঙ্ক্ষিত রাম, ভূপতির শূন্য ধাম,
বিচারিয়া বিজ্ঞ বিচক্ষণ।
মহামোহে মহীপতি, ব্যাকুলিত আত্মা অতি,
বারি পরিপূর্ণ সমীক্ষণ॥
অয়ে রাম গুণনিধি, বঞ্চনা করিল বিধি,
কৈকয়ীর বর প্রাপ্তি ছলে।
না জানি মন্ত্রণা গূঢ়, নিগ্রহী অত্যন্ত মূঢ়,
অধর্ম্ম আরূঢ় অকৌশলে॥
অতি কোমল বিগ্রহ, আমারে করি নিগ্রহ,
ভার বহ হও রাজ্য ভারে।
পিতার কথিত উক্তি, বনবাস দুঃখ মুক্তি,
সুন্দর সুযুক্তি সহকারে॥

ধার্ম্মিক প্রবর পর, পরে রাম রঘুবর,
প্রণতি পূর্ব্বকে নৃপ প্রতি।
কহিছেন কৃতাঞ্জলি,সাধুবাদে কুতুহলী,
তুমি পিতা গুরু নরপতি ॥
সকল সংসার ভর্ত্তা, বিশেষ কিঙ্কর কর্ত্তা,
প্রভু পূজনীয় দেব প্রায়।
তোমার শাসনে স্থিতি, তব বাক্যে রীতি
নীতি, মহদ্ধর্ম্ম এই অভিপ্রায়।
প্রসন্ন আমার প্রতি, হয়ো কর অনুমতি,
নিবারিত নহি কদাচন।
সত্যে রাখ মতি স্থির, সুধীর কেন অধীর,
নৃপতির শ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ।
সহস্র বৎসর আয়ুঃ,তব দেহে প্রাণবায়ু,
সুস্থির রহুন্ কিছু কাল।
যে রূপে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, না হয় লৌকিক রঙ্গ,
সেই রূপ কর মহীপাল ॥
তুমি হবে মিথ্যাবাদী,তাহাতে ধর্ম্ম বিবাদী,
এ রাজ্য সম্ভোগে কার্য্য কিবা।
ত্রিলোক নিবাসী প্রতি, না হয় এমন মতি,
আমি বাঞ্ছা করি রাত্রি দিবা ॥
রামের নিস্বন ধনি, শ্রবণে নরেন্দ্রমণি,
সত্য পাশে বদ্ধ বিষাদিত।
কহেন করুণা বাণী, মহীনাথ মহামানী,
সগদ্গদ বচন জড়িত ॥
যদ্যপি তব হৃদয়, গমনে নিশ্চিত হয়,
অযোধ্যা হইতে বনবাসে।
নিষেধ না মান তবে, এ অযোগ্যে সঙ্গে লবে,
কে রহিবে লোক পরিহাসে ॥

বিশেষে তব বিরহে, জীবন ধরিতে দেহে,
এ উৎসাহ আমার কি হয়।
তুমি আমি পুরত্যাগে, কেকয়ীর অনুরাগে,
ভরত ভূপতি হয়ো রয় ॥
এই বাক্য শ্রুতমাত্র, কৌশল্যাসুত সুপাত্র,
উক্ত নৃপে যুক্তবাক্য উক্তি।
তুমি ভুঞ্জ সাধু ভোগ্য, নহ বনবাস যোগ্য,
অনুবৃত্তি করণে সুযুক্তি ॥
কর ধর্ম্মপথে যোগ, নাহি চাহি রাজ্যভোগ,
সদয় হৃদয়ে আশীর্ব্বাদ।
রাখ সত্য প্রতিজ্ঞতা, ত্যজ এ রূপ অজ্ঞতা,
পশ্চাও মানস বিসম্বাদ ॥
স্বধর্ম্ম কর স্মরণ, শ্রবণে মম বচন,
উপদেশ দিতেছি তোমারে।
স্বধর্ম্মে হইয়া হীন,আমি দুঃখী অতি দীন,
এ কুপথে মতি না সঞ্চারে ॥
পরে নৃপ দশরথ, সুবদ্ধ নয়ন পথ,
রাম বাক্যে মনোরথ সিদ্ধি।
কীর্ত্তি আয়ুঃ যশোবল,সুরত্ব স্বধর্ম্ম ফল,
প্রাপ্ত হও পুত্র মহা ঋদ্ধি ॥
অসংখ্য বৎসর সীমা, হবে প্রবল মহিমা,
পুনঃপুরী প্রবেশ কারণ।
নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান পথি, মম সত্য মহারথী,
করিবে প্রতিজ্ঞা সুপালন ॥
এই যে রজনী হবে, আমার নিকটে রবে,
ভুঞ্জিবে বিবিধ ভোগ অদ্য।
বহু রত্ন বহু ধন, বিবিধ বিভবে মনঃ,
সন্তোষ করিয়া মম সদ্যঃ ॥

আশ্বাসিয়া এদুঃখিরে, বিশ্বাস ক্ষীরোদনীরে,
নিমগ্ন করিয়া প্রসূতিরে।
গমন করিবে সুখে, হে পুত্র বনাভিমুখে,
এ বাক্য কহিলা রঘুবীরে॥
শ্রবণ করিয়া রাম, পিতৃ বাক্য গুণধাম,
কহিলেন শ্রীমন্তের প্রতি।
করপুটে দাশরথি, ধর্ম্মিষ্ঠ ধর্ম্ম সারথি,
নৃপশোক বারণে সুমতি॥
সুখে দিয়া বিসর্জ্জন, সুসন্তোষ করিয়া মনঃ,
পুনঃ তায় বর্ত্তন অযুক্ত।
না হয় উৎসাহ মাত্র, সুচির দুঃখের পাত্র,
অল্প সুখে হবে কি তা মুক্ত।
কি দিবে মঙ্গল দান, শ্রেয়ঃ অরণ্য প্রস্থান,
করণে বারণে নাহি ফল।
ধন রত্নান্বিতা ভূমি, ইহাতে হয়ো আশ্রমী,
সর্ব্ব দ্রব্য সঞ্চয় সবল॥
মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথ, প্রাণাদি সুখের পথ,
ভরতে করুন সম্প্রদান।
বরঞ্চ ত্যজিব দারা, ইষ্ট ভোগ ধন ধরা,
অপরংবা পরিহরি প্রাণ॥
তথাচ তোমার সত্য, করিতে কভু অসত্য,
এ ইচ্ছা আমার মনে নয়।
ক্ষোভ দুঃখ পরিহার, এক্ষণে নৃপ তোমার,
আমার বিয়োগ বিষময়॥
তোমার সমান নরে, সাধু কেবা ক্ষোভ করে
সাগর সমান সুগভীর।
রাজ্য প্রাপ্তি ইচ্ছা মম, সুখরাশি রঘূত্তম,
তাহে চিত্ত অল্প নহে স্থির॥

তোমার সত্যের সত্য, করিতে মানস সত্য,
প্রতিজ্ঞায় রাখিবা আমারে।
জানিবা নিশ্চয় নৃপ, আপনি ধর্ম্ম সৎরূপ,
কৃতোদ্যোগী বন ব্যবহারে॥
তোমার সত্য পালন, পরম ধর্ম্মে বর্ত্তন,
সেই অতি অনুগ্রহ পর।
সরাষ্ট্র উৎকৃষ্ট ধরা, মম ত্যাগ ভূত ত্বরা,
ভরতে উৎসৃজ নরবর॥
আমি নিত্য সত্য তব, পালনে তপস্বী হব,
বনে রব সেবিব সুতপঃ
বাঞ্ছিবেন মম হিত, রহে সাধু রীতি নীত
এই অদ্য ইষ্ট মন্ত্র জপ॥
এই সসাগরা ধরা, হবে সুমঙ্গল পরা,
সগণ্ড সশৈল সকানন।
সুপ্রচুর পুরগ্রাম, সুসীমা শিবদ ধাম,
হইবেক ভরত শাসন॥
তব উক্ত যথা সুক্ত, আমি যে বিভব মুক্ত,
ভুক্ত ভোগী কেকয়ী সন্তান।
সে বিষয়ে মম মনঃ, পরিত্যাগী অনুক্ষণ,
নাহি করে উৎসাহ বিধান॥
তোমার আদেশ বাণী, বিশিষ্ট সম্মত জানি,
তাহে দুঃখ কি আছে আমার।
বিশেষ তোমার জন্য, সে দুঃখ অতি অগণ্য,
না রহুক শরীরে তোমার॥
এই যে অক্ষয় রাজ্য, নিষ্পাপ গুণজ্ঞ গ্রাহ্য,
নানা ভোগ বিভব সুখাদি।
তোমারে অসত্য হ্রদে, রাখিয়া প্রমোদমদে,
না হব এ রাজ্যার্থ বিবাদী॥

যদ্যপি জীবন যায়, সুকৃতি তোমার পায়,
তথাচ না করিব বরণ।
ফল মূল কৃতাশন, সেবিব দুর্গম বন,
নদী সরোবর গিরিগণ ॥
কাননে করিব বাস, বিগত বিরোধ ত্রাস,
অঙ্গ জর রোগ বিমোচন।
স্বচ্ছন্দতা সুখী হব, আমার বিয়োগে তব,
দুঃখ যেন না হয় রাজন ॥
অযোধ্যায় দশরথ, আশ্বাসন মনোরথ,
পরিপূর্ণ কৈকয়ী রাণীর
বিবেচনা বিচক্ষণ, সর্ব্ব সাধু সুলক্ষণ,
শ্রবণে করিবে চিত্ত স্থির ॥

৩৪ সর্গঃ।

পয়ার।

প্রবল প্রতিজ্ঞা হেতু পীড়িত নৃপতি।
অতি উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস ত্যজি মহামতি ॥
সুমন্ত্রে আহ্বান করি আজ্ঞা দিলা তায়
চতুরঙ্গ বহু বল শস্ত্র সমুদায় ॥
আবরণে আবৃত করিয়া আন তুমি।
রাঘবের পশ্চাতে যাইতে বন ভূমি ॥
শীঘ্রগতি কল্পনা করিয়া এই সব।
সুরূপ যৌবনান্বিত মুগ্ধ মনোভব ॥
মহাধন স্বরূপ সুরূপে গুণে যুক্ত।
কুমারের করিতে দেহের দুঃখ মুক্ত ॥
অনুরক্ত অনুক্ষণ সুহৃদ সকল।
নানা বিধ বিভবে করিয়া সুকৌশল ॥
ধনাধ্যক্ষ কোষাগারে কিঙ্কর প্রধান।
রাম জন্য সর্ব্ব ধন করিয়া আদান ॥
অনুরাগে রামের পশ্চাৎভাগে যাবে।
মৃগয়াতে বিহার করিয়া মৃগ পাবে ॥
ঈপ্সিত ভোগাদি যত ভোগ করে রাম।
রাজ্য সুখ ভোগী প্রায় রবে গুণধাম ॥
যে সকল রাজ্য সুখজনক বিভব।
উপজীবি জীবের জীবন তুল্য সব ॥
সেই সমুদায় অতি অশেষ বিশেষ।
শ্রীরামের সঙ্গে যাবে নিবারিবে ক্লেশ ॥
তীর্থে তীর্থে উৎসর্গ করিয়া নানা ধন।
তাবৎ দরিদ্র বর্গে করি বিতরণ ॥
বনবাসে রাজ্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়্যে রাম।
সুখে কাল যাপন করিবে ঘনশ্যাম ॥
ভরত উৎপন্ন ধন কর্য্যে উপার্জ্জন।
করিবে পালন এই অযোধ্যা ভুবন ॥
পুনর্ব্বার সুকুমার আইলে স্বদেশে।
শাসন করিবে রাজ্য অশেষ বিশেষে ॥
এই রূপ উক্তি শুনি নৃপতির মুখে।
কেকয়ী পাইয়া ভয় ভাসে মহাদুঃখে ॥
শুষ্ক হৈল সোহাগিনী শশাঙ্ক বদন।
স্বরে করে হঠাৎকার হৃদয় ভেদন ॥
না সরে বদনে বাণী বিবর্ণ বদনী।
নৃপতির প্রতি করে কোপধ্বনি ধ্বনী ॥
সংরম্ভ সময়ে হয় কোপের উত্থান।
তাম্রবর্ণ দ্বিনয়ন দেহ কম্পবান ॥
রক্তবর্ণ লোচনা কহিছে এই বাণী।
সারভাগ সকল হরিয়া রাজধানী ॥

শূন্য করি ভরতেরে দিবে রাজ্য ভোগ।
হইবে অসত্যবাদী ঘটিবে দুর্যোগ॥
এইরূপে নৃপে বহুবিধ নিন্দা করে
ব্যথিত করিল বক্ষঃ রমণী বাক্য শরে।
পীড়িত পৃথিবী নাথ দুঃখিত অন্তর।
কৈকয়ীর প্রতি পরে করিলা উত্তর॥
অদ্যাপিও তোর ভার ধরে বসুন্ধরা।
সাধুর নিন্দিতা তুই অতি পাপ পরা॥
বাক্য বাণে ব্যথিত করিলি বারম্বার।
হৃদয়ে সঞ্চার নাহি কণিকা দয়ার॥
নৃপ উক্তি শ্রবণে কম্পিত হয়ে কায়
কেকয়ী কহিছে নৃপে কুপিয়া তথায়॥
পাপিনী বচন বলে পরুষ সমান।
প্রতিজ্ঞা পালনে কেন অন্যথা বিধান।
তোমার পূর্ব্ব পুরুষ সগর রাজন।
জ্যেষ্ঠ পুত্রে নৃপতি দিলেন বিসর্জ্জন।
অসমঞ্জ সুতে নৃপ ত্যজি অনুরাগ।
সেইরূপ কর তুমি রামে পরিত্যাগ॥
কদর্য্য অসহ্য কথা একর্ম্ম অলীক।
শ্রবণে আপনে নৃপ দিতেছেন ধিক্॥
অন্তরে অত্যন্ত লজ্জা করে আকর্ষণ।
কিঞ্চিৎ মস্তক ভার করিছে কম্পন॥
পরে তথা এক বৃদ্ধ মহামান্য আসি।
সিদ্ধার্থ তাহার নাম জগতে প্রকাশি॥
নৃপতির রীতি নীতি মতজ্ঞ সে জন।
বারম্বার কেকয়ীরে কহিছে বচন॥
পূর্ব্বে দেবি অসমঞ্জা সগর কুমারে।
ত্যজিলেন মহারাজ কুকর্ম্মে তাহারে॥
যেহেতু করিলা ত্যাগ সগর সন্তানে।
কহি আমি শুন হেতুবাদ বিবরণে॥
অসমঞ্জা পূর্ব্বে পুরবাসিগণ যত
গলে বাণ শিলাবদ্ধ করে অবিরত
জলে ভাসাইত সেই কদর্য্য কুটিল।
পূর্ব্বে আমি শুনিয়াছি সে অতি দুঃশীল॥
সেই হেতু প্রজাগণ সকোপ সকলে।
রাজার নিকটে আসি উক্ত বাক্য বলে
নৃপতি ধর্ম্মিষ্ঠ অতি তুমি গুণবান।
তোমার এমন কেন কদর্য্য সন্তান।
পরিত্যাগ কর নৃপ এই পুত্র তব।
নতুবা সকলে অদ্য দেশান্তরী হব
প্রজার প্রকোপ বাক্যে রাজার বিস্ময়
কহ সবে কি করিল আমার তনয়
ক্রোধ ভরে কহে সর্ব্ব পুরবাসিগণ।
পুত্রের দৌরাত্ম্য নৃপ করিবা শ্রবণ
পুত্র তব দুঃশীল কুটিল কর্ম্ম করে।
আমাদের গলদেশ বদ্ধ করে শরে॥
কখন কঠিন শিলা বান্ধি গা নুকর।
সলিলে নিক্ষেপ করে কর্ম্ম ভয়ঙ্কর॥
প্রাণান্ত পর্য্যন্ত পুরবাসির বচন।
শ্রবণে সগর দিলা সুতে বিসর্জ্জন॥
অসমঞ্জা নৃপতির সুপ্রিয় সন্তান।
ত্যজিলেন প্রজা হিতে রাজা পুণ্যবান্॥
অবিনয়ী কুসন্তানে ত্যজিলা সগর।
গুণবান প্রিয় পুত্র রাম রঘুবর॥
কিরূপে করেন ত্যাগ একি শোভা পায়।
সিদ্ধার্থ বচনে দশরথ মোহ তায়॥

শোক সমাকুল বাক্য কেকয়ীর প্রতি।
কহিছেন অতি ক্রোধে অযোধ্যা ভূপতি
রামের পশ্চাতে আমি করিব গমন।
সর্ব্ব রাজ্য সুখাদিকে দিয়া বিসর্জ্জন।
ভরতে লইয়া অধর্ম্মিনি এই রাজ্য।
সুখ ভোগ কর চির পতি করো ত্যাজ্য।
অযোধ্যায় দশরথ সিদ্ধার্থ বচন।
পঞ্চত্রিংশ সর্গ তায় হয় সমাপন॥

৩৫ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

বিমাতা পিতার কথা, শ্রবণ করিয়া তথা,
কহেন ধর্ম্মাত্মা রঘুবর।
ত্যজিয়া সর্ব্বস্ব ভোগ, বনভূমি বাসে যোগ,
বন ফল ভক্ষণে তৎপর॥
কহ নৃপ কিবা সাধ, আমার উত্তম সাধ,
উত্তম আহার ভূষা বেশ।
ত্যাগ করি করিবর, কে আছে হেন বর্ব্বর,
গজ কক্ষা বহে সহে ক্লেশ॥
হস্তি হীন হস্তি কক্ষা, সাদরে করিয়া রক্ষা,
কে করে তাহাতে আরোহণ।
এইরূপ রাজ্য ত্যাগ, বিরক্ত কাননে রাগ,
অশ্ব রথে কিবা প্রয়োজন॥
সঙ্গে মাত্র চীরবাস, খনিত্র পিটক দাস,
বিশেষিয়া করিব বরণ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে, বঞ্চিব অতি নির্জ্জনে,
বিমাতার সাধি প্রয়োজন॥

রামের বচনান্তরে, কেকয়ী অতি সাদরে,
চীর বস্ত্র আনিয়া আপনি।
কহিছে লোকের মাঝে, বিসর্জ্জন দিয়া লাজে,
ধর চীর পর রঘুমনি॥
গ্রাহ্য করি খণ্ডবাস, প্রবণে কৈকয়ী আশ,
পূর্ব্ব বস্ত্র পরিহরি রাম
সেই রূপ রঘুবর, সুমিত্রা সুত সত্বর,
চীরাম্বর পরি গুণ ধাম॥
পিতৃ অগ্রেবর্ত্তমানে, সীতা সতী সাবধানে
পট্টবস্ত্র পরিত্যাগ করি।
শ্বশ্রূ শ্বশুরের প্রীতে, তপস্বিনী রীত নীতে
চির জন্য চীর বাস ধরি॥
লজ্জায় রামের পাশে, বর্ত্তমানা অতিত্রাসে
খণ্ডবাসে করিয়া গ্রহণ।
সুলক্ষণা সুদর্শনা, বিলক্ষণা বিচক্ষণা,
নিরীক্ষণে স্বামির বদন॥
গন্ধর্ব্ব রাজ প্রতিম, ভর্ত্তা যাঁর রঘূত্তম,
অনুপম ভুবন সুন্দর।
সনাথা অনাথা জ্ঞান, স্বামীরে সতী সুধান,
অহে আর্য্যসুত রঘুবর॥
রাজকন্যা রাজবধূ, বচন কমল মধু,
কি রূপে পরিব খণ্ডবাস।
এই বাক্য বলো সতী, সীতা সশঙ্কিতা অতি,
বিপদে শ্রীপদে উপহাস॥
বহ্নি শুদ্ধ বস্ত্র যাঁর, পরিধান পরিষ্কার,
কুশলা কোশলা লক্ষ্মী স্থিরা।
চীর বস্ত্র পরিধানা, চিত্রা চারু চন্দ্রাননা,
নিরখি অস্থিরা অতিধীরা॥

চীর বস্ত্রা বিধুমুখী,নিরখি অত্যন্ত দুঃখী,
নারী কুল ব্যাকুল অন্তর।
ধিক্ ধিক্ দশরথে, অধিক কি কব পথে,
কণ্টক আরোপে নৃপবর॥
পুত্রবধূ খণ্ডবাসা, কি দশা কি দশা আশা,
কেকয়ীর করিল পূরণ।
সপত্নী গণের মুখে,ধিক্কার শ্রবণ দুঃখে,
মৃতপ্রায় অজের নন্দন॥
জীবনের আশা ত্যজি,শোকের সাগরে
মজি, সুখ শ্রদ্ধা বিমুখ নৃপতি।
ত্যাগ করি উষ্ণ শ্বাস,খণ্ডভাগ্য খণ্ডবাস,
পরিধেয় বধ সীতা সতী॥
তাপে কোপে কাঁপে ভূপ,নেত্রদ্বয় অগ্নি
কূপ, ঈক্ষ্বাকু কুলের কুলশ্রেষ্ঠ।
হে পাপে কি তাপে বল,কেকয়ী করিয়া
ছল, দৈব বল প্রাপ্ত পুত্র জ্যেষ্ঠ॥
তারে দিতে বনবাস,এই বর অভিলাষ,
পূর্ব্বে তুমি কর নিরূপণ।
তবে জানকী লক্ষ্মণে,কি দোষে পাঠাও
বনে, পরাইয়া বস্ত্র পুরাতন॥
পাপাশয়া হে পাপিনি,পাপ কর্ম্ম সঙ্গা
রিণী,কুলপাংশু কেকয়ের কুলে।
কুৎসিতা কুলটা দাসী, তার বাক্য অভি
লাষী, রঘুকুল নাশিলে সমূলে॥
রামে পাঠাইতে বন, এই বর নিরূপণ,
পুনঃ২ কর অন্য রূপ।
নরক গামিনী তুমি,নির্ম্মলা অযোধ্যা ভূমি,
করিলে অত্যন্ত পাপকূপ॥

নৃপ উক্তি এই কথা, উন্মত্ত প্রলাপ যথা,
তথা রাম করিয়া দর্শন।
অধোমুখ দশরথ, না দেখেন চক্ষে পথ,
রামচন্দ্র কহিলা বচন॥
সধর্ম্মিণী অনুগতা,তপস্বিনী স্বামি রতা,
মম মাতা কৌশল্যা তাপিনী।
অতি বৃদ্ধা দুঃখাবিলা, স্বামী সেবা শুদ্ধ
শীলা, পুত্রশোক সাগর গামিনী॥
আমারে করিয়া দয়া, কৃপণারে করি মায়া,
কর নৃপ রক্ষণাবেক্ষণ।
যে রূপে দুঃখিনী নন বিস্মৃতা হইয়া বন,
সেই রূপ করিবা রাজন্
তুমি নাথে সনাথিনী,না করিয়া অনাথিনী,
সর্ব্বদা দেখিবে সুনয়নে।
আমার অপেক্ষা কৃত, আদরে হয়ো আদৃত
সুখধৃত জননী জীবনে॥
রাখিবেন কুল ধর্ম্ম, সাধিয়া স্বামির কর্ম্ম,
না হয় যাহাতে মর্ম্ম ভেদ।
মহেন্দ্র সমান সুত,শোকে হয়ো অভিভূত,
না করিবে না করাবে খেদ
বনস্থ হইলে আমি, তুমি রঘুকুল স্বামী,
পুত্র বাক্য করিবে পালন।
শোকে হয়ো বিকর্ষিতা,জননী জীবন মৃতা,
যম ভূমি যাত্রা নিবারণ॥
অযোধ্যায়২, জ্ঞাতি পিতৃ অভিপ্রায়,
শ্রীরামের চীর পরিগ্রহ।
ষড়ধিক ত্রিংশ সর্গ, শ্রবণে অনন্ত স্বর্গ,
শুভ সর্গ অশুভ নিগ্রহ॥ ৩৬ সর্গঃ।

পয়ার।

কর্ম্ম সূত্রে দেখ্যে পুত্রে মুনি বেশ ধর
ভার্য্যা সহ ক্রন্দনে আকুল নৃপবর ॥
শোকার্ত্ত দুঃখার্ত্ত সর্ব্ব রমণী সহিত।
নয়নের নীরে নৃপ দর্শন রহিত ॥
কৃপাবান সন্তান সম্মুখে বর্ত্তমান।
দুঃখে ভাসি মনে ভাবি ভাষিতে অজ্ঞান॥
মুহূর্ত্ত হইয়া মৌনী মীলিত নয়ন।
বিলাপে অত্যন্ত তাপে উত্তপ্ত যেমন॥
কালক্রমে কৃতান্ত কবলে টুটে বল।
অবলা বাধিত বলা বল গেল তল ॥
নিশ্চয় তনয় তুমি জানিবে বচন।
অপুত্রা পুত্রবৎসলা আমারি কারণ ॥
আমি সীমন্তিনী বশে সগুণ সন্তানে।
প্রেরিতেছি কাননে আপনি হত মানে
অকালে দেহিরে কালে না করে গ্র ণ
অতএব নাহি যায় আমার জীবন ॥
লোক কান্ত সন্তান অনন্ত গুণ ধর
বনবাসী প্রিয় পুত্র ধৃত চীরাম্বর ॥
হা ধিক্ অলীক কর্ম্ম লৌকিক বিরুদ্ধ।
আমার হৃদয় কি না হয় অপরুদ্ধ ॥
যে স্থলে একালে পুত্র পালনে আমার
পাঠাইয়া বনে বক্ষঃ না হয় বিদার ॥
এই দুঃখ মহান্ সন্তান গুণবান্।
ধর্ম্মশীল কর্ম্মযোগ্য কাননে প্রস্থান।
ধিক্কার হুঙ্কার ছার জীবনে আমার।
একা কেকয়ীর হেতু দুঃখ সবাকার॥

আপনার প্রয়োজন সাধিতে সত্বরে।
যা শুনালে শুনিলাম পূর্ব্বে দুঃখ পরে
বচন স্বীকার তার তোমার অদৃষ্টে।
প্রিয় পুত্র বনবাসী দেখিলাম দৃষ্টে ॥
এই বাক্য বলিয়া নৃপতি ধরাসনে।
মূর্চ্ছাগত মহীনাথ বিস্মৃত আপনে ॥
কিছুকাল পরে সংজ্ঞা সংপ্রাপ্ত ভূপতি
সাশ্রু নেত্রে কহিলেন সুমন্ত্রের প্রতি ॥
শীঘ্র কর সুমন্ত্র সারথি বিচক্ষণ
আমার প্রাসিদ্ধ রথ সসজ্জানয়ন ॥
বাজিবর্গ সজ্জার সহিত শীঘ্র আন।
এক বাক্য তুমি এক লক্ষ করি মান ॥
দিব্য যানে সম্মানে সস্ত্রীকে সহোদরে।
সহিতে বন মহীতে লবে রঘুবরে ॥
ইত্যাদি অনেক বাক্য হইয়া বিজ্ঞাত।
সুমন্ত্র সত্বর অতি সারথি বিখ্যাত ॥
রথের নিকট পথে হয়্যে উপনীত।
সুমন্ত্র করিলা রথে বাজি নিযোজিত ॥
বহু রত্নে বিভূষিত বাজি দিব্য যান।
সাজাইয়া নৃপে গিয়া সংবাদ জানান ॥
প্রস্তুত অদ্ভুত রথ যথাশ্রুত ভূপ।
সুকান্তি কালাগ্নি প্রায় স্নিগ্ধ শশিরূপ ॥
পরে নৃপ কোষাধ্যক্ষে করিলা আদেশ।
নিকটে আনিয়া রটে বচন বিশেষ ॥
শোকে সমাকুল চিত্তে ভৃত্যে আজ্ঞাদান।
করিলেন ধর্ম্মময় অজের সন্তান ॥
বিবিধ বিচিত্র বাস বহু মূল্য হবে।
ভূপতি ভূষণ যোগ্য সুভূষণ লবে ॥

বন বাসে বৈদেহী যাবৎ কাল রবে।
তাবৎ প্রমাণ বস্ত্র ভূষণাদি হবে॥
নৃপতি আদেশে কোষে প্রবেশে কিঙ্কর।
শীঘ্রগতি আনিলেক রত্ন বহু তর॥
বহু বিধ বসন বৈদেহী প্রতি দিল
রত্ন বাস প্রকাশে অযোধ্যা প্রকাশিল।
বসনে ভূষণে সীতা শোভান্বিতা অতি।
বরাননা বিশেষতঃ প্রকাশিল জ্যোতিঃ
বিরাজে রমণী মাঝে সুসাজে সুন্দরী।
ঘন গতে গগণ যেমন সুমাধুরী॥
বিভূষিতা সীতায় করিয়া আলিঙ্গন।
সুকৌশলে কৌশল্যার কুশল বচন॥
স্নেহ করি শিরে ধরি লইয়া আঘ্রাণ।
মোহিতা শ্রীরাম মাতা দুহিতা সমান॥
বন বাসে স্বামি পাশে যাইবে যখন।
রামের হৃদয়ঙ্গম যখন যেমন॥
অভিপ্রায় বুঝ্যে তায় দিবে সায় সতি
কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য যথা তথা রীতি নীতি॥
সৎকৃতা লালিতা তুমি পালিতা আমার।
রামের স্বরূপ রূপ তোমাতে সঞ্চার॥
যথা তথা নারী তুমি নয়জ্ঞা নিপুণা।
দরিদ্র হইলে স্বামী না করিবে ঘৃণা॥
সতীস্ত্রীর স্বভাব স্বামির গেলে সত্ব
না করে অবজ্ঞা করে অধিকন্তু তত্ত্ব॥
ধনচ্যুত রাজ্যচ্যুত মম সুত রাম।
না কর অবজ্ঞা পুত্রি গিয়া বন ধাম॥
সধন নির্দ্ধন ধনি যদি হয় পতি।
তথাপি নারীর পক্ষে দেব তুল্য সতি॥

শ্বশ্রূ মুখে উপদেশ পাইয়া জানকী।
পতি পরায়ণা দেবী পরম কৌতুকী॥
কৃতাঞ্জলি করিয়া কহিলা দেবী পরে
করিব রামের কার্য্য ভক্তি পুরঃসরে॥
অধিকন্তু তোমার শাসনে সাবধানা।
ভুবন মোহনে কোন্ জন করে ঘৃণা॥
ধনুর্ব্বাণ ধারী নব দুর্ব্বাদল শ্যাম।
রাম মনঃ অভিরাম নয়নাভিরাম॥
ধর্ম্ম পথে বিচলিত হইতে না পারি
সূর্য্য হৈতে প্রভা যথা তথা সীতা নারী।
অনন্তরে রঘুবরে সমর্পিয়া মনঃ।
মৌনীভূতা হয়্যে সীতা রহিলা যখন॥
জননীর দুঃখ বিমোচনের কারণ।
নিকটে নবীন ঘন উদয় তখন॥
জননি জননী সম হবে বন ভূমি।
সুখে স্বামি সেবায় সংক্রান্তা থাক তুমি॥
অপরঞ্চ আমার কদাচ নাহি ত্রাস।
ধৃত ধনুঃশর হয়্যে যাব বনবাস॥
তিন লোক ঈশ্বর আপনি পুরন্দর।
সমরে সাজেন যদি সহিতে অমর॥
তুমি মাতা দুঃখান্বিতা কদাচ না হবে।
আমার পিতার সেবা রতা সদা রবে॥
সুখে হবে জননী কানন বাস ক্ষয়।
সে জন্য কদাচ তুমি না করিবে ভয়॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ নৃপ চরণ প্রসাদে।
এক দিবা সম যাবে সুখে অপ্রমাদে॥
কোশলে কুশল যুক্ত দেখিবে আবার।
বনে হৈতে আগত অরোগী শুভাকার॥

স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে দেখিবে কল্যাণি।
পরিহর শোক থাক সুস্থিরা জননি ॥
এই রূপ সুনীতি সুন্দর সুবচন।
কহিয়া জননী প্রতি শ্রীরঘু নন্দন ॥
পরে সার্দ্ধ সপ্ত শত দশরথ জায়া।
সকলের সন্নিকটে প্রকাশিয়া মায়া ॥
কৃতাঞ্জলি করিয়া কহিলা এই কথা।
অবনত অনুগত ভৃত্য গণ যথা ॥
সদা সহ বাস কিম্বা বিশ্বাস কারণ।
অজ্ঞানতঃ অপরাধ করিলে স্বজন ॥
সতের স্বভাব তাহা গ্রহণ না করে।
সেই হেতু দেবীগণ ক্ষমিবা আমারে ॥
অজ্ঞানে প্রমাদে কিম্বা কিছু দোষ করি
ক্ষমিবে ক্ষমার সমা ক্ষমা গুণ ধরি ॥
রামের বচনে প্রাণে পাইয়া সন্তাপ।
ক্রৌঞ্চী প্রায় রাজ্ঞীগণ করিলা বিলাপ ॥
মুরজ পণব বেণু বীণা বাদ্যোদ্যমে।
দশরথ গৃহোৎসব হইত নিয়মে।
অধুনা অবলাগণ করুণ রোদনে।
নিনাদিত বেশ্মে নৃপ বিষাদিত মনে ॥
ইত্যার্ষে অযোধ্যাকাণ্ডে সীতা সমাদেশ
সপ্তত্রিংশ সর্গ সাঙ্গ সুপবিত্র দেশ ॥

৩৭ সর্গঃ

লঘু ত্রিপদী।

হয়ে কৃতাঞ্জলি, রাম কুতূহলী,
লক্ষ্মণ জানকী সঙ্গে।
বিমান নিকটে, গিয়া সুপ্রকটে,
প্রদক্ষিণ করি রঙ্গে ॥
সুত শোকে ক্ষীণা, জননী সুদীনা,
প্রণাম করিয়া বীর।
দেখিলা রোদনে, জননী চরণে,
প্রণত লক্ষ্মণ ধীর ॥
পরে সুমিত্রারে, প্রণতি বিস্তারে,
ধরিয়া পদ দুখানি।
প্রণত বন্দিত, যথার্থ বিহিত,
পুত্রকে কহিলা রাণী ॥
লয়ে শিরো ঘ্রাণ, স্নেহে অঙ্গ দান,
পীড়াতে পীড়িত দেহ।
কহিলেন পরে, গচ্ছ রঘু বরে,
আমারে না কর স্নেহ ॥
থাকিবে কুশলে, ভ্রাতৃ সেবা বলে,
তব জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রাম।
লোক হিতে রত, তাহে অনুগত,
তব চিত্ত অবিরাম ॥
পুত্র তব গুণে, বহু যশঃ শুনে,
অনন্ত সন্তোষ হয়।
সহ বন্ধু গণ, মম উদ্ধারণ,
করিলে সাধ তনয় ॥

তুমি পরিহরি, ঊর্ম্মিলা সুন্দরী,
নিজ প্রিয়া প্রিয় জন।
কি কথা অপরে, জননী জঠরে,
জন্মে তাঁরে বিসর্জ্জন॥
ভাবে মম ভাবে, কি বিষম ভাবে,
রাম তব মতি গতি।
প্রাণাধিক প্রিয়, জ্যেষ্ঠ পূজনীয়,
ভ্রাতা গুরু মহামতি॥
অতএব সুত, সঙ্গে যাও দ্রুত,
দেহ রক্ষাকর হয়ে।
বিজনে বিপিনে, বাসে প্রতি দিনে,
সসীত সেবাতে রয়ে॥
পুত্র এই ধর্ম্ম, সজ্জনের কর্ম্ম,
তুমি জান মর্ম্ম ভাল।
শ্রীরামে সেবিতে, বাঞ্ছা সমন্বিতে,
জীব সুত চির কাল॥
সেই হেতু পুত্র, মম কর্ম্ম সূত্র,
অতি শুভ বলি মানি।
রাম গুণাকর, তাঁর সেবা কর,
হবে জ্ঞানাকর মানী॥
ভ্রাতা কুলশ্রেষ্ঠ, রাম তব জ্যেষ্ঠ,
রাজীব লোচন ধন্য।
তব পরিপাল্য, জান গল মাল্য,
হইলে গত অরণ্য॥
তোমাদের কুলে, উচিত যে স্থলে,
পালিলে তুমি সে ধর্ম্ম।
নিকটে দীনতা, রাজ্যে অক্ষুণ্ণতা,
সমরে সাধিবে কর্ম্ম॥

এই কথা কয়ে, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
কিঞ্চিত্ ব্যাজে নিপুণা।
সুমিত্রা সত্বরে, কহিলেন পরে,
কাতরে অতি সুদীনা॥
শুন পুত্র রাম, তব গুণ গ্রাম,
জগতে বিখ্যাত আছে।
বিপক্ষ সমাজে, রক্ষ বীর সাজে,
অনুজে রাখিবে কাছে॥
ভ্রাতা তব ভক্ত, সদা অনুরক্ত,
গুণজ্ঞ ভৃত্য বিদিত।
তুমি রক্ষাকর, হবে গুণাকর,
অন্বেষিবে সদা হিত॥
কহিলা শ্রীরাম, হইবে সে কাম,
তব বাণী মুখ্য হবে।
পরে প্রদক্ষিণে, প্রণত চরণে,
রাণী তুলিলা রাঘবে॥
ইত অনন্তরে, সুমন্ত্র সত্বরে,
কৃতাঞ্জলি করি কয়।
বিনীত আশ্রিত, রাম অনুগত,
কিঞ্চিত্ ক্ষোভিত হয়॥
যথা ইন্দ্র পথি, মাতলি সারথি,
রাখিয়া সে রূপ মান।
হে রাজকুমার, পদে নমস্কার,
সর্ব্বদা বাঞ্ছা কল্যাণ॥
হইয়া রথস্থ, কানন পথস্থ,
কাকুৎস্থ চল বিজন।
এই রথে করি, লইব শ্রীহরি,
যাত্রা কর যথা মনঃ॥

চতুর্দ্দশ বর্ষ, যথা তব হর্ষ,
বসিবে বিপিনে রাম।
কেকয়ী প্রার্থনা, পূরণ কামনা,
প্রবেশ কানন ধাম॥
সুমন্ত্র বচন, সাদরে শ্রবণ,
পরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বৈদেহী সহিত, রথে উপনীত,
শীঘ্রতর আরোহণ॥
ধনু তূণ বাণ, কবচ নিশান,
রথে তুলি সুত বর।
রাম অনুমত, খনিত্রাদি যত,
রথস্থ করে সত্বর॥
পরে রথোপরে, আরোহণ করে,
সুমন্ত্র সুস্থির মনে।
রাম আদি ত্রয়, রথে সমুদয়,
দৃষ্টে হৃষ্ট বিচক্ষণে॥
করিছে চালন, রথ অশ্ব গণ,
সুমন্ত্র রাম আজ্ঞায়।
সত্বর গমনে, সারথি কি মনে,
রাম সনে বনে ধায়॥
হা রাম রাঘব, এই মাত্র রব,
করে সব পুরবাসী।
নারী নর গণ, করিছে ক্রন্দন,
সম্ভ্রমে সকলে আসি॥
অতি আর্ত্ত স্বরে, শব্দিত নগরে,
রঘুবরে দেখে রথে।
সবৃদ্ধ বালকে, পলকে পলকে,
শোকে অভিভূত পথে॥

অযোধ্যা নগরী, উত্তাপ লহরী,
চলে নর নারী গণ।
দ্রুত তর ধায়, ঘর্ম্ম পূর্ণকায়,
সলিলে সিক্ত যেমন॥
পশ্চাতে পশ্চাতে, পার্শ্বদেশ যেতে,
রথে পথে রোধ করে।
ঊর্দ্ধবাহু করি, তিষ্ঠ তিষ্ঠ হরি,
হা কষ্ট সুমন্ত্র বরে॥
হরি হরি হরি, রাখ ধরি হরি,
সুত রাজসুত সঙ্গে।
যদি যাবে যাবে, স্বল্প জবে যাবে,
ত্বরা না কর তুরঙ্গে॥
রাম মুখচন্দ্র, শারদীয় চন্দ্র,
অযোধ্যার এক চন্দ্র।
হইলে বিহীন, হবে জ্যোতির্হীন,
দীন হীন হীন চন্দ্র॥
নর সুধাধর, চিত্ত ক্ষোভ কর,
মনোহর মনোহর।
দেখি দেখি দেখি, জন্ম মত দেখি,
দেখিব কি পুনর্ব্বার॥
দুর পথ গত, আর কি আগত,
হইবে ধর্ম্ম বৎসল।
হবে কবে হবে, রামোদয় হবে,
তাপিত হবে শীতল॥
নৃপতি নির্দয়, কঠিন হৃদয়,
সদয় কেকয়ী পক্ষে।
ধিক ধিক ধিক, রাণী ততোধিক,
স্বসুতে না করে রক্ষে।

পুত্র চলে বন, ভবন সে বন,
সেবিবে কেন এ বনে।
ধন্যা ধন্যা সীতা, হয়ে হরষিতা,
নির্গতা পতি সেবনে॥
সূর্য্যে যথা ছায়া, অঙ্গে তথা ছায়া,
মায়া ত্যাগ নাহি করে।
সঙ্গে সঙ্গে ধায়, ত্যাগে প্রাণ যায়,
তথা সীতা রঘুবরে॥
তুমি হে লক্ষ্মণ, সুপুণ্য লক্ষণ,
ধর বিচক্ষণ বেশ।
হয়ে রাম প্রিয়, সর্ব্বজন প্রিয়,
ত্যজে সর্ব্ব জন দেশ॥
শ্রীরাম পশ্চাতে, গমনে পশ্চাতে,
পাইবে পরম সুখ।
নৃপতি বৎসল, হে ধর্ম্ম বৎসল,
উজ্জ্বল সুমিত্রা মুখ॥
এই অতি শুভ, বিনাশ অশুভ,
আর শুভ কিবা আছে।
ভেবেছ যে মত, স্বর্গাধিক পথ,
রহিবে রামের কাছে॥
পুরবাসি বাণী, শ্রুত মাত্র রাণী,
বিবর্ণা মলিনা পুরে।
বর্ষে বাষ্পবারি, বচন নিবারি,
শ্রীহতা শ্রী গতা দূরে॥
না পারে সহিতে, নগর সহিতে,
রামের শোক দারুণ।
দুঃখে সুপীড়িত, ইক্ষু সুপীড়িত,
তৎসম করে করুণ॥

দেখি অতি দীন, ঘটায়ে দুর্দ্দিন,
দীনবন্ধু কোথা যাও।
যথা যাবে রাম, মনো অভিরাম,
দুঃখি গণে সঙ্গে লও॥
পরে দশরথ, হত মনোরথ,
নারী মধ্যগত দীন।
রাম দর্শনাশে, সর্ব্ব দুঃখ নাশে,
সুচেষ্টিত সুমলিন॥
নারী গণ দীনা, ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা,
কৃপণা করুণা করে।
করয়ে রোদন, করিয়া নিস্বন,
নৃপতি সেবন পরে॥
বদ্ধ করি পতি, কাননে দুর্গতি,
যথুনে করিণী গণ।
সেবা করে তারে, অঙ্গ পরিষ্কারে,
করে করে সম্মিলন॥
সেই রূপ ভূপ, সেবিত স্বরূপ,
পূর্ব্ব রূপ নাহি রাজে।
শ্রীহত স্ত্রী মাঝে, যথা নভো মাঝে,
রাহুগ্রস্ত দ্বিজরাজে॥
স করুণ রব, হাহাকার সব,
দুঃখিত দেখিয়া ভূপে।
দশরথ দারা, সকাতরা তারা,
পতিত দুঃখের কূপে॥
জানকী সহিত, রাজ্যাশা রহিত,
গৃহ বহিষ্কৃত রাম।
হা রাম হা রাম, কহে অবিরাম,
নাগরীয় নর গ্রাম॥

কেহ কেহ কহে, হাহা নৃপ অহে,
কি হৈল হে দশরথ।
কেহ বা আক্রোশে, নরবরে দোষে,
না দেখে নয়নে পথ॥
পশ্চাতে পিতার, দেখি হাহাকার,
শোকে আকর্ষিত মন।
অশেষ পদাতি, সংহতি ভূপতি,
সদারে ঘরে গমন॥
দেবী কৌশল্যায়, অর্পি নিজ কায়,
বিষাদিত পদে পদে।
বদ্ধ ধর্ম্ম পাশে, দৃষ্টি রাম পাশে,
বাধিত পড়্যে বিপদে॥
গতি পদস্থাসে, মন আশা নাশে,
দুঃখে ভাসে মাতা পিতা।
কেকয়ীর প্রতি, বিরাগ সম্প্রতি,
জননী অতি কুপিতা॥
দেখি এই রূপ, স্বরূপে বিরূপ,
বিপদে বিরূপ বাস।
কহিলা স্থতেরে, অত্যন্ত অস্থিরে,
নৃপতিরে অবিশ্রাম॥
শীঘ্র চল চল, যাবত্ অচল,
লোক চলাচল নহে।
দেখিতে না পারি, বনবাসে পারি,
পিতার দুঃখ না সহে॥
অঙ্কুশ আঘাত, মস্তক ব্যাঘাত,
মাতঙ্গ না সহে কভু।
রাম তদাকার, পিতৃ হাহাকার,
সহনে নহেন প্রভু॥

হা রাম হা সীতা, হা লক্ষ্মণ পিতা,
কঠিনে কর সুদৃষ্টি।
নরেন্দ্র বচনে, জননী ক্রন্দনে,
বিদারণ হয় সৃষ্টি॥
ঊর্দ্ধবাহু করি, কৌশল্যা সুন্দরী,
কুররী সমান কাঁন্দে।
দেখিয়া শ্রীরাম, রাণী দুঃখ গ্রাম,
যেন রাহু গ্রস্ত চাঁদে॥
থাক থাক থাক, কিছু কাল থাক,
মা বলিয়া ডাক বলে
যাবে কোথা যাবে, বনে সব পাবে,
মা পাবে না পাবে ফলে॥
রাম অনুমতি, কানন সঙ্গতি,
ভূপতি নিষেধ বাণী।
উভয় প্রমাদ, সারথি উন্মাদ,
কি করিবে ভাবে জ্ঞানী॥
ধরা কি আকাশে, আছি কোন্ বাসে,
বিশেষ বোঝা কঠিন।
চিরদুঃখভাগী, প্রভু বাক্য ত্যাগী,
সুবোধ সুমন্ত্র দীন॥
নহে চির দুঃখ, পুনর্ব্বার মুখ,
দেখাব দেখিবে নরে।
আশা নহে বিধি, রাম গুণনিধি,
জনকে কহেন পরে॥
শ্রীরাম সম্মত, হয়্যে অধগত,
সুমন্ত্র সুদীন প্রায়।
করিয়া অঞ্জলি, ক্রত নাহি চলি,
বলে বুঝায়্যে রাজায়॥

অশ্বগণে কহে, বিলম্ব না সহে,
চল হয় শীঘ্রগতি।
করিছে যোজন, নিমেষে যোজন,
গমনে সমর্থ অতি॥
তুরগ ত্বরিতে, গমন করিতে,
রজঃ যোগে রসা পূর্ণা।
সর্ব্ব নারী নরে, দৃষ্ট নহে পরে,
শরীর বিরহে ঘূর্ণা॥
দুঃখে সুপীড়িত, রাজ পথে স্থিত,
রেণু আচ্ছাদিত দৃষ্টি।
দর্শনে নিরাশ, তথাপিও বাস,
গমনে বিনাশ সৃষ্টি॥
কিছু দূরে বেগে, চলে মন বেগে,
পরে মেঘে গ্রাসে শশী।
দেখিতে না পায়, করে হায় হায়,
দাঁড়ায়ে নব তপস্বী॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি, ব্রাহ্মণ সংহতি,
করিলা নৃপে বারণ।
না যাবে না যাবে, যদি হেথা পাবে,
শীঘ্র শ্রীরাম দর্শন॥
আছে হেন রীতি, প্রাচীন পদ্ধতি,
যদ্যপি পুনঃ দেখিবে।
নাহি যাবে দূর, সঙ্গে নৃপ শূর,
সতত মনে রাখিবে॥
নিষেধ বচন, করিয়া শ্রবণ,
নৃপ গুরু গণ মুখে।
সজল আঁখিতে, দেখিতে দেখিতে,
রহিলা অত্যন্ত দুঃখে॥
শোকে অভিভূত, অতি ব্যথা যুত,
বিষাদিত নর বর।
অযোধ্যার কাণ্ডে, দুঃখিত ব্রহ্মাণ্ডে,
রাম নির্বাণ দুষ্কর॥

৩৮ সর্গঃ।

পয়ার।

শ্রীরাম কানন ধাম গমন সময়ে।
কুসংবাদ আর্ত্তনাদ নরেন্দ্র আলয়ে॥
অন্তঃপুরে নাতি দূরে শোকাবহ রবে
কর্ণরুদ্ধ সর্ব্ব শুদ্ধ নাগর সম্ভবে॥
যে অনাথ জন নাথ দুর্ব্বলের বল।
যে শরণ হীন জন শরণ্য সকল॥
রঘুবীর তপস্বির তপোময় ফল।
কোথা যায় হায় হায় একি অমঙ্গল॥
দিলে শাপ হত তাপ ক্রোধ নাহি করে।
নিবর্ত্তনে ক্রোধী জনে যে চরণে ধরে॥
সেই রাম পুরগ্রাম পরিহরি যান।
এবম্বিধ বহুবিধ রামগুণ গান॥
স্ব মাতায় কৌশল্যায় অন্তরে যে ভাব।
সেই ভাবে সর্ব্ব ভাবে সমুদায়ে ভাব॥
কেকয়ীর নৃপতির কোপপাত্র যারা।
পরিত্রাতা সুরক্ষিতা রামগুণে তারা॥
এই খেদ ভিন্ন ভেদ ভাবে পুত্রগণে।
বিপরীত একি রীত ভূপের এক্ষণে॥
সর্ব্বপ্রাণী জনে জ্ঞানী যে করে পালন॥
সেই নাথ নরনাথ করিছে বর্জ্জন

এই রূপ বহু রূপ ভূপতির দারা।
যথা দীনা বৎস হীনা ধেনু তুল্যা তারা॥
সুদুঃখিনী সুমলিনা নাথ প্রতি স্তুতি।
কণ্ঠ রোধ কভু ক্রোধ রোদন ধীচ্যুতি॥
পরে ভূপ এই রূপ শব্দ অন্তঃপুরে।
পুত্রশোকে দগ্ধ লোকে নিন্দা অতিদূরে।
বিষাদিতা অভিভূতা রমণী সকলে।
নাহি যাগ হোমে রাগ ব্রাহ্মণ মণ্ডলে॥
দিবাকরে তমঃ করে করে আবরণ।
সর্পগণ স্ববদন করে সম্বরণ॥
বৎস গণে মাতৃস্তনে নাহি দেয় মুখ।
উচ্চ রব করে সব ধেনু ভেবে দুঃখ॥
সূর্য্যাঙ্গার গুরু আর অন্য সব গ্রহ।
অধিষ্ঠানে যজ্ঞাহ্বানে সবার নিগ্রহ॥
সুমলিন প্রদক্ষিণ করে গ্রহ গণ।
তারা গণ তাঁরা হন রহিত কিরণ॥
হতজ্যোতিঃ বৃহস্পতি শুক্র অতিক্ষীণ।
দশ আশা অপ্রকাশা গগণ মলিন॥
দুঃখ শোক যুক্ত লোক নগর নিবাসী।
কি আহারে কি বিহারে নহে অভিলাষী।
চক্ষু জলে মুখস্থলে করে আবরণ।
রাজপথে দৃষ্টি রথে রহে অনুক্ষণ।
হৃষ্ট নহে সবে কহে অরিষ্ট লক্ষণ
শোক পর সর্ব্ব নর পুরবাসিগণ॥
সুশীতল স্পর্শ বল নহে সমীরণ।
তাপ হীন সূর্য্য ক্ষীণ মলিন কিরণ
শশধর কলেবর না করে প্রকাশ।
অত্যাকুল সুরকুল হত অভিলাষ॥
নারীজনে পুত্রগণে স্নেহ নাহি করে।
গৃহগামী নিজস্বামী সেবন অন্তরে॥
নাহি কান্তে মনোভ্রান্তে রমণীর মনঃ।
কামুক হত কৌতুক কামিনী সেবন॥
হতাদর পরস্পর নারী নর সবে।
সর্ব্বত্যাগ রামে রাগ অন্তর রাঘবে॥
পুরে যারা বন্ধু তারা রামে অনুগত।
শোক ভরে নাহি পারে হৈতে শয্যাগত॥
নিন্দাকরে নৃপবরে কেহ কেকয়ীরে।
নিজ ভাগ্য নহে শ্লাঘ্য শোচনা অস্থিরে॥
নিজ জন্য গত অন্য সর্ব্ব অভাজন।
অযোধ্যায় দেখি প্রায় নাহি যোগ্য জন॥
ইন্দ্র হীনা সুমলিনা অমরা যেমন।
রাম হীনা শোভা হীনা অযোধ্যা তেমন॥
ভয় ভারে নাহি পারে হইবারে স্থির।
কি মাতঙ্গ কি তুরঙ্গ নরসংঘ বীর॥

৩৯ সর্গঃ।

ত্রিপদী

গমন করেন রথে, রামচন্দ্র বন পথে,
যাবত্ সে রূপ দরশন।
তাবত্ ভূপতি বর, আনন্দিত কলেবর,
অসমর্থ বারণে নয়ন॥
যাবৎপ্রিয় সন্তানে, চক্ষের গোচর জ্ঞানে,
তাবৎ নৃপতি পদ চলে।
না ভাবি দূর অন্তরে, অল্পজ্ঞান নৃপবরে,
হীনতা না ছিল কিছু বলে॥

ধার্ম্মিক প্রিয় কুমার, যাবত্ দর্শনে তাঁর,
চক্ষুর্দ্বয় ছিল সেই পথে

না হয় দর্শন যদা, ব্যাকুল নৃপতি তদা,
নিপতিত হতজ্ঞান মতে॥

রাজার দক্ষিণ পাশে, নিজ অভিলাষ নাশে
পতিতা কৌশল্যা পতিপ্রাণা।

ধরাতে ভরত মাতা, বিপদ ঘটন ধাতা,
বিনয়ে করেন ভূপ মানা॥

করি ভূপ অনুনয়, জানিয়া পাপ নিশ্চয়,
শঠতা কপট পরিপূর্ণা

কেকয়ী আমার অঙ্গ, না কর কদাচ সঙ্গ
স্পর্শে হবে নিজ গর্ব্ব চূর্ণা॥

হে দুষ্টে পাপচারিণি, শ্রবণে তোমার বাণী,
হইল আমার মর্ম্ম ভেদ।

কদাচ তব দর্শনে, ইচ্ছা নাহি হয় ক্ষণে,
ভার্য্যা সম্বোধনে উঠে খেদ॥

তোমার যে অনুগত, ভৃত্য আদি অবিরত,
কদাচিত্ সে নহে আমার।

তাহাদের নহি আমি, নহি নহি তব স্বামী,
স্বার্থ মাত্র চেষ্টিত তোমার॥

তুমি ধর্ম্ম ত্যাগ পরা, স্বামি হৃদি ভেদকরা,
স্থির কহি ত্যজিব তোমারে।

তোমার পাণিগ্রহণ, ধর্ম্ম অগ্নি পর্য্যটন,
করিলাম ধর্ম্ম ব্যবহারে॥

ইহলোকে পরলোকে, নিন্দিত সকল লো-
কে, হইলাম বিজ্ঞাত নিশ্চয়।

ভরত প্রতীত হোক, এই মহা রাজ্যলোক,
সিদ্ধ হোক কার্য্য সমুদয়॥

গত হবে মম প্রাণ, প্রেতাদি ক্রিয়া বিধান,
জলপিণ্ড দানাদি এ সব।

সে নহে আমার পক্ষে, আমি নাহি চাহি
চক্ষে, সে সকল বিহীনে রাঘব॥

বারম্বার এই কথা, নৃপতি কহিয়া তথা,
ধূলায় লুণ্ঠিত কলেবর।

উঠাইয়া নরনাথে, কৌশল্যা সুন্দরী সাতে,
শোকে অভিভূত নিরন্তর॥

ব্রাহ্মণে করি হনন, পদে স্পর্শ বৃষগণ,
অনুতাপ করে যথা নর॥

সেই রূপ নরপতি, হইয়া উত্তপ্ত মতি,
স্মরণ করিয়া রঘুবর॥

রথ পথে সুবিশীর্ণ, রাম শোকে দেহ জীর্ণ,
শ্রী বিহীন হইলেন তথা

অম্বরে মলিন তর, তেজো হীন কলেবর,
রাহুগ্রস্ত দিবাকর যথা॥

দুঃখে আর্ত্ত অতিশয়, বচন বিলাপ ময়,
প্রিয়পুত্রে করিয়া স্মরণ।

হইয়া নগরী প্রাপ্ত, নিকটে আত্মীয় ব্যাপ্ত,
নৃপ দশা যে রূপ মরণ॥

ভূপতির মহাতাপ, উন্মাদ সম আলাপ,
দেখিয়া তুরঙ্গ পদচিহ্ন।

এই সব তুরঙ্গমে, লয়ে গেল রঘূত্তমে
ক্ষুর ক্ষুণ্ণ ক্ষিতি ভিন্ন ভিন্ন॥

অদৃশ্য সে মহা কায়, নয়নে না দেখি তায়,
খেদেতে করিলা অনুমান।

অদ্য মম সুত রাম, বৃক্ষ মূলে গুণধাম,
বিশ্রাম করিল হয়ে ম্লান॥

শয়নে শয়ন হীন, কাষ্ঠ উপধানে দীন,
কিম্বা শিরে আরোপি প্রস্তর।
রেণু পরিপূর্ণ কায়, উঠিছে করীন্দ্র প্রায়,
নিশ্বাস ত্যজিয়া রঘুবর॥
দীর্ঘবাহু রঘুবীর, কাননে হইয়া স্থির,
দেখিছে সমস্ত বনচর।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ, তাহাতে শোক তরঙ্গ,
সর্ব্বনাথ অনাথ প্রবর॥
কেকয়ী কামনা পূর্ণ, করিল আপনি তূর্ণ,
কৌশল্যার চূর্ণ অহঙ্কার।
বিধবা হইয়া রাজ্য, কেকয়ী সুত সাহায্য
রামশোকে প্রাণান্ত আমার॥
এই রূপ নৃপবর, বিলাপ করিয়া পর,
হয়ে নর সমূহে আবৃত।
জলস্নাত জন প্রায়, রোদন করিয়া তায়
গৃহে যান হয়ে শোক ধৃত॥
পুরী মধ্যে নাহি কেহ, করিতে নরেন্দ্র স্নেহ
জনগণ সমস্ত নীরব।
দুঃখার্ত্ত সকল নর, শূন্য পথ সচত্বর,
শ্রী বিহীন বিহীনে রাঘব॥
সর্ব্ব জনে দৃষ্টি করে, শোকাকুল রঘুবরে
না দেখিয়া সর্ব্ব আত্মারামে।
বিলাপ করিয়া অতি, প্রবেশেন গৃহপ্রতি
সূর্য্য যথা ঘন ঘন ধামে॥
শ্রীরাম জানকী বিনা, সুমিত্রানন্দন হীনা
দুঃখ রুদ্ধ দুঃখজ ভবন।
হয়ে অতি দুঃখিপ্রায়, কহিছেন ভূপ তায়,
শীঘ্র চল কৌশল্যা সদন॥

নৃপতি উত্তাপী ভারি, দেখিয়া দয়ালু দ্বারী,
ভূপতিরে লয়ে শীঘ্রগতি।
রাম শোকে যেন অন্ধ, মস্তক সত্বে কবন্ধ,
দেখাইল কৌশল্যা বসতি॥
করি শয্যা আরোহণ, হয়ে ব্যাকুলিত মনঃ,
ঊর্দ্ধবাহু শোক সমাকুল।
মহা দুঃখার্ণবে মগ্ন, উচ্চ রবে আশাভগ্ন,
ক্রন্দন কৃপণ সমতুল॥
হাহা রাম গুণধাম, শূন্য করি এই ধাম,
কোথা গেলে ত্যজিয়া আমারে।
হইবে তুমি আগত, দুঃখকাল হবে গত,
সুখিগণ দেখিবে তোমারে॥
এই বহু জীব সব, দুঃখান্তে দেখে রাঘব,
কৃতার্থ হইবে পরকালে।
কৌশল্যে দেখি তোমায়, নহে হেন অভি-
প্রায়, স্পর্শ কর আমারে একালে॥
কেমন স্নেহের সৃষ্টি, রামে অনুগত দৃষ্টি,
নিবারণ না হয় আমার।
এই রূপ নৃপবর, অতিশয় চিন্তি পর,
শয়নে শয়ন শবাকার॥
অতিকষ্টে মহারাণী, কৌশল্যা স্বামির বাণী,
উত্তাপিনী করিয়া শ্রবণ
ইত্যার্ষে অযোধ্যাকাণ্ডে, নৃপতি বিলাপ
ভাণ্ডে, চত্বারিংশ সর্গ সমাপন॥
৪০ সর্গঃ।

পয়ার।

পরে নরবরে লীন দেখিয়া শয়নে।
শোকে সমাকুল অতি সুদুঃখিত মনে।
তনয় বিরহে ক্ষীনা কৌশল্যা সুন্দরী।
কহিলেন ভূপতিরে যোড় কর করি॥
কৈকয়ীর ছিল রোষ রামে দিয়া বিষ।
সর্পিণী সমান রহে হর্ষে অহ র্নিশ॥
কোন চিন্তা নাহি সুখে করিবে বিহার।
কামনা করিয়া লাভ শোক সিন্ধু পার॥
রামে দিয়া বনবাস অভিলাষ পূর্ণ।
সর্পিণী সমান হয়্যে গ্রাস দিবে তূর্ণ॥
এক দেশে বাস করি ভিক্ষা মাঙ্গি খাই।
সতিনী পাপিনী মনে বাঞ্ছা ছিল তাই॥
কল্পতরু কাম্য দাতা তোমার নিকটে।
বর নিয়া রামধনে ফেলিল সঙ্কটে॥
ইষ্ট স্থান ইষ্ট মান ইষ্ট ধন নিল।
উদর ভরণ যোগ্য কিছু নাহি দিল॥
পর্ব্ব শ্রাদ্ধে পর্ব্ব হোমে অগ্নিহোত্রিগণ
বরঞ্চ রাক্ষস ভাগ করয়ে রক্ষণ॥
গজরাজ গতি পুত্র অতি বল বীর।
মহাবাহু মহাজ্ঞানী অতি সুগভীর॥
সেই পুত্রে কর্ম্ম সূত্রে অরণ্য প্রবেশ।
সভার্য্য লক্ষ্মণ সহ ত্যাগ করে দেশ॥
অদৃষ্ট দুঃখের হেতু কেকয়ী বচন।
গ্রহণ করিয়া তুমি পাঠাইলা বন॥
সদা ভাবি ছিল ভাবি কিবা ভাবি হবে।
অকালে এমন দুঃখ কি করিয়া সবে॥
দারুণ আকাঙ্ক্ষা করি রোপি তরুবরে
স্নেহ বারি সিঞ্চনে পল্লব পুষ্প ধরে॥
ফল কালে সমূলে করিয়া উৎপাটন।
দূর দেশে অনায়াসে করিলে ক্ষেপণ॥
বনে বাস করিবে কৃপণ জন প্রায়।
কৃপণা জননী কষ্ট ক্ষয়ে অনুপায়॥
সুখের উচিত কালে দুঃখ উপস্থিত।
বহু আশে বৃক্ষ নরে করিলে রোপিত॥
গজগণে ভগ্ন করে শাখা অবশেষ।
তাহাতে ফলিবে ফল জন উপদেশ॥
না করো ফল নিষ্পত্তি তুমি সেই শাখা।
দাবাগ্নি দাহনে কিছু না হইল রাখা॥
এক্ষণে আমার যদি হয় সেই কাল।
শুভোদয়ে মঙ্গল [illegible]য়ক মহীপাল॥
ভার্য্যার সহিত রাম নিকটে লক্ষ্মণ।
এই রূপ কোথা কবে করিব দর্শন॥
সুযোগ্য আমার সুত দীর্ঘ ভুজধর।
আসিবে অযোধ্যাপুরী রাম রঘুবর॥
অগ্রে করি সুন্দরী জানকী বধূ রথে।
হারা বৎস প্রায় আমি নিরখিব পথে॥
উপস্থিত রামচন্দ্র পুরবাসী কবে।
এরব সংযুক্ত পুরী কত দিনে হবে॥
ত্বরাবান্ হৃষ্টপুষ্ট জনে হৃষ্টতরা।
ধ্বজ মালা পতাকা উড্ডীয়মান পরা॥
অরণ্য হইতে রাম পুনশ্চ আগত।
নিরখিয়া নগর হইবে আনন্দিত॥
পৌর্ণমাসী চন্দ্রোদয়ে যেমন সাগর।
অতি শোভা প্রকাশে ব্রহ্মাণ্ড মনোহর

কত দিনে প্রাণিগণে অসংখ্য আমোদে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা হেরিয়া স্বপদে ॥
করিবে প্রবেশ কালে সুমঙ্গল ধ্বনি।
মঙ্গলার্থে লাজচয়ে বিকীর্ণা অবনী ॥
কত দিনে হইবে বুদ্ধির পরিণাম।
পরিণত বুদ্ধি হেতু নবঘন শ্যাম ॥
ধর্ম্মজ্ঞ সুর সমান প্রাজ্ঞ রামধন।
স্ববৎস সমান ভাবে করিয়া লালন ॥
কোন কালে দ্বিজ সহ দ্বিজ কন্যাগণ।
প্রবেশ সময়ে রাম করিবে দর্শন ॥
পুষ্প ফল মঙ্গল সামগ্রী সমুদয়।
প্রদক্ষিণ করিয়া আনন্দ অতিশয় ॥
প্রবেশ করিবে পুরে যুগল কুমার।
কর্ণের কুণ্ডল সম পুরী অযোধ্যার ॥
কিঞ্জল্ক কিরীট ঊর্দ্ধে মূর্দ্ধ শোভাকর।
সংশয় বিহীন অতি তীক্ষ্ণ খড়্গ ধর ॥
কদর্য্য রক্ষিতা পুরী কদর্য্য লক্ষণা।
বীর পদার্পণে হবে সুস্থিরা শোভনা ॥
দেখিব বৎসের প্রায় দুগ্ধপানকামী।
দুঃখিনীর স্তন্যপানে সন্নিকটগামী ॥
বিবৎসা যেমন ধেনু বৎসে সুবৎসলা।
সেই রূপ কবে হবে কৌশল্যা কুশলা।
কেকয়ীর কুমার বালক বুদ্ধি হীন।
তা হইতে রামচন্দ্র সুবুদ্ধি প্রবীণ ॥
তথাচ অদৃষ্ট দোষে নৃপতি আমার।
ভরতের মাতা হেতু নাশে অহঙ্কার ॥
শাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ বিজ্ঞ গুণজ্ঞ সন্তান।
আমি এক পুত্রা তাহে হয়ে্য হত মান ॥
পুত্র বিনা জীবন ধারণ নাহি হয়।
চির দিন পুত্র শোক শরীরে কি সয় ॥
সামর্থ্য ছিল না মম জীবন ধারণে।
মহাবাহু লোককান্ত কুমার কারণে ॥
এই যে তনুজ শোক জনিত অনল।
দহিল দারুণ মত হৃদয় কমল ॥
যেমন যমের প্রায় যমুনা জনক।
তাপক তরণি তাপে তরু সন্তাপক ॥

৪১ সর্গঃ।

ভঙ্গ ত্রিপদী।

যারা রাম ভক্ত, রামে অনুরক্ত,
মানব নির্ম্মল মতি
যথা রঘূত্তম, সত্ত্ব পরাক্রম,
পশ্চাতে করিল গতি ॥
অতি বলবান্, সুমিত্র প্রধান,
তারা করে নিবারণ।
অতি গুণ তাতে, নিবারণ যাতে,
কি তাতে অন্য কারণ
রাম অনুগত, রক্ষণে বিরত,
রথ চলে বন পথে।
অযোধ্যা নিবাসী, শ্রীরাম প্রয়াসী,
হত প্রায় মনোরথে ॥
তথাচ সযত্ন, রম্য রাম রত্ন,
সর্ব্ব গুণ যুক্ত তায়।
সর্ব্ব জন প্রিয়, সবার স্বকীয়,
সম্পূর্ণ সুধাংশু প্রায় ॥

প্রজাগণে যাচে, রাজ্য রাম কাছে,
না করিয়া অবধান।
পিতৃ সত্য হেতু, রাখি ধর্ম্ম সেতু,
রাঘব কাননে ধান॥
নিজ প্রতি স্নেহ, দেখি নিঃসন্দেহ,
তাহে নহে দৃষ্টিপাত।
কহিলা শ্রীরাম, বহু ধর্ম্ম ধাম,
সামন্তগণে নির্ঘাত॥
অন্তরে অন্তর, না ভাবি অন্তর,
আমার ভরত ভ্রাতা।
কর মম প্রতি, যে মান সম্প্রতি,
করিতে অযোধ্যা ধাতা॥
সেই সব প্রীত, কর উপস্থিত,
সকলে ভরত স্থানে।
ভার মম প্রিয়, অত্যন্ত আত্মীয়,
ভরতে রাখিলে মানে॥
ভরত সবল, চরিত্র মঙ্গল,
কেকয়ী প্রীতি বর্দ্ধন।
করিবে যথার্থ, সকলে কৃতার্থ,
প্রিয় হিত আচরণ॥
কি জ্ঞান বিজ্ঞান, শীলত্বে প্রধান,
বিভব বিষয়ে ধীর।
মম অনুরূপ, সকলের ভূপ,
সুখ জনক সে বীর॥
রাজ গুণান্বিত, জানি যথোচিত,
যুবরাজ যোগ্য দেহ।
না করি বিচার, কি হেতু আমার,
প্রতি কর এত স্নেহ॥

ভর্ত্তার শাসনে, থাকিবে অশাসনে,
জ্ঞান বৃদ্ধ সে ভরত।
বয়ঃক্রম অল্প, সুপণ্ডিত কল্প,
বীর্য্য বল গুণী সত্॥
সত্য ভব্য অতি, সুপ্রগল্ভ মতি,
একাধারে অসম্ভব।
প্রিয় বাদী অতি, বান্ধবে সুগতি,
রাঘব কুল গৌরব॥
বন বাসালাপ, শ্রবণে সন্তাপ,
না করিবা রবে তথা।
হইয়া আত্মীয়, যদি চিন্ত প্রিয়,
না কর ইহা অন্যথা॥

পয়ার।

যত যত ধর্ম্ম কথা করেন কীর্ত্তন।
সন্তোষ না পায় তাহে জানি প্রজাগণ॥
পশ্চাতে পশ্চাতে ধায় যায় নারী নর।
চক্ষের সলিলে ভাসে সর্ব্ব কলেবর॥
নিরখিয়া নয়নে নির্গত হয় জল।
সুদীন মলিন পুর নিবাসি সকল॥
সুমিত্রা নন্দন সহ শ্রীরঘুনন্দন।
গুণ গান করিতেছে চিত্ত আকর্ষণ॥
অনন্তর বলিলেন ব্রাহ্মণ মণ্ডলী।
শীলতায় রূপে গুণে বলে মহাবলী॥
তপস্যায় তনু দীপ্ত সুনির্ম্মল মতি।
বয়ো যশো গুণে জ্ঞানে বর্দ্ধিত উন্নতি॥
অনেকে স্থবিরাবস্থ কম্পে শিরোদেশ।
দূরে হৈতে কহিছেন মুক্ত পক্ক কেশ॥

রথের তুরঙ্গ তোরা অতি বলবান্।
বেগে যাও রামে লয়ে রাখ রে সম্মান॥
না যাও না যাও হয়ে ভর্ত্তৃ হিত কর।
কর্ণ আছে শুন কিছু কাতর উত্তর॥
বিশেষে তুরগ জাতি বুদ্ধি চমৎকার।
ব্রাহ্মণের বচন না কর তিরস্কার॥
পুর হৈতে কানন প্রবেশে কর মতি।
রাখ রাখ কিছু কাল রঘুবংশ পতি॥
গমনে নিবৃত্ত হও রাম হিতে রত।
বনবাসে গিয়া শীঘ্র লজ্জা হবে কত॥
পীড়ায় প্রলাপ যুক্ত ব্রাহ্মণ আলাপ।
শ্রবণে ব্যথয়ে চিত্ত দেহে জন্মে তাপ।
দেখিয়া দ্বিজ মণ্ডলী পরে দাশরথি।
রথে হৈতে পথে অতি নম্র রঘুপতি॥
পদব্রজে বিপ্রবর্গ অতি বৃদ্ধ তায়।
পশ্চাতে আগত দ্রুত দর্শনাকাঙ্ক্ষায়॥
দেখিয়া দারুণ দুঃখ সম্ভ্রান্ত মানস।
লক্ষ্মণ সহিতে রাম করিয়া সাহস॥
চরণে চাপিয়া মহী চলিলেন ধীরে।
নিকটে নিকটে পদ বিন্যাসে সুস্থিরে
স্বভাবতঃ সুচরিত্র স্থির চিত্ত রাম।
বিশেষতঃ বিপ্রবর্গ পশ্চাতে বিরাম॥
প্রজাগণ পুনঃ পুনঃ পদব্রজে ধায়।
না পারেন পথে রথে যাইতে ত্বরায়॥
ঘৃণা পরিপূর্ণ চক্ষু লোক দুঃখে দুঃখী
পরসুখে সর্ব্বদা অন্তর যার সুখী॥
রঘূত্তমে সম্ভ্রমে যাইতে বনবাসে।
বিপ্রগণ কহিলেন অতি ত্রস্ত ভাষে॥
শুন রাম এই বিপ্র সজ্ঞ সমাকুল।
তোমার পশ্চাতে দেখ ব্যাকুল বিপুল॥
স্কন্ধে করি অগ্ন্যাধার তোমার পশ্চাতে।
অগ্নিহোত্রিগণ যান হোম দ্রব্য সাতে॥
ছত্র করে ঊর্দ্ধভাগে না করি দর্শন।
এ সকল বাজপেয়ী কল্যাণী ব্রাহ্মণ॥
পৃষ্ঠদেশে ছত্র করে করে কমণ্ডলু।
হংস পংক্তি প্রায় যান দেখহে দয়ালু॥
ছত্র হীন গাত্র তব খরকর করে।
উত্তাপিত অতিশয় শ্যাম কলেবরে॥
অতএব বাজপেয়ী ছত্রের সহিত।
ছায়া করিবারে অঙ্গে আসি উপস্থিত॥
বেদের যথার্থ সার সংগ্রহ কারণ।
নিরন্তর আমাদের শুদ্ধ বুদ্ধি মনঃ॥
সেই বুদ্ধি তোমার নিমিত্ত রঘুবর।
বনবাস পাঠাইবে দেখিবে সত্বর॥
হৃদয়ে ধারণ করি যত বেদগণ।
পশ্চাতে তোমার সঙ্গে করিবে গমন॥
তব বাহুবলে তারা হইবে রক্ষিত।
কে রহিবে রামহীন হইয়া দুঃখিত॥
নারীগণ গৃহে না রহিবে কদাচন।
সুচরিত্রা তারা সব নিশ্চয় বচন॥
যদি তুমি ধর্ম্ম জ্ঞাতা প্রজা সুরক্ষণে।
করিয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ যাও প্রভু বনে॥
তুমি ধর্ম্ম ত্যাগী হৈলে কে রাখিবে ধর্ম্ম।
তুমি ধর্ম্ম রাখিলে সবার সেই ধর্ম্ম॥
সামন্ত সকল হিতে বিপ্রজাতি গণ।
নিবারণ প্রার্থনা করিছে সর্ব্ব জন॥

হংস পক্ষ প্রায় যত শুক্লবর্ণ কেশ।
বয়ো বৃদ্ধ দ্বিজাতি ভিক্ষার এই শেষ॥
বহু যজ্ঞ বিস্তার করিয়া বিপ্রগণ।
অবনত শিরঃ অতি বিনয় বচন॥
হইয়া সাচারভূত ধরণী পতিত।
ধূলিতে ধূসর দেহ সহিতে চলিত॥
সেই সব যজ্ঞ ফল যজ্ঞের সমাপ্তি।
তব নিবর্ত্তনে রাম হয় সর্ব্ব প্রাপ্তি॥
নগর কানন বাসী যত প্রাণিগণ।
তবহেতু কাতর অত্যন্ত ক্লিষ্ট মনঃ॥
তাহাদের প্রতি দয়া কর দয়াময়।
ভিক্ষা করে তব স্থানে ভক্তি অভ্যুদয়
আপন্ন যাচক ভক্তে ভক্তি কর দান॥
ভক্ত পরিত্যাগ যুক্ত নহে ভগবান॥
পশ্চাতে গমনে যারা অত্যন্ত অশক্ত।
গ্রাম বনবাসি বৃক্ষ যে যে তব ভক্ত॥
ধরণী গ্রাসিত মূল অচল শরীর।
ঊর্দ্ধশাখা সকরুণ পত্র চক্ষে নীর॥
অপরে আহার হীন পরিহরি গতি।
বৃক্ষ স্কন্ধে অধিষ্ঠিত পক্ষ হত মতি॥
উচ্চৈঃস্বরে রব করে এই জ্ঞান হয়।
বনবাস নিবারণ ভিক্ষা যেন লয়॥
এই রূপে আহ্বান করেন দ্বিজগণ।
নিবৃত্ত নহেন তাহে শ্রীরঘুনন্দন॥
বক্তা শিরোমনি রাম লক্ষ্মণ সহিত।
নীরব হইয়া যান স্বধর্ম্মে জড়িত॥
মনে মনে পূজা করি ব্রাহ্মণ বচন।
পিতৃ আজ্ঞা সুপালনে করুণলোচন
হঠাৎকার গমন করেন রঘুবর।
ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম বৎসল দয়া কলেবর॥
পুরোভাগে পয়ঃপূর্ণ তমসার তট।
নিবারণ জন্য যেন প্রার্থনা উৎকট॥

ইতি অযোধ্যাকাণ্ডে ব্রাহ্মণ বিলাপঃ
৪২ সর্গঃ।

পয়ার।

পরে প্রভু রামচন্দ্র তমসার তীরে।
অবস্থান স্থান অন্বেষেন্ ধীরে ধীরে॥
দেখিয়া দারুণা নদী কহিলা লক্ষ্মণে।
বিপদ সময়ে দেখি তোমা নিরীক্ষণে॥
অদ্য দুঃখ আদ্য নিশা আসি বর্ত্তমানা।
বনবাসে মহোৎকণ্ঠা কারণ প্রধানা॥
শূন্য সর্ব্বারণ্য দেখ অত্যন্ত বিজন।
আমাদের জন্য যেন করিছে রোদন॥
স্ব স্ব স্থান নিবাসী সমস্ত পক্ষি কুলে।
আবৃত অশেষ বৃক্ষ রব সমাকুলে॥
অযোধ্যা পিতার পুরী অতি সুশোভনা।
রমণীয়া রাজধানী তাহে যত জনা॥
সবালক বৃদ্ধগণ সহিতে সকলে।
কোশলায় শোকাকুল সবে অকুশলে॥
হাহা রাম লক্ষ্মণ কোথায় এই কালে।
সন্ধ্যা কালে নগর বেষ্টিত জন্তু জালে॥
নৃপে অনুরক্ত যারা মনুজ প্রধান।
গুণবান বৃদ্ধ নৃপ কি দেন বিধান॥
কোথা তুমি কোথা আমি রাজ্য আশাভুম।
কোথায় ভরত ভাই কোথা বা শত্রুঘ্ন॥

ভাবি ভ্রাতা দেখ তথা পিতা অতি জরা।
কৌশল্যা কৃপণা পুত্র শোকে শোকাতুরা।
নিশ্চয় নয়ন হীন নৃপতি আমার।
অন্ধা মাতা রোদন করেন বারম্বার॥
নিশ্চয় ভরত ভাই ধর্ম্ম কলেবর।
পিতা মাতা উভয়ের পালন তৎপর॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম সম্বলিত বাক্য চয়ে।
আশ্বাস করিবে কি জনকে নিরাশ্রয়ে॥
ভরতের সত্ত্ব চিন্তা করি বারম্বার।
না করি শোচনা পিতা অথবা মাতার॥
সরল স্বভাব তব প্রথমে প্রকাশ।
যেহেতু মম সহিতে কর বনবাস॥
সীতাকে রক্ষণে ধীর তব সহায়তা।
ইচ্ছার বিষয় বটে হইল বিদিতা॥
অদ্য আমি এই নিশা করিব ক্ষেপণ।
তমসা নদীর তটে নিশ্চয় লক্ষ্মণ॥
আছে বন্য বিভব বিস্তর নদীতীরে।
অভিলাষ পূরে আশ মম এই নীরে॥
উক্তি করি এই বাক্য লক্ষ্মণের প্রতি।
সুমন্ত্রে কহিলা পুনঃ রাঘব সুমতি॥
না কর চালন অশ্ব প্রমত্তের প্রায়।
সারথি সঙ্কেতে বুঝি স্বামি অভিপ্রায়॥
সূর্য্য অস্তগতে অশ্বে করিয়া বারণ।
সারথি নিবৃত্ত করে আহার কারণ॥
তরুণ তরুণ তৃণ তুরঙ্গে ত্বরায়।
সহিতে তমসা বারি আহার করায়॥
পশ্চাতে পশ্চিমা সন্ধ্যা করে উপাসনা
দেখিয়া দারুণা রাত্রি অত্যন্ত ভীষণা॥
সৌমিত্রি সহিতে সুত সত্বর তখন।
করিছে রামের শয্যা অপূর্ব্ব রচন॥
সুকোমলা কৃতা শয্যা তমসার তীরে
নিরখিয়া লক্ষ্মণে কহেন ধীরে ধীরে॥
এই আমি পত্রের শয়নে হই স্থির।
বলিয়া সীতা সহিতে শয্যাগত বীর॥
সভার্য্য শয়নে রামে নিরখি লক্ষ্মণ।
পশ্চাতে সুতের প্রতি কহিলা বচন॥
বিখ্যাত রামের গুণ গণ করে গান।
অপূর্ব্ব তমসাতীরে রাঘব বিদ্বান্॥
মহাতীর্থ তথায় গোকুল সমাকুলে।
সেই রাত্রি করি বাস রাম বৃক্ষমূলে॥
বহুবিধ বিধুমুখী গণে সুবেষ্টিত।
জাগিয়া লক্ষ্মণ বীর অতি প্রতিষ্ঠিত॥
বলিতে বলিতে সুত সহ রামগুণ।
সারথি সহিতে সুখে লক্ষ্মণ নিপুণ॥
এই রূপে রজনী বিগতা নদীতীরে।
নিশীথ সময়ে রাম রঘুবংশ বীরে॥
সুপ্ত দেখি সঙ্গের সকল প্রজাজনে।
লক্ষ্মণে শুভ লক্ষণে কহেন গোপনে॥
আমাদের অপেক্ষায় এই প্রজাগণ।
উপেক্ষা করিয়া আসি আপন ভবন॥
বৃক্ষ মূলে পশু কুলে বেষ্টিত কুস্থানে।
সুপ্ত ভাবে লুপ্ত জ্ঞান দেখ বিদ্যমানে॥
রম্য হর্ম্ম্যালয়ে যথা তথা করে বাস।
আমার প্রত্যাগমন মনে অভিলাষ॥
যদি আমি অযোধ্যায় না করি গমন।
তখনি ত্যজিবে তনু নিশ্চয় লক্ষ্মণ॥

ইহাতে সংশয় নাহি জ্ঞান এই স্থির।
অতএব সাবধান শুন মহাবীর॥
যাবত্ শয়নে সুপ্ত রহে প্রজাগণ।
তাবৎ আমরা চল যাই তপোবন॥
বন পথে শীঘ্র রথে করহ গমন।
থাকুক সকল প্রজা করিয়া শয়ন॥
বারম্বার অসারে ভাবিয়া সার যুক্তি।
বহু দুঃখ সময়ের গুণে এই উক্তি॥
তরুতল আশ্রয়ে শীতল যত ক্ষণ।
জাগাইয়া পরিতাপ দিতে নাহি মনঃ॥
পুরজন পুনর্ব্বার প্রবেশিলে পুরে।
নৃপতির গুণে তাপ ত্যজিবে অদুরে॥
নতুবা এখন যদি করিয়া জাগ্রত।
বনবাসে যাত্রা করি করো অভিমত॥
অনুতাপে তাপিত হইবে অতিশয়।
পুর বাসি দুঃখে দুঃখ যোগ করা নয়॥
অনন্তরে রঘুবরে কহেন লক্ষ্মণ।
সাক্ষাত্ শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্ম পরায়ণ॥
সার যুক্তি মহা প্রাজ্ঞ করেছ উত্তম।
শীঘ্র রথারূঢ় হয়ে চল রঘূত্তম॥
লক্ষ্মণের সহ বাক্য ঐক্য হৈলে পরে।
সারথির প্রতি রাম কহেন সত্বরে॥
ত্বরায় তুরঙ্গে রথ সাজাও সারথি।
উদঙ্মুখে উদ্যোগী হইয়া বন পথি॥
পরে সুত সত্বরে সাজায়ে সুস্যন্দন।
ত্বরায় যোজন করে তুরঙ্গম গণ॥
কৃতাঞ্জলি কৌতূহলী করে নিবেদন।
পুরবাসি গণ মনোমোহন কারণ॥
শ্রীরাম কহেন সুত শুন সাবধান।
মুহূর্ত্ত ত্বরায় গিয়া কর অবস্থান॥
না জানে যেমন পুরবাসি কোন জন।
সে রূপে সত্বরে সুত সাধ প্রয়োজন॥
রামের বচন সুত করিয়া শ্রবণ।
শীঘ্রগতি সারথি সাধনে আয়োজন॥
যোজন করিয়া রথে উপযুক্ত হয়।
সজ্জিত হইল রথ দেখ মহাশয়॥
সেই রথে মনোরথ করিতে সাধন।
সলক্ষ্মণ সীতা সহ রথে আরোহণ॥
অতি শীঘ্রগতি সেই তমসার তীর।
তরল তুরঙ্গ যানে যান রঘুবীর॥
উত্তীর্ণ হইয়া রাম দুর্জ্জয় তটিনী।
অকণ্টক অপ্রমাদে গত রঘুমণি॥
জাগ্রত হইয়া যত প্রজাবর্গ পরে।
শ্রীরামের চিহ্নিত স্থানের তত্ত্ব করে॥
নিশাক্ষয়ে অতি রয়ে গতি করি স্থির।
পুনর্ব্বার অযোধ্যায় চলিল অচির॥
আদিকাণ্ডে অযোধ্যায় তমসা নিবাস।
ত্রিচত্বারিংশতি সর্গ সাঙ্গ সুনির্য্যাস॥

৪৩ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

রাম গত বনবাসে, পুরবাসী আশা আশে,
নিরাশ হইয়া পরস্পর।
পাইয়া চেতন পরে, চলে নিজ২ ঘরে,
পুত্র দারে আবৃত সত্বর॥

কাতর করুণ স্বরে, অশ্রু ধারা মুক্ত করে,
বিধুর রোদনে গত কাল।
স্বপ্রিয় বান্ধব বর্গ, গত হৈলে পর স্বর্গ,
তাহে নহে এমন জঞ্জাল॥
এই রূপ অযোধ্যায়, শোকে অভিভূত
কায়, রাম বনবাসে প্রজাবর্গ।
পুরে না রহিতে চায়, মুখে শব্দ হায় হায়,
চক্ষে বারি সতত বিসর্গ॥
কেহ না প্রবেশে পুরে, অযোধ্যার অতি
দূরে, স্তব্ধ হয়ে শব্দহীন রহে।
দ্বিজাতি না করে হোম, বলে মিছা পরি-
শ্রম, ধর্ম্ম ব্রহ্ম কিছু সত্য নহে॥
কেহ চক্ষে বারিধারে, নিবারিতে নাহি
পারে, সুদুঃখিত বহুজাতি জন।
শয্যাগত কত জনা, সতত হত চেতনা,
ছিন্ন বৃক্ষ সদৃশ বিমনঃ॥
স্নানে নহে সুস্থচিত্ত, এ সংসার নহে নিত্য,
বনিজে বাণিজ্য পরিহরি।
শোকেতে প্রসারি গণ, করে দ্রব্য প্রসারণ,
স্থিত ধন পরিত্যাগ করি॥
গৃহস্থ হইয়া দুঃস্থ, দ্রব্য সত্ত্বে নহে সুস্থ,
প্রাণান্তে না করে কেহ পাক।
হৃষ্ট নহে লব্ধ ধনে, অত্যন্ত অমূল্য ধনে,
রাম রাম ভিন্ন নাহি বাক্॥
রাম শোকে অভিভূত, চিত্ত দেখ্যে জ্যেষ্ঠ
সুত, জননী আদর নাহি করে।
কুলে কুলে নারীগণ, নিয়ত করে রোদন,
নিজ ভর্ত্তা সত্ত্বে নিজ ঘরে॥
নিন্দা করে অনুক্ষণ, দুঃখে পায় সম্পীড়ন,
বাক্য দ্বারা স্তুতি নাহি করে।
তাহা বিনা রঘূত্তম, স্তুতি নিন্দা, সর্ব্বসম
হস্তি প্রায় অভিভূত জরে॥
কিবা করে ধনে জনে, কিবা দারা পরিজনে,
ভবনে জীবনে কিবা সুখে।
নয়নে না দেখে যারা, কৌশল্যা নয়ন
তারা, তারা পুরী প্রবেশে কি মুখে॥
এক মাত্র ধরা ধন্য, পুরুষের অগ্রগণ্য,
লোক মাঝে লক্ষ্মণ ঠাকুর।
সীতার সহিতে যেবা, করিতে রামের সেবা,
অনুগত অরণ্যে বিধুর॥
নিন্দা করে স্তুতি ছলে, কোন কোন নারী,
বলে, কৃতপুণ্য ধন্য নদীগণ।
পথিমধ্যে শুভ অতি, যে সলিলে রঘুপতি,
করেন শ্রীঅঙ্গাবগাহন॥
স্নিগ্ধ বারি করি পান, রাঘব ধরেন প্রাণ,
পরিত্রাণ পথ পরিশ্রমে।
ধন্য শৈল স্থিত তরু, মধুদানে কল্পতরু,
সমুন্নত মঞ্জরী কুসুমে॥
সন্তোষ করিছে রামে, অতুল অরণ্য ধামে,
ফলে ফুলে মূলে সর্ব্বক্রমে।
গিরি গত তরুকুল, রামে হয়ে অনুকূল,
আগত দেখিয়া বন [illegible]
পশ্চাতে লম্বিত কায়, [illegible] হয় সঙ্গে
যায়, পাইল যেমন প্রিয় বন্ধু।
অতিথি অর্চ্চনা জন্য, মহাব্যস্ত সর্ব্বারণ্য,
কেহ ফল কেহ দেয় কন্দ॥

লোভযুক্ত করাইবে, বিচিত্র কানন দিবে,
বহু দ্রব্য কি আছে সংশয়।
বনে নানা নদীগণ, মহাকূপ সনাতন,
সানুমন্ত যত গিরিচয়॥
সুশীতল শৈলগণ, তুষিতে রামের মনঃ
প্রসবিবে সুশীতল বারি।
নানা ধাতু সুবিচিত্র, বিলাবে পর্ব্বত মিত্র,
নির্ম্মলতা নির্ঝর প্রচারি॥
রঘুকুল শশী রাম, সকল বিশ্রাম ধাম,
কিবা শৈল কিবা বসুমতী
অনেকের ধর্ম্ম পাল, দেহ যুক্ত গুণ জাল,
বীর দশরথের সন্ততি॥
যথা রাম তথা জয়, নাহি পরাভব ভয়,
জগন্নাথ জগতের গতি।
সেই সর্ব্ব পরায়ণ, নরাশ্রয় নারায়ণ,
সকলের পতি রঘুপতি॥
কি কারণে দূরে রব, তদনুগামিনী হব,
পদ ছায়া লব নারী সবে।
হইলে তাঁহার দয়া, হইব অকুতোভয়া,
তদগ্রে বসতি স্থান হবে॥
আমরা যোষিতগণে, পরিচর্য্যা প্রাণপণে,
করিব সীতার সর্ব্বক্ষণ।
তোমরা পুরুষ যত, রাঘবের অবিরত,
কর গিয়া উচিত সাধন॥
এই রূপ বহু রূপ, পুরনারীগণ রূপ,
স্বরূপে বিরূপ স্বামি প্রতি।
হইয়া দুঃখে পীড়িতা, রামশোকে খেদান্বি-
তা, কহিতেছে কুণ্ঠিতা আকৃতি॥
মহাযোগী যুবরাজ, সাধিবেন সব কায,
যোগক্ষেম হইবে সকলে।
জনক দুহিতা সীতা, যোগিনী সুযোগান্বিতা,
নারীকুলে কটাক্ষ কৌশলে॥
করিবেন সুযোগিনী, অশেষ সুখ ভাগিনী,
যথা রাম তথা কিবা ভয়।
না হইবে পরাভব, করো এই অনুভব,
নিকটে গমন শুভ হয়॥
মহাবাহু মহাশূর, করিবেন দুঃখ দূর,
দশরথ সুত গুণবান্।
উৎকণ্ঠা সতত ত্রাসে, এ কষ্ট জনক বাসে,
পায় প্রীতি কেবা মতিমান্॥
কেকয়ীর এই রাজ্য, যদি হয় তবে ত্যাজ্য,
ধর্ম্ম পথ হবে পরিরুদ্ধ।
ধর্ম্ম অনাথের প্রায়, অধর্ম্ম সম্পূর্ণ তায়,
সদা দেশ রহিবে অশুদ্ধ॥
এ স্থানে জীবন রাখা, কোথা অর্থ কোথা
থাকা, কোথা বা রহিবে পুত্রগণ।
কিবা এক পূর্ব্ব সূত্রে, পৃথিবী পালের পুত্রে,
ঘৃণা হীনা পাঠাইল বন॥
যদি রাজা ইচ্ছাযুক্ত, ভরতেরে অভিষিক্ত,
করিতে হবেন দুঃখান্বিত।
যাইবে জীবন ভাব, করিবেন স্বর্গ লাভ,
অধর্ম্ম হইবে অপ্রমিত॥
ঐশ্বর্য্য কারণে মোহে, ত্যজে পতি পুত্র স্নেহে,
তারে কি চাহিবে প্রজাগণ।
কদাচ না হবে শঙ্কা, প্রজা রক্ষা অনুরক্তা,
কুলপাংশু কৈকয়ী এখন॥

কৈকয়ী যদ্যপি পরে,সম্পূর্ণ পালন করে,
তথাপি না রব এই দেশে
পুত্রের শপথ করি, যদ্যপি জীবন ধরি,
হরি হরি আরো কিবা শেষে ॥
রাম বনবাসে গেলে, মহীপতি মহীতলে
না রবেন জীবন কারণ।
মৃত হৈলে দশরথ, উজ্জ্বল বিলাপ পথ,
অযোধ্যা হইবে ঘোর বন ॥
অরণ্যে মিথ্যা নিবাস, হইব লক্ষ্মণ দাস,
বাস হত সীতারাম তথা।
অযোধ্যা রাজ্য কারণ, ভরতে অভিষেচন
রুদ্র যজ্ঞে পশুগণ যথা ॥
হব রামে অনুগত, কিম্বা প্রাণ পরিহত,
অথবা করিব বিষপান।
আমাদের ক্ষীণ পুণ্য,এ দুর্গতি সেই জন্য,
বনে যাব পরিহরি প্রাণ ॥
এই রূপ নারীগণ, নগর নিবাসী জন,
করিতেছে অসংখ্য বিলাপ।
রামশোকে সুপীড়িতা, হয়ে অতি খেদা-
ন্বিতা, যথা বন্ধু বিচ্ছেদ আলাপ ॥
হইয়া আতুরা অতি, রামে অনুগত মতি,
পুত্র পতি হত সহোদরে।
যে রূপ রোদন করে, অচৈতন্য পুরঃসরে,
উচ্চৈঃস্বরে সেই রূপ করে ॥
ইতি পুরনারী বিলাপে।

৪৪ সর্গঃ।

পয়ার।

সেই রাত্রি শেষে রাম যান অতি দূরে।
পিতৃ আজ্ঞা অনুসারে পরিহরি পুরে ॥
যাইতে পুরুষব্যাঘ্র প্রভাতা রজনী।
প্রাতঃ সন্ধ্যা উপাসনা হেতু রঘুমনি ॥
কিঞ্চিৎ বিলম্ব করি রথে আরোহণ।
সভার্য্য সপরিচ্ছদে করিলা গমন ॥
শ্রীমতী আকুলাবর্ত্তা তরি মহানদী।
শ্রীমান শিবদ পথে নগর সংসদি ॥
মহাপথে মহাবন উপবন সব।
শুভদ স্বরূপ রূপ দেখেন রাঘব ॥
প্রতীরে প্রত্যেক গ্রাম বিশাল বিস্তার।
নিকটে বিবিধ পুষ্প উদ্যান প্রচার ॥
নগর চত্বর ঘর পরম শোভন।
সমস্ত মঙ্গল ভূমি শুভ সুলক্ষণ ॥
উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রাম সীমা সমশোভা।
পুষ্পে পরিপূর্ণ বন শ্রেণী মনোলোভা ॥
শ্যেন পক্ষি সম গতি অতি বেগবান।
উত্তম তুরঙ্গে বহে সমান সমান ॥
দেখিতে দেখিতে বন ত্বরাবান্ রাম।
গ্রাম বাসি মনুষ্যের শুনে বাক্য গ্রাম ॥
কহে তারা পরস্পর নারী নরগণে।
ধিক্ ধিক্ দশরথ রাজার জীবনে ॥
কাম বশীভূত কর্ম্ম অশ্রুত যাহার।
তাহার অধিক ধিক্ কেকয়ীরে আর ॥
পাপিনী পাপিনীগণ সঙ্গিনী সতত।
সম্ভেদ করিয়া স্থূর্য্য মর্য্যাদা নিয়ত ॥

ক্রূর কর্ম্ম করে সেবা কেবা হেন আছে
এমত শোভন সুতে অরণ্যে দিয়াছে ॥
রাজ পুত্র রম্য রাম ধার্ম্মিক প্রধান।
মহাত্মা উপরে করে আক্রোশ সন্ধান ॥
স্বতন্ত্রা সতত [illegible] কুনয়ন।
না হৈলে অন্ত[illegible] কেন পুত্রে দিবে বন
এই রূপ বহু রূপ মনুষ্যের ধ্বনি।
চলিলা চঞ্চল চিত্তে রঘুকুল মণি ॥
অচিরে তটিনী তীরে করেন গমন।
কোশলা দেশান্তপতি অতি বিচক্ষণ ॥
করিলেন বেদধ্বনি কত মুনি গণ।
হইয়া একাগ্র শ্রুতি সুশ্রুতি শ্রবণ ॥
শিবাবর্ত্তা মহানদী হইয়া উত্তীর্ণ।
অগস্ত্য সেবিত ভূমি তপস্বি বিকীর্ণ ॥
গমন করিয়া চির কাল তার পরে।
স্বচ্ছ শীত জলান্বিত গোতমী বিস্তরে ॥
অকূল গোকুলাকীর্ণ তরি সেই নদী।
ত্বরাবান্ ভগবান্ গোতমী সংসদি ॥
অতিক্রম করিয়া অত্যন্ত জবে যায়।
ফলঙ্গে লঙ্ঘিয়া নদী তুরঙ্গ ত্বরায় ॥
শিখি কুল সুসংকুল অকূল বিস্তার।
হংস কারণ্ডব রবে সেবিত দম্পার ॥
সেই নদী সরযূ করিয়া সন্তরণ।
যে ভূমি ঈক্ষাকু নৃপে মনুর অর্পণ ॥
প্রফুল্ল হইয়া রাম সেই সব স্থান।
বিস্তার বলিয়া পরে সীতারে দেখান ॥
অনন্তর রঘুবর সারথি উদ্দেশে।
কহিছেন রঘুবংশ প্রতি আশাবেশে।

হে সূত সুমন্ত্র কবে হবে সেই দিন।
মত্ত হংস স্বরে রাম জিজ্ঞাসেন দীন ॥
কবে আর পুনর্ব্বার আসিব এ স্থানে।
পুষ্পিত সরযূ বন দেখিব সম্মানে ॥
মৃগয়া করিব আর বন পর্য্যটন।
পিতা মাতা সহকারে সরযূ দর্শন ॥
রাজ ঋষি গণ পূর্ব্বে যেমন মৃগয়া।
আকাঙ্ক্ষী অনেকে সেইরূপ করে দয়া
কবে বিধি বিচক্ষণ দৃষ্টে করি দৃষ্টি।
আকাঙ্ক্ষিত আমারে করিবে রক্ষা সৃষ্টি।
অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা হয় সদা মম মনে।
নিয়ত মৃগয়া করি সরযূ কাননে ॥
রতি পাই রাজঋষি সমূহ সেবিতা।
সাধু লোক সমুদায়ে যাহা প্রতিষ্ঠিতা ॥
সৎপথে সতত গতি ঈক্ষাকু সদৃশ।
ভাষেন মধুর ভাষে আশে হয়ে কৃশ ॥
অন্তরের বাক্য এই করিয়া উদ্গার।
অমর সমান শীঘ্র সমর সঞ্চার ॥
মহা পরাক্রমী দেব সেবনীয় কায়।
সায়াহ্ন সময়ে রাম চলিলা ত্বরায় ॥
অতি জবে শৃঙ্গবের পুরে উপনীত।
দেখিয়া দেবতা তুল্য প্রফুল্ল পূজিত ॥
সুসত্ত্ব উদার চিত্ত অসি চর্ম্ম ধর।
যুবা উত্তরীয় খণ্ড যুক্ত কলেবর ॥
সেই স্থানে ভগবানে করিয়া দর্শন।
গাত্রোত্থান করিলেক নিষাদ নন্দন ॥
নীল নবঘন বর্ণ আরক্ত লোচন।
রামরূপ নিরীক্ষণে প্রফুল্ল বদন ॥

রামায়ণে অযোধ্যায় শ্রীরামের বন।
সন্ধ্যাকালে শৃঙ্গবের পুরে আগমন॥

৪৫ সর্গঃ।

লঘু ত্রিপদী।

পরে পরাৎ পর, রঘু বংশ ধর,
পরম মহর্ষি কায়।
দেখি ভব ভঙ্গা, বিষ্ণুপদী গঙ্গা,
বিপুল তরঙ্গ তায়॥
ত্রিপথ গামিনী, বৈষ্ণবী বাহিনী,
কল্যাণী শীতলতায়।
শৈবাল রহিতা, ঋষীন্দ্র সেবিতা,
নক্র চক্র ভ্রমে যায়॥
হংস কারণ্ডব, সারসাদি সব,
করে মধু রব অতি।
মকর মণ্ডলী, হৈয়ো কুতূহলী,
মীনাবলী প্রতি গতি॥
আবর্ত্ত অত্যন্ত, নাহি ঊর্ম্মি অন্ত,
শোভান্ত কে করে তার।
নিরখি নির্ঝর, বাহিনী বিস্তর,
রঘুবর সুখ পার॥
রাম দাশরথি, পরে মহারথী,
সারথি প্রতি আদেশ।
অদ্য এই স্থলে, বাস জলে স্থলে,
কর্ত্তব্য দিবস শেষ॥
নিরখি নিকটে, দেব নদী তটে,
ভৃঙ্গ রটে পুষ্পোপরে।
পরম শোভন, অতি রম্য বন,
দর্শন কর সত্বরে॥
উচ্চতর গুরু, এ ইঙ্গুদী তরু,
নিবাস স্বরূপ যোগ্য।
দাশরথি বাক্য, শ্রুত মাত্র ঐক্য,
শরীর অতি আরোগ্য॥
সুমন্ত্র লক্ষ্মণ, অতি বিচক্ষণ,
তৎক্ষণ দিলেন সায়।
ভাল ভাল বোলে, চলে বৃক্ষ তলে,
সারথি অতি ত্বরায়॥
রাম অনন্তর, অতি মনোহর,
সুশাখি সমীপে যান।
স সীতা লক্ষ্মণ, আনন্দ বর্দ্ধন,
পরিহরি হরি যান॥
অবতীর্ণ তলে, স্নিগ্ধ গঙ্গাজলে,
দেব তরঙ্গিণী তীরে।
সুমন্ত্র সত্বরে, সর্ব্ব অশ্ব বরে,
বিমুক্ত করে অচিরে॥
বৃক্ষ মূল গত, রাম অবিরত,
জানকী সহ যথায়।
কর পুটে পরে, রাঘব গোচরে,
সারথি স্থিত তথায়॥
এই অবসরে, সে স্থানে সত্বরে,
আগত নিষাদ পতি।
রাম পূর্ব্ব সখা, করিবারে দেখা,
নিকটে করিল গতি॥
ধার্ম্মিক সুধীর, সত্যবাদী বীর,
গুহ নাম মহাবলী।
রাম আগমন, করিয়া শ্রবণ,
হইয়া সুকুতূহলী

অমাত্য বেষ্টিত, সে বনে চেষ্টিত,
সুমন্ত্র পর নিষাদ।
জ্ঞাতিগণ তার, সহ পরিবার,
অবতার অবিবাদ॥

—

পয়ার॥

নিষাদ নন্দনে রাম নিরখি নিকটে।
মুমূর্ষু যেমন প্রাণ পাইল সঙ্কটে॥
দুর দৃষ্টে অদৃষ্টের অসুখ অত্যন্ত।
নিকটে নিগ্রহ নাশ সন্তাপের অন্ত॥
লক্ষ্মণ সহিতে পেয়ে অতি হিতকারী।
উঠিলেন ঊর্দ্ধবাহু করি অগ্রসারী॥
গুহ অতিগূঢ় স্নেহ দেখিয়া প্রকাশ।
নিকটে আসিতে পরে বাড়িল বিশ্বাস॥
বারম্বার নমস্কার করিয়া বেষ্টন।
পরে পরস্পরে হয় প্রেম আলিঙ্গন॥
আনন্দ লহরী চিত্তে নাহি যায় লেখা।
ডুবেছিল সুখতরী কালক্রমে দেখা॥
রাঘবের প্রতি কহে নিষাদ সন্তান।
এই পুরী জান সখা অযোধ্যা সমান॥
কি করিব কহ মিত্র যে চিত্তে তোমার।
অবিরোধে এইক্ষণে কর্ত্তব্য আমার॥
সমুদায় উপস্থিত শুদ্ধ অন্ন পান।
বাঞ্ছা করি দিতে হরি যদি কর পান॥
দিতে নহি যোগ্য অর্ঘ্য শীঘ্র আজ্ঞা দিলে।
ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় আনি এই স্থলে॥
উপস্থিত যথোচিত উচিত যে হয়।
সুসজ্জা অপূর্ব্ব শয্যা আছে সমুদয়॥
বাজিগণে সন্তোষণে তৃণ সমবায়।
পরিতোষ যাতে হয় তুরঙ্গ ত্বরায়॥
গুহকের পুরে তব সুখে আগমন।
তোমার পালিতা মহী সমস্ত ভবন॥
মহাবাহু বহু শিষ্য প্রেষ্য তব আছে।
শীঘ্রগতি কর আজ্ঞা কি করিব কাছে॥
সাধু রাজ্য সুপালনে তুমি যোগ্য পাত্র।
শবর সমূহ তব দাস এই মাত্র॥
যথেচ্ছা তোমার তাই আজ্ঞা কর প্রভু।
আমাদের নগর স্বাধীন নহে কভু॥
আমাদের যেমন তেমন এ তোমার।
ততোধিক কিঙ্করের কিঙ্কর অপার॥
গুহ বাক্যে অত্যন্ত আনন্দে রঘুপতি।
চরাচর গুরু চাহি চণ্ডালের পতি॥
শুন মিত্র বিচিত্র এ নহে কদাচন।
অর্চ্চিত মানিত তব রাঘব নন্দন॥
আমরা তোমার তুমি আমাদের সত্য।
এই কথা জানিবে সর্ব্বথা মিত্র তথ্য॥
স্নেহ ভরে গুহ বরে করে আলিঙ্গন।
মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া নারায়ণ॥
কহিলেন দর্শনেতে জেনেছি আরোগ্য।
সবান্ধবে সুখে রবে লয়ে ভোজ্যভোগ্য॥
এইক্ষণে কর সখা কুশল বিস্তার।
রাজ্যে মিত্রে সুখে ধনে কুশল তোমার॥
যদ্যপি কিঞ্চিৎ প্রিয় নিমিত্ত দাতব্য।
প্রতিগ্রহ একালে আমার অকর্ত্তব্য॥
কুশ চীরাম্বর ধর মম কলেবর।
ধর্ম্মে স্থিত বনে রত নহে অগোচর॥

যা আছে যবস তোষ তুরঙ্গ সকলে।
তাহাদের আতিথ্যে আতিথ্য এই স্থলে
এই রূপে অস্ত তব হইব পূজিত।
মম পিতা দশরথ সখা প্রতিষ্ঠিত॥
অশ্বগণ যেমন পিতার সুপালনে।
সুখে রহে সদা স্নেহে অযোধ্যাভবনে॥
সেই রূপ সেবা কর সত্বরে তুরঙ্গে।
তাহাতে পূজিত ভাবে সুখে রব রঙ্গে॥
রামের রমণ বাক্য শুনি সুমধুর।
বুঝ্যে কাল চণ্ডাল জুড়ায় কর্ণপূর॥
আজ্ঞা দিল অবিলম্বে কিঙ্করের প্রতি।
দেও২ মন্দুরাতে আহার সম্প্রতি॥
অনন্তরে রঘুবর চীর বস্ত্র ধর।
করিলা সায়ংসন্ধ্যা সহ সহোদর॥
সৌমিত্রি আনেন পরে জাহ্নবীর জল।
সন্ধ্যার নিমিত্ত অতি পবিত্র নির্ম্মল॥
পয়ে দিয়া প্রক্ষালিয়া রাম পদদ্বয়
ভার্য্যা সহ অবস্থিত যথা দয়াময়॥
পশ্চাতে পুনশ্চ বৃক্ষ করি আচ্ছাদন।
রাম সীতা রক্ষণার্থ রহিলা লক্ষ্মণ॥
তথায় সৌমিত্রি সহ রহে গুহ বীর।
শ্রীরাম রক্ষণে চিত্ত করিয়া সুস্থির॥
বৃক্ষমূলে নদীকূলে অনুকূল বিধি।
দুঃখ কালে রহিলেন সুখে রামনিধি॥
দাশরথি রঘুপতি মহাত্মা অত্যন্ত।
দুঃখের উচিত কালে হইল সুখান্ত॥
এই রূপে সে রজনী হইল প্রভাতা।
ইঙ্গুদী বৃক্ষের মূলে বাস দিলা ধাতা॥
অযোধ্যা ইঙ্গুদী বাস শৃঙ্গবের পুরে।
ষট্ চত্বারিংশ সর্গ সাঙ্গ এত দূরে॥

৪৬ সর্গঃ।

পয়ার

নিদ্রাগত রামচন্দ্র জানকী সহিত।
জাগ্রত অগ্রজ অগ্রে অনুজ বিহিত॥
হতত্রাস নিদ্রানাশ বাস বৃক্ষ তলে।
লক্ষ্মণ লক্ষণ দেখ্যে গুহ গিয়া বলে॥
সন্তাপে সন্তপ্ত তনু কেন এই কহে।
সুকুমার এ তোমার যোগ্য কার্য্য নহে॥
সুখাসন সুদর্শন সুশোভন আছে।
তব জন্য কিবা অন্য কব তব কাছে॥
অল্প অল্প সুখতল্পে করহ শয়ন।
রজনী রমণী যোগে না জাগ লক্ষ্মণ॥
রাজপুত্র কর্ম্ম সূত্র কি দেখি তোমার।
অরণ্যে অগ্রজ জন্যে জাগ সুকুমার॥
সুখোচিত যথোচিত উচিত এ হয়।
মহাক্লেশ দীন বেশ তনু দুঃখময়॥
শ্রীরাম রক্ষণে এইক্ষণে জাগি আমি।
কাকুৎস্থ হইয়া সুস্থ হও শয্যাগামী॥
রাম পর প্রিয়তর নাহি নর মম।
শপথ তোমার অগ্রে না কর সম্ভ্রম॥
রামের প্রসাদে অবিষাদে অবিবাদে।
যশস্বী তেজস্বী হব ইচ্ছা অপ্রমাদে॥
সুখ প্রাপ্তি ধর্ম্মাবাপ্তি অর্থ সিদ্ধি আর।
মহতী মহতী কীর্ত্তি সুপ্রসাদে যার॥

সেই আমি ধর্ম্মগামী প্রিয়স্বামী রাম।
সীতা সহ শয়নে সম্প্রাপ্ত সুখ ধাম ॥
উভয়ের আবরণে রক্ষণাবেক্ষণে।
ধনুষ্পাণি রজনী জাগিব জ্ঞাতিগণে ॥
অবিদিত কিছুমাত্র নাহি এই বনে।
সর্ব্বকাল গতায়াত সৈন্যগণ সনে ॥
চতুরঙ্গ সৈন্য সঙ্গ রিপুভঙ্গ করি।
অপরূপ রাম রূপ রঘুভূপ স্মরি ॥
লক্ষ্মণ কিঞ্চিত্ ক্ষণ না করি বিলম্ব।
কহিলেন ধীর বীর স্থির অবিলম্ব ॥
নাহি ভয় নিরাময় সমুদয় সুখ।
সৈন্য সহ জাগি রহ নাহি কহ দুঃখ ॥
রাম চিন্তামণি চিন্তা অন্য চিন্তা কিবা।
দাশরথি মহারথী চিন্তা রাত্রি দিবা ॥
সেই বীর ধৃত চীর পৃথিবীর মাঝে।
ধূলি শয্যা সুখ শয্যা সেবকে কি সাজে ॥
দেখ গুহ নৃপ নিদ্রাযুক্ত সীতা সহ।
নহে মান নহে প্রাণ দেহ সুখাবহ ॥
দেবাসুর যেবা সুর যার ভয়ে ভীত।
দেখ সেই বীর এই তৃণাসনে স্থিত ॥
যে সীতার গলহার সোণার পালঙ্কে।
ধূসরা তুষার পরা সীতা স্বামী অঙ্কে ॥
ভার্য্যা যোগে তপোযোগে বিভব বিহীন
কত মহাব্রত রত অবিরত দীন ॥
দশরথ মনোরথ করিলা পূরণ।
গুণধাম পুত্র রাম পেয়ে সুলক্ষণ ॥
এই রামে রাজ্যগ্রামে বিরামে বিস্তর।
দুঃখে রহে যুক্ত নহে রহে কলেবর ॥
গত তাতে দুঃখ তাতে দুষ্ট যাতে মহী।
বিধবা হইবে এবে দুঃখ পাবে দেহী ॥
নরেন্দ্র ভবন বন নিস্বন নিগ্রহে।
হতসুখ গত শুক শুকী সম রহে ॥
কৌশল্যা দুঃখিনী তুল্যা রাজা রাজ্যহত।
জননী জননী মাঝে নৃপ অনুগত ॥
বিনাশ সুখের নাশ হৈয়ে আশ ভঙ্গ।
এ রজনী গিয়া আর হবে দিবা সঙ্গ ॥
যদি বাঁচে তবে আছে উপায় মাতার।
নিকটে সঙ্কটে ভ্রাতা শত্রুঘ্ন কুমার ॥
এক পুত্রা কৌশল্যা কি দেখে ধরে প্রাণ।
অবশ্য বিনাশ পাবে কি আছে বিধান ॥
অনুরক্ত রাম ভক্ত অযোধ্যার জন।
সুখ নাশে বনবাসে শ্রীরাম যখন ॥
রাম শোকে সর্ব্ব লোকে পাইয়া সন্তাপ।
হবে নষ্ট পুরে কষ্ট করিবে বিলাপ ॥
মনোরথ হয়ে হত দশরথ পিতা।
সর্ব্ব নারী দুঃখকারী ত্যজে রাম সীতা ॥
রাজ্য সুখে বিমুখে পাঠায়ে রামে বনে।
হত আশ পিতা নাশ লব্ধ সেইক্ষণে ॥
হায় হায় পিতা তায় বৃদ্ধ অতি জরা।
রামশোকে জীয়ন্তে হবেন যেন মরা ॥
উপস্থিত হৈলে কাল লবে কাল তাঁরে ॥
প্রেত কার্য্য করিবে সগোত্র ব্যবহারে ॥
মনোরমা অনুপমা অযোধ্যা নগরী।
দেবাগারে হর্ম্ম্য হারে সর্ব্ব শুভঙ্করী ॥
বিশাল প্রাসাদ মণি কাঞ্চন মণ্ডিত।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ সঙ্গ মহা স্থানান্বিত ॥

রথপত্তি পদাতিক মঙ্গল ঘোষণ।
নিনাদ নিস্বনে সর্ব্ব লোক সন্তোষণ॥
সুমঙ্গল সকল সম্পন্ন সেই পুরে।
হৃষ্টপুষ্ট বিষয়াদি সমস্ত প্রচুরে॥
আরাম উদ্যান স্থান বিমান সম্পূর্ণ।
সেই স্থানে সুখিগণে শাসিবেক তূর্ণ॥
সমাজ উৎসব সব রাজধানী ময়।
দ্বিতীয় অমরাবতী জিনি অতিশয়॥
কালে সত্য প্রতিজ্ঞার সহিত সকলে।
আমরা কোশলা যাব পরম কৌশলে॥
বনবাস নিবৃত্তি প্রবৃত্তি দেশাগমে।
তখন শয়ন সখা হবে সুখাশ্রমে॥
এই রূপ আলাপনে দুই জনে বনে।
অতীত রজনীমান নিষাদ লক্ষ্মণে॥
প্রজাহিত বিহিত রহিত নিদ্রাযোগ।
নরেন্দ্র নন্দনে গুহ করে স্নেহ যোগ॥
অত্যন্ত সৌহৃদ্যে গুহ হৈয়ে খিদ্যমান।
ভাসিছে নয়ন নীরে নিষাদ সন্তান॥
জরাতুর যত দুর দেহের সন্তাপ।
অধিক অযোধ্যাকাণ্ডে লক্ষ্মণ বিলাপ॥

৪৭ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

রজনী প্রভাত কালে, রামচন্দ্র সুকৌশলে,
লক্ষ্মণে বলেন এই ভাষা।
লক্ষ্মণ শুভ লক্ষণ, দেখ সুমিত্রা নন্দন,
প্রকাশিল পূর্ণ পূর্ব্ব আশা॥
নিশা হৈল অদর্শন, ভাস্কর কর দর্শন,
করহে দর্শন পিক বরে।
হইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট, পল্লবাগ্রে মিষ্ট মিষ্ট,
কি উৎকৃষ্ট কলরব করে॥
নীলকণ্ঠ কণ্ঠধ্বনি, নিশান্ত সময় গণি,
নির্ঘোষে মুনির মনঃ হরে।
এইকালে মহারথী, চল গঙ্গা ভাগীরথী,
গঙ্গা পার হইব সত্বরে॥
জানিয়া রামের প্রীত, অভিমত মনোনীত,
গুহ সহ সুমিত্রা সন্তান।
সুমন্ত্র সারথি সঙ্গে, অগ্রগামী এক রঙ্গে,
শ্রীরাম সমীপে বুদ্ধিমান॥
পরে করে শর ধনুঃ, অসি খড়্গধারী তনু,
অনুজ সহিতে রঘুবীর।
উত্তরিয়া গঙ্গানীরে, সুস্থিত হইলা তীরে,
সুমন্ত্র সারথি সহ ধীর॥
বিনীত নিকটে গিয়া, রাম নাম সম্বো-
ধিয়া, হইয়া সারথি সাবধান।
কি করিব গুণমণি, রাম রঘুবংশ মণি,
কুলমণি কহিবা বিধান॥
প্রাঞ্জলি পূর্ব্বকে পরে, সারথি বেদন
করে, নিরস্ত হইলে নীলকান্ত।
কহিলা মধুর ভাষে, নৃপসুত নৃপদাসে,
কানন গমনে মতৈকান্ত॥
শ্রবণে সুমন্ত্রিবর, সকাতর কলেবর,
আর্ত্তস্বরে করে নিবেদন।
হইয়া অত্যন্ত ব্যগ্র, সুমন্ত্র পুরুষ অগ্র,
গণ্য যায় সর্ব্বাগ্রে গণন॥

শুন রাম গুণ ধাম, নবদুর্ব্বাদল শ্যাম,
অনেকের অজ্ঞাত এ কথা।
কেহ নাহি করে তর্ক, প্রভাতে বিলুপ্ত
অর্ক, জন্মিবে এমন মনো ব্যথা॥
তোমার বন গমন, সহিতে সীতা লক্ষ্মণ
এমন মানসে ছিল কার।
না জানি কার্ম্মুক ধারী, বাল্যকালে বনচারী,
কি কর্ম্মের এ ফল তোমার॥
মৃদুতা ঋজুতা যত, সে গুণ বিগুণ এত,
যাতনা সম্মত বিধাতার।
রাজ্য নাশ বনবাস, অতি ভয়ঙ্কর ত্রাস,
আশা ভঙ্গ তরঙ্গ তোমার।
তবে তুমি তৃপ্ত রবে, অরণ্যে অনেক হবে
সহায় সম্পত্তি সমুদায়।
রহিবে সহিবে দুঃখ, কহিবে অনেক সুখ
তিন লোক বিজয়ির প্রায়॥
আমরা এবে নিহত, দুঃখ ভাগী অবিরত
বশীভূত হয়ে কেকয়ীর।
পাপিনীর পাপে পূর্ণ, ডুবিলাম সবে তূর্ণ,
পূর্ণচন্দ্র গ্রাসিল তিমির॥
সেই পাপিষ্ঠার লাগি, অশেষ দুঃখের
ভাগী, বনে জাগি আছি বৃক্ষমূলে।
ইত্যাদি আত্মীয় সম, বাক্য জালে রঘূত্তম
আচ্ছন্ন অত্যন্ত অনুকূলে॥
নিবর্ত্তিলে মন্ত্রিবর, বন গামী রঘুবর,
নিরখি কাতর কলেবর।
অত্যন্ত রোদনান্বিত, বাষ্পবারি বিগলিত
গঙ্গাবারি স্পর্শ করি পর।

রামচন্দ্র মন্ত্রিবরে, সুমধুর বাক্য স্বরে,
পুনঃ পুনঃ করেন সান্ত্বনা।
ঈক্ষাকু বংশের মাত্র, অতুল্য সুহৃৎপাত্র,
তব সম সংসারে দেখি না॥
যথা দশরথ পিতা, মাতা অতি শোকান্বিতা,
আমার নিমিত্ত সূতবর।
শোচনা না করে পরে, সুদুঃখিত কলেবরে,
বৃদ্ধ তাত না হন কাতর॥
আমার বিয়োগোদ্বেগে, পূর্ণচন্দ্র গ্রাসে মেঘে,
দুর্য্যোগে অবনী অন্ধকার।
উত্তপ্ত অত্যন্ত ভূপ, তপ্তায়ঃ স্বরূপ রূপ,
যে যে আজ্ঞা করেন বিস্তার॥
কেকয়ীর প্রিয় জন্য, অধিক কি কব অন্য,
সেই সেই কর্ম্মের সাধন।
সে মহাত্মা মহাজন, সত্যধর্ম্ম পরায়ণ,
না করিবে আদেশ লঙ্ঘন॥
নাহি হন মনঃক্ষুণ্ণ, কিঞ্চিৎ আমার জন্য,
অপ্রশংসা নরে নাহি করে।
কোন কর্ম্মে কোন ধর্ম্মে, ব্যাঘাত না পান
মর্ম্মে, আজন্মের আশা ভঙ্গ ভরে॥
সমাশ্রিত নৃপ যত, বাধ্য রহে অবিরত,
সাধ্যমত করিবে পালন।
আমার চিন্তায় ব্যথা, নাহি পান নৃপ যথা,
তুমি তথা করিবে যাজন॥
আমার বচনে সূত, হইয়া স্বধর্ম্ম দূত,
কহিবে বশিষ্ঠ মুনিবরে।
তপস্বী অতি দারুণ, সর্ব্বকাল সকরুণ,
উপাধ্যায় অতি গুরুতরে॥

কহিবে অভিবাদন, এই মম নিবেদন,
কেকয়ীর প্রতি নতি সীমা।
সুমিত্রা মাতার পদে,প্রণিপাত পদে পদে,
অন্যমাতৃ চরণে অসীমা॥
মাতা অল্প ভাগ্যবতী, পুত্রার্থে কাতরা
অতি, যদি প্রাণে থাকেন বিরহে।
কহিবে প্রণতি মম, বৃথা কষ্ট পরিশ্রম,
আমার নিমিত্ত নাহি সহে॥
অদৃষ্ট নিমিত্ত দুঃখ, নৃপতি রহিত সুখ,
আমার বিচ্ছেদে সকাতর।
প্রণতি বিনতি স্তুতি, অসংখ্যেয় মম নতি,
জানাইবে বচন বিস্তর॥
বিষাদ সন্তাপ তাপ,অকর্ত্তব্য এ আলাপ,
আমার নিমিত্ত অনুচিত।
অথবা লক্ষ্মণ প্রতি,সীতা [illegible] মহামতি,
কদাচিত্ না হন ভাবিত॥
তাঁহার নিমিত্ত আমি,হইয়া কানন গামী,
কষ্টে রহি সহস্র বৎসর।
তথাচ আমার দেহে,কিঞ্চিৎ অসহ্য নহে,
স্বর্গে যথা সুখী সুরেশ্বর॥
করি রম্য বনে বাস,কিঞ্চিৎ না ভাবি ত্রাস,
নিবাস ত্যজিয়া নৃপবর।
পুত্র বিনা কোন্ জন, পিতৃ কষ্ট বিমোচন,
করিতে সমর্থ কলেবর॥
ক্ষুদ্র কিম্বা স্থূল ব্রণ, কষ্ট দেয় সুদারুণ,
খণ্ডনে যেমন ধন্বন্তরি।
সেইরূপ নরপতি, সুপুত্রে পিতৃদুর্গতি,
অদ্বিতীয় খণ্ডক বিচারি॥

সে পুত্র কুপুত্র অতি,পিতৃকার্য্যে হীন মতি,
তার আত্মা পবিত্র না হয়।
যেমন অসংখ্য দ্রব্য,থাকিতে না হয় ভব্য,
নিষ্ক্রিয়ের নাহি সুখোদয়॥
যদ্যপি নরকগামী, হৈতে হয় ভূমিস্বামী,
কিম্বা যাত্রা জ্বলন্ত অনলে।
স্বীকার তথাপি তাই,আজ্ঞা ভেদে শক্তি
নাই, যাতে তুমি নিন্দ্য ধরাতলে॥
শোচনার সুবিষয়, আমি নহি মহাশয়,
নহে সীতা অথবা লক্ষ্মণ।
করিয়া অযোধ্যা ত্যাগ, যার২ অনুরাগ,
বনে শোচ্য নহে সে সে জন॥
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে,পুনশ্চ অযোধ্যাপ্রান্তে,
দুঃখান্তে সুখের অনুক্রমে।
দেখিবে আপন সুতে, সুখের সংবাদ
দূতে, কহিবে অবশ্য রঘূত্তমে॥
আসিবে সে সব দিন,কদাচ না হবে দীন,
আমাদের বিহীন হইয়া।
এই কথা মহারাজে, কহিবে হৃদয় মাঝে,
না থাকেন দুঃখেতে ভাসিয়া॥
কৌশল্যা মাতার কাছে,কহিবে কি ভাব্য
আছে, কি বলিবে অন্য মাতৃগণে।
পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া, কহিবে আশ্বাস দিয়া,
জানাইয়া প্রণতি চরণে॥
শুন সুত এই কথা, আমার যেমন তথা,
লক্ষ্মণ সীতার উক্তি এই।
কহিয়া নৃপতি স্থানে, ভরতে যেমন স্থানে,
শীঘ্র যানে আন যুক্তি সেই॥

আগত হইলে ভ্রাতা, শিরে ধরাইবে ছাতা,
নরশ্রেষ্ঠে দিবে শ্রেষ্ঠ পদ।
করাইবে অভিষেক, না কর তাহে বিবেক,
যৌবরাজ্য ধনাদি সম্পদ॥
সন্তাপ জনিত কষ্ট, নরেন্দ্রে না হবে স্পৃষ্ট,
সন্তুষ্ট তাবত্ লোক তাহে।
ভরতে বক্তব্য এই, নৃপতি স্বধর্ম্ম সেই,
সকলে সমান চক্ষে চাহে॥
সম সর্ব্ব মাতৃগণ, সকলের সুপালন,
সকলের প্রতি মনঃ থাকে।
কেকয়ী সুমিত্রা যথা, আমার জননি তথা,
আশ্বাসিবে সুদুঃখিনী মাকে॥
বিশেষে স্বামি সম্বন্ধ, অগ্রে যার সুনির্ব্বন্ধ,
যৌবরাজ্য ত্যক্ত তার সুত।
তুষিবে তনয় ভাবে, না থাকেন দুঃখভাবে,
আমার অভাবে কভু সুত॥
শাসন করুন্ ধরা, কেকয়ী জননী পরা,
পুত্রের সহিতে পতি স্নেহে।
পাঠায়ে আমারে বনে, রাজপুত্রী রাজা-
সনে, রাজপুত্র লয়ে সুস্থ দেহে॥
অযোধ্যায় সাধুবর্গ, অষ্টচত্বারিংশ সর্গ,
সুধাসম রামের সন্দেশ।
বাল্মীকি মুনির উক্তি, যাতনা বারণ যুক্তি,
শ্রবণে পবিত্র সর্ব্বদেশ॥

৪৮ সর্গঃ।

পয়ার।

রামের সন্দেশ বাক্য পরিশেষ পর।
লক্ষ্মণ সারথি প্রতি কহেন সত্বর॥
কেকয়ী উপরে করি ক্রোধ অতিশয়।
পরিহরি সুদীর্ঘ নিশ্বাস কোপ ময়॥
ভ্রূকুটি ভীষণানন অতি ভয়ঙ্কর।
হইবেন পরাঙ্মুখ হয়ে ধরাধর॥
আমার বচন ধরি সারথি সত্বরে।
কহিবে আমার এ ভারতী নৃপবরে॥
জানাবে জগতীনাথে প্রণতি বিস্তর।
বহুমান পুরঃসরে পুনঃ গুণাকর॥
কিবা অপরাধে তুমি রাজ রাজেশ্বর।
পাঠাইলে বনে ধর্ম্মশীল গুণাকর॥
নৃপতি রাঘব তব সর্ব্ব সুত জ্যেষ্ঠ।
গুণ জ্যেষ্ঠ শান্ত শিষ্ট সর্ব্ব প্রজা শ্রেষ্ঠ॥
সর্ব্বথা কেকয়ী কার্য্য করিয়া রক্ষণ।
করিলে দুষ্কৃত কার্য্য কি হেতু রাজন্॥
নিন্দনীয় যশঃ যায় যায় অবিলম্বে।
কি করিলে কেকয়ী বচন অবলম্বে॥
নির্দ্দয়া নির্ম্মায়া নিন্দনীয়া তাহে নারী।
নপুংসক প্রায় নৃপ বশীভূত তারি॥
ত্যাগ দিলে তনুজে মনুজে একি পারে।
কি নাম ইহার নৃপ সুধাই তোমারে॥
অতিশান্ত নিতান্ত সরল স্বান্ত যার।
সর্ব্ব প্রাণি প্রিয়ম্বদ পৃথিবী প্রচার॥
কি পাপ শঙ্কিত তাপ কি দিল তোমারে।
আমার সহিতে বনে ত্যাগ দিলে তারে॥

পিতা পিতামহ আদি পালিত যে রাজ্য।
প্রতিজ্ঞা করণে রামে করাইলে ত্যাজ্য॥
ভয়ে কি অধর্ম্ম চয়ে হয়্যে পরিবৃত।
পরিত্যাগ পুত্রধনে কিবা কর্ম্ম কৃত॥
তোমার সমান নৃপ কে আছে এমন।
বিনা অপরাধে পরিহরে পুত্র ধন॥
বিশেষে গুণের শেষ সুবেশ সুন্দর।
যশঃ ধর্ম্ম রক্ষিতা সুরম্য রঘুবর॥
এমত কর্ত্তব্য অতি অকর্ত্তব্য শেষ।
বনবাসে চীরবাসে সভার্য্য প্রবেশ॥
যা হবার হইয়াছে কি আর শোচনা।
কিন্তু অঙ্গে অঙ্গার সন্ত্যক্ত গোরোচনা॥
তোমার সমান আর যশস্বী রক্ষিতা।
ভুবনে দর্শনে যোগ্য কেহ নহে পিতা॥
তথাচ তোমার সম সংসারে কে আর।
প্রতি রূপ এরূপ শরণ্য কে বা সার॥
যেহেতু আপনি প্রভু স্বজ্ঞান পূর্ব্বকে।
বন বাসে বিসর্জ্জন দিলেন বালকে॥
শোচনা উচিত নহে এবে নৃপবর।
সাধর বারুণী পান সঙ্গোপন পর॥
তোমার সমান সাধু নৃপোত্তম যাঁরা।
স্বয়ংকৃত কর্ম্মে তাপ না করেন তাঁরা॥
এই কথা কহিবে সারথি বিচক্ষণ।
ক্রোধ করি কটু উক্তি কহিল লক্ষ্মণ॥
নিবারণ নির্দ্ধারণ করি রঘুবর।
দেখ্যে অধোমুখে সুতে অতি দীনপর
কহেন কোমল বাক্য কমল নয়ন।
শুন সূত ক্রোধ যুত সম্প্রতি লক্ষ্মণ॥
যে কথা কহিল কথা যদ্যপি উচিত।
তথাচ নিষ্ঠুর কাব্য অশ্রাব্য নিশ্চিত॥
না শুনাবে নৃপে না শুনিবে সত্যশীল।
বিশেষে সুবুদ্ধ সত্যঃশূন্যময়াখিল॥
করুণা সংক্রান্ত ভ্রান্ত ভ্রাতার বচনে।
প্রবাস দুঃখিত পিতা পাঠাইয়া বনে॥
হঠাৎকার এ প্রকার কদাকার কথা।
শ্রবণে জীবনে পিতা পাইবেন ব্যথা॥
অপরস্থা জীবন করিয়া পরিত্যাগ।
কঠোর কথনে কি করিবে অনুরাগ॥
এই হেতু সারথি হইবে সাবধান।
নৃপবর কলেবর করি পরিত্রাণ॥
উপজীব্য জনে কভু বিপ্রিয় বচন।
না কহিবে শুন সূত অনুজীবি জন॥
নৃপ হৃদিগত স্নেহ লুপ্ত নাহি হয়।
সত্যের কারণে বনে পাঠায়্যে তনয়॥
কৈকয়ীরে বর দানে সত্যে সম্মোহিত।
অত্যন্ত বাধিত ধর্ম্মে এ কর্ম্ম বিহিত॥
আমারে কাননে ত্যাগ বিরাগ বিস্তর।
সত্যে বদ্ধ আত্মবশ নহে নৃপবর॥
প্রবাসে পরম রোষে নিঃস্নেহ লক্ষ্মণ।
অনিন্দিত নৃপে কহে নির্দয় বচন॥
এ কথা কথার কথা কর পরিহার।
সর্ব্বদা কহিবে প্রিয় সম্মুখে পিতার॥
এই বাক্য কৌশলে কৌশলী হয়্যে সুত।
নিবর্ত্তিয়া নিজ আশা দেশে চলে দূত॥
শ্রীরামের প্রিয়াযুক্ত শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ।
নিরখি সম্পূর্ণ আঁখি নীরে ভাসে সুখ॥

শোকে আকর্ষিত চিত্ত সুভৃত্য সারথি।
স্নেহ ভরে রঘুবরে কহে দাশরথি॥
হীন জন প্রতি অতি সকরুণ স্বরে।
যে বচন রচন কেবল স্নেহ ভরে॥
অতএব আমার উপরে এত ভার।
প্রদানে উৎসাহ প্রভু কর্ম্ম কি তোমার
ক্ষান্ত হও ক্ষমাগুণে করি অবলম্ব।
তোমা হীন হইয়া হইব নিরালম্ব॥
কি করে্য অযোধ্যা পুরী করিব প্রবেশ॥
পুত্র শোকাকুল প্রায়া কোশলা বিশেষ
রামের সহিত রথ করে অনুমান।
মৃত প্রায় আশ্বাসে পাইয়া নিজপ্রাণ॥
রামহীন রথ দেখি সুমুখী ধরণী।
অবশ্য বিদীর্ণা হবে রঘুবংশ মণি॥
দীনগণ সর্ব্বজন অর্থের আশয়।
আসিবে অযোধ্যাপুরী নিতে রামাশ্রয়॥
রাম শূন্য যান দেখি প্রাণ সমাকুল।
সেনাধ্যক্ষ সমরে মরণে সেনাকুল॥
সেই রূপ বিরূপ বিস্তর ভাবি দুঃখ।
না দেখিবে কদাচ কখন মম মুখ॥
দুরস্থ তোমারে জানি জানি প্রজাগণ।
নিশ্চয় তোমার তনু করিয়া চিন্তন॥
জীবন ধারণ করে হয়্যে নিরাহার।
অতিকৃশ সদৃশ তুলনা নাহি আর॥
আর্ত্তনাদ বিসম্বাদ নিরাহ্লাদ তায়।
তোমার প্রবাসাবধি এই রূপ যায়॥
রথস্থ দুরস্থ তব ভৃত্য এ আমারে।
নিশ্চয় হৃদয় সুখী আনন্দ অপারে॥
শতগুণ সমাহ্লাদে সুসম্বাদে মনঃ।
কহ প্রভু কি কহিব সুধাবে যখন॥
সুকুমার যে সতীর পতি সত্য হেতু।
আনিয়াছি অরণ্যে হইয়া ধূমকেতু॥
তিনি যদি জিজ্ঞাসেন আনিলে কি রাম
কি কহিব কৌশল্যায় কহ কহ রাম॥
সংপ্রাপ্ত মাতুল কুল সম্প্রতি রাঘব।
ভৃত্য হয়্যে মিথ্যা কথা কহা কি সম্ভব॥
সত্যবাদ প্রিয়ম্বাদ গুরুজনে কবে।
কি করিয়া অপ্রিয় বচন বলি তবে॥
আমার শিষ্য সমান ঈক্ষাকু বাহন।
রামহীন রথ রক্ষা করে বাজি গণ॥
তোমার নিকটে বাস বাঞ্ছিত আমার।
কৃপাগুণে কৃপাময় কর অঙ্গীকার॥
যাচমান জনে যদি পরিহর শেষ।
রথের সহিতে হব অনলে প্রবেশ॥
হইবে কাননে যে যে তপঃ বিঘ্ন কর।
রথের সহিতে আমি বাঁধিব সত্বর॥
তোমার নিমিত্ত রথ পরিচর্য্যা সুখ।
হইয়াছি প্রাপ্ত প্রভু হবে না বিমুখ॥
ধর্ম্মার্থ অপর স্বার্থ সকলি উদয়।
পরম সম্মত এই আজ্ঞা সমুদয়॥
তোমা বিনা এই সুখ হবে কি আমার।
অতএব লইবারে কর অঙ্গীকার॥
প্রসন্ন হইয়া এই বল রঘুবর।
তোমার সহিতে বনে যাইব সত্বর॥
পরিচর্য্যা করিব রহিব তব সঙ্গে।
প্রাণান্ত নিতান্ত মনঃ হবে আশাভঙ্গে॥

যদ্যপি আছে তোমার বনে বহুজন।
সেবনে আসক্ত ভক্ত বনবাসি গণ॥
তথাচ তোমার পরিচর্য্যায় ভূপতি।
পাইব পরম গতি গমনে সম্প্রতি॥
তোমার শুশ্রূষা কর্ম্মে বিক্রীত শরীর।
করিব কাননে তাই শুন রঘুবীর॥
অযোধ্যা অপর স্বর্গ লোক পরিত্যাগ।
তোমার সেবায় সদা আত্ম অনুরাগ॥
তোমা বিনা অযোধ্যা প্রবেশে নহি শক্ত
নিকটে রাখহ নাথ জানি নিজ ভক্ত॥
ইন্দ্র রাজধানী জানি জগত উপরে।
দুষ্কৃত কর্ম্মিরে দেখ সেও পরিহরে॥
এই যে উত্তম অশ্ব আমার বিহীনে।
বনবাসি সমাজ সেবিত প্রতিদিনে॥
কানন নিবাসি গণ সেবায় সম্প্রতি।
পাইবে পরম গতি খণ্ডিবে দুর্গতি॥
বনবাস ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে যখন।
মম মনোরথ সিদ্ধ হইবে তখন॥
এই রথে লয়ে মনোরথের রতন।
প্রবেশ করিব পুনঃ অযোধ্যা ভুবন॥
চতুর্দ্দশ বৎসর করিয়া বনে বাস।
ক্ষিতীশ্বর ক্ষণ মাত্র জানিব নির্যাস॥
তোমার নৈকট্য পরিহরি যদি রাম।
শত শত বৎসর জানিব গুণধাম॥
তুমি হে ভক্ত বৎসল পালক সন্তান।
ভৃত্য ভক্ত স্বধর্ম্মে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান॥
পথমধ্যে সঙ্গত সতত আছি আমি।
পরিত্যাগ করিবার যোগ্য নহ স্বামি॥
বহুবিধ বিলাপ করিয়া অতি দীন।
স্বভৃত্য সুমন্ত্র মুখ অত্যন্ত মলিন॥
দেখিয়া বিশেষ দয়াময় রঘুবীর।
বচন কহেন রাম সুমন্ত্রে সুধীর॥
যাও যাও সুমন্ত্র হইয়া তুমি তুষ্ট।
পরিতুষ্ট করিবে না রহে কেহ রুষ্ট॥
না কহেন জননী জনকে মন্দ বাণী।
সুধার্ম্মিক নরনাথে মিথ্যা বাদী জানি॥
পরিতুষ্ট রহিবেন দুঃখিনী যাহায়।
সুমন্ত্র হইবে তুমি নিযুক্ত তাহায়॥
আমি বনগামী বল্যে জননী আমার।
না করেন ভরতে অস্নেহ অঙ্গীকার॥
জানিবেন ভরতের রাজ্যে রাজমাতা।
প্রতিবাদী সম্প্রতি আমার প্রতি ধাতা॥
মম প্রীতি হেতুক আপনি গিয়া পুরে।
নৃপতিরে সন্তোষিবে সর্ব্বার্থ প্রচুরে॥
যে রূপে প্রবোধ পান জনক জননী।
বুঝাইবে সেই সেই বাক্যে গুণমণি॥

ত্রিপদী।

পরে রাম রঘুপতি, বহু বাক্য সূত প্রতি,
পুনঃ পুনঃ করিয়া সান্ত্বনা।
গুহকেরে নিযোজন, সমস্ত শুদ্ধ বচন,
হেতু বাদ দর্শন কামনা॥
ধরিয়া মস্তকে জটা, করিয়া তপস্বি ছটা,
গমন করিব বন বাসে।
তুমি আন গুহ বীর, বিশিষ্ট বটের ক্ষীর,
শুনে গুহ আনে আনায়াসে॥

করিয়া আপন জটা, লক্ষ্মণের জটা ঘটা,
কিবা শোভা দুই জটাধর
দীর্ঘভুজ বীরদ্বয়, ঋষি সম শোভাময়,
সানুজ শোভিত রঘুবর ॥

পরে গঙ্গা অভিমুখ, পুণ্যদা অশেষ দুঃখ,
হারিণী তারিণী সুরধুনী।
তৎপথে আশ্রয় করি, লক্ষ্মণ সহিতে হরি,
রামচন্দ্র যান যেন মুনি ॥

তপঃ ব্রত সমাশ্রয়, করি রাম দয়াময়,
গুহবরে কহিছেন বাণী।
এই দুর্গ জন পদ, অশেষ আপদ পদ,
বিপদ রক্ষক তুমি জানি ॥

কর এই রাজ্য রক্ষা, জিনিয়া বিপক্ষ কক্ষা,
তুমি শর দীক্ষায় নিপুণ।
এই রূপ বহু রূপ, প্রশংসি স্বরূপ রূপ,
প্রকাশেন প্রভু নিজ গুণ ॥

অতি ব্যগ্র শীঘ্রগতি, গঙ্গাগর্ভে গুণবতী,
সীতা সহ সলক্ষ্মণ রাম।
ত্বরা তরস্বিনী তীরে, তীব্রগতি দুই বীরে,
তরণী তরণ পর ধাম ॥

তরিবারে ত্রিপথগা, জনক তনুজানুগা,
অনুজে কহেন রঘুবীর।
তুমি হয়ে ত্বরাবান্, তরী গর্ভে মতিমান,
নরব্যাঘ্র আরোহ সুধীর ॥

মন্দ মন্দ আক্রমণে, সীতা সহ আরোহণে,
মনোযোগ কর গুণবান্।
তপস্বিনী করে ধরি, মম আজ্ঞা শিরোপরি,
ধরিবে না করিবে বিজ্ঞান ॥

ভ্রাতৃ আজ্ঞা শিরোপরি, করি সীতা করে
ধরি, তরীর উপরি তুল্যে বীর।
আরোপিয়া অবলায়, পরে লক্ষ্মণ ত্বরায়,
নৌকায় উঠিলা অতি ধীর ॥

অনন্তরে রঘুবর, রাম শ্যাম জলধর,
তরণী উপরে ত্বরাবান।
করি তরী আরোহণ, একত্রিত তিন জন,
জানকী লক্ষ্মণ ভগবান্ ॥

পরে নিষাদাধিপতি, গুহ জ্ঞাতিগণ প্রতি,
মহামতি করিল আদেশ।
সুমন্ত্র সারথিবরে, তরিতে সম্মতি করে,
পরে পরে করিল প্রবেশ ॥

তরণী নিকটে দেখি, সামান্য স্বগণে সুখী,
নাবিকে কহেন রঘুবীর।
ত্যাগ কর ত্বরা করি, যে রূপে জাহ্নবী তরি,
পর পার করহ সুধীর ॥

অনন্তরে রঘুবরে, ত্রিপথগা পার করে,
পারে মহাপারগ নাবিক।
প্রেরিতা তরণী তীরে, ত্যাগ করি ভাসে-
নীরে, স্রোতস্বতী গঙ্গা স্বাভাবিক ॥

প্রেরণ করিল তরী, রাম সীতা সঙ্গে করি
সাবধানে লক্ষ্মণে লইয়া
তীরস্থ গুহক সুত, দেখিয়া অতি অদ্ভুত,
বাষ্পপূর্ণ রামে নিরখিয়া ॥

নাবিকের বাক্য বশে, নৌকা ভাসে মহা-
রসে, কল কল কমল কল্লোলে।
উচ্চ উচ্চ ঊর্ম্মিবেগ, আচ্ছাদিত মহামেঘ,
চন্দ্র তারা জ্যোতিশ্চক্র দোলে ॥

গঙ্গার সলিল মাঝে, তরণী চলে অব্যাজে,
যখন তখন তথা সীতা।
জানকী কনক লতা, রাম ভূরুহ সঙ্গতা,
গঙ্গাকে কহেন মহাভীতা॥
রাম প্রণয়িনী ধনী, ধ্বনিজিত পিকধ্বনি,
সুরধুনি করি নিবেদন।
দশরথ নৃপ সুত, পিতৃ বাক্যে রাজ্যচ্যুত,
মহারাজ রাজ বংশ হন॥
রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা, হেতু করি রাজ্য
দীক্ষা,ভিক্ষাশ্রম করিয়া স্বীকার।
তোমার রক্ষিত দেবী, শুভদ সলিল
সেবি, তব পুণ্যে হইবেন পার॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ সীমা, হইয়া হত মহিমা,
ভ্রমিবেন সুবিজন বনে।
অনুজ অবলা সঙ্গে, মহাক্লেশ সহ্য
অঙ্গে, পুনর্ব্বার গমন ভবনে॥
পরে দেবী সুসম্প্রদা, হইয়া মঙ্গলা-
স্পদা, পূজিব শ্রীপাদ পদ্মে তব।
হইয়া সুপ্রমোদিতা,সর্ব্বকাম সমন্বিতা,
শিরোপরি নিয়াছেন ভব॥
তুমি ত্রিপথগামিনী, ব্রহ্মপুর নিবাসিনী,
ধরণী ধৌতকারিণী হয়ে।
উদক নৃপতি দারা, স্বস্থান হইয়া হারা,
প্রকাশিলে পৃথিবীতে রয়ে
সকল লোক পাবনী, ত্রিলোক শুভদা-
য়িনী,তোমার শরণাগতা আমি।
তোমার প্রশংসা করি, ভুবন পাবন
তরি, সম্বাদি দেবর নমস্যামি॥

উত্তীর্ণে কানন বাসে, আসিয়া তোমার
পাশে, প্রকাশে পুনশ্চ রামচন্দ্র।
সপুত্রে সৌমিত্রি সহ, সচন্দনে অহরহ,
পূজিবেন তব পদ চন্দ্র॥
বহুবিধ উপহারে, প্রেম যুত হেমহারে,
প্রাপ্ত রাজ্যে স্বকার্য্য সাধনে।
সদয়া হইবে শিবে, নিত্য সুমঙ্গল দিবে,
পাবে লক্ষ সদুগ্ধ গোধনে॥
বহু বস্ত্র আভরণ, প্রদানে সন্তুষ্ট মনঃ,
ব্রাহ্মণে বিলাব এই রূপ।
তোমার প্রিয় কারণ, করিব ব্রত ধারণ,
যখন হবেন রাম ভূপ॥
এইরূপ বাক্য ছলে, সীতা চলি গঙ্গা-
জলে, তরী চলে কমলে ত্বরায়।
বায়ুবেগ করি হত,তরী যোগে তীরগত,
রাজসুত সমাশ্রিত তায়॥
পাইয়া উত্তর পার, দেবী পদে নমস্কার,
নৌকায় সন্তার গেল দূর।
বৈদেহী লক্ষ্মণ সঙ্গে,চলিলা পরম রঙ্গে,
গঙ্গাপারে প্রণতি প্রচুর॥
দানপ্রভু বেশধারী,চক্ষে বহে প্রেমবারি,
রাঘব দীক্ষিত বনবাসে।
সুমিত্রানন্দন প্রতি,আদেশেন মহামতি,
কর মনঃ কানন প্রবেশে॥
তুমি হও অগ্রগামী,পশ্চাতে রহিব আমি,
মধ্যে সীতা করিয়া রক্ষণ।
অদ্য বিদেহ তনয়া,হয়ে স্বামি সমাশ্রয়া,
বন দুঃখ জানিবে এক্ষণ

সিংহ ব্যাঘ্র ঘৃষ্টি রব, করিবেন অনুভব,
দুঃখের অঙ্কুর উপস্থিত।
ঐই রূপ রাজসুত, বিপিন গমন যুত,
ত্রিভুবন অদ্ভুত চরিত॥
সুমন্ত্র দেখিল চক্ষে,পারে করি দৃষ্টি রক্ষে,
পড়ে বক্ষে অবিরত নীর।
সীতার সহিতে রাম, সলক্ষ্মণ গুণধাম,
কাননে চলেন দুই বীর॥
ধরামধ্যে ধনুর্দ্ধর, রঘুবংশ শোভাকর,
দ্বিতীয় নির্জ্জর ধরাতলে।
হইলেন অদর্শন, যুগল নৃপ নন্দন,
পরে সূত গুহ সেই স্থলে॥
নিবৃত্ত হইয়া আসে, পরস্পর স্নেহভাষে,
রাম গুণোল্লাসে বর্ত্তমান।
কানন ভ্রমণ করে, আচ্ছন্ন বিহগস্বরে,
বন ভূমি ভূরুহ সন্ধান॥
সুপুষ্পিত অগ্রভাগ, তরুকুলে নানা রাগ
বিভাগ করিয়া পক্ষিগণ।
নিরখি অরণ্য শোভা,মুনি জন মনোলোভা,
সুস্থ মনঃ শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
পরে অতি দূর বনে,গিয়া ভ্রাতা দুই জনে,
দেখেন অত্যুচ্চ বট বৃক্ষ।
জটা ঘটা সমাকীর্ণ,তথা হয়ে অবতীর্ণ,
সন্নিকটে করিছেন লক্ষ্য॥
সুদর্শনা নামে নদী, পদ্মিনী বন সংসদি,
পদ্মকুল সংকুল সমস্ত।
হংসবংশ করে কেলি,কারণ্ডবকুলে মেলি,
চক্রবাক সমূহ সংগ্রস্ত॥

রামচন্দ্র জানকীরে, অনুজ লক্ষ্মণ বীরে,
নদী নীরে করান দর্শন।
দেখ দেখ অবরজ, পদ্মিনী হয়ে জলজ,
সংযোগে সরস সুশোভন॥
দূরহৈতে পদ্মশ্রেণী,দর্শায় লাবণ্য শ্রেণী,
চিত্রকূট নগেন্দ্রের শোভা।
দিব্য বারি বাহিনীর, মন্দ বহে শুভনীর,
মন্দাকিনী জনমনোলোভা॥
পানীয় করিয়া পান, সলক্ষ্মণ ভগবান্,
মৃগয়ায় মৃগহত্যা করি।
হুতাশনে করি যোগ, পক্ক মাংস কৃতভোগ,
পিতৃগণে নিবেদিলা হরি॥
অপর অমর বর্গে, মাংস ভক্ষ্য উপসর্গে,
প্রথমে পূজিলা দেবগণে।
দেব পিতৃগণোচ্ছিষ্ট,মৃগমাংস অতিমিষ্ট,
ভুঞ্জেন সসীতা সলক্ষ্মণে॥
বাসের নিমিত্ত পরে, স্থির করি বটবরে,
রহিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এই কালে গুহ সূত,সুমন্ত্র সর্ব্বদা পূত,
অনুমান করি দুই জন॥
যত ক্ষণ নিরীক্ষণ, রামচন্দ্র গত বন,
পরক্ষণে না দেখি নয়নে।
বহুদূর পথে আর, না হয় দৃষ্টি সঞ্চার,
চক্ষু জলে ভাসে দুই জনে॥
অযোধ্যা কাণ্ডের কথা, ঋষি প্রোক্ত সুধা
যথা, বিশেষতঃ গঙ্গা সন্তরণ।
সর্গ একোনপঞ্চাশ, শ্রবণে কলুষ নাশ,
শুদ্ধমনে শুন সাধু জন॥

৪৯ সর্গঃ।

পয়ার

ন্যগ্রোধ নিকটে নব দূর্ব্বাদল শ্যাম।
সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া শ্রীরাম॥
রমণী রমণ রাম রমণীয় কথা।
লক্ষ্মণের নিকটে কহেন হরি তথা॥
এই ভাই লক্ষ্মণ নিকটে আছ নিশা।
নিয়মে নিযুক্ত গণে সদা করে কৃশা॥
জ্যোতির্গণ যেমন স্বজন পরিহরি।
সেই রূপ সীতাসহ আমারে আচরি॥
সভার্য্যায় সুখে যায় যামিনী সর্ব্বদা।
প্রেতনাথ সম মম দর্শায় প্রমোদা॥
ভীষণা ভৈরবরবা দেখ্যে যামিনীরে।
না হউক তব ভয় সুদর্শনা তীরে॥
স্বজনে সংত্যক্ত তুমি সুজন সুস্থির।
কি উৎকণ্ঠা এখানে তোমার আছে ধীর
যে ব্যথা সে ব্যথা এই অরণ্যে আমার।
বহু হিংস্র পরিপূর্ণ অরণ্য বিস্তার॥
সুমন্ত্র সাক্ষাতে নাহি চাহি কারু মুখ।
এ জন্য উদ্বিগ্ন নাহি হবে ভেব্যে দুঃখ॥
অদ্যাবধি গুণনিধি শুনরে লক্ষ্মণ।
তোমার আমার ভার সীতার পালন॥
করিবে কিঙ্কর কার্য্য নির্ধার্য্য স্বধর্ম্মে।
নিযুক্ত থাকিবে ভাই সাধুসেবা কর্ম্মে॥
আন তৃণ সমূহ আমার শয্যা করি।
আপনার সন্নিধানে স্বশয্যা সঞ্চরি॥
সুস্থিরে পদ্মার তীরে সমীরে শয়ন।
শুনিয়া সুস্থির চিত্ত সুমিত্রা নন্দন॥
বিলক্ষণ তৃণ চয় আনিয়া লক্ষ্মণ।
সুরম্য রামের শয্যা করিলা রচন
বৃক্ষের পল্লব পত্র বৃক্ষমূলে বান্ধা
তথায় শ্রীরাম চিত্তে সন্তোষ প্রকাশ॥
সেই তৃণ শয়নে ত্রিদিব দেব সম।
মহামূল্য ময় মণি শয়নে উপম॥
শয্যায় সস্ত্রীকে সেই যামিনী জাগর।
জানকী অনুজ যোগে কথার বিস্তর॥
জটাধারী বিচারি মানসে কতখান।
উপজে কতেক দুঃখ না হয় সন্ধান
হে লক্ষ্মণ বিলক্ষণ সময় সুন্দর।
অযোধ্যায় সুখশায়ী বৃদ্ধ নৃপবর॥
সকামা কেকয়ী সেবা রসে সেব্যমান
অধিক মনের তুষ্টি স্বাভীষ্ট বিধান॥
রাজ্যলুব্ধা অক্ষুব্ধা অত্যন্ত নিন্দনীয়া।
নরাধিপে নিতান্ত আপন বশে নিয়া॥
আগত ভরত বীর নৃপতির দেশে।
অদ্য প্রাণ সমর্পণ সন্ন্যাসির বেশে॥
অতি বৃদ্ধ নিরুপায় জ্যেষ্ঠ সুত হীন।
বিনা কৃত রাম সুত অত্যন্ত মলিন॥
কেকয়ীর বশে প্রাণ অদ্য মান যায়।
দেখিয়াও না দেখেন নারী বশতায়॥
পিতার কামনা হেতু করি অনুমান।
অত্যন্ত কষ্টের কাল হৈল বর্ত্তমান॥
অর্থ ধর্ম্ম উভয়ের অধিকন্তু কাম।
এই হয় মম মতি কহিছেন রাম॥

বিশেষে বিশ্বের ভার বসুন্ধরাপতি
কি লাজ সে বৃদ্ধরাজে কাম পথে গতি॥
কে এমন বিদ্বান্ পুমান্ প্রমোদার।
বলে বনবাসে ত্যজে পিণ্ডদ কুমার॥
কোন্ সাধু সুজ্জন স্বধর্ম্মে হয়্যে স্থিত।
প্রমদার প্রিয় কার্য্যে পুত্রাদি রহিত॥
অকারণে অনায়াসে পুত্র পরিত্যাগ।
প্রিয় পথে প্রবিষ্ট স্বপিতৃ কর্ম্মে রাগ॥
সুখী সদা ভাগ্যবান কেকয়ী সন্তান।
ভরত ভারত ভূমে পুত্রের প্রধান॥
প্রমোদিত যথোচিত অধিরাজ প্রায়।
ভূপতি হইয়া ভুঞ্জে ভোগ অযোধ্যায়॥
অদ্বিতীয় অদ্য সুখ ভুঞ্জে মহারথী।
সর্ব্ব রাজ্যে সুখে সুখী সেই দাশরথি॥
তাতের তাবত্ বয়ঃ হইয়াছে ব্যয়।
অরণ্যে আমার গতি গত কষ্টচয়॥
যে জন করিয়া ত্যাগ ধর্ম্ম অর্থ দ্বয়।
সে কেবল কামের বশতাপন্ন হয়॥
সেই জনে জানিবে অধিক কষ্ট পায়।
অবিরত দশরথ নৃপতির প্রায়॥
বুঝিলাম বিশেষ সংশয় মাত্র নাই।
নৃপতির অন্ত হেতু দেখিবারে পাই॥
বিশেষে আমার বন বাসের কারণ।
মহারাজ কেকয়ীকে করেন গ্রহণ॥
অপর বিশেষ হেতু ভরতের রাজ্য।
ভিন কর্ম্মে কেকয়ীর উদ্বাহ সংগ্রাহ্য॥
অপর এখন সেই কেকয় নন্দিনী।
স্বপতি সৌভাগ্য মদে অত্যন্ত গর্ব্বিণী॥
কৌশল্যা জননী পুত্র বিরহিণী প্রায়।
কেকয়ী হইতে কি যন্ত্রণা নাহি তায়॥
মম পক্ষে চিত্ত রক্ষা সদা সুমিত্রায়।
তপস্বিনী সুদীনা কি দশা কষ্ট সায়॥
অতএব এই কালে সেই অযোধ্যায়।
লক্ষ্মণ গমন কর ভাবিয়া উপায়॥
আমি একা সীতার সহিতে যাব বন।
দুই মাতা অনাথারে করিবে রক্ষণ॥
অতি ক্ষুদ্রা রাজ্য মুদ্রা পাইয়া ইদানী।
কলুষ নিশ্চয়া তাহে কেকয় নন্দিনী॥
সে নিন্দিতা কদাচ না করে লোক ভয়।
আমারে সতত দ্বেষ মনে অসংশয়॥
সেই হেতু আমার জননী পীড়া পাবে।
দেখিলে তোমার মুখ জীবন জুড়াবে॥
অন্য জাতি স্ত্রীলোক যেমন পুত্র হীনা।
কষ্ট পায় পাইবে জননী মম বিনা॥
চিরকাল আমার পোষণে মনঃ করি।
অত্যন্ত দুঃখ ধারণ সুব্রত আচরি॥
ফল কালে আশা বৃক্ষ আমি এই তাঁর।
কৌশল্যা কেকয়ী হৈতে নিষ্ফলা এবার।
ধিক্ ধিক্ আমারে অধিক কিবা কব।
কোন নারী হেন পুত্র না করে প্রসব॥
লক্ষ্মণ আমি মাতার শোকের কারণ।
অত্যন্ত দুঃখদ দেহ করেছি ধারণ॥
উন্মত্ত ঐশ্বর্য্য মদে হইবে ভরত।
স্বামি সোহাগিনী না দেখিবে ধর্ম্মপথ॥
গত প্রায় নৃপতি এক্ষণে বৃদ্ধ শুক।
জ্যেষ্ঠ পুত্র বন গত অদ্ভুত কৌতুক॥

শুক পদে রাজ্য পদে কেকয়ী সন্তান।
দশবিধ কথালাপে হয়্যে হত মান॥
জননী হইবে হত সম্বন্ধার প্রায়।
শারিকা সমান অনুমান করি তায়॥
যেহেতু থাকিতে আমি স্বামির সম্পদে
এক মাত্র ভরত উদয় নভঃ পদে॥
তাবত্‌ সে শুক পদ নহে সুখ প্রদ।
আপনার শরীর রক্ষণ দুঃখাস্পদ॥
সপত্নী স্বভাবে জীবে অশেষ যন্ত্রণা।
ত্যজিবে কি ভরত সে জননী মন্ত্রণা॥
নানাবিধ স্থুচনায় মন্দ ভাগ্যবতী।
উপকার হত তার আমি কুসন্ততি॥
পুত্র পেয়্যে অপুত্রার কর্ম্ম সেই সুতে।
অতি অল্প ভাগ্যবতী জননী এমতে॥
কেবল দুঃখ ভাগিনী সুখের বিলয়।
এই মতি সম্প্রতি আমাতে সমুদয়॥
জগতের বশীভূতা নহে বসুন্ধরা।
সতত আমার শক্তি তারে বশ করা॥
তথাপি জননী ভাগ্যে কি কষ্ট ধারণ।
ধিক্‌ ধিক্‌ আমার এ বীর্য্য অকারণ॥
অধর্ম্ম সংপ্রাপ্তি ভীত লোক পরীবাদ।
ভয়ে শক্ত হয়্যে দুঃখ প্রাপ্তি সুবিষাদ॥
সামান্য জনের প্রায় কষ্টে যায় কাল।
এই রূপ করুণা বিলাপ মোহজাল॥
ধৈর্য্য হত হয়্যে রাম করেন রোদন।
বাষ্পপূর্ণ জটাধর যুগল নয়ন॥
সুস্বরে বিলাপ ভরে নিরত রাঘব।
জ্বলন্ত অনল যেন সমুজ্জ্বল সব॥
সান্ত্বনা করেন বীর রঘুবীর বরে।
লক্ষ্মণের বাক্য বারি নির্ব্বাপণ করে॥
নিবৃত্ত সমুদ্র বেগ মন্দবায়ু যোগে।
সেই রূপ মুক্ত রাম শক্র রূপ রোগে॥
লক্ষ্মণ কহেন রাম তুমি মহাসত্ব।
শোক বশীভূত হওয়া নহে যোগ্য তত্ত্ব॥
তোমার সমান জনে শোচনা না করে।
মহা কষ্ট পায় যদি দৈবে কলেবরে॥
এ নহে অধিক কষ্ট সঙ্গে আছি আমি।
ইহাতে অসুখী না হইবে লোক স্বামি॥
সর্ব্ব লোকে চাহে রাম তব অভ্যুদয়।
অনুরাগ হেতু সত্ত্ব সেতু দয়াময়॥
নিতান্ত দুর্দ্দান্ত যে অশান্ত পাপী জন।
তারে অনুকম্পাবান্‌ নহে সাধুগণ॥
মঙ্গলের নিমিত্ত সকলে করে স্তব।
বহু কষ্টে পাপিরে না করয়ে রাঘব॥
বিপদে যাহার গুণ লোক শ্রবণীয়।
অবশ্য মঙ্গল তার পরে ভাবনীয়॥
সে নহে তাহার কষ্ট সুবিশিষ্ট সুখ।
কি কারণে ব্যসনে সুম্লান বিধুমুখ॥
অদ্য তব বনবাসে অযোধ্যা নগরী।
সমুদায় সুদুঃখিতা তব দুঃখ স্মরি॥
প্রকাশিতা নহে পুরী অন্ধকার দিনে।
সাজে না শর্ব্বরী যথা শশাঙ্ক বিহীনে॥
সামান্য জনের প্রায় এ পরিদেবন।
এ নহে উচিত কোন উপায় কারণ॥
সীতার আশার মাত্র বিলাপের মূল।
অতএব ধৈর্য্য ধর হয়্যে অনুকূল॥

আপনি আপন দুঃখ করি নিবারণ।
না কর না কর শোক লোক নিস্তারণ॥
নির্ব্বোধ নিতান্ত শোক পঙ্কে মগ্ন হয়্যে
শীর্ণ হয় জীর্ণ দেহে দুঃখ পায় রয়্যে॥
এ রূপ বিশীর্ণ জীর্ণ দেখিয়া তোমারে।
জানকী কমল প্রাণ রাখিতে কি পারে॥
আমিও অশক্ত নাথ জীবন ধারণে।
জীবন বিহীন মীন বাঁচে কি জীবনে॥
পিতা দশরথ আর শত্রুঘ্ন বালক।
সুমিত্রা জননী আর বয়স্য শাবক॥
তোমা বিনা দেখিবারে না করি কামনা।
মনে নাহি সুরপুর দেখিতে বাসনা॥
যথার্থ লক্ষ্মণ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বনবাসে স্থিত রাম পরম পাবন॥
অশেষ বিশেষ শোক করিয়া খণ্ডন।
অতি স্নেহে লক্ষ্মণে করেন আলিঙ্গন॥
শোকহৈতে দেখ আমি হইলাম মুক্ত।
শ্রীরাম বিলাপ বিমোচন উপযুক্ত॥

৫০ সর্গঃ।

ত্রিপদী

বটবৃক্ষ মূলে রাম, করে্য রাত্রি সুবিশ্রাম,
পরে প্রভাকরের উদয়।
ভাগীরথী পুণ্যোদকে, যমুনা সংসর্গ লোকে, অবলোকে মহাহর্ষ ময়॥
প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা, করি ভাই দুইজনা,
উদ্দেশ করিয়া সেই দেশ।
গঙ্গাজলে করি স্নান, সমস্ত কার্য্য বিধান,
নানারণ্য পৃথক্ প্রবেশ॥
বিবিধ বিশিষ্টা ভুমি, নানাদেশ নানাশ্রমি,
মনোরম অপূর্ব্ব অদৃষ্ট।
যশস্বি লোকের স্থান, দর্শনে পুণ্য সন্ধান,
অনায়াসে বিনাশে অরিষ্ট॥
অপূর্ব্ব মঙ্গল পথে, চলিলেন মনোরথে,
বহু বৃক্ষ করিয়া দর্শন।
কিঞ্চিৎ ভাস্কর কর, নিবর্ত্তনে রঘুবর,
লক্ষ্মণে বলেন সুবচন॥
নিকটে তীর্থ প্রয়াগ, দেখ ধূম শিখা যাগ,
সমুত্থিত সুগন্ধি মিলিত।
ভগবান্ বৈশ্বানর, দণ্ড শিখ মনোহর,
নিকটস্থ মুনীন্দ্র নিশ্চিত॥
সম্প্রাপ্ত সঙ্গম স্থল, মঙ্গল ভুমি মঙ্গল,
যমুনা গঙ্গার সহযোগ।
দুই মহানদী জল, একস্থলে কোলাহল,
শ্রবণে বিনাশে কর্ম্মভোগ॥
এই যে সমস্ত দারু, হোম হেতু শুষ্ক চারু,
ভগ্ন করি রাখে বনবাসী।
ভরদ্বাজ দ্বিজাশ্রমে, বহু বৃক্ষ মনোরমে,
দৃষ্ট হয় দেখ রাশি রাশি॥
অস্ত পূর্ব্ব দিবাকরে, সুখে বহু ধনুর্দ্ধরে,
বাস করে মুনির আশ্রমে।
শ্রমে হয়্যে অতিক্লিষ্ট, দ্বিজাশ্রমে গিয়া হৃষ্ট,
ইষ্ট সাধে কষ্ট উপরমে॥

পুণ্যাত্মা সেবিত স্থলে,পাইয়াঅতিকৌশলে,
লক্ষ্মণ সীতার সহ রাম।
মৃগয়ায় মৃগ মারি, স্বস্ব অস্ত্রে রাক্ষসারি,
দ্বিজাশ্রমে করিতে বিশ্রাম॥
মুনি দর্শনাকাঙ্ক্ষায়, লক্ষ্মণ রাম সীতায়,
লক্ষ্য করি কুটীরের দ্বারে।
তথায় দণ্ডায়মান, মুনিবর করি জ্ঞান,
প্রবেশ করান নিজাগারে॥
অগ্নিহোত্রী ঋষিবর, যাগস্থিত মনোহর,
মহাভাগবত অতি শিষ্ট।
লক্ষ্মণ সহিতে রাম, প্রণমিয়া গুণধাম,
নিরীক্ষণ করেন বিশিষ্ট॥
নানা মৃগ পক্ষিগণে, সুবেষ্টিত শুদ্ধাসনে,
সুস্থিত সতর্ক সাবধান।
আগত সুঅভ্যাগত, নিরীক্ষণে মনোগত,
অর্চ্চনাদি করেন বিধান্॥
স্বাগত সংবাদ মুনি, জিজ্ঞাসেন রঘুমণি,
দিতেছেন আত্ম পরিচয়।
দশরথ নৃপবর, অযোধ্যাদি রাজ্যেশ্বর,
তাঁর সুত এই ভ্রাতৃদ্বয়॥
নাম শ্রীরাম লক্ষ্মণ, জানিবেন বিচক্ষণ,
ভার্য্যা সীতা জনকের কন্যা।
কল্যাণী রাজকুমারী,পাণিগ্রহণীয়া নারী
আমারি সুন্দরী ধরা ধন্যা॥
তপোবন উপগতা,আমার পশ্চাতে রতা
গমন করেন বনবাস।
পিতা পাঠাইলা বন,আমাকে সত্য কারণ
লক্ষ্মণ করিল অভিলাষ॥

আপনি করিয়া মত,হয়ে মম অনুগত,
দৃঢ় ব্রত অনুজ লক্ষ্মণ।
শুন্যে বাক্য পিতৃ উক্ত,অরণ্যবাসে নিযুক্ত,
ভুক্তভোগী প্রবেশিব বন॥
করিব ধর্ম্মাচরণ, হয়ে ফল মূলাশন,
বচন শুনিয়া মুনিবর।
অত্যন্ত বিষাদ মনে,পরে সেই তিন জনে,
পাদ্য অর্ঘ্যে পূজেন সুন্দর॥
আসন উদক পরে, অঙ্গীকার সমাদরে,
করিয়া সন্তোষ রঘুবীর।
মুনি দত্ত ফল মূল, ভোজনীয় অনুকূল,
পানীয় পাবন গঙ্গানীর॥
পূজা লয়ে প্রীত হয়ে, আত্ম পরিচয়
কয়ে, সুস্থ দেহে বসেন আসনে।
ভরদ্বাজ মুনিবর, ধর্ম্ম যুক্ত মনোহর,
হিত কথা কহেন তৎক্ষণে॥
আমার আশ্রম গত, পরম মঙ্গলান্বিত,
অবগত হইয়াছি আমি।
দশরথ অকারণ, তোমারে পাঠান বন,
হইয়া কৈকয়ী বাক্য গামী॥
তুমি এই অবকাশে,যদ্যপি আমার বাসে,
আসিয়াছ অনুগ্রহ করি।
অতি রমণীয় স্থান, গঙ্গা যমুনাধিষ্ঠান,
পুণ্য তীর্থ যথা শুভঙ্করী॥
সুবিখ্যাত ত্রিভুবন, যদি তব হয় মনঃ,
বাস কর আমার সহিত।
এই বন সাধারণ, সকলের তপোবন,
নিবাসির নির্জ্জন বিদিত॥

এই বাক্য মুনি উক্ত, শুনি রাম যুক্তিযুক্ত,
সুক্ত সম মাধুর বচন।
কৃতাঞ্জলি করি পরে, রঘুবীর মুনিবরে,
করেন বিশেষ নিবেদন॥
নিবাস নিয়ম স্থান, সখা তুমি ভগবান,
অনুগ্রহ সুগ্রহ বিস্তর।
কিন্তু এই স্থল মুনি, অত্যন্ত নিকট শুনি,
আসিবে বান্ধব বহুতর॥
আমাকে দেখিবে মনে, বাঞ্ছা করে সর্ব্ব
জনে, এ স্থানে উচিত নহে বাস।
নতুবা পুণ্যদ ভূমি, সহায় সম্পদ ভূমি,
পরিত্যাগে বাসি বহু ত্রাস॥
কহ মুনি মহত্তম, অন্য পুণ্যদ আশ্রম,
বিরল সকল স্থল জলে।
এ রূপ আশ্রম কহ, জানকী লক্ষ্মণ সহ,
বাস করি পরম কুশলে॥
না জানে স্বজন গণ, সুখে থাকি হেন বন,
যথা বাস উদ্বেগ রহিত।
শ্রীরামের বাক্য শুনি, ভরদ্বাজ মহামুনি,
কিছু কাল হয়ে ধ্যানান্বিত॥
কহেন শ্রীরাম প্রতি, শুন বলি রঘুপতি,
তুমি যথা করিবে নিবাস।
এস্থান হইতে স্থান, যোজন ত্রয় প্রমাণ,
তথা গিরি গৌরব প্রকাশ॥
মহর্ষি সেবিত স্থল, পুণ্য প্রদ সুনির্ম্মল,
সকল শুভদ সর্ব্বকাল।
গোলাঙ্গুল গণাবৃত, ঋক্ষ কপি সুসেবিত,
চিত্রকূট বিখ্যাত বিশাল॥

গন্ধ মাদন নিকটে, চিত্রকূট গিরি বটে
যাবত্ তাহার শৃঙ্গ দেশ।
দর্শন করেন নর, তাবৎ কল্যাণ পর,
ধর্ম্মে মতি এই সবিশেষ॥
সেই স্থলে বহুতর, বহুকাল মুনিবর,
বাস করি পরে তপোবলে।
স্বর্গারূঢ় হয়ে যান, তোমার বিশেষ স্থান,
বাস যোগ্য যাও সেই স্থলে॥
অথবা মম নিকটে, বাস কর অপ্রকটে,
প্রকটে বা তব কিবা ভয়।
সর্ব্বথা রবে কৌশলে, আশ্রমে এইমণ্ডলে,
লইয়া শ্রীলক্ষ্মণ সীতায়॥
এই কথা সাঙ্গ পর, ভরদ্বাজ মুনিবর,
আতিথ্য করেন তিন জনে।
অনুজ সহিত রাম, ধর্ম্মশীল গুণধাম,
গ্রাহ্য করি মুনির সেবনে॥
ভুক্তবন্ত গুনি সহ, নিবাস নির্জ্জন রহঃ,
নানা কথা কহিয়া রজনী।
জাগেন যোগেন্দ্র সহ, রজনী প্রভাত অহঃ,
উপস্থিতে উদয় তরণি॥
প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা, করি পরে তিন জনা,
ঋষির নিকটে অবস্থিত।
ভরদ্বাজ মুনিবর, কহিছেন রঘুবর,
গচ্ছ চিত্রকূটে ত্বরান্বিত॥
লক্ষ্মণ সীতা সহিত, হয়ে তথা উপনীত,
করিবে বিহার বলবন্ত।
রম্য মন্দাকিনী বহে, সুশীতল বারি রহে,
শোভার সীমার নাহি অন্ত॥

আমি এই জ্ঞান করি,সেই স্থলি পুণ্যকরী,
ফলোদকে রমণীয় হয়।
তথায় মাতঙ্গ বহু, ভ্রমিতেছে মুহুর্মুহুঃ,
কুরঙ্গ বিস্তর যথা রয়॥
বিহার করিছে বনে, দেখিবে আনন্দ মনে,
লক্ষ্মণ সহিতে সীতা পতি।
ভালুক ভালুকী ডাকে,পানীয় কঙ্ক টঝাঁকে,
থাকে থাকে কোকিল ভারতী॥
নিনাদিত সেই নাদে, ধরাধর অবিবাদে,
মঙ্গল মঙ্গলালয় হয়।
মত্ত মৃগ বহুতর, ক্রীড়া করে সুকুঞ্জর,
বাস যোগ্য স্থান রম্য ময়॥
অযোধ্যা কাণ্ডের কথা,মিষ্ট চান্দ্রী সুধা যথা,
তাহে তত্ত্ব ক্ষুধা নিবারণ।
এক পঞ্চাশত্ সর্গ, শ্রুত মাত্র চতুর্ব্বর্গ,
প্রাপ্তি ফল নিস্তার কারণ॥
৫১ সর্গঃ।

ত্রিপদী॥

সেই স্থানে মান্যমানে,বাস করি নিশামানে,
অবসানে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ভরদ্বাজ মুনিবরে, প্রণমিয়া সমাদরে,
গিরিবরে করেন গমন॥
গমনে উদ্যোগী দেখি, মুনিবর মহাদুঃখী,
নিবারিয়া নয়নের জল।
চিত্রকুট গিরিপদে, গমনে সম্পদ পদে,
উপদেশ দেন মহাবল॥

রাঘব এ দেশ সব, দেখিবে শুনিবে রব,
না রহিবে কদাচ এ বনে।
সন্নিকটে পুণ্য করী, যমুনা সুপুণ্য তরী,
তরিবে ত্বরিতে তিন জনে॥
না করিবে অবহেলা, মকর কুম্ভীর মেলা,
বহিছে বিস্তর বেলাগণ।
ইহাতে বিহীন ভেলা,দুষ্ট জন্তু করে খেলা
সঙ্গিনী অবলা পরিজন॥
পর পারে নাতি দূরে,মহাবৃক্ষ সুপ্রচুরে,
ফলদ ফলিনী সর্ব্বকাল।
বৃক্ষের যাবত্ পর্ণ, সকলি হরিত্ বর্ণ,
সুশ্রী রম্য ন্যগ্রোধ বিশাল॥
নানা জন্তুগণাবৃত, শ্যামবর্ণ সুশোভিত,
সীতা এই বৃক্ষের নিকটে।
নমস্কার করি পর, ইচ্ছা অনুসারে বর,
আকাঙ্ক্ষা করুন এই বটে॥
ক্রোশ মাত্র গিয়া পরে,দেখ নীলগিরিবরে,
সুশোভিত কানন তথায়।
পলাশ বদরী বংশ,ব্যাপিত অনেক অংশ,
অনেকাম্রগণে শোভা পায়॥
সেই চিত্রকুট বরে,কত বার গিয়া পরে,
বর্জ্জন করেছি সদ্যঃ আমি।
সুরম্য আশ্রম বটে, গমনে বিপদ ঘটে,
বনদোষে নহি তথা গামী॥
এই রূপ উপদেশ, সে পথের পরিশেষ,
বল্যে মুনি নিবর্ত্তিলা পর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে কোল,দিয়া আনন্দে বিহ্বল
সীতার প্রণতি গ্রাহ্য তর॥

মুনিবর পরাঙ্মুখে, শ্রীরাম অত্যন্ত সুখে,
কহিছেন লক্ষ্মণের প্রতি।
কৃতার্থ যথার্থ পুণ্য, ছিল ভাই সেই জন্য,
অনুকম্পা করিলা সুমতি॥
এই কথোপকথনে, পরে ভাই দুই জনে,
সঙ্গে সীতা অগ্রে অগ্রে করি।
কালিন্দী নদীর তীরে, উপস্থিত রঘুবীরে,
নাবিক লইয়া ধায় তরী॥
কাষ্ঠময়ী সুতরণী, তাহাতে রাজ নন্দিনী,
উত্তোলন করে রঘুমণি।
আপনি ভ্রাতা সহিত, তরণীতে উপনীত,
সন্তরণ করিয়া তখনি॥
তরী করি পরিহার, যমুনারে নমস্কার,
মুনি উপদিষ্ট বটমূলে।
শীত ছায়া মনোহর, সুশোভন তরুবর,
সুমন্দ মারুত অনুকূলে॥
বৃক্ষকে অর্চ্চিয়া পরে, সীতা কৃতাঞ্জলি
করে, প্রার্থনা করিলা এই বর।
শ্বশুর আমার ঘরে, চিরজীবী রন পরে,
কৃপা করে অযোধ্যা ঈশ্বর॥
ভর্ত্তা চির জীবী হন, করি এই নিবেদন,
লক্ষ্মণাদি সকল দেবর।
কৌশল্যা চিরজীবিনী, অন্যান্য সমস্ত রাণী,
এই বর ভিক্ষা বৃক্ষবর॥
প্রদক্ষিণ তিনবার, বারম্বার নমস্কার,
গমন করেন শীঘ্রগতি।
ক্রোশ মাত্র গিয়া পর, নীলবনে রঘুবর,
মৃগগণে নাশি রঘুপতি॥
পাক করি মৃগমাংস, দেব পিতৃগণ অংশ
অর্পিলেন রঘুবংশধর।
পশ্চাতে প্রসাদে প্রীত, মৃগমাংস মনো-
নীত, বনচর বেশে গুণাকর॥
সেই বন পরিহরি, পথ পরিক্রম করি,
দেখিলেন দয়ালু রাঘব।
বনে বহু বিহঙ্গম, ফলে ফুলে মনোরম,
উৎকৃষ্ট সুপুষ্ট মৃগ সব॥
অনন্তর রঘুবর, বাস হেতু মনোহর,
শিবদ পুণ্যদ নদীতীর।
তথা বহে গন্ধ বহ, মন্দ মন্দ অহরহ,
রহঃ স্থানে রহেন সুধীর॥
অপূর্ব্ব অযোধ্যাকাণ্ডে, বনবাস রসভাণ্ডে,
যমুনা নদীর তীরে বাস।
শ্রীল মহতাবচন্দ্র, মহীস্থ মহা মহীন্দ্র,
আজ্ঞায় রচিল বিপ্রদাস॥

৫২ সর্গঃ।

পয়ার।

অতঃপর রঘুবর গুণাকর রাম।
সেই নিশা গতা আশা উষার বিশ্রাম॥
রঘুবীর চক্ষে নীর করিয়া নিক্ষেপ।
লক্ষ্মণের উত্থানের উদ্যোগে আক্ষেপ॥
মন্দ মন্দ দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব মধুর নিস্বন।
হে সৌমিত্রে শুন চিত্র ডাকে পক্ষিগণ॥
বহুতর পিকবর উচ্চস্বর বনে।
বারম্বার শব্দে তার আশ্রম কাননে॥

পথশ্রম সুআশ্রম সম্ভ্রম বিহীন।
নিদ্রা যান হত জ্ঞান উপনীত দিন॥
নামবর্ণ পরিচ্ছন্ন কর্ণে প্রবেশনে।
ব্যস্ত ভাবে উঠিলেন কাকুৎস্থ তখনে॥
নিদ্রা ত্যাগ কষ্টভাগ নাশে জাগরণে।
গত ভ্রম পথশ্রম হত ক্রমগণে॥
প্রত্যুত্থানে জ্ঞানবান সন্ধান গমনে।
সুকোমল নদীজল মুখ প্রক্ষালনে॥
প্রাতঃক্রিয়া সমাপিয়া সন্ধ্যাদি বন্দন।
অপ্রকটে চিত্রকূটে করিলা গমন॥
শীঘ্রগতি রঘুপতি গিরিপতি পথে।
সমুদ্দেশ উপদেশ মতে মনোরথে॥
অল্পক্ষণে চিত্রবনে হয়ে উপনীত।
সীতা প্রতি রঘুপতি বাক্য সুধান্বিত॥
দেখ প্রিয়ে প্রকাশিয়ে প্রফুল্ল নয়ন।
কিবা চিত্র সুবিচিত্র চিত্রকূট বন॥
মালিনী কুসুম শ্রেণী মন্দাকিনী তীরে।
কিংশুক অশোক বক পংক্তি পুষ্পাশিরে॥
আলো করে গঙ্গানীরে কিংশুকের ফুল।
প্রদীপ্ত উদ্দীপ্ত রবি ছবি অনুকূল॥
চমৎকার কর্ণিকার স্বর্ণাকার ফুল।
রঙ্গে রঙ্গে রাঙ্গে নদী সুবর্ণ দুকূল॥
ভল্লাতক তিলক কেতক সকেতকী।
কাঁটাল হিন্তাল তাল তমালামলকী॥
ফল ভরে শোভা করে ভ্রমরে মণ্ডিত।
জীবন জীবন রক্ষা কর রসান্বিত॥
এই বনে অবস্থানে আছে সুখোদয়।
দুর্গ হয়ে স্বর্গপ্রায় চিত্রকূট রয়॥
দেখ প্রিয়ে নিরখিয়ে জুড়াবে নয়ন।
মধুভরে মধুকরে শোভা করে বন॥
বিহঙ্গম সঙ্গম কি মনোরম স্থান।
ডাকে ডাকে থাকে থাকে সুস্থ হয় প্রাণ॥
শুনি ধ্বনি প্রতি ধ্বনি করে নীলকণ্ঠ।
অস্ফুট জল কুক্কুট অধঃ করি কণ্ঠ॥
পরপুষ্ট করে তুষ্ট কুহু কুহু রবে।
গায়ক নায়ক গৃহে গায় যেন যবে॥
প্রতিস্বন কানন করিছে হয় জ্ঞান।
পুষ্পোপরে ভ্রমরে গুঞ্জরে স্নিগ্ধ প্রাণ॥
মন্দাকিনী কামিনীর কমনীয় স্থল।
শয্যাকারে সজ্জীকৃত কুসুম সকল॥
ক্রমে ক্রমে ভ্রমে ভ্রমে ভ্রমরী নিচয়।
নদী নীরে বৃক্ষশিরে তীরে পুষ্পময়॥
সুশীতল শিলা তল বিমল সুন্দর।
লতা নম্রমানা তাহে বিতান বিস্তর॥
অতি রমণীয় স্থল কমনীয় কান্তি।
সুকোমল দেখি স্থল পলায়িত শ্রান্তি॥
মাতঙ্গ উত্তুঙ্গ কত যূথে যূথে রয়।
বিহঙ্গম মনোরম করে রব চয়॥
অশেষ বিশেষ বেশ কুরঙ্গের কুল।
কুঞ্চিত কাননে ভ্রমে আরামে বিপুল॥
এই শৈলে তোমার সহিতে সুখে প্রিয়ে।
ভ্রমিব ভূধরে অঙ্গে অঙ্গ সমর্পিয়ে॥
এই স্থলে সুকোমলে আমার সহিত।
পাইবে পরম প্রীতি সুরতি বিহিত॥
দেখিবে সুমুখী যবে মন্দাকিনী নদী।
রমণীয় দর্শনীয় শৈলেন্দ্র সংসদি॥

পরে রাম গুণধাম চিত্রকূটে যান।
নানা কুসুমিত তরু তথা বিদ্যমান॥
সেইশৈলে সলিলে আবৃত নিরাবিলে
তার তলে তরুমূলে অতি সুশীতলে॥
আশ্রম উত্তম তথা করিয়া শ্রীরাম।
লক্ষ্মণ জানকী সহ করিলা বিশ্রাম॥
আনিয়া মাতঙ্গ ভঙ্গ তরু দারু সব।
বনান্তর হৈতে অতি সানন্দ রাঘব॥
লতা পাতা রচিত উচিত চন্দ্রাতপ।
নিবারিতে নিরন্তর রবি চন্দ্রাতপ॥
রচিলেন রম্য গৃহ পৃথক্ পৃথক্।
পর্ণশাল সুবিশাল সুরম্য রোচক॥
পর্ণশাল পরিষ্কার করেন শোধন।
শ্রীমান লক্ষ্মণ যাতে হয় সুদর্শন॥
পবিত্রা মৃত্তিকা লয়ে জনক নন্দিনী।
লেপন করেন পঙ্কে পঙ্কজনয়নী॥
আশ্রম রচনা করি কহেন লক্ষ্মণে।
রামচন্দ্র সুমধুর পবিত্র বচনে॥
অতি মনোরম মৃগ কর আহরণ।
শীঘ্র চারু মাংস চরু করহ পচন॥
সেই সুপবিত্র পাকে করিবারে যাগ।
আশ্রম দেবতা গণে দিতে অনুরাগ॥
সুযুক্তি রামের উক্তি করিয়া শ্রবণ।
নষ্ট করি কৃষ্ণ মৃগ আনিলা লক্ষ্মণ॥
করি মৃগ আহরণ জ্বালিয়া ইন্ধন।
পরিষ্কার পাক তাহে করিলা লক্ষ্মণ॥
কৃতাঞ্জলি কহিলেন শুন জটাধর।
হইল প্রস্তুত পাক সাঙ্গ রঘুবর॥
কর যাগ অনুরাগ যেরূপ অন্তরে।
আকাঙ্ক্ষিত দেবে সেব নির্ম্মল অন্তরে॥
লক্ষ্মণের বচনে শ্রীরাম কৃত স্নান।
যথা বিধি জপাদি করিয়া সমাধান॥
দীপ্তানলে মন্ত্র বলে অর্পিলেন ঘৃত।
দেবতা সহিতে পিতৃগণে পরিমিত॥
পবিত্র পত্রের পাত্রে করি পরিবেশ।
অর্পিলেন দেবে পিতৃগণে পরিশেষ॥
ভূতগণে বিধানে দিলেন বনে বলি।
পশ্চাতে লক্ষ্মণ সহ হয়ে কৌতূহলী॥
হুত শেষ ভোজন করেন দুই ভাই।
পর্ণশালে পর্ণপাত্রে দুঃখ মাত্র নাই॥
পরিবেষ্টা সদা চেষ্টা স্বামির সম্প্রীত।
পশ্চাতে ভোজনে সীতা যথা নারী রীত॥
বহুবিধ বিহঙ্গের সুবিচিত্র নাদ।
মনোরম কুসুমের সৌরভে উন্মাদ॥
নগোত্তমে নরোত্তম স্বদারা সহিত।
সলক্ষ্মণে সেই স্থানে অসংখ্য সম্প্রীত॥
চিত্রকূটে চিত্ররূপে বহে মন্দাকিনী।
চন্দ্রচূড় শেখরে যেমন শিখরিণী॥
পুষ্প ফলে কূলে অনুকূলে দিব্যগতি।
নিবাস নিয়মে তথা রঘুবংশপতি॥
অযোধ্যায় বনবাসে চিত্রকূট গিরি।
নিবাস নিশ্চয় যথা দেবী সুরেশ্বরী॥

৫৩ সর্গঃ

লঘু ত্রিপদী।

রাম গিরিবরে, দেখিয়া সত্বরে,
গুহ সুমন্ত্রের সহ।
গঙ্গাপার গত, রাম পরিণত,
কত শত বার দেহ॥
সুমন্ত্র সহিত, নিজপুরে স্থিত,
কিঞ্চিত্ বিলম্বে সুত।
গুহ আজ্ঞা লয়ে্য, যত অশ্ব চয়ে,
যোজনা করিছে দ্রুত॥
পুরী অযোধ্যায়, সুত যবে যায়,
পীড়িত অতি অন্তরে।
আত্মীয় রমণী, নরগণ ধ্বনি,
শুনিতে দেহ বিদরে॥
সর্ব্ব শূন্যা পুরী, বিহীন মাধুরী,
শব্দ হীন নিরানন্দ।
যত পুরবাসী, নৃপ দাস দাসী,
কেহ নহে সদানন্দ॥
নির্জ্জনে যেমন, ম্লান পদ্ম বন,
রব না করে ভ্রমর।
দেখে এই রূপ, সুপুরী বিরূপ,
সুমন্ত্র সুমন্ত্রি বর॥
হয়ে্য অতি দীন, নিতান্ত মলিন,
প্রবেশে শূন্য নগরী।
রত্ন বহু তর, করীন্দ্র বিস্তর,
তুরঙ্গ কুরঙ্গ ভারি॥
হয়ে্য হত শোভা, জন মনোলোভা,
শোকানলে সদা দহে।
যাবতীয় জন, নারী নর [illegible],
বিষণ্ণ বিমনাঃ রহে॥
এই চিন্তা করে, অযোধ্যা নগরে,
প্রবেশে সুত চিন্তিত।
রাম শূন্য রথে, হত মনোরথে,
দশরথের বিদিত॥
মন্ত্রিবর যায়, দেখিয়া তথায়,
শুধায় সহস্র জন।
সর্ব্ব গুণধাম, কোথা বল রাম,
এ সর্ব্ব জন জীবন॥
সুমন্ত্র সকলে, কহিছে কৌশলে,
ভূতলে হয়্যে উত্তীর্ণ।
গঙ্গা দেবী তীরে, রেখ্যে রঘুবীরে,
হইয়া অতি বিশীর্ণ॥
আজ্ঞা লয়্যে তাঁর, দেখ্যে গঙ্গা পার,
হইলেন রঘুপতি।
সীতা সমন্বিত, লক্ষ্মণ সহিত,
চিত্রকুট গত ইতি॥
মন্ত্রিবর স্থানে, শুন্যে হত জ্ঞানে,
যত পুরবাসি বর্গ।
জল পরিপূর্ণ, নয়ন বিঘূর্ণ,
দেহে বহু উপসর্গ॥
অহো অহো ধিক্, কি আর অধিক,
হইলাম প্রাণে হত
বহুতর খেদ, শ্রীরাম বিচ্ছেদ,
বাক্য এই রূপ যত

সুমন্ত্র সারথি, এই রূপ পথি,
জনগণ বাক্য শুনি।
আমি কি নির্লজ্জ,প্রাণে ধরি ধৈর্য্য,
ত্যজিয়া অমর ধুনী॥
বিশেষতঃ রাম; মনো অভিরাম,
পরিহরি ধরি প্রাণ।
পুনঃ অযোধ্যায়, আসিলাম হায়,
কি ধন লইতে দান॥
সদা মহোৎসব, সর্ব্বদা সুরব,
সতত জন সমাজে।
সর্ব্ব শূন্যা পুরী, বিহীন মাধুরী,
কি করি রব নির্লাজে॥
বিনা রঘুবর, সে নর কুঞ্জর,
সর্ব্বজন আকাঙ্ক্ষিত।
কি নাম ঘোষিব, কি দিয়া তোষিব,
কি দেখ্যে পাইব প্রীত॥
এই রূপ বহু, চিন্তা মুহু মুহুঃ,
করেয় পরে আর্ত্তনাদ।
পুর নারীগণে, সকলে রোদনে,
করয়ে রাম বিষাদ॥
সারথি কি জন্য, হয়্যে রাম শূন্য,
কোথা করেয় পরিত্যাগ।
অযোধ্যা নগরে, কি সুখে বিহরে,
পুনঃ করে অনুরাগ॥
এই রূপ অন্য, শোক হত গণ্য,
বচন শুন্যে সারথি।
ঈষদ্ চিন্তিত, সময় উচিত,
বিতিত ভাবিয়া পথি॥

ত্যজি সেই পথ, যথা দশরথ,
তথা গিয়া উপনীত
রথ হৈতে পথে, হত মনোরথে,
মন্ত্রিবর ত্বরান্বিত॥
নরবর পুরে, দেখিছে অদূরে,
সপ্তখণ্ডে খণ্ড সুখ।
শোক সমাবৃত, নরেন্দ্র আশ্রিত,
সর্ব্বজন অধোমুখ॥
পুরী হত শোভা, নহে মনোলোভা,
প্রভাহত যত জন।
পরে নরবর, নারীগণ স্বর,
অস্থির পরিবেদন॥
প্রাসাদে প্রনাদে, রামগুণ বাদে,
বিষাদে কাঁদে শিখরে।
শ্রীরাম সহিত, গিয়া বনে হিত,
বিহিত কেন না করে॥
রাঘব রহিত, হয়্যে উপস্থিত,
কি হিত কারণে মন্ত্রী।
অযোধ্যা নগরে, প্রবেশন করে,
কি তন্ত্রে হয়্যে সুতন্ত্রী॥
কি খেদ কি খেদ, হৃদয় সন্ভেদ,
শুধাবে কৌশল্যা রাণী।
সূত কোথা রাম, সর্ব্বগুণ ধাম,
কি কথা কবে না জানি॥
জন্মমাত্র জীব, শিব কি অশিব,
মরণ হয় নির্ণয়।
সমাগত কালে,দুঃখ মিলে ভালে,
মরণ বুঝিবা নয়॥

নতুবা ভক্ষনে, পুত্রে দিয়া বনে,
কৌশল্যা জীবনে রহে।
রাজস্ত্রী গণের, এই বচনের,
অর্থ তো নিরর্থ নহে॥
সত্য এই বাণী, পদে আমি মানি,
শোকানলে দহে স্নেহ।
রাজ গৃহে যায়, উৎকণ্ঠিত কায়,
সারথি করে কে স্নেহ॥
প্রবেশ করিয়া, অতি ক্ষীণ হৈয়া,
রাজারে দেখিয়া দীন।
অত্যন্ত উন্মনঃ, উন্মত্ত লক্ষণ,
পুত্র শোকে অতি ক্ষীণ॥
হত যত বল, সত্ত্বাদি সকল,
শোকানলে অভিভূত।
নিকটস্থ হয়্যে, কিছুকাল রয়্যে,
দেখিয়া অতি অদ্ভুত॥
করিয়া প্রণতি, চাহিয়া নৃপতি,
বলিছে রামের কথা।
করে্য কৃতাঞ্জলি, বিস্তারে সকলি,
কহিছে কাননে যথা॥
করিয়া শ্রবণ, সম্ভ্রান্ত চেতন,
নৃপতি সংজ্ঞা রহিত।
আসন হইতে, পতিত মহীতে,
দুঃখিত শোকে মূর্চ্ছিত॥
নৃপ নৃপাসন, ত্যাগী নারীগণ,
দেখি পুরস্থিত যত।
বাহু প্রসারিয়া, নরেন্দ্রে ধরিয়া,
তুলিতে সবে উদ্যত॥

পতিরে পতিত, ভূমিতল গত,
সুমিত্রা কৌশল্যা আদি।
রমণী সকলে, দেখ্যে অকৌশলে,
বলে হা বিধি কি বাদী॥
কালের উচিত, বলে উপনীত,
তব সুত পুর ভাগে।
দুষ্কর কানন, ত্যজিয়া সজ্জন,
আইল তোমার আগে॥
কেননা জিজ্ঞাস, যেন হত শ্বাস,
ঘৃণায় লজ্জায় তুমি।
ভূমিতলে লুঠ, নৃপ উঠ উঠ,
কি লজ্জা এ তব ভূমি॥
এ নহে সময়, শুন মহাশয়,
তনয় কি লজ্জা তায়।
যে সুত কাননে, মোহ সে কারণে,
জিজ্ঞাস না কেন হায়॥
কদাচিত্ যদি, কেকয়ী বিবাদী,
তুমি গুণনিধি তাত।
সুত উপস্থিত, জিজ্ঞাসা উচিত,
সুখ দুঃখ বিধি হাত॥
এই কথা বলে, রাণী শোকানলে,
দগ্ধ হয়্যে মূর্চ্ছা যায়।
পতিতা ভূতলে, নয়ন কমলে,
সলিলে ভাসিছে কায়॥
করিয়া বিলাপ, বহুতর তাপ,
পতিরে পতিত দেখে।
শোকে সুলোচনা, করুণ নিস্বনা,
কাঁদে দেহে রজঃ মেখ্যে॥

পুরস্ত্রী গণের, শব্দ রোদনের,
শ্রবণে শ্রবণ জ্বলে।
কি বৃদ্ধ তরুণ, সবে সকরুণ,
ভাসিছে নয়ন জলে॥
গৃহে গৃহে নারী, কাঁদে শারী শারী,
না পারি সহিতে দুঃখ।
রাম শূন্য রথ, মূর্চ্ছা দশরথ,
সকলে রহিত সুখ॥
রামে রেখ্যে বনে, পুনশ্চ গমনে-
সুমন্ত্রের অযোধ্যায়।
চতুঃপঞ্চাশত্‌, সর্গ তাহে গত,
শুন্যে সাধু মোহ পায়॥

৫৪ সর্গঃ।

পয়ার।

অনন্তর নরবর সুস্থির চেতন।
ধরাধর পীঠোপর দৃঢ়তরাসন॥
জিজ্ঞাসেন সূতে নৃপসুতের বচন।
তুর্ণ জলপূর্ণ চক্ষুঃ সুদীন যেমন॥
পরিহরি বনে করি নবীন বন্ধনে।
নগরে রোদন যথা করে প্রতীক্ষণে॥
আশা নাশ দীর্ঘশ্বাস অতি উষ্ণতর।
বারম্বার ত্যজে আর অপার কাতর॥
রথে রেণু পূর্ণ তনু সম্মুখে সারথি।
করে কর করি রহে স্মরি দাশরথি॥
চক্ষে বহে জল ধারা ধরাধর ধারা।
সূতে সূত প্রশ্নে বাক্য নিমীলিত তারা॥
হে সুমন্ত্র মন্ত্রিবর রঘুবর রাম।
সুস্থানে কুস্থানে কোন্‌ স্থানে গুণধাম॥
কহ কহ রহ রহ অহরহ কথা।
কোথাথেক্যে কোথারেখে দিতেএলে ব্যথ
কোন্‌স্থানে বিসর্জ্জনে রাঘবেরে তুমি।
আমার নিকটে এল্যে এ অযোধ্যা ভূমি।
রাম রমণীয় অতি কমনীয় কায়।
কাননীয় দুঃখ নহে সহিষ্ণুতা তায়॥
ভূপতি নন্দন ভূমি শয়নে কেমনে।
রহিবেক রাজীব লোচন রাম বনে॥
কি প্রকারে বিজনে অত্যন্ত ঘোর বনে।
বীর চূড়ামণি গেল চলিয়া চরণে॥
সদা সিংহ শার্দ্দূল সঙ্কুল সেই স্থল।
অনাথ জনের প্রায় যাত্রা সুকোমল॥
যে জনার গমনে পশ্চাতে গামী নর।
অশ্বরথ অসংখ্যক কুলাদ্রি কুঞ্জর॥
সুকুমার অঙ্গ যার শিরীষ কুসুম।
পদব্রজে রামব্রজে ব্রজে শুণ ভ্রম॥
সুকুমারী তপস্বিনী জনক তনয়া।
রাম অনুগতা সীতা সাধ্বী সর্ব্বজয়া।
কোটী কোটী কণ্টকে কুটিল দুর্গবন।
কি রূপে যাইবে রাম চাপিয়া চরণ॥
অপ্রমিত তেজস্বী তনয় সুকুমার।
বিশেষতঃ অনুগত লক্ষ্মণ তাহার॥
ভক্তিভাবে ভ্রাতৃ অনুগামী গুণাকর।
তুমি সিদ্ধ কৃতার্থ সুমন্ত্র মন্ত্রিবর॥

যেহেতু মম কুমার শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তপস্যায় দীক্ষিত করেছ নিরীক্ষণ॥
নর নারায়ণ ঋষি তুল্য সুতদ্বয়।
কি কহিল কহ সূত রাম দয়াময়॥
কি বলিল সুকোমল সুমিত্রা সন্তান।
স্বামি পরায়ণা সীতা সাধ্বীর আখ্যান॥
গমন শয়ন আর ভোজন বিষয়।
অযোধ্যা অবধি বন সীমা সমুদয়॥
অশেষ বিশেষ শেষ বৃত্তান্ত সকল।
সীতা রাম লক্ষ্মণের গমন কৌশল॥
এই প্রশ্ন শুনি মন্ত্রী নরেন্দ্র বদনে।
সমুদায় কথা কয় সজল নয়নে॥
পুরী হৈতে পরিসীমা অশেষ বিশেষ।
যেং বার্ত্তা বনযাত্রা যেং উপদেশ॥
এই উক্তি উক্ত হয়ে নৃপ মন্ত্রিমুখে।
রহিলেন চিত্রিত পুতুলী প্রায় দুঃখে॥
পরে সূত রামের সন্দেশ বাক্য কয়।
কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বকে কথিত সমুদয়॥
রামচন্দ্র নিত্য নত নরেন্দ্র তোমারে।
কহিলেন আলিঙ্গন করিয়া আমারে॥
শুন সূত হয়ে দ্রুত করিবে গমন।
মম কৃতাঞ্জলি নৃপে জানাবে যখন॥
অগ্রে হয়ে বিনীতমস্তক প্রণমিয়া।
নৃপেন্দ্র কুশল বার্ত্তা অগ্রে জিজ্ঞাসিয়া॥
পরে পিতা জিজ্ঞাসিলে আমার মঙ্গল।
কহিবে নৃপতি তব মঙ্গলে মঙ্গল॥
তব অনুগ্রহে অনুগ্রহী চিরদিন।
না করি শোচনা শোচ্য নহি তবাধীন॥
কি দোষ নৃপের দোষ আমার লালাটি
রাজ্য নাশ বনবাস দুঃখ পরিপাটী॥
জাত মাত্র জীবের যাতনা সুখ যোগ।
ভবিতব্য মতে ভূপ কুভোগ সুভোগ॥
অতএব আপনি আমার শোচ্য নহ।
আমি নহি তব শোচ্য ভাবি অহরহ॥
যদি চাও আমার কল্যাণ নরবর।
না করিবে শোচনা না হইবে কাতর॥
নিত্য তুমি আমার সকল মাতৃগণে।
জিজ্ঞাসিবে কুশল কৌশল সুবচনে॥
অশেষ বিশেষ রূপে করিয়া প্রণতি।
অভিবাদনাদি কর্ম্ম সুনীতি পদ্ধতি
সমাপিয়া সমুদায় কৌশল্যা নিকটে।
আমার কুশল বার্ত্তা কহিবে প্রকটে॥
মম শোকে সুকাতর জনক সতত।
জননি কুকথা না কহিবে রবে নত॥
করিবে শুশ্রূষা নিত্য স্বামির সেবন।
আমাদের শোকে শোচ্য নহেন যেমন॥
পুনর্ব্বার আমার গমনে তুষ্টা রবে।
মম স্নেহে নৃপে নাহি নিশ্বাস ত্যজিবে।
কহিবে ভরতে মাত্র এই কথা তুমি।
সদা শ্লাঘ্য তোমার সম্প্রাপ্ত রাজ্য ভূমি॥
সমভাব ভাবিবে সকল মাতৃগণে।
নরাধিপে পূজিবে রাখিবে শুশ্রূষণে॥
তোমার সেবায় সদা রহেন সন্তোষ।
এই রূপ করিবে না লবে কোন দোষ॥
ইত্যাদি অনেক বাক্য ধর্ম্ম রক্ষা যায়।
কহিলেন দয়াময় শ্রীরাম আমায়॥

বাষ্পবারি পরিপূর্ণ তোমার সন্তান।
রুদ্ধ আত্মা হইলেন মম বিদ্যমান॥
নির্দ্দোষ লক্ষ্মণ অল্প রোষ সমাশ্রিত।
সুমিত্রা তনুজ বাক্য তিক্ত সুধাশ্রিত॥
কোন্ অপরাধে অনুরোধে পুত্র ধন।
জিজ্ঞাসিবে সূত পিতা পাঠান কানন।
আমি রামানুজ কিবা অপ্রিয় তাঁহার।
করিয়াছি কুকর্ম্ম ফলিল ফল তার॥
রাম পরিত্যাগে কিছু না দেখি কারণ।
কেকয়ীর প্রিয় হেতু পুত্রে দেন বন॥
অথবা কেকয়ী লয় পূর্ব্বে বরদান।
পুত্রে বন সে কি দান সাধু সমাখ্যান॥
কীর্ত্তি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ যাহাতে বুদ্ধি রোধ।
নহে কথা যশস্করী নহে সাধু বোধ॥
সৎপুত্রের সৎকার সকলে করে তাই।
পিতা হয়ে কাননে পাঠায় শুনি নাই॥
আমার সতত এই হেতু স্নেহ ত্যাগ।
না জন্মায় যথার্থ জনকে অনুরাগ॥
পিতা মাতা সুহৃৎ আমার অদ্য রাম।
বন্ধু গুরু লোক প্রিয় নাথ সুখধাম॥
এমন সন্তান গুণবান কুল শ্রেষ্ঠ।
রাঘবে লাঘব নাহি সদা সুত জ্যেষ্ঠ॥
তাঁরে রাখি কাননে কেমনে রাখ প্রাণ।
ভরত হইতে ইচ্ছা কর কি কল্যাণ॥
ভরতের বিদ্যমানে নৃপ সন্নিধানে।
এই কথা কহিবে সারথি সাবধানে॥
যদ্যপি শ্রীরামচন্দ্র হইতে কল্যাণ।
বাঞ্ছা কর ভরত থাকিবে সাবধান॥
মাতৃগণে যতনে জানিবে সম ভাব।
সকলের সেবায় করিবে ধর্ম্ম লাভ॥
পরিত্যাগ করি রাজ্য বিষয়াভিমান।
কহিবে সহিবে নিত্য রহিবে কল্যাণ॥
জানকী জনক সুতা ত্যজিয়া নিশ্বাস।
বাষ্পবারি আর্দ্রীভূত পরিধেয় বাস॥
অত্যন্ত চিন্তিত চিত্ত চতুর্দ্দিক চেয়ে।
অদৃষ্ট ভাবিয়া কষ্ট চিত্তে সম্বরিয়ে॥
রাজকন্যা ধরা ধন্যা তায় যশস্বিনী।
অশ্রুপূর্ণনয়না সুদীনা নিতম্বিনী॥
ভাল মন্দ কোন কথা না কহিয়া সতী।
শুষ্কমুখী নিরীক্ষণ করি নিজ পতি॥
বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিয়া কেবল।
আমার নিমিত্ত দুঃখে চক্ষুঃ ছল ছল॥
রাম গুণধাম অশ্রু পরিপূর্ণ মুখ।
কৃতাঞ্জলি করিয়া শোকার্ত্ত ভেবে দুঃখ
উদ্দেশে প্রণাম করি তব পদদ্বয়ে।
শোকে সমাকুল চিত্ত সীতা রামভয়ে॥
পঞ্চ পঞ্চাশত্ সর্গ সাঙ্গ সমুদায়।
শ্রীরাম সন্দেশ কথা কাণ্ড অযোধ্যায়॥

৫৫ সর্গঃ।

লঘু ত্রিপদী।

শ্রীরাম কথন, করিয়া শ্রবণ,
নৃপ দীন হীন প্রায়।
শ্রীরাম সন্দেশ, শুনিব বিশেষ,
শেষ কহ পুনরায়॥

নৃপতি বচন, করিয়া শ্রবণ,
রোদন বদন স্থত
বাষ্প কণ্ঠ অতি, সম্বোধি ভূপতি,
রাম শোকে অভিভূত ॥
হইয়া সভ্রান্ত, রাঘব বৃত্তান্ত,
একান্ত বিস্তার করে।
হয়ে জটাধর, দুই সহোদর,
বল্কল পরিয়া পরে ॥
হয়ে গঙ্গা পার, নরেন্দ্র কুমার,
প্রয়াগ মুখে সঙ্গত।
নৃপ অনন্তর, শ্রীরাম অন্তর,
হয়ে পর অশ্ব যত ॥
বাষ্প বারি পূর্ণ, শরীর বিঘূর্ণ,
তূর্ণ করিয়া রোদন।
রাম মুখ চাহে, রথ নাহি বাহে,
হ্রেষা হে রঘুনন্দন ॥
নৃপ সুত দ্বয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে,
দাঁড়ায়ে জাহ্নবী তীরে।
পুনরাগমন, নহে মম মনঃ,
ডাকেন যদ্যপি ফিরে ॥
তোমার গৌরবে, গুহ আদি সবে,
রাঘবে করিয়া দৃষ্টি
রামে অনুরাগ, গৃহ ধর্ম্ম ত্যাগ,
না ভাবি বিভাগ সৃষ্টি ॥
কি কব অপর, আমি তো কিঙ্কর,
সহজে কাতর প্রাণ।
বনে তরু কুল, রামে অনুকূল,
আমূল সমস্ত ম্লান ॥
সপত্র স্তবক, অঙ্কুর নবক,
পাবক প্রদানে যথা।
নদী নদ গণ, সবাষ্প বদন,
করিছে রোদন তথা ॥
মলিন প্রসূন, কুল নৃপ শুন,
দ্বিগুণ পদ্মিনী গণ
বিগত কিরণ, স্তব্ধ সমীরণ,
নিস্বন হীন বিজন ॥
মৃগ কুল ম্লান, রামে করি ধ্যান,
করিলে প্রস্থান ভানু।
না করে চারণ, খাদ্যাবধারণ,
জঙ্গমে জড়িত জানু ॥
লক্ষ লক্ষ পক্ষী, আহার উপেক্ষি,
স্থির তর বৃক্ষোপরে।
রামেন্দু বদন, করি নিরীক্ষণ,
নীরব রোদন করে ॥
জলজন্তু যত, স্বস্থানে সংযত,
নহে অহে নৃপবর।
স্থল স্থিত জন, নহে নিযোজন,
স্বস্থান সংভ্রষ্ট নর ॥
পরে তব পুরে, পথি দুরাদুরে,
পুর জন পুরে যত।
শ্রীরাম শোচন, না করে যে জন,
না দেখি সে জন কত ॥
অযোধ্যা নগরে, মম কলেবরে,
নারী নরে নিরখিয়া।
নিন্দে অনুক্ষণ, কি পাপী এ জন,
এলো রামে বনে দিয়া ॥

দুঃখে দহে অঙ্গ, বিনা রাম সঙ্গ,
কি রস ভঙ্গ ইদানী।
কি হবে কি হবে, রাম রাম রবে,
কত দিন রবে প্রাণী॥
বিমানে শ্রীমানে, না দেখে কি মানে,
জীবনে কি মানে ধৈর্য্য।
অট্টালিকোপরে, গবাক্ষে নগরে,
নাগরী না ধরে ধৈর্য্য।
রাম ত্যাগী আমি, হয়ো পুরগামী,
দেখে স্বামী মম মুখ।
হইয়া আতুরা, বিবর্ণা বিধুরা,
চক্ষে ধারা ভাবি দুঃখ।
হয়ে অতি দীনা, নবীনা প্রবীণা
প্রক্ষীণা সর্ব্ব নাগরী।
অযোধ্যা প্রবেশে, নিন্দিছে বিশেষে
সহি শোকে সে কি করি
কহে অহে পাপ, সুমন্ত্র কি তাপ
দিলে আলাপ এ মাত্র।
কোথা রেখে রামে, সর্ব্ব গুণধামে,
স্বধামে দহিলে গাত্র।
কি তব চরিত্র, কি চিত্র বিচিত্র,
মিত্র কি অমিত্র মনে।
নিবাস প্রবীণ, কিবা উদাসীন,
সর্ব্বজন জনরবে।
অত্যন্ত পীড়িত, আমি পরিচিত,
এই কি উচিত ভূপ।
সবে ভাবে শোক, না দেখি বিশেষ,
কি কব বিশেষ রূপ॥

নৃপ অতি দীন, পুরবাসী ক্ষীণ,
পীড়া মলিন বদন।
ম্লান উপবন, যত বৃক্ষ গণ,
সুস্থ নহে কোন জন॥
ক্রন্দিত মুদিত, অত্যন্ত পীড়িত,
ঘোরতর শব্দ করে।
নিরানন্দ ময়, উৎসাহ সঞ্চয়,
না করে শরীরে নরে॥
নাহি বষট্কার, মঙ্গল সঞ্চার,
হাহাকার রব করে।
গতে রাম বনে, আকুলিত জনে,
বেষ্টিত তব নগরে।
ইত্যাদি অনেক, শ্রীরাম বিবেক,
বলে সুমন্ত্র মুখে।
করুণ ভারতী, শ্রবণে ভূপতি,
ভাসিল অত্যন্ত দুঃখে।
বাষ্পবারি পূর্ণ, অতিদীন তূর্ণ,
কহিলা ভূমিপ ভাষা।
মিথ্যা উপচার, করিয়া প্রচার,
কেকয়ী করে কি দশা।
হইয়া লক্ষিত, না করে কিঞ্চিত্,
মন্ত্রণা সুমন্ত্রি সহ।
ধর্ম্মশীল জন, পর গুরুগণ,
সম্ভাষিত অহরহ॥
পাইবারে তাপ, ছিল কোন পাপ,
জিজ্ঞাসা না করি কারে।
সহসা বিমূঢ়, হইলাম রূঢ়,
কেকয়ী নিগড়াগারে॥

ভবিতব্য যাহা, কে খণ্ডিবে তাহা,
হাহা কি বিধি নির্দয়।
শিব শিব শিব, কি আর অশিব,
রাম বিনে জীব রয়॥
না করি বারণ, দুঃখ নিবারণ,
সে নর বারণ রামে।
তুমি মন্ত্রিবর, নিবারণ কর,
রঘুবরে আন ধামে।
বিনা রঘুবরে, আর কলেবরে,
ধরিতে না পারি আমি।
রাম গত বন, না রহে জীবন,
শমন ভবন গামী॥
কিন্তু গতায়াতে, বিলম্ব তাহাতে,
মন্ত্রি বহুকাল হবে।
রথে শীঘ্রগতি, স্থাপি মহামতি,
শ্রীরামে দেখাও তবে॥
সে নর কেশরী, স্কন্ধ আহা মরি,
মহাবাহু মম কোথা।
সুমিত্রা নন্দন, কোথা বা লক্ষ্মণ,
নন্দন সজ্জন যথা॥
যদি প্রাণে স্থিত, জানকী সহিত,
দেখুক এ পাপি জনে।
পূর্ণচন্দ্র কান্ত, বদন সম্ভ্রান্ত,
দেখিতে কি পাব বনে॥
সুচারু নলিন, দল সুলক্ষণ,
সুলোচন ঘন শ্যাম।
যদি না দেখিব, জীবন ত্যজিব,
যাইব শমন ধাম॥

সুমন্ত্র সুপ্রিয়, স্বতঃ পরকীয়,
যদি তব করে্য থাকি।
তবে কি অধিক, মম প্রাণাধিক,
দেখাবে দেখিব বা কি॥
রাখিবে জীবনে, অতি সযতনে,
রাম প্রবাস সলিলে।
বাষ্প শোকচয়, বেলা তাহে বয়,
অগাধ ভীষণাতলে॥
কষ্টে হয়ে্যা মগ্ন, অতিশয় ভগ্ন,
সুঘোর তরঙ্গ ভ্রমি।
রাম শোকার্ণবে, কি হবে কি হবে
সদা হাহা রবে ভ্রমি॥
সুপুত্র বিয়োগ, এই মহারোগ,
দুঃখে আয়ুঃ প্রায় গত।
এ শোক সাগর, অত্যন্ত দুস্তর,
নিস্তার কর নিয়ত॥
হা রাম সুভুজ, হাহা রামানুজ,
পাইবে কে বৈদেহি।
সুদুঃখ পীড়িত, অনাথ প্রমত্ত,
জানিয়া দর্শন দেহি॥
কে আছে এমন, হে রঘুনন্দন,
দুর্জ্জন দুষ্কৃত কারী।
অন্তর্গত প্রাণ, ততোধিক প্রাণ,
রামধন বনচারী॥
দেখিতে না পাব, যমভূমি যাব,
রোদন রাঘব রবে।
এই রূপ তাপ, করুণা বিলাপ,
করিলা ভূপতি যবে॥

দুঃখে হৃত নীত, মৃত অনুমিত,
সহসা মূর্চ্ছিত তায়।
পতিত ভূতলে, হাহারাম বোলে,
সঘন কম্পিত কায়॥
হইয়া নির্জ্জীব, পতিত পার্থিব,
বিমূঢ় করুণ অঙ্গ।
উপরি ধরার, পড়ে্য পুনর্ব্বার,
দেখিয়া দুঃখ তরঙ্গ॥
জন্মিল মমতা, পরে রাম মাতা,
কাঁদিয়া করিয়া তাপ।
অযোধ্যায় ভাষে, বিপ্রবিপ্রদাসে,
কোশল্যা পতি বিলাপ॥

৫৬ সর্গঃ

পয়ার।

হৃত জনে গত ধনে সুদুঃখী যে রূপ
নৃপতি পতনে ধরাসনে সেই রূপ॥
কান্দেন কোশল্যা দেবী করিয়া বিলাপ।
সুমন্ত্রের প্রতিবাক্যে এরূপ আলাপ॥
লও লও সুমন্ত্র রামের সন্নিধানে।
যথায় যশস্বী পুত্র দেখ্যে বাঁচি প্রাণে।
সুমন্ত্র সারথিবর কর অবধান।
বিনা রাম নাহি রহে পাপিনীর প্রাণ।
এ দেহ ধরিতে নাহি উৎসাহ আমার।
সারথি লইয়া চল যথায় কুমার॥
কর রথ কানন গমনে সুসজ্জিত।
রামের নিকটে চল হয়ে্য ত্বরান্বিত॥
যদ্যপি না যাবে যথা কুমার আমার।
শেষ যাত্রা করি তবে সাক্ষাতে তোমার
চক্ষুঃ জলে ভাসি বলে সুমন্ত্র সারথি।
কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বকে ভাবিয়া দাশরথি॥
কৌশল্যার প্রতি সূত করিছে আশ্বাস।
কল্যাণি না কর শোক না ত্যজ নিশ্বাস
নাহি কর সন্তান বিয়োগ জন্য শোক।
সুখী রাম তথায় যেমন দেব লোক॥
লক্ষ্মণ লক্ষণ যুক্ত চাপিয়া চরণ।
সুখী সর্ব্বকাল তাঁর বন নহে বন॥
স্বধর্ম্মে নিয়ত সদা করি শুদ্ধাচার।
পরলোক প্রাপ্ত নন রাঘব কুমার।
জানকী নির্জ্জনে বনে রাম বাহু বলে।
শচী সম সীতা তুষ্টা যথা স্বর্গ স্থলে॥
নহেন বিশীর্ণা দীনা রাজ কন্যা বনে
রচিত প্রতিভা প্রভা যথা সূর্য্য সনে॥
নগরে শোভিতা সীতা অযোধ্যা আরামে
পূর্ব্বে যথা তথা বনে রঞ্জিতা শ্রীরামে॥
না কর শোচনা দেবি বৈদেহী কারণ
পূর্ণচন্দ্র নিভাননা জানকী যেমন।
অতুল সম্প্রীতি লাভ করেন জানকী।
সুখদ সম্প্রীতে যথা সুখে রহে শুকী॥
রাম গত হৃদয় জীবন রামাধীন।
অযোধ্যা অটবী প্রায় হৈলে রামহীন॥
পথে২ সীতা দশরথের সন্তানে।
জিজ্ঞাসেন জানকী সন্তোষ প্রাপ্তা মনে
কোন্ বন এ বন নগর রঘুবর।
কমলাক্ষ কহ এই কোন্ সরোবর॥

হে সুহৃদ এ সরিত্ কিবা ধরে নাম।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মধ্যে করিয়া বিশ্রাম॥
শ্রীবিষ্ণু বাসর মাঝে কমলা সমান।
বিরাজেন বিধুমুখী নহে মুখ ম্লান॥
পথশ্রম সম্ভ্রম বিভ্রম মাত্র নাই।
সন্তাপ রহিতা সীতা সুখে সর্ব্বদাই॥
সদ্ভাব প্রভাব অঙ্গে সর্ব্বদা সীতার।
কোন হানি ঠাকুরাণি না হয় সঞ্চার॥
শতদল সুনির্ম্মল শশি সম দ্যুতি।
বদন নয়ন জ্যোতিঃ না হয় বিচ্যুতি॥
অলক্তক যাবক জিনিয়া পদতল।
সহজেতে প্রভাতের আদিত্য মণ্ডল॥
সেই রূপ রাজে রক্ত রাজীবের প্রায়।
নূপুর রহিত গঞ্জে খঞ্জনে তথায়॥
ক্ষিতিতলে খেলিছেন ক্ষিতীন্দ্র কুমারী।
ভর্ত্তার অনুগা যথা কমলা সুন্দরী॥
সিংহ বনমাতঙ্গ শার্দ্দূল নিরীক্ষণে।
উদ্বেগ রহিতা সীতা সর্ব্বকাল বনে॥
স্বামি বীর্য্য বলাশ্রয়ে নির্ভয়ে গমন।
তথা তব পুত্র রাম সুমিত্রা নন্দন
দেহে গ্লানি কোন গ্লানি না হয় শরীরে
পরস্পর প্রিয় ভাব দুই রঘুবীরে॥
প্রিয়বাদী বিসম্বাদী নাহি কোন জন।
পিতা মাতা প্রভৃতি ভাবনা শূন্য মনঃ॥
উভয়ে উভয় হিত হিত জানকীর।
না কর শোচনা দেবি চিত্ত কর স্থির॥
উপস্থিত চরিত্র যে সকল সংপ্রতি।
আচরেন লক্ষ্মণ জানকী রঘুপতি॥
এই সব সুখ্যাতি রহিবে তিন লোকে।
মনঃ স্থির কর দেবি পরিহর শোকে॥
মহত্তম রঘূত্তম মহর্ষি সমান।
তপস্যায় তনয় তোমার বর্ত্তমান॥
সত্যে রত মহাব্রত মহা তপঃকারী।
মহাত্মা মুনীন্দ্র বৃত্তি ফলমূলাহারী॥
সুমন্ত্রের সুন্দর আশ্বাস হিত কথা।
শ্রবণে জীবনে তুষ্টা নষ্টা মনো ব্যথা॥
তথাপি তনয় প্রিয়া কোশল নন্দিনী।
প্রলাপ আলাপ ত্যাগ না করেন রাণী॥
প্রিয় পুত্র লালসে নরেন্দ্র বর জায়া।
আশ্বাসে বিশ্বাস নাহি শোকদগ্ধ কায়া
অযোধ্যায় সৎকথা কৌশল্যা সমাশ্বাস।
সপ্ত পঞ্চাশত্ সর্গ ভণে বিপ্রদাস॥

৫৭ সর্গঃ।

ত্রিপদী

নৃপতি শোক বিহ্বলে, নিমগ্ন শোক কল্লো-
লে, শয়ন সমুদ্র সমতুল।
পশ্চাতে মূর্চ্ছিত তাপে, কৌশল্যা নাথে
আলাপে, জলপূর্ণ নয়ন অতুল॥
বারম্বার আসে যায়, প্রাণ মৃতজন প্রায়,
কহিলেন রাণী এই কথা।
যদ্যপি নরেন্দ্র তব, ত্রিভুবন অনুভব,
যশঃ পুঞ্জ পদ্মকান্ত যথা॥

তথাপি তনয় বনে, পাঠাইয়া ত্রিভুবনে,
সেই যশঃ নির্যাস প্রনষ্ট।
এই রূপ অনুমান, মম চিত্তে বর্ত্তমান,
হা নাথ অনাথ এ কি কষ্ট॥
কে আছে এমত জন, পরম প্রিয় নন্দন,
অকার্য্য করণ ত্যাগ কারী।
সে পুত্রে পাঠায় বন, হয়ে প্রতিশ্রুত জন,
বিশেষতঃ নৃপ দণ্ডধারী॥
রাজ্যাভিষেচন জন্য,আনিপুত্র অগ্রগণ্য,
অরণ্যে অর্পণ কি উচিত।
যদি প্রিয়পত্নী পক্ষে,সহায়তা করে রক্ষে,
শুভ চক্ষে চাহি বরার্পিত॥
তবে তুমি কি কারণ,শ্রীরামে অভিষেচন,
প্রতিজ্ঞা করিলে নৃপবর।
অসত্য বাদিত্ব হেতু, চিত্বদ্ধ ভয় সেতু,
ভার্য্যা পক্ষে করিয়া নির্ভর॥
আনীত জানিত সুত, সুপ্রিয় পরম পূত,
বাক্য দত্ত রাজত্ব প্রদানে।
স্ত্রী হেতু কামের সেতু,বদ্ধ করে ধূমকেতু,
তারা প্রায় ভয়দ বিমানে॥
অধিক কি কব প্রিয়,হইলে অজিতেন্দ্রিয়,
দেখ তব উভয় সমান।
না করিয়া সুবিচার, পক্ষপাত প্রতীকার,
না দেখি জগতে বর্ত্তমান॥
সর্ব্বদা অমৃত বাদী, কেবা তব প্রতিবাদী,
সেবায় সংযত সর্ব্বকাল।
ঈক্ষাকু নৃপতি বংশ,সত্যবাদী সত্যঅংশ,
বিখ্যাত সকল ক্ষিতি পাল॥
সেই বংশে জন্ম তব, প্রতিজ্ঞায় পরাভব
যৌবরাজ্য নাহি দিলে রামে।
চিরদিন এইশোক,ঘুষিবে সকল লোক
কলঙ্ক রহিবে তব নামে॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মা প্রজাপতি, সত্য পরীক্ষায়
মতি, তুলাদণ্ড করিয়া ধারণ
অশ্বমেধ দশশত, এক তুলে অবস্থিত,
অন্যতুলে সত্যকে ধারণ॥
তুলিয়া আপন করে, প্রজানাথ দেখ্যে
পরে, বহুযজ্ঞ হৈতে সত্য ভারি
এই হেতু সাধুজন, করেন সত্যরক্ষণ,
যাবৎ জীবন সত্যাচারী॥
নাহি সত্য সম ধর্ম্ম,তিনলোকে অন্যকর্ম্ম
সত্য হৈতে সোম প্রাপ্ত হয়।
সোমপ্রাপ্ত হৈলে পরে, ব্রহ্মলোক পায়
নরে, অন্তে হয় অমৃত সঞ্চয়॥
জলে জন্মে অগ্নি ধারা, অগ্নিহৈতে বসু-
ন্ধরা, ধরায় সকল প্রাণিগণ।
সত্যের সঞ্চারে রবি,তাপক বলেন কবি,
সত্যে শশী করেন প্লাবন॥
সত্যেতে সম্ভূতামৃত, সত্যহীন জন মৃত,
সত্য হৈতে প্রতিষ্ঠিত লোক।
সত্যরূপী ভগবান্, বৃষরূপে অধিষ্ঠান,
নাম ধর্ম্ম সদা হত শোক॥
স্বর্গ আর অন্তরীক্ষ, ধরণী ধারণাধ্যক্ষ,
সত্যমাত্র কর নির্দ্ধারণ।
সত্যধর্ম্মে করে বল,মনে করে যে সকল,
সত্য লোক গত সাধুজন

সে লোক যে লোক করে, শতক্রতু হয়ে।
পরে, সাধু পথে করয়ে গমন।
সত্যবাদী রাজাগণ, প্রতিজ্ঞা করি পালন,
সেই সেই লোক প্রাপ্ত হন॥
যে পথে পথিক বিধি, সেই পথে যত্রাবিধি
সতের সম্মত চির যথা।
সাধু মতে নৃপবর, দুই পথ মান্য তর,
অহিংসা অপর সত্য কথা॥
যথা ধর্ম্ম অধিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান,
সেই ধর্ম্ম সাধুগণ তরে।
সেই ধর্ম্ম হে রাজন, তুমি কর উৎসাদন,
কৃতধ্বংসী কি আর অপরে॥
এই ধর্ম্ম তবাশ্রয়, ধর্ম্মে থাকি মহাশয়,
মন্থন করিলে যশঃ সিন্ধু।
প্রসূনে প্রসবে গন্ধ, প্রসবয়ে মকরন্দ,
প্রতি বাত নহে এক বিন্দু॥
ধর্ম্মজ অপূর্ব্ব গন্ধ, মনুষ্যের পুণ্যগন্ধ,
দুই গন্ধ না হয় সমান।
অগুরু চন্দন অতি, মহামূল্য মহামতি,
চির দিন নহে বর্ত্তমান॥
যথা গন্ধ কীর্ত্তিময়, সাধুর চিরস্থ হয়,
তথা নয় অন্য গন্ধ গণ।
এই গুণ হর গন্ধ, তব কৃত সুদুর্গন্ধ,
চিরকাল চরিবে ভুবন॥
অশুভ প্রধান কর্ম্ম, নাশিয়া সমস্ত ধর্ম্ম,
রহিবে অসংখ্য সংবৎসর।
ভ্রূণহত্যা বহুতর, করেছিলে নরবর,
এই কর্ম্মে অনুমান পর॥

প্রেয়সীরে দিয়া ধরা, রামে বনবাসী করা,
এ ধারা কি ধারা ধরাপতি।
কহিত কেকয়ী যদি, নিবারিয়া দুঃখনদী,
রাঘবে বিনাশ মহামতি॥
এমন ধার্ম্মিক তুমি, থাকিতে লইল ভূমি,
দুর্ল্লভ কি ছিল বল তায়।
আমার কপাল ক্রমে, না যাচিল রঘূত্তমে,
প্রাণ রক্ষা পেলো পুত্র যায়॥
কি কহিব প্রাণ দহে, এ অতি অদ্ভুত নহে,
ঈশ্বর অত্যন্ত বলবান্।
স্ববলে দুর্ব্বলে ধরি, অক্লেশে সংহার করি,
যজ্ঞ স্থলে পশুর সমান॥
দেখি এই নরলোকে, বলে বলাধিক লোকে,
দুর্ব্বলে অক্লেশে হানি করে।
বিজনে যেমন করি, বলে ধরি করি অরি,
সিংহ নাশে অক্লেশে সত্বরে॥
শ্রীরাম আমার সুত, বল সত্ত্বে ধর্ম্মপূত,
দুর্ব্বল হইল ধর্ম্ম প্রতি।
পরিহরি মনস্কাম, কাননে গেল সে রাম,
ত্যাগ দিয়া আমারে সংপ্রতি॥
দৈব বাক্য দ্বারা ভূপ, দেখ দেখি অপরূপ,
তোমারে পাইয়া মহীপাল॥
রামে কিবা প্রয়োজন, পরকার্য্য অন্বেষণ,
অতি মন্দ আমার কপাল॥
অসত্য ভোগের জন্য, কি আর কহিব অন্য,
অরণ্যে যখন যায় রাম।
আনি অগ্রে গিয়া তার, করিয়া বাহু বিস্তার,
বিস্তর বিনয় করিলাম

চল পুত্র পুনঃ ঘরে, অনেক ধরিয়া করে,
কহিল না যাইব জননি।
বনবাসী আমি হব, স্বধর্ম্মে সুস্থির রব,
ত্যজিব এ অযোধ্যা অবনী॥
স্বামি সন্নিধানে যাও, কৃপা করি ক্ষমা পাও,
এই সত্য করিবে পালন।
জনকে ঈশ্বর যথা, ভাবিবে না কবে কথা,
এই সত্যে না হবে চালন॥
এই কথা বারম্বার, সাক্ষাতে কহি আমার.
তুমি গো আমার জন্য রাণি।
আমার দুঃখে দুঃখিনী, হইয়া তুমি জননি,
না কবে জনকে রুক্ষ বাণী॥
যে বাক্যে উদ্বেগ হয়, পিতা হন ব্যথাময়,
সে বাক্যেতে নাহি প্রয়োজন।
এই রূপ বহু রূপ, কি কব অধিক রূপ,
করিল সে রাঘব শাসন॥
সেই আমি তব দারা, তোমার শাসন ধারা,
ধর্য়ে আছি নৃপ চির দিন।
তথাপি সন্তান স্নেহে, জীবন সুস্থির নহে,
কহিলাম কুবাক্য কঠিন॥
মগ্না শোক মহার্ণবে, বল্যেছি মন্দ রাঘবে,
মম চিত্ত বশীভূত নয়।
নতুবা কি প্রয়োজনে, মন্দবাক্য প্রিয়জনে,
আমার সমান জনে কয়॥
সৎকুলে সম্ভবা আমি, স্মরণ থাকিতে স্বামি,
সুবিনয় জানি বহুতর।
এই লোকে নারীনর, স্বভাবে সুস্থির পর,
মধর অথবা উগ্রতর॥
যে যা করে শুনে কহে, সে লাভ অন্যথা
নহে, পুত্রের বিরহে মহীনাথ।
কহিনু কদর্য্য ভাষ, যাতে যশঃ কীর্ত্তিনাশ.
অপ্রিয় কথন প্রিয় সাত॥
তুমি সুমধুর ভাষী, বচন অমৃত রাশি,
মম ভাগ্য বশতঃ কঠিন।
ভাগ্য মন্দ জানকীর, কি অভাগ্য রঘুবীর,
সুমিত্রা সন্তান ভাগ্যহীন॥
তুমি অত্যন্ত আত্মীয়, একথা কি চিন্তনীয়,
দৈব আলোচনীয় সকল।
নতুবা তুমি ভূপাল, কি মন্দ মম কপাল,
ফল কালে হইলে নিষ্ফল॥
নিশ্চয় দোষের জন্য, তোমারে না কহি
অন্য, এ জগৎ ঈশ্বর নির্ম্মিত।
যা করেন তাই হয়, পুরুষ চেষ্টিত নয়,
সেই হেতু এ দশা আশ্রিত॥
সেই রামচন্দ্র সুত, হয়ে তব আজ্ঞাপূত,
সৎপ্রতিজ্ঞা করিতে পালন।
অযোধ্যা করিয়া ত্যাগ, অপ্রতিম সুখরাগ,
পরিহরি প্রবেশিল বন॥
প্রথমতঃ দুঃখারম্ভ, কৌশল্যার উপালম্ভ,
অষ্টাধিক পঞ্চাশৎ সর্গ।
শ্রীরামের বনবাস, কৌশল্যা নৃপ সম্ভাষ,
ভাষায় শুনহ সাধুবর্গ॥

৫৮ সর্গঃ।

পয়ার।

ক্রোধভরে কৌশল্যার বোধের অল্পতা
বহুবিধ বিলাপ বিস্তরে রাণী রতা॥
না পেয়ে বোধের পার কহিছেন পুনঃ
সূর্য্যবংশ পতি পতি তথা নহে গুণ॥
অনিযুক্ত উপযুক্ত রামে, ভক্তিমান।
রামের পশ্চাতে রত সুমিত্রা সন্তান॥
প্রেমভরে রঘবরে করে অঙ্গীকার
সেই সুত শোচনায় প্রাণান্ত আমার।
অভিষেক নিবৃত্তি প্রবৃত্তি বন পথে।
রামচন্দ্রে দেখিয়া নিন্দিয়া দশরথে॥
ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া ধনুর্দ্ধর।
নিঃসৃত বিস্মৃত প্রায় ধান ধীর বর॥
ক্রোধে হয়ে কম্পিত কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠপ্রতি।
কহিলেন যে সকল হয়ে ভ্রান্ত মতি॥
স্বগৃহে উত্থিত অগ্নি না করিয়া জ্ঞান।
ধর্ম্মাত্মা ধনুর্দ্ধারণে করিলা সন্ধান॥
কোপে তাপে তরুণ অরুণ তুল্য নেত্র।
ক্রোধে ধান মত্ত করী প্রায় ভূজে বেত্র॥
কে করিল রাম রাজ্য উচ্ছেদ বিধান।
ইহা বলি রামচন্দ্রে সৌমিত্রি সুধান॥
রোষে আসে মন্দ কথা চক্ষে বহে নীর।
সেই মুখ স্মরি মম দহিছে শরীর॥
হয়ে ভ্রাতৃ বৎসল জননী করি ত্যাগ।
রামের পশ্চাতে বন গমনে সুরাগ॥
অদ্য আমি বদ্ধ পুত্র বাৎসল্যের ডোরে।
রামাপেক্ষা অধিক তাহারে নেত্র ঝোরে॥
জনক নৃপতি অতি মহাত্মা মহেন্দ্র।
তাঁর সুতা জানকী ভজিল রামচন্দ্র॥
অনিন্দিতা সেই সীতা করিয়া স্মরণ।
অত্যন্ত উত্তাপে হয় বাসনা মরণ॥
বিধুমুখী জানকী জনক নৃপতির।
অতিস্নেহে পালনীয়া কোমল শরীর॥
শীত উষ্ণ বর্ষণ সহন করে কায়।
দেহেতে থাকিতে প্রাণ একি সহা যায়॥
সর্ব্বদা শীতল গৃহে শ্রম হয় যার।
কেমনে অরণ্য তাপ সহ্য হবে তার॥
অত্যন্ত উত্তাপ বহে বসুন্ধরা তলে।
কেমনে চটুলা বালা চন্দ্রমুখী চলে॥
বহুবিধ মধু আদি স্বাদু দ্রব্য চয়।
আস্বাদনে যে অবলা পরিতৃপ্তা নয়
বন্যফল সকল অত্যন্ত তিক্ত তর।
কটু ভক্ষে কোশলার সুস্নিগ্ধ অন্তর॥
মহামূল্য মণিময় মন্দিরে শয়ন।
রম্যশয্যা উপরি বিরাজে সর্ব্বক্ষণ॥
অরণ্যে নৃপতি কন্যা শয্যা পর্ণশালে।
হা বিধি কি বিধি তব কি না করে কালে॥
বেণু বীণা নিস্বনে নির্জ্জনে নিদ্রা তায়।
কাননে সে কেমনে জানকী নিদ্রা যায়॥
ঘোরতর বহুতর পক্ষিমৃগ রব।
বিধুমুখী রাম বধূ লভে সুখোদ্ভব॥
পূর্ব্বে যে অপূর্ব্ব বস্ত্র করে পরিধান।
কুশ চীর ধারণে কেমনে বাঁচে প্রাণ॥
সুন্দর ললাট যার সুচারু কুন্তল।
পদ্মকান্ত মণি প্রায় জিত শত দল॥

ব্রণ হীন বদন দশন মনোহর।
সুতনু সুহনু নেত্র পরম সুন্দর॥
পূর্ণচন্দ্র সমান সুমুখী সর্ব্বকাল।
বনে হবে সমীরণে মলিন কপাল
প্রভাকর খরতর কর্ষিত বদন।
বিবর্ণতা প্রকাশে স্মরিয়া দহে মন॥
সুতনু মনুজধ্বজ পুত্র দাশরথি।
যশস্বী তেজস্বী যাত্রা করে বনপথি॥
নৃপকুলধ্বজ নীল নীরদ সুন্দর।
কি অবস্থা প্রাপ্ত বনে কষ্ট বহুতর॥
নিশ্চয় কাননে যাতে ধরণী শয়নে।
সর্ব্বদা বিরাজ যার রাঙ্কব আসনে॥
বাহুমূল অনুকূল শীর্ষে উপধান।
কেমনে নিদ্রিত বনে দুঃখিনী সন্তান
পদ্মগন্ধ গাত্রে যার সুবিচিত্র কেশ।
পূর্ণচন্দ্র বদন মদনতুল্য বেশ॥
পদ্মদল নির্ম্মল নয়ন মনোহরে।
কবে আমি দর্শন করিব রঘুবরে॥
বিধাতার কি পাষাণ গঠন হৃদয়।
রামহীন কঠিন জীবন মম রয়॥
বিদীর্ণ না হয় শত সহস্র প্রকার।
এই সব কষ্ট নৃপ কারণে তোমার॥
এ সকল কুকর্ম্ম ত্রিলোক বিগর্হিত
হইল তোমার কৃত এই কি উচিত॥
মহাবনে নন্দনে কেমনে পাঠাইয়া।
ধরাতলে রহিয়াছি পাপ দেহ নিয়া॥
যদ্যপি শ্রীরামচন্দ্র সত্যে হয়ে পার।
পঞ্চদশ বর্ষে দেশে আসে পুনর্ব্বার॥
এই যে অযোধ্যা রাজ্য লক্ষ্মী তুমি দিলে
কেমনে লইবে পুত্র দুরন্ত দুঃশীলে॥
উৎকৃষ্ট সন্তান রাম জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীর।
ভরত উচ্ছিষ্ট রাজ্য লইবে সুস্থির॥
পরভুক্ত মালা যথা জ্বালার সমান।
পরভুক্ত মাংস ভুঞ্জে সিংহের সন্তান॥
নরসিংহ নীরদ বরণ মম রাম।
এ রাজ্য ভরত ভুক্ত লবে গুণধাম॥
ঘৃত চরু অন্ন আর কুশ পুরোডাশ।
শ্রুবাদি সকল দ্রব্য যজ্ঞীয় নির্যাস॥
পর্য্যুষিত হইলে না লবে পুনর্ব্বার।
ভ্রাতৃভুক্ত রাজ্যে রামে তথা অধিকার॥
কেমনে এমন রাজ্য করিবেক ভোগ।
এক যজ্ঞশেষ ঘৃত অন্য যজ্ঞে যোগ॥
যদ্যপি অক্রোধী রাম না হইত তবে।
অদ্য কি অযোধ্যা রাজ্য ভরতে সম্ভবে॥
তুমি নৃপ অগাধ সাগর সমতুল।
মন্দর শিখর তব গৌরব অতুল॥
যাহার নিশিত শর মন্দর মারণ।
ক্রোধ করি যদি রাম করিত ধারণ॥
গৌরব রহিত তবে সৌরভ কোথায়।
ধর্ম্মাত্মা বলিয়া রাম সহিয়াছে তায়॥
সোম সূর্য্য গ্রহগণ সহিত আকাশ।
সক্রোধ হইলে রাম ক্ষণে করে নাশ॥
যদ্যপি আকাশ নিপাতনে শক্তি রয়।
সত্য নিপাতনে তবু শক্তিযুক্ত নয়॥
শৈলসহ বসুন্ধরা সমর্থ চালনে।
সে তেজস্বী পুত্র নহে গৌরব হেলনে।

এবম্ভূত বলান্বিত খ্যাত পরাক্রম।
সে পুত্রে কাননে দিলে হয়ে রঘূত্তম॥
জন্মদাতা হইয়া তনয়ে পরিত্যাগ।
যেমন জলজ জন্তু স্বসুতে বিরাগ॥
এই রূপ অতিক্রম হেতু নৃপবর।
অনুমান করি বিধি বঞ্চিত সত্বর॥
তোমার শরীর হৈতে কীর্ত্তি গুণবতী।
অদ্যাবধি পরিত্যক্তা জানিবে ভূপতি॥
পুরাতন ধর্ম্ম আর শাস্ত্র বহুতর।
শুন্যেছি দেখ্যেছি বহু শুন নৃপবর॥
দুষ্ট গুরু হইতে গৌরব নাহি পায়।
পরিত্যাগ করিবে অবশ্য লোকে তায়॥
পিতা মাতা সেই রূপ দোষাশ্রিত হয়।
পরিত্যাগে পাপমাত্র নাহি শাস্ত্রে কয়॥
যে জন অন্যায় পথে করায় গমন।
সেই শত্রু, বান্ধব না হয় কদাচন॥
এ রূপ আচার যদি শাস্ত্র সিদ্ধ হয়।
সে আচার তোমাতে না করে দয়াময়।
তুমি যদি কৃত পাপী হয়েছ নিশ্চিত।
ধর্ম্ম হৈতে কভু রাম না হবে স্খলিত॥
এই রূপ স্বরূপ কহিয়া রাজরাণী।
বিলাপ করিলা রাম মাতা ধন্যমানি॥
পুনর্ব্বার হেতুবাদ সহ বাক্যচয়।
কৌশল্যা নাথের প্রতি কহিলা নিশ্চয়।
আপনি প্রথম গতি পুরুষের জানি।
সন্তান দ্বিতীয় গতি কহে শাস্ত্রে জ্ঞানী।
তৃতীয় সুসাধু সঙ্গ গতি মহাশয়।
চতুর্থ জানিবে গতি ধর্ম্মের সঞ্চয়।
চারি গতি ধর্ম্মহৈতে তুমি পরিত্যক্ত।
ত্যাগ দিয়া বনে প্রিয়সুত পিতৃভক্ত।
অকারণে সে সাধু সন্তানে পরিহরি।
চিরজীবী না হইবে অনুমান করি॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম যে সকল তব স্বোপার্জ্জিত।
কেকয়ী নিমিত্ত হৈলে সকলে বর্জ্জিত॥
সত্ব তত্ত্ব কীর্ত্তি আর আমার বাসনা।
রাম সুত প্রতি তুমি ত্যজিলে কামনা॥
পরিত্যাগ করিবে নিশ্চয় তবে প্রাণ।
তোমাহৈতে হইলাম হতা হতমান॥
তোমাহৈতে অযোধ্যা নগরী হৈল নাশ॥
পূর্ব্বপথ যত কীর্ত্তি হত অভিলাষ॥
ধর্ম্ম নাশ আত্মনাশ পুত্রের সহিত।
বিনাশ নাগর লোক জানিবে নিশ্চিত॥
কেকয়ীরে রাজ্যদানে সকলি সংহার।
নিষ্ঠুর দারুণাক্ষর উক্তি বারম্বার॥
শ্রবণ করিয়া নৃপ দুঃখে মোহ যান।
মুদ্রিত নয়নে ত্যজি নিশ্বাস বিধান॥
হত সত্ব চেতন রহিত রামশোকে।
কৌশল্যা বিলাপ বাক্য বজ্রপ্রায় লোকে॥
অযোধ্যায় এক ঊন ষষ্টিতমাধ্যায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রবণে অশেষ তাপ যায়॥

৫৯ সর্গঃ

ত্রিপদী।

কৌশল্যার বাক্যশরে, তাপিত নৃপতি
পরে, মোহযুক্ত পতিত শয়নে।
বারম্বারদুঃখভারে,চক্ষু,না মিলিতেপারে,
প্রতি যত্ন তাহে প্রতিক্ষণে॥
কিছুকাল এই রূপ,অস্থির থাকিয়া ভূপ,
পুনর্ব্বার পাইয়া চেতন।
করি চক্ষু উন্মীলন,নহে দুঃখ বিমোচন,
কত কষ্টে কহিলা বচন॥
পার্শ্বদেশে কৌশল্যায়, দেখিয়া নৃপতি
তায়, কহিলা হইয়া কৃপাবান।
দেখ সতি প্রাপ্তব্যাধি,তব করে ধরো্য সাধি,
শোকার্ত্ত বিগত প্রায় প্রাণ॥
কৃতাঞ্জলি করো্য বলি,সন্তবিবে এ সকলি,
কিন্তু প্রিয়ে মম বক্ষঃস্থলে।
বিক্ষত ক্ষত বিস্তার,কেন আর দেও ক্ষার,
পুত্রশোকে হে পুত্র বৎসলে॥
সন্তান বিরহে মনঃ, হইতেছে বিদারণ,
আর প্রিয়ে সহ্য নাহি হয়।
কেন ত্যাগ কর আর, বাক্যশর বারম্বার,
জীবন যাহাতে হয় ক্ষয়॥
শুন বাক্য গুণবতি, সাধ্বীর দেবতা পতি,
গুণবান অথবা নিগুর্ণী।
জানিবে পরমগতি,পতি পূজ্যতম সতি,
আছে পূর্ব্ব পুরাতন ধনি॥
কর দেবি ক্ষমাশ্রয়, অত্যন্ত আর্ত্তহৃদয়,
না করিবা ধর্ম্ম অতিক্রম।
অপরাধী যদি সাধি,একে দৈব প্রতিরোধী,
না কর বিনাশ রাখ ভ্রম॥
আমি জানি সুকল্যাণি, ধর্ম্মজ্ঞা বলিয়া
মানি, চক্ষের গোচর নারী যত।
তুমি সর্ব্বোত্তমা রামা,লোক মাঝে নিরু
পমা, অবাচ্য না কবে অবিরত॥
দীন হীন জন ভাষে,ভূপতি করুণভাষে
আভাসে সেভাষে রাম মাতা।
করি পুত্রশোকত্যাগ, পতিপ্রতি অনুরাগ,
শিরোভাগ করিয়া নম্রতা॥
অত্যন্ত সন্ত্রাস্তচিত্ত,স্মরি স্বামি সেবাবৃত্ত,
নৃপ পদেতে দিয়ে্য নত শিরাঃ।
করপুটে সন্নিকটে, এই বাক্য সুপ্রকটে
কহিলা সম্ভ্রমে হয়ে্য স্থিরা॥
যদ্যপি জন্মিল ভ্রম,তব ভক্তি অতিক্রম,
চিত্ত ব্যতিক্রম ক্ষমা কর।
পুত্রশোকে চিত্তমূঢ়,নাজানি কুকর্ম্ম গূঢ়,
করিলাম বলো্য বহুতর॥
সে কুকথা পরিহরি, চরণ যুগলে ধরি,
প্রসন্ন সর্ব্বদা হবে ভূপ।
ইহকাল পরকাল,দুই হৈল কি জঞ্জাল,
রামরাজ্য কি জাল স্বরূপ॥
ক্ষমা কর ক্ষিতিপাল,সহজে ভগ্ন কপাল,
পাপ জাল করহ খণ্ডন।
পুত্রশোক পরিতাপে, পতি ব্যতিক্রম
পাপে, অঙ্গ কাঁপে একি কুকরণ॥

তুমি প্রভু পরমেশ,না জানি ভক্তিবিশেষ,
আমার আমার পুত্র মান্য।
নাজানি বিশেষ ধর্ম্ম,জানিমাত্র তুমিধর্ম্ম,
সত্যবাদী ধর্ম্মজ্ঞ বদান্য॥
পুত্রমোহে কি বিরহে, পতিপ্রতি ভয়
স্নেহে, কহিলাম মন্দ নৃপবর।
হইয়া বিজ্ঞানহতা,শোক পরিতাপে রতা,
করিলাম কি কর্ম্ম দুষ্কর॥
শোক অতিশক্র হয়, শোকে করে জ্ঞান
ক্ষয়, শোক নাশে অশেষ পটুতা।
শোকে করে ধৃতিনাশ,শোকহৈতে অধো
বাস, শোকে হয় অশেষ কটুতা॥
সহিবারে পারি ভূপ,অগ্নিস্পর্শ কালরূপ,
অস্ত্রধার দারুণ দারণ।
না পারি শোক সম্ভব,সহিবারে দুঃখ লব,
নৃপতি এ নহে সাধারণ॥
এ শোকে সর্ব্বজ্ঞ যাঁরা, ধৃতিমান জন
তাঁরা, ধর্ম্মার্থ সংশয় হীন যাঁরা।
যতি অতিশয় জ্ঞানী,মোহ পান যোগিপ্রাণী,
অসহ্য সর্ব্বদা শোক ধারা॥
গত হয় পঞ্চদিন, অদ্যাবধি পুত্র হীন,
সেই দিন কি দিন আমার।
বর্ষ শত সম দিন, পুত্রের প্রবাস দিন,
গত হয় যেন কত বার॥
রামগতাসক্তচিত্ত, এহেতু আমার নিত্য,
বৃদ্ধি হয় সদা শোক চয়।
ভাগীরথী জলবেগ,তাপাত্যয়ে বাড়ে বেগ,
সেই রূপ শোকের সঞ্চয়॥

এইরূপে কৌশল্যার, করুণা বচন সার,
দিনক্ষয়ে সূর্য্য হয় অস্ত।
প্রবোধ বচনে পরে, নৃপশোক দূরতরে,
পরিশ্রম বিনাশ সমস্ত॥
নৃপনিদ্রা বশীভূত, বিস্মৃত হইয়া সুত,
ইতি দশরথ প্রসাদনা।
অযোধ্যায় সুবর্ণন, বাল্মীকির নিরূপণ,
ভাষাপদ্য হইল বর্ণনা॥
ইতি দশরথ সান্ত্বনা॥

পয়ার।

নিদ্রাগত ভূপতি ভূপতি ভার্য্যা পরে।
সুমিত্রা রাম মাতায় বুঝান বিস্তরে॥
কৌশল্যা বিলাপ বাণী করিবারে দূর।
নৃপতি প্রমদোত্তমা কহিলা প্রচুর॥
ধৈর্য্য সমন্বিত বাক্য স্বধর্ম্ম রক্ষণ।
শোক পরিহর কর ধৈর্য্য নিরীক্ষণ॥
দিব্যগুণ গণযুক্ত তোমার সন্তান।
পিতৃবাক্যে বনবাসে করে অবস্থান॥
সে রামের প্রতি শোক কেন কর আর।
সত্যদেব সত্ব সতি তোমার কুমার॥
প্রজ্ঞাহীন নহে অল্পদর্শী নহে রাম।
পিতৃবাক্যে স্থিতিমান কল্যাণে বিশ্রাম
যেহেতু তোমার পুত্র রাজ্যসুখ হত।
সত্যের সাধনে সাধু বনবাস গত॥
অতএব মহান্ কল্যাণ প্রাপ্ত হবে
সতি এই মতি মম ধৈর্য্য হয়ো রবে॥

সাধু আচরিত সুবিহিত ধর্ম্মে স্থিতি।
সতত যশস্বি পথে রহে রঘুপতি॥
ধর্ম্মধারী পথাচারী পুত্র শ্রেষ্ঠতর।
তার প্রতি শোককরা না হয় সুন্দর॥
রামের বিপুল সত্ত্ব বিজ্ঞান বিস্তর।
অত্যন্ত উদার চিত্ত দেখে দিবাকর॥
প্রভাকর নিজকর নিকর বিস্তারি।
তাপ দিতে তপন তনয়ে কই পারি॥
সর্ব্বদা সুরভি গন্ধ বহে সুখানিল।
না জানেন যুবরাজ তাপ এক তিল॥
অতি শীত ভীত নহে রহে মহাসুখে।
তাপ কেন কর দেবি তুমি তার দুঃখে॥
সীতা সহ সন্তান শয়ন ধরাতলে।
সুধাকর স্নিগ্ধকর অম্বর মণ্ডলে॥
সেই করে করে রামে পরমাহ্লাদিত।
অযোধ্যার অধিক অরণ্যে পায় প্রীত॥
যাহারে অতুল শাস্ত্র পূর্ব্বে দিলা শুনি।
সম্প্রীত হইয়া বিশ্বামিত্র মহামুনি॥
সেই সর্ব্ব অস্ত্র শস্ত্রে সুপণ্ডিত রাম।
তার পরিশোচনা অযোগ্য অবিশ্রাম॥
কীর্ত্তিভূষা ভাষায় সংযুক্ত সদা যেবা।
দ্যুতিমান মতিমান ধৃতিমান কেবা॥
সেই রাম রাজ্য পাইবার উপযুক্ত।
তার জন্য শোক করা অত্যন্ত অযুক্ত॥
রাম শোকে পরিত্যক্ত যত নেত্র জল।
রাম আগমনে হবে আনন্দ সকল॥
পুত্রতব যশোধারা লোকব্যাপ্ত পর।
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে সেই ধর্ম্মধর॥
ভূপতি হইয়া ভোগ করিবে মেদিনী।
তখন আমার বাক্য স্মরিবে রমণী।
কুশ চীরাম্বর ধর সে নর কুঞ্জর।
কানন গমনোল্লাসী রঘুবংশ ধর।
পশ্চাতে লক্ষ্মীর প্রায় অনুগতা সীতা।
আর তার কি দুর্ল্লভ কেন হও ভীতা॥
তোমার তনুজ রাম মনুজ প্রধানে।
অনুজ সহিত অযোধ্যায় অধিষ্ঠানে॥
যে দিন চরণ তব স্পর্শন করিবে।
সে দিন যে দিন হবে সে দিন স্মরিবে॥
দেখিয়া পদাবনত নলিন লোচন।
বন্দমান সন্তান সাক্ষাৎ সনাতন॥
তুমি তায় অশ্রুজলে করিবে আসিক্ত।
যেমন শৈলেন্দ্র করে ঘনালি বিবিক্ত॥
এই রূপ শুনি বাণী লক্ষ্মণ মাতার।
নরদেব পত্নী পান আনন্দ অপার॥
শোকাগ্নি সন্তাপ ক্রমে২ হয় দূর।
অনল শীতল যথা যোগে জলপূর॥
অযোধ্যায় সুমিত্রাসুন্দরী শুভভাষ।
নরেন্দ্র আদেশে ভাষে বিপ্র বিপ্রদাস॥

৬০ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

শ্রীরাম লক্ষ্মণে, প্রবেশিলে বনে,
নৃপতি সদনে পরে।
নানা মহোৎপাত, স্বরাজ্যে ব্যাঘাত,
বিপুল দুঃখিত নরে॥

নৃপ দশরথ, দেখো ধর্ম্মপথ,
সংযুক্ত না হয় নর।
ইন্দ্র সম ভূপ, সকলে বিরূপ,
কেহ না করে আদর॥
সূর্য্য রাহুগ্রস্ত, যথা মহা ব্যস্ত,
তটস্থ নৃপতি তায়।
দিনে অন্ধকার, লোক হাহাকার,
ষষ্ঠ দিন গত প্রায়॥
শ্রীরামের শোকে, পরিপূর্ণ লোকে,
ভাবিলা মনে নৃপতি।
অর্দ্ধ নিশাকালে, কি লিখিত ভালে,
কি হেতু এত দুর্গতি॥
আপন দুষ্কৃতি, স্মরি নরপতি,
কহিলা কৌশল্যা প্রতি।
যদ্যপি জাগ্রতা, ভাবিয়া মমতা,
শুন মম দুঃখ সতি॥
শুভাশুভ করে, যে সকল নরে,
তার ফল পরে পায়।
ক্রমাগত কালে, সুখ দুঃখ জালে,
অবশ্য গ্রাসিবে তায়॥
লঘু গুরুতর, সমারম্ভে নর,
যদ্যপি না করে দৃষ্টি।
গুণ কিম্বা দোষে, শিশুবল্যে ঘোষে,
সাধুগণ কৃত সৃষ্টি॥
ত্যজি আম্রবন, পলাশ কানন,
আশ্রয় যে জন করে।
পুষ্প সুশোভন, করিয়া দর্শন,
ফল চেষ্টা পায় নরে॥

সেই রূপ আমি, আম্র বনগামী,
হইয়া আম্র না পাই।
পলাশ কানন, করি অন্বেষণ,
ভালে এত ঘটে তাই॥
বুদ্ধি মোহ ক্রমে, ত্যজে রঘুত্তমে,
শোচনা করি দুর্ম্মতি।
তরুণ সময়, মম মনে হয়,
দুষ্কৃত করণ সতি॥
আমি বাল্যকালে, যবে পূর্ব্বকালে,
শব্দবেধি বাঞ্ছা করি।
পাইয়া সে শর, কুকর্ম্ম দুষ্কর,
বিস্তার প্রকাশ করি॥
সেই পাপ ফল, সম্প্রাপ্ত হইল,
বিষপান প্রায় অদ্য।
না জেনে গরল, পানে প্রাণে ফল,
অবশ্য বিনাশে সদ্যঃ॥
সেই রূপ আমি, হয়ে দেশ স্বামী,
পূর্ব্বে কৃত কি কুকর্ম্ম।
কৌশল্যে সেকালে, ছিলে অল্পকালে,
অনূঢ়া কি জান মর্ম্ম॥
আমি যুবরাজ, করেছি কুকায,
সে কথা করি বিস্তার।
গ্রীষ্ম হৈলে ক্ষয়, বর্ষাকালোদয়,
মনঃপ্রীতি কর পার॥
লয়ে ভূমিরস, করিল বিরস,
জগতী রবিজ তাপে।
ছিল তপ্ত প্রায়, ঘনোদয়ে তায়,
সুরস পয়োদালাপে॥

স্নিগ্ধা বসুমতী, দিগ্ দিক পতি,
বিহঙ্গ অতি উল্লাস।
উন্মত্ত ময়ূর, দেখিয়া অদূর,
পাইয়া অম্বুদ বাস।
কি বক সারঙ্গ, করে মহারঙ্গ,
জলজ জলজীবন।
যত নদী নদ, সকলে প্রমোদ,
পূর্ণজল হ্রদগণ॥
কূলান্ত কমল, বারি সুবিমল,
বিমল সুবিল যত।
বহিছে উজান, জল জল যান,
চলিছে অদ্ভুত স্রোতঃ
মেঘ জলে ধরা, হইল অধরা,
ভুবি পরিপূর্ণ হেরি।
উন্মত্ত সারঙ্গ, শিখণ্ডি বিহঙ্গ,
নাচিছে তমালে যেরি।
শাদ্বল সকল, অতি প্রকাশিল,
হরিণ কুল মোদিত।
এই কালে আমি, নদীকূলগামী,
ধনুঃশর সমাশ্রিত॥
সরযূর তীরে, গমন অধীরে,
ধনুর্বিদ্যা শীলতায়।
শব্দবেধ মনে, করিব যতনে,
এই অভিলাষী প্রায়॥
সেই নদী তটে, কিঞ্চিত্ নিকটে,
নিপানে সলিল পানে।
যত মৃগগণ, জীবনে জীবন,
রাখিতে চলে সে স্থানে॥

ধরো শরাসন, করি নিরূপণ,
মৃগ কি মৃগীসংহারী।
মহিষাদি বন্য, মারিব পশ্বন্য,
যে শব্দ শ্রবণাচারী॥
জল কুম্ভ লয়ে, ঋষি সুত গিয়ে,
দৈবে তথা জল ভরে।
হইল নিস্বন, করীন্দ্র যেমন,
নিপানে বৃংহিত করে॥
পুঙ্খ পুঙ্খ শর, শাণিত বিস্তর,
কার্মুকে করি সন্ধান।
সেই শব্দে শর, নিক্ষেপ বিস্তর,
হইল মোহিত প্রাণ॥
শর নিপাতনে, শুনি সেইক্ষণে,
সকরুণ এই বাণী।
মানুষের উক্তি, হাহাপ্রাণ মুক্তি,
করিল কোন অজ্ঞানী॥
কি রূপে আমারে, হানিল সংহারে
হরিতে তাপস প্রাণ।
কোন্ নরাধম, বিনিন্দিত তম,
কে নিক্ষেপিল এবাণ॥
জল আহরণে, রাখিতে জীবনে,
নিশিতে নিপানে আমি।
কোন্ মহাবীর, অধর্মী অধীর,
হয়ে নদীতট গামী॥
কার অপকার, করেছি, নিস্তার,
না হইল বিষ বাণে।
আমি মুনিসুত, সদা তপঃপূত,
এবনে সে কি না জানে॥

নাহি জানি নাম, জীবন বিরাম,
যে করিল এই স্থানে।
বৃদ্ধ অন্ধ মুনি, কি বলিবা শুনি,
এমন করিল বাণে॥
মুনিসুত হৃদি, বজ্রাঘাত বিধি,
এ বিধি কি বিধি হায়।
নিষ্ফল আরম্ভ, মাত্র পাপারম্ভ,
অনর্থ উৎপত্তি যায়॥
কেমন বিধান, জানিয়া সন্ধান,
শিষ্য হয়ে গুরু বধে।
জানিয়া এমন, করে কোন্ জন,
জীবন পথ বিরোধে॥
হরিতেছে জ্ঞান, গেল মম প্রাণ,
শোচনা ভাবনা মাত্র।
অন্ধ পিতা মাতা, হায় রে বিধাতা,
কে আছে রক্ষণ পাত্র॥
সেই অন্ধ দ্বয়, বৃদ্ধ ক্ষীণোদয়,
দীর্ঘ কাল গত হবে।
গেলে মম প্রাণ, পাইয়া সন্ধান,
কেমনে জীবনে রবে॥
পিতা মাতা আমি, কষ্ট পথগামী,
কে আসি দুরাত্মা নর।
এক বাণে প্রাণে, হানিল সন্ধানে,
কেমন কঠিন তর॥
তপস্বি ব্রাহ্মণ, ফল মূলাশন,
কৃপণ দুর্ব্বল অতি।
এই সকরুণ, বচন দারুণ,
শ্রবণে সভয় অতি॥
অধর্ম্মের ভয়, সুভীত হৃদয়,
করে ছিল শরাসন।
হৈল ভূমি গত, সাহস বিগত,
নিকটে গিয়া তখন॥
দেখি দ্বিজবর, জটাজিন ধর,
অতি দীন পড়ে জলে।
নিরখি আমারে, নেত্র নীরধারে,
মৃদুস্বরে এই বলে॥
শরীর দাহন, করিলে যেমন,
এই রূপ মুনি ভাষে।
কিবা অপকার, করেছি তোমার,
সতত কানন বাসে॥
গুরু জন জন্য, আসিয়া অরণ্য,
বারি অন্বেষণ করি।
করিলে মারণ, তুমি কি কারণ,
হইলে তাপস অরি॥
অনাথ কৃপণ, বনে দুই জন,
মম পিতা আর মাতা।
অতি বৃদ্ধ তর, জীর্ণ কলেবর,
প্রতীক্ষা করিয়া স্থিতা॥
তুমি এক বাণে, হত কর প্রাণে,
তিন জনে এক কালে।
হানিলে হৃদয়, কেন পাপাশয়,
আঘাত কর অকালে॥
তুমি শীঘ্রগতি, গিয়া রঘুপতি,
জনকে কহিবে তাপ।
কহি রঘুশ্রেষ্ঠ, না করিব নষ্ট,
না দিব তোমাকে শাপ॥

এই পথে তুমি, মম পিতৃ ভূমি,
রাঘব কর গমন।
করি প্রসাদন, কহিবে বচন,
যদ্যপি কুপিত হন॥
দেখ্যে তব পাপ, না দিবেন শাপ,
রাঘব না ভাব ভয়।
বিশল্য আমারে, করো দুঃখ পারে,
পাঠাও হে নরাশ্রয়॥
তব কর ক্ষিপ্ত, এ শর প্রদীপ্ত,
অশনি সমান আছে।
হৃদয় ভেদন, করে অনুক্ষণ,
প্রাণ রোধ করে পাছে॥
এ শল্য সহিত, জীবন রহিত,
না হই এমন কর।
তুমি বলবান, হয়্যে কৃপাধান,
রাঘব! উদ্ধর শর॥
ব্রহ্মহত্যা জন্য, পাতক অগণ্য,
সে ভয় ত্যজ নৃপতি।
শূদ্রা গর্ভজাত, দ্বিজ সুনু খ্যাত,
অন্ধ দুজনার গতি॥
এই বাক্য বল্যে, দগ্ধ শরানলে,
বালক জলার্দ্র তনু।
করিয়া বিলাপ, শরহত তাপ,
নিশ্বাস ত্যজয়ে অনু॥
সরযূর জলে, শয়িত দুর্দ্দশে,
দেখিয়া শিশু বিমনঃ।
হৃদয় হইতে, সে বাণ হরিতে,
বিমুক্ত করি সযন॥
হয়্যো সাবধান, অতি যত্নবান,
মুনিসুত প্রাণ রহে।
শর উদ্ধারিতে, হিতে বিপরীতে,
বিধাতানুকূল নহে॥
বহে হিক্কা শ্বাস, দেখি মহাত্রাস
কম্পিত সঘন কায়।
হয়্যে উর্দ্ধনেত্র, পরে মুনি পুত্র,
জীবন ত্যজিল তায়॥
হইলে নিধন, মহর্ষি নন্দন,
মম যশঃ সহ তথা।
নরক অপারে, রাখিয়া আমারে,
অত্যন্ত ভাবিত যথা॥
বিমূঢ় চেতন, অপার ব্যসন,
অত্যন্ত সংশয়াপন্ন।
অযোধ্যা কাণ্ডীয়, রস রমণীয়,
একষষ্টি সুসম্পন্ন॥

৬১ সর্গঃ।

পয়ার।

পরে আমি সেই শর করিয়া উদ্ধার।
প্রদীপ্ত ভুজঙ্গ সম ভয়ঙ্করাকার॥
গমনে ধারণ করি সেই জলাধার।
অন্ধ ঋষি বাসাশ্রমে দিতে সমাচার।
দেখিলাম দ্বিজবরে সহিতে রমণী।
উভয়ে নয়ন হীন সকৃপণ প্রাণী॥
অপকার কর্ম্মে হীন সতত নিশ্চয়।
পক্ষহীন পক্ষি সম রক্ষণীয় নয়॥

শিশু সম্বন্ধিনী কথা করে আলাপন।
পুত্র আসা লালসে ব্যথিত দগ্ধ মনঃ॥
আমা হৈতে হতাশা হইয়া হায় হায়।
কি পাপ অজ্ঞান হেতু সঞ্চারিল তায়॥
দীন মনঃ ক্ষীণ দুই জন তপস্বিরে।
দেখিয়া দারুণ দুঃখ উৎপন্ন শরীরে॥
শুনিয়া আমার পদশব্দ এই কহে।
কি হেতু সময় এত গত যুক্ত নহে॥
আন আন পানীয় করিব শীঘ্র পান।
যজ্ঞ দত্ত চিরকাল উত্তপ্ত এ প্রাণ॥
বহুকাল জলক্রীড়া করিলে নন্দন।
উৎকণ্ঠিত পিতা মাতা তব দুই জন॥
যদ্যপিও তুমি স্বল্প করিলে কুকর্ম্ম।
ক্ষমিলাম সে সকল ভেবে্য বাল্য ধর্ম্ম॥
পরে আর তোমার না হয় হেন মতি।
অন্ধের নয়ন তুমি অগতির গতি॥
তোমাতে আসক্ত প্রাণ পুত্র কি কারণ
না কহ প্রীতিদ ভাষা জীবন ধারণ॥
পুত্র পুত্র এই মাত্র করুণা বচন।
পুত্রের আসার আশে কহে দুই জন॥
ভয়ে হয়্যে অতি ভীত চিন্তিত অন্তর।
অল্প অল্প পদব্রজে গমনে তৎপর॥
মুনির নিকটে মম নিঃসরে না বাক্।
বাষ্পবারি পরিপূর্ণ বিধির বিপাক॥
কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বকে কম্পিত কলেবর।
ভয়ে গদ গদ বাক্য কহিলাম পর॥
আমি প্রভু ক্ষত্রিয়, সন্তান নহি তব।
দশরথ নৃপ অজ অংশে সমুদ্ভব॥
সজ্জনের অসম্মত পাপ কর্ম্মে গিয়া।
তোমার নিকটাগত জলপাত্র নিয়া॥
সবিশেষ কহি আমি সরযূর তীরে।
চাপ হস্ত পাপশীল অত্যন্ত অধীরে॥
আকাঙ্ক্ষিত পশুহিংসা করিতে মানস
অজ্ঞানতঃ মম তাহে হত হৈল যশঃ॥
জলকুম্ভ পূরণের ধ্বনি আমি শুনি।
গজ জ্ঞানে শর হানি মুনি প্রতি মুনি॥
নিহত হইল তাহে তোমার সন্তান।
তার শব্দ শুন্যে মম উদ্বেজিত প্রাণ॥
ভীত ভাবে যাইয়া মুনীন্দ্র মৃত দেশ।
দেখিলাম তপস্বী নিশ্বাস মাত্র শেষ॥
শব্দ বেধি বিদ্ধ গজ শঙ্কায় শরীরে।
নারাচ নিক্ষেপে নীরে ভাসিছে অধীরে
সেই শর সকলে করিলে সমুদ্ধার।
প্রাণত্যাগে স্বর্গগত নন্দন তোমার॥
তপস্বী তেজস্বী ঋষি তোমরা দুজন।
চিরকাল করিতেছ যে পুত্র শোচন॥
সেই পুত্র কর্ম্ম সূত্র ক্রমে আমি পাপ।
অজ্ঞানে করিয়া হত কৃত মম তাপ॥
মহাতেজঃ মমোপরি করিতে নিক্ষেপ।
যোগ্য তুমি হও প্রভু তাহে কি আক্ষেপ
অন্ধমুনি শুনি বাক্য রঘু নৃপতির।
মুহূর্ত্ত মূর্চ্ছিত পরে চিত্ত করি স্থির॥
শরীরে আগত প্রাণ করিয়া আশ্বাস।
যদি তুমি কুকর্ম্ম করিলে অবিশ্বাস॥
কহিলে আপনি প্রাণি বধের কারণ।
শোকানলে মম দাহ কে করে বারণ॥

জন্মিয়া ক্ষত্রিয় কুলে জ্ঞান পূর্ব্ব যদি।
করেয় থাক বানপ্রস্থ বধ পাপ বিধি॥
শীঘ্রগতি স্থান ভ্রষ্ট ব্রহ্মা হৈলে হয়।
মুনি পুত্র বধ পাপে জানিবে নিশ্চয়॥
পূর্ব্বাপর সপ্ত সপ্ত পুরুষ তোমার।
নৃপাধম নরকে পড়ুক বাক্য সার॥
যদি তুমি অজ্ঞানে করিয়া থাক হত।
তবে প্রাণে রক্ষা পাও হত্যা পাপ গত॥
অদ্যাপি রাঘব কুল আছে বর্ত্তমান।
অজ্ঞানে বধিলে তুমি ঋষির সন্তান॥
যে স্থানে করিলে হত আমার নন্দন।
সেই স্থলে লয়ে চল শুনরে দুর্জ্জন॥
এ অন্ধের অন্ধ যষ্টি আছে যেই স্থানে।
গিয়া আমি স্পর্শ করি জুড়াব পরাণে॥
পুত্র অঙ্গ স্পর্শ পেয়ে যদি জীয়ে প্রাণ
রুধিরে আসক্ত অঙ্গ আমার সন্তান।
বিস্তীর্ণ অজিন অঙ্গে শিরে জটাভার।
ধর্ম্মরাজ বশ গত আমার কুমার॥
তার অঙ্গ স্পর্শ করি ভার্য্যার সহিত।
কর এই কর্ম্ম তুমি হয়ে সাবহিত॥
পরে শুন হে সুন্দরি বিস্তার কথন।
চলিলাম আমি যথা মুনির নন্দন॥
লইয়া তথায় সেই দুঃখি দুইজনে।
স্পর্শ করাইয়া সেই মৃত পুত্রধনে॥
ক্ষিতি তলে মৃত পুত্র দেখিয়া পতিত।
পুত্র শোকাতুর মুনি অত্যন্ত পীড়িত॥
উভয়ে পতিত মৃত সুতের উপরে।
হাহা পুত্র পুত্র বলি আর্ত্তনাদ করে
মৃত সুত মাতা পরে সেই মৃত মুখ
চুম্বন করিয়া কান্দে ভাবে অতি দুঃখ॥
অত্যন্ত করুণ রবে করিছে বিলাপ।
বৎসহারা গাভীপ্রায় চীৎকার আলাপ
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা আমিরে তোমার
যজ্ঞদত্ত মম তত্ত্ব হীন কি প্রকার॥
দূর পথে কি প্রকারে করিলে গমন।
না কহ বচন কেন মাতৃ সম্বোধন॥
এসো পুত্র বক্ষঃস্থলে করিয়া নিবাস।
পশ্চাৎ পদ্মিনী পতি পুত্র গৃহে বাস॥
কিবা পুত্র মম প্রতি কুপিত অন্তর।
যেহেতু না কহ ভাষা আছ নিরুত্তর॥
পুনর্ব্বার পিতা তার হইয়া পীড়িত।
গাত্র স্পর্শ করি কহে বাক্য বিমোহিত
জ্ঞান যেন সঞ্জীবন নন্দন আমার।
আতুর হইয়া করে অঙ্গ অঙ্গীকার॥
হে পুত্র, আমি রে তব পিতা উপনীত।
নিকটে নিশ্চয় তব জননী সহিত॥
উঠ উঠ কণ্ঠে সুখ আমি দুজনার।
পররাত্রে স্বাধ্যায় শুনিব আমি কার॥
কে করিবে ফলমূল বারি আহরণ।
কে করিবে অন্ধের পিপাসা নিবারণ॥
কে দিবে আহার আর তোমার বিহীনে
ক্ষুৎপিপাসা যুক্ত অন্ধ এই দুই দীনে॥
এই অন্ধা বৃদ্ধা তব মাতা তপস্বিনী।
আমি অন্ধ পরাক্রম গত বৃদ্ধ প্রাণী॥
একাহ অপেক্ষা কর অযোগ্য গমনে।
কল্য যাব তব মাতা পিতা দুই জনে॥

গমন করিলে পুত্র আমাদের সঙ্গে।
চির দিন তব শোক না সহিবে অঙ্গে॥
প্রাণ পরিত্যাগ আর মরণে নিশ্চয়।
উভয়ের জানিবে প্রতিজ্ঞা পরিচয়॥
এস্থান হইতে যাত্রা যমের ভবনে।
প্রার্থনা করিব যমে তোমা পুত্র ধনে॥
পুত্র ভিক্ষা দেও এই উক্তি করি তথা।
তব সহ আসিব না হইবে অন্যথা॥
সন্ধ্যা উপাসনা করি কৃতস্নান পূত।
অগ্নিতে করিয়া হোম কে আসিয়া সুত॥
করদ্বয়ে পদদ্বয় করিয়া ধারণ।
কে করিবে আহ্লাদিত আছে কে এমন॥
নিষ্পাপ হইলে পাপ কর্ম্মা হৈতে হত।
অতএব হবে তুমি শূর লোক গত॥
নাহি যায় পরিবর্ত্ত তপস্বি জনার।
বীরগণ সুখ স্থান গমনে তোমার॥
গুরু পরিচর্য্যা বৃত্তি যে সকলে করে।
যাগ কর্ম্মে রত সদা দৈব কর্ম্মাচরে॥
সেই সেই লোকে তুমি করিবে গমন
বেদাঙ্গ বেদ পারগ যে স্থানে স্থাপন॥
যে সকল স্থান পায় রাজঋষি চয়।
যযাতি নহুষ আদি নৃপ সমুদয়॥
গৃহ মেধিগণ সবে যে যে লোক পায়।
ব্রহ্মচারী সমূহের সংস্থাপন যায়॥
যে লোকে গমন করে অভয় প্রদাতা।
সত্যবাদী গণ স্থান সৃজিলা বিধাতা॥
সেই সেই লোক যাত্রা কর পুত্রবর।
মন ধ্যান কলে বলে বহু সম্বৎসর॥

এতাদৃশ কুলে জন্ম করিয়া ধারণ।
না হয় অগতি প্রাপ্ত বিশেষ কারণ॥
অতএব এ স্থান হইয়া পরিচ্যুত।
যাত্রা কর সেই লোকে যথা মধুচ্যুত॥
ইত্যাদি পীড়িত বিপ্র বিরহ প্রলাপ।
সভার্য্যক বহুবিধ মুনির বিলাপ॥
দুঃখে হয়ে অচেতন প্রেতাবধারণ।
সেই স্থানে দুঃখে করে সৎকার করণ॥
অনন্তর করিল উদক কৃত্য তার।
সুদীন মানস দ্বিজ ভাবিয়া অসার॥
পিণ্ডাদি প্রদানে পুত্র পেয়ে দিব্য দেহ।
বিমানে বিমানোপরি গত গতস্নেহ॥
মুনিপুত্র কর্ম্ম সূত্র করিয়া ঈক্ষণ।
মাতা পিতা প্রতি কহে বাক্য বিচক্ষণ॥
তোমাদের উভয়ের পরিচর্য্যা করি।
পুণ্য প্রাপ্তা পরাগতি সদা সুখকরী॥
আপনারা উভয়ে অত্যল্প কাল গতে।
ইষ্ট স্থান প্রাপ্ত হবে অতি ইষ্ট মতে॥
না করিব অতএব উভয় শোচনা।
নহে রাজা অপরাধী কর বিবেচনা॥
ভবিতব্য ছিল এই নৃপ হৈতে হত।
সেই হেতু হইলাম নিধন সঙ্গত॥
এই উক্তি যুক্ত যুক্তি কয়ে মুনি সুত।
দিব্য দেহে দেব যানে স্বর্গে চলে দ্রুত
সেই অন্ধ বিপ্র পরে ভার্য্যার সহিত।
করিয়া পুত্রের ক্রিয়া জানিয়া বিহিত॥
শুন প্রিয়ে পুনশ্চ বৃত্তান্ত সুবিস্তার।
কৃতাঞ্জলি আছি আমি অগ্রেতে তাঁহার॥

আমারে কহেন অন্ধ তপস্বী ব্রাহ্মণ।
যশস্বী হইয়া তুমি নৃপ কি কারণ॥
রাজর্ষি মহাত্মা নৃপ ঈক্ষাকুর বংশে।
নরাধম অবিনীত অজরাজ অংশে॥
না ছিল বিবাদ তব আমার সহিত।
স্ত্রী নিমিত্ত ক্ষেত্র জন্য কিম্বা অপ্রমিত
যেহেতু অধর্ম্ম সেতু করি আরোহণ।
এক বাণে কর তুমি উভয়ে নিধন॥
অজ্ঞানে আমার পুত্রে করিলে নিহত
এই হেতু অভিশাপ দিব কর্ম্মগত
শুন শাপ পাপমতি স্বকর্ম্মে নিদান।
পুত্র শোকাতুর হয়ে ত্যজ নিজপ্রাণ
যেমন আমার প্রাণ দহে পুত্র শোকে।
এই রূপ দগ্ধ হয়ে যাবে পর লোকে॥
এই রূপ অভিশপ্ত হয়ে প্রিয়ে আমি।
পুনর্ব্বার আপনার হয়ে পুরগামী॥
পুত্র শোকে সেই ঋষি চিরজীবী নয়।
সেই ব্রহ্ম শাপ অদ্য আমাতে উদয়॥
পুত্র শোকে পীড়িত আমার যায় প্রাণ
না পাই দেখিতে চক্ষে স্মৃতি সমাধান॥
দেবি বৈবস্বত সুত দূতগণে দ্রুত।
যাম্য যাত্রা বার্ত্তা কহে দেখে অভিভূত
যদ্যপি একালে সেই কাল নিবারণ।
মম অঙ্গ স্পর্শে রাম রাজীব লোচন॥
অথবা আমার সঙ্গে করয়ে সম্ভাষ।
তবে মম জ্ঞান সতি জীবনের আশ।
যেমন অমৃত স্পর্শে মৃত প্রাণ পায়।
সেই রূপ আমার জীবন প্রাপ্ত কায়
সেই সুলক্ষণ সুত পূত প্রিয়তর।
দেখিয়া আমার যদি হয় দেহান্তর।
তবে আমি পুত্র শোকানলে নহি দগ্ধ।
ইদানী রামের চিন্তা করে চিত্ত ক্ষুব্ধ॥
কি আর আমার প্রিয়ে আছে দুঃখতর।
শ্রীরাম বিরহ ভিন্ন মানি না অপর॥
রাম মুখ দর্শন করিয়া ত্যজি প্রাণ।
অধিক কি সুখ আছে তাহার সমান॥
রাম অদর্শন জন্য মম শোকানল।
না দেয় জীবনে পীড়া সেই সে সফল॥
তটিনী তটের তরু তীরে পুনর্ব্বার।
বারি বেগে যদি হয় কখন সঞ্চার॥
সেই রূপ বনবাসী সজ্জন সন্তান।
অযোধ্যায় পুনরায় করে অবস্থান॥
কবে হবে সে দিন সমস্ত সুখীমনঃ।
স্বগাগত ইন্দ্র সম রাঘব নন্দন॥
দেখিবে হইবে সুখী সজ্জন সকল।
শোভন দর্শন কান্ত সুন্দর বিমল॥
সুচারু কমল দল নির্ম্মল নয়ন।
তারানাথ তুল্য মুখ করিবে দর্শন॥
শারদীয় প্রফুল্ল কমল তুল্য মুখে।
মন্দ মন্দ মারুত নির্গত হয় সুখে॥
সেই রূপ সুখীগণ অযোধ্যা নিবাসী।
দর্শন করিবে হবে চিত্তে সুখ রাশি॥
এই রূপ রাম রূপ করিয়া স্মরণ।
শয্যাতলে স্থিত নৃপ বিষাদিত মনঃ॥
ক্রমে ক্রমে প্রাণ বায়ু হয় পরিত্যাগ।
রাত্রিক্ষয়ে চন্দ্রের বিগত যথা রাগ॥

হা পুত্র হা রাম এই বাক্য উচ্চারণ।
পুত্র শোকে প্রিয় প্রাণ হয় নিঃসারণ॥
সেই রূপ দীন ভূপ কয়ে পুত্র কথা।
বনবাস গত রামচন্দ্র স্মৃত যথা॥
অর্দ্ধ রাত্র গত হৈলে শয়নে নৃপতি।
আপনার প্রাণত্যাগ করিলা সুকৃতী॥
ব্রহ্মশাপ আখ্যান এ রূপ অযোধ্যায়।
দ্বিষষ্টি সর্গীয় কথা সুধাসিন্ধু প্রায়॥

৬২ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

এই রূপ বহুতর, বিলাপ করিয়া পর,
নরবর নীরব হইলে।
নিদ্রাগত নরপতি, এই জ্ঞান করে্য সতী,
কৌশল্যা কাতরা সেই স্থলে॥
না বলিয়া কোন কথা, শোকে সমাকুলা তথা, শয্যায় শয়ন গতা রাণী।
বারম্বার পুত্র শোকে, সকাতরা কোন
লোকে, না কহিলা কারে কোন বাণী॥
পরে রাত্রি হৈলে শেষ, প্রাতঃসন্ধ্যা সু-
প্রবেশ, বন্দিগণ আসি নৃপদ্বারে।
যোগ্যমতে অবস্থান, করে রাজস্তুতিগান,
নিদ্রাভঙ্গ বাক্য সহকারে॥
সেই বন্দি মাগধাদি, সদা স্তবস্তোত্র বাদী,
তাহাদের বাক্য কলরবে।
নৃপ পুরনারীগণ, অন্য যত পরিজন,
জাগ্রতা হইল তারা সবে॥

আপন আপন কর্ম্মে, সমুচিত গৃহধর্ম্মে,
নিযুক্ত নিয়মি লোক যারা।
নৃপতির সন্নিকটে, উপস্থিত সপ্রকটে,
অদ্ভুত দেখিল নৃপে তারা॥
গন্ধবারি পরিপূর্ণ, কুম্ভশ্রেণী আনে তূর্ণ,
রজত কাঞ্চন বিরচিত।
নৃপে করাইতে স্নান, সন্নিধানে বর্ত্তমান,
গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত উচিত॥
মঙ্গল কারক যারা, মাঙ্গলীয় দ্রব্য তারা,
আনে অন্যে অন্য বহুতর।
যথা যোগ্য উপহার, আহরণ উপচার,
করে যত বিচক্ষণ নর॥
নিকটে নিদ্রিত পরে, নিরখিয়া নরেশ্বরে,
নারীগণে করে সচেতন।
পাছে হয় সূর্য্যোদয়, নৃপতির আয়ুঃক্ষয়,
এই ভয় করে সর্ব্ব জন॥
জাগ্রত করিতে পরে, সংজ্ঞাহীন নরেশ্বরে,
দেখে্য তারা করিছে সংশয়।
লুপ্তজ্ঞান সুপ্ত ভূপ, একি দেখি অপরূপ,
হইল অম্বরে সূর্য্যোদয়॥
শঙ্কা করি সকম্পিতা, যে শুনে সে সশঙ্কিতা,
কম্প হয় সকলের দেহে।
পরে তাহাদের ত্রাসে, কেহ২ নৃপ পাশে,
পার্থিবে করিছে স্পর্শ স্নেহে॥
অঙ্গ সুচালন করি, নিজ পাপ তাপ স্মরি,
নিশ্চয় করিল নারীগণে।
নরাধিপ প্রাণ হত, সুনিশ্চয়ে অবগত,
সকম্পিত দেহ দগ্ধ মনে॥

সসম্ভ্রমে হাহা রবে, বিধবা হইব সবে,
এই রবে পতিতা ভূতলে।
উচ্চৈঃস্বরে পরিতাপ, আর্ত্তনাদ দীর্ঘালাপ,
শ্রবণে জাগ্রতা সেই স্থলে॥
কৌশল্যা সুমিত্রাসতী, নিদ্রাভঙ্গে দুঃখরতা,
দেখিয়া সকল নারীজনে।
হাহাকার কি হইল, উদ্বেগে দেহ দহিল,
জিজ্ঞাসিলা পরে দুই জনে॥
শয়ন হইতে উঠ্যা, নৃপতি আসনে ছুট্যা,
সঙ্কটেতে সকম্প শরীর।
দর্শন স্পর্শন পরে, অত্যন্ত দুঃখ অন্তরে,
হতপ্রাণ জানিলা সুস্থির॥
নৃপতি নিস্পন্দ অক্ষি, ঐশ্বর্য্য ভোগ উপেক্ষি,
বিধুমুখী বনিতা রোদন।
শ্রবণ করিয়া পরে, অন্তঃপুরবাসি ঘরে,
সম্ভ্রমে জাগ্রত সর্ব্ব জন।
সকলে একত্র হয়ে, হতসংজ্ঞা রয়ে রয়ে,
রোদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে।
কুররীর প্রায় রব, করে পুরনারী সব,
তুমুল হইল রাজঘরে।
পুরী তাপে পরিপূর্ণ, সকলে জাগিল তূর্ণ,
নগরে নাগর অনাহুত।
প্রবেশিয়া রাজপুরে, বিপদ দেখিয়া দূরে,
শঙ্কাচ্যুত চলে যূথে দ্রুত॥
অপর অপর নারী, পুরে চলে সারি সারি,
দুধারি নয়নে বারি বহে।
সকল অঙ্গনাগণ, একত্র দীর্ঘ রোদন,
কার সাধ্য স্থির চিত্ত রহে॥

সকলে বিকৃত আস্য, হাহা নৃপতি পঞ্চাস্য,
পঞ্চত্ব পাইলে হৈল কিবা।
সেই রবে সকলের, প্রাণগতে রাঘবের,
অযোধ্যা নগরে দুঃখ কিবা॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু, বক্ষে যেন বিদ্ধ ইষু,
নৃপ কষ্ট সকষ্ট বিরাগে।
ভয়ঙ্কর নৃপাসন, সমাকুল সর্ব্ব জন,
বেষ্টিত চেষ্টিত দেহ আগে।
পরে বারম্বার কৃশা, স্বামি গতে সুখভৃশা,
বিনাশ দুঃখিতা অতিশয়।
পড়িয়া ধরণী তলে, কহিছে রোদন বলে,
কোথা গেলে নৃপতি নির্দ্দয়।
ধরিতে লুণ্ঠিত কায়, উন্মত্তা অশ্বিনী প্রায়,
তনু আগে সচেষ্টিতা সতী।
সপত্নীগণ সহিতে, মাথারি সুক্ষ্মা রহিতে,
চেষ্টা হীনা প্রায় বসুমতী॥
হইয়া দুলি ধসতি, কান্দেন যেন কুররী,
পক্ষিণীর প্রায় সমাকুলা।
শোভাহীনা অতিদীনা, সপত্নীসহিতে ক্ষীণা,
মলিনা ব্যাকুলা দুঃখাকুলা॥
নিশ্চয় নরেন্দ্র গত, জ্ঞান করি উপরত,
যশস্বী তেজস্বী নৃপবরে।
বারম্বার করুণায়, রোদন করিয়া তায়,
করুণা অক্ষরে অশ্রু ক্ষরে॥
গ্রহণ করিয়া কর, কান্দয়ে সা নরেশ্বর,
কি হইল গেলে তুমি কোথা।
রাখিয়া দুঃখিনীগণে, করুণা কষ্ট গহনে,
সঙ্গে করি লও দহ ব্যথা॥

রামায়ণে অযোধ্যায়, দশরথ গত তায়,
অন্তঃপুর নিবাসি রোদন।
ত্রিষষ্টি সর্গীয় কথা, শ্রবণে অত্যন্ত ব্যথা,
তথাপিও পবিত্র শ্রবণ॥

৬৩ সর্গঃ।

পয়ার

নৃপতির মৃত কায় নিরখিয়া তায়।
অনল শীতল যথা সমুদ্র শুকায়॥
অস্তগতে আদিত্য যেমন জ্যোতিহীন।
সেই রূপ স্বর্গ গত নৃপতি মলিন॥
শ্রীরামের বনবাস পতির বিনাশ।
দুই দুঃখে দুঃখিনীর শূন্য পুরবাস॥
স্বামি পদে ধরি সতী করিয়া বিলাপ।
বিস্তার করিয়া রাণী আপনার তাপ॥
সাধুবাদ স্বামিরে সত্বরে দেন সতী।
তুমি ধন্য কৃতপুণ্য শুদ্ধ সত্ত্ব মতি॥
তুমি মান্য মানদাতা কি কথা তোমার।
অল্পকালে পুত্রশোকসিন্ধু হৈলে পার॥
এক্ষণে অবনীনাথ অনাথের প্রায়।
রামশোকে দগ্ধ নাহি দেখি তব কায়॥
কুমার বিরহে দেহ সম্ভূত সন্তাপ।
তাহে নাহি দহে সেই না কর বিলাপ॥
সেই প্রাণ হর ব্যাধি বাধিত না হয়ে।
স্বর্গ গত হৈলে তুমি কিছুকাল রয়ে॥
সত্য সদ্ধ পুণ্য দেহ তুমি মহীশ্বর।
মহাত্মা প্রধান নরে সর্ব্ব শোভাকর॥
করুণা আশ্রয় তুমি করুণ হৃদয়।
এই হেতু করুণা না করিল আশ্রয়॥
আমি অতি অশুদ্ধা অত্যন্ত সত্ত্বহীনা।
অদৃঢ় সৌহৃদ্য নীচ স্বভাবা সুদীনা॥
অযোগ্য আমার অতি জীবন ধারণ।
সত্ত্ব হবে দুঃখ প্রাণ রহে একারণ॥
মৃত্যু ভাল যে অবস্থা হইল এক্ষণে।
প্রশস্ত সমস্ত প্রাণ সংসর্গ করণে॥
জীবন ধারণ মাত্র কষ্টের কারণ।
এ অবস্থা অতিশয় নিন্দিত রাজন॥
যে অবস্থা এ অবস্থা অবস্থার শেষ।
ইহাপেক্ষা তনু ত্যাগ সুরাগ বিশেষ॥
এমন জীবন যার মরণ উচিত।
জীবন ত্যজিলে হয় অত্যন্ত পূজিত॥
যে শুদ্ধ স্বভাব তুমি পুত্র শোকানল।
আমাকে অর্পণ করি হইলে শীতল॥
সেই পাপ তাপ দহে সতত আমায়।
শুদ্ধভাবে সত্ত্বরে সন্তোষ তব কায়॥
পুত্রশোকে সমাকুলা অতি সকাতরে।
যে সকল কথা আমি কহিনু তোমারে॥
সে মন্যু আমার প্রতি না করিবে আর।
প্রসন্ন হইয়া নাথ না কর স্বীকার॥
ক্ষমা কর ক্ষৌণীপতি অক্ষমার দোষ।
তুমি দেব সত্ত্ব সদা পরিত্যক্ত রোষ॥
স্মরণ না কর প্রভু মম অপরাধ।
পণ্ডিতের পুণ্য দেহে না থাকে বিষাদ॥
সকলি সহন হয় সাধুর শরীরে।
ক্ষমিবে দাসীর দোষ নিবেদন ধীরে॥

পরে রাণী করিলা কেকয়ী তিরস্কার।
করিলে অনর্থ কর্ম্ম সমূল সংহার॥
রাজ্য লোভ হেতু অতি গর্হিতাচরণ।
ক্ষুদ্রমতি প্রাপ্ত হৈলে পাপ একারণ॥
কামনা সম্পূর্ণ তব হইল এখন।
অকণ্টকে রাজ্য ভোগ কর বিলক্ষণ॥
হরিলে পতির প্রাণ করিলে কি কর্ম্ম।
ধিক্কার স্বীকার করি কর রাজ্য ধর্ম্ম॥
সুখভোগ অর্থযোগ দাতা গুরুতর।
দেবতা পরম ধাতা পতি নিরন্তর॥
কে আছে কুৎসিতা নারী তোমার সমান।
নাশিয়া আপন নাথে দেহে ধর প্রাণ॥
লোভে কার্য্য কি অকার্য্য না কর বিচার।
না ভাবিলে কীর্ত্তি লোপ সাধুর আচার॥
নরকে গমন ধর্ম্ম না করি স্মরণ।
অধর্ম্মে নাথের মতি তোমার কারণ॥
অত্যন্ত আপন হিত না করিলা জ্ঞান।
অযুক্তে হইল যুক্ত করো অবিধান॥
তোমার সন্তোষ হেতু মহাত্মা হইয়া।
প্রাণ প্রিয়তম পুত্রে বনে পাঠাইয়া॥
ত্যাগ করি প্রাণ প্রিয়তম রঘূত্তমে।
সেই শোকে তনু ত্যাগ সুদুঃখ সম্ভ্রমে॥
তিন কর্ম্ম একবারে করিলে সাধন।
বৈধব্য অযশঃ আর ত্রিলোক নিন্দন॥
লোভ হেতু এই সব তব আচরণ।
এ সকল মম প্রিয় নহে কদাচন॥
শ্রীমান কমলদল নয়ন শ্রীরাম।
অখিলের সুদর্শন ইন্দীবর শ্যাম॥
পিতার জীবন নাশ হেতু বন গত।
একর্ম্ম কি কভু হয় মম মনোগত॥
জনক তনয়া সুকুমারী তপস্বিনী।
তোমার নিমিত্তে দুঃখভাগিনী কল্যাণী
অতি উগ্র ভয়ঙ্কর পক্ষি মৃগ নাদ।
শ্রবণে উদ্বিগ্ন মনে ভাবিয়া বিষাদ॥
মৈথিলী নিবাস স্থলী করি পরিত্যাগ।
শ্রীরাম সহিতে গতা বনে অনুরাগ॥
যে বুদ্ধি সঞ্চারে রামে দিলে বনবাস।
সে বুদ্ধি পিতার নহে গেল রাজ্য আশ॥
ধর্ম্মিষ্ঠ কুলের শ্রেষ্ঠ হৈল বনগত।
একর্ম্ম কি ভরতের হবে অভিমত॥
বিস্তর করিবে নিন্দা তোমারে সন্তান।
অপ্রিয় অহিত কর্ম্ম তব অনুষ্ঠান॥
নিষ্পাপা ধর্ম্মিষ্ঠা তুমি ছিলে চিরকাল।
কি হেতু ইদানী হৈলে কাল ক্রমে কাল।
অধর্ম্ম আশ্রয় করি করিলে অধর্ম্ম।
চিরকাল ব্যক্ত রবে তোমার কুকর্ম্ম॥
কি রূপে সে মহা সত্ত্ব ভরত সন্তান।
দৃঢ়ব্রত রামে অনুগত যার প্রাণ॥
নিষ্পাপ, কুকর্ম্মে যেই সঙ্কল্প বিহীন।
তব দোষে দোষী হয়ে হইবে মলিন॥
রামকৃত বৃত্তি যার ভরত সুধর্ম্মী।
তব বৃত্তে বৃত্ত হয়ে না হবে কুকর্ম্মী॥
নিন্দিবে আগত মাত্র তোমার করণ।
করিলে যে কর্ম্ম তুমি শ্রবণে মরণ॥
যে কর্ম্ম করিয়া তুমি আপনাকে সতী।
সাধু জ্ঞান কর সে কি সাধুজন মতি॥

কি করিব স্বামির শোচনা আমি পরে
রামের কি লক্ষ্মণের অতি দুঃখ তরে॥
কিম্বা বৈদেহীর জন্য করিব শোচনা।
কিবা আপনার দুঃখ করিব ভাবনা॥
এ বহু অনুশোচনা আমার শরীরে।
একেকালে অনুভব হইবে অচিরে॥
এ দুঃখ সহিয়া দেহে এ প্রাণ ধারণ।
ইহাপেক্ষা সুমঙ্গল বরঞ্চ মরণ॥
আমারে করিয়া ত্যাগ বনবাসী রাম।
স্বর্গ গত স্বামী মম দুঃখের বিরাম॥
স্বার্থ পরিত্যাগ করি ত্যজ্য করি স্বর্গ।
কুপথে ভ্রমণ অদ্য করিব কি দুর্গ॥
হা নাথ অনাথ নাথ কৃপণ বৎসল।
আমি অতি দীনা ক্ষীণা নাহি স্থিতি স্থল
পরিহরি কিঙ্করী অগাধ সিন্ধুজলে।
এ শোক সাগরে ত্রাণ কর রাখ স্থলে॥
সুখেতে পালিতা আমি স্বামি পরায়ণা
ত্যজিয়া তোমাকে করি কার আরাধনা॥
ধিক্২ আমার জীবন দেহে ধিক।
তোমার অপ্রিয় কর্ম্মে কি সুখ অধিক॥
ন্যায্য কর্ম্ম সতী ধর্ম্ম সুজন সাধন।
পতির সহগমন স্বামির সেবন॥
সে কর্ম্মে বিরত আমি হইলাম অদ্য।
রাম দর্শনের আশে প্রাণে আশা সদ্যঃ॥
তবে আমি সুকর্ম্ম না করিলাম কিবা।
তোমার সহিতে যদি হয় অগ্নি সেবা॥
এ দেহ তোমার সহ দগ্ধ হৈত যদি।
অপার দুঃখের পার ক্ষীণ কর্ম্ম নদী॥
পরলোক গমনে পরম সুখ লভ্য।
তোমার সংযোগে গতি প্রশংসিত সভ্য
তোমার স্বকৃত কর্ম্ম যে সকলে হিত।
অদ্য আমা হৈতে হৈল তার বিপরীত॥
পতি লোকে পাপিনীর যাত্রা নাহি হয়
এই হেতু যোগ্যা আমি নহিব নিশ্চয়॥
যেই হেতু আমি অতি কুকর্ম্মে মলিনা।
পতি চিতা আরোহণ তাহে মম ঘৃণা॥
ধিক্কৃতা কুপাপাশ্রিতা কাল বশতায়।
জীবির জীবন ত্যাগ ঈশ্বর ইচ্ছায়॥
জীবনে আমার আশা ত্যজিয়া তোমারে।
না হৈলাম অনুমৃতা তব সহকারে॥
স্বর্গগত দশরথ স্বামী সর্ব্বারাধ্য।
অরণ্যে অপূর্ব্ব পুত্র সত্ত্যে হয়্যে বাধ্য॥
একা আমি উভয়ে করিয়া পরিত্যাগ।
শাখা মূল হীন বৃক্ষ প্রায় দেহ রাগ॥
কোথা পুত্র মহাবাহু রাম মম প্রাণ।
কোথা পুত্র হে লক্ষ্মণ সুমিত্রা সন্তান॥
হাহা সাধ্বী সীতা কোথা রাজার কুমারী।
দুঃখিনী আমারে স্মর ভুবন সুন্দরী॥
কেকয়ীর বচনের বাধ্য নরপতি।
রাম পুত্রে বনবাস দিয়াছ সম্প্রতি॥
এই কথা শুন্যে ব্যথা পাইবে যখন।
সস্ত্রীক সন্তাপী হবে জনক রাজন॥
একে অল্প অপত্য তাহাতে বৃদ্ধ অতি।
তোমার সন্তাপে তপ্ত হইবে নৃপতি॥
তব শোকানলে দেহ সন্তপ্ত হইবে।
নিঃসংশয় নৃপ সিংহ জীবন ত্যজিবে॥

তুমি সীতা পতিব্রতা সাধ্বী সুলক্ষণা।
সুখ দুঃখ সম করি ভর্তৃ আরাধনা॥
শ্রীরামের পশ্চাতে পশ্চাতে গেলে বন।
এই হেতু দেহ দুঃখে নাহি দিলে মনঃ॥
স্বামী বন্ধু গুরুদের স্বামী অতি গতি।
পরম আশ্রয় লোকে স্ত্রীলোকের পতি॥
পতি শোক পুত্র শোকে মলিনা সুন্দরী।
পতি পুত্র শোকাকুলা যেমন কুররী॥
অত্যন্ত পীড়িতা হয়ে অনাথার প্রায়।
বিলাপ করিলা সতী কৌশল্যা যথায়॥
সর্ব্ব পূজ্য মহাঋষি ব্রহ্মার কুমার।
বশিষ্ঠ সর্ব্বত্র যার রুদ্ধ নহে দ্বার॥
স্ত্রীগণের মধ্যে আসি হয়ে উপনীত।
কোন ছলে নৃপতির করিবারে হিত॥
দেখিলেন দ্বিজবর নৃপবর মৃত।
বিলাপ করেন রাণী হয়ে অনাশ্রিত॥
রাজার যে সব আর অপরা রমণী।
পীড়িতা কৌশল্যা খেদে রামের জননী॥
পরে করি নির্জ্জন বশিষ্ঠ মুনিবর।
করিলেন মন্ত্রি সহ মন্ত্রণা বিস্তর॥
প্রাপ্ত কাল কর্ম্মের কারণে অতি ধীর।
তৈল পাত্রে রাখিলেন নরেন্দ্র শরীর॥
মন্ত্রিগণ পুরজন প্রবর সহিত।
মন্ত্রণা করেন মুনি সময় উচিত॥
অযোধ্যা হইতে মাতামহ কুল গত।
চিরকাল তথা স্থায়ী শত্রুঘ্ন ভরত॥
আনয়ন কর প্রয়োজন সাধিবারে।
রাজপুত্র বিনা কেবা সমর্থ সৎকারে॥
মন্ত্রিবর্গ দেখি উপসর্গ উপস্থিত।
কোশলেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে সাবহিত॥
পরে সেই মুনীন্দ্র সহিত মন্ত্রিগণ।
তৈলদ্রোণী মধ্যে নৃপে করান শয়ন॥
দেখিয়া দুঃখিতা অতি যুবতী সকল।
এই নৃপ এই নৃপ বলিয়া বিকল॥
ঊর্দ্ধবাহু মুহুর্মুহুঃ নিস্বন নির্ঘাত।
উরঃ শিরঃ জঘনে সঘনে করাঘাত॥
শশিহীন নিশা দিবা দিবাকর হীনা।
সেই রূপ অযোধ্যা হইল নৃপ বিনা॥
অঙ্গনা সৌন্দর্য্য হীনা স্বনাথ বিহীনে।
সেই রূপ অযোধ্যায় অন্ধকার দিনে॥
হাহাকার শোকাপার সর্ব্বজনাকুল।
পথ পুরী সনগর চত্বর ব্যাকুল॥
হত প্রভা স্বর্গ শোভা প্রভাকর বিনা।
নিষ্প্রভা যেরূপ নিশা নিশাকর হীনা॥
সেই রূপ মহাপুরী শোভা নাহি পায়।
মহাত্মা মহেন্দ্র হীন তথা অযোধ্যায়॥
নরনারী বিচারিয়া পরে বারম্বার।
করিলেন বহু নিন্দা ভরত মাতার॥
অযোধ্যা নগরে নর প্রবীর বিনাশে।
বিলাপ বাহুল্য মাত্র মানব মানসে॥
অনন্তর নৃপবর গত হৈলে পর।
দুঃখিত তাপিত বিনা নহে কোন নর॥
পাদপ পদ বিহীন পড়ে ভূমিতলে।
সেই রূপ বিনা ভূপ মানব সকলে॥
ভিক্ষুক না পায় ভিক্ষা উপেক্ষায় ফিরে
তিন দিন শোভাহীন পুরী শোকনীরে॥

অযোধ্যায় নরেন্দ্র সংক্রম চিন্তা জনে
চতুঃষষ্টি সর্গ সাঙ্গ বেদ রামায়ণে॥

৬৪ সর্গঃ।

লঘু ত্রিপদী।

শর্ব্বরী সংক্ষয়ে, প্রভাত সময়ে,
আদিত্য উদয়ে পরে।
রাজগুরু গণ, নরেন্দ্র ভবন,
চলিলা অতি সত্বরে॥
অমাত্য সহিত, সভা উপনীত,
সমস্ত দ্বিজ প্রবর।
বশিষ্ঠ জাবালি, সহিত দ্বিজালি,
বামদেব যশস্কর॥
মৌদ্গাল্য গোতম, সর্ব্ব দ্বিজোত্তম,
মার্কণ্ডেয় মুনিরাজ।
সকলে মিলিত, যেমন উচিত,
দ্বিজকুল দ্বিজরাজ॥
হয়ে উপবিষ্ট, সম্মুখে বশিষ্ঠ,
শ্রেষ্ঠ রাজপুরোহিত।
প্রসঙ্গ উত্থান, করিলা বিধান,
যথা কাল সমুচিত॥
দশরথ ক্ষয়ে, সূর্য্য অনুদয়ে,
এই একা মহা নিশি॥
বৎসর প্রমিত, হয় অনুমিত,
একি বিপরীত ঋষি॥

পুরবাসী জনা, করয়ে শোচনা,
ভাবনা মত্ত রাজনে।
নৃপ স্বর্গগত, অরণ্য আশ্রিত,
শ্রীরাম সহ লক্ষ্মণে॥
কেকয় নগরে, গিরি ব্রজপুরে,
ইতঃপূর্ব্বে তদনুজ।
শত্রুঘ্ন ভরত, বহু দিন গত,
নৃপাত্মজ মহাভুজ॥
কর অনুভব, ঈক্ষ্বাকু প্রভব,
এ রাজ্য সম্ভব কারে।
অরাজক রাষ্ট্রে, হৈল প্রায় রাষ্ট্র,
বিনষ্ট হইতে পারে॥
সূর্য্যবংশধরে, বহু গুণাকরে,
রাজা কর অযোধ্যায়।
অরাজক পদ, হৈলে জনপদ,
বিস্তর বিপদ তায়॥
বর্ষে না ঘনালী, দহে অংশুমালী,
খর কর ব্যালী সম।
অরাজক পুরে, শস্য অতি দূরে,
ভূমি বীজমুষ্টি যম॥
অরাজকে সুত, বহু গুণযুত,
দেখ কি অদ্ভুত মুনি।
না রহে শাসনে, দ্বন্দ্ব তাত সনে,
যুবা রত নহে যুনী॥
অরাজকে শিষ্য, করয়ে অবশ্য,
গুরু সহ দস্যু ভাব।
না শুনে বচন, হরে ইষ্ট ধন,
কুবচন মাত্র লাভ॥

নাহি রহে বসু, নর নরপশু,
অল্প অসু হীন জ্ঞান।
কি আর অপেক্ষা, ভিক্ষুকের ভিক্ষা,
লাভ শিক্ষা হত মান॥
অরাজ রাজত্ব; মহতী মহত্ব,
প্রভুত্তে প্রভুত্ব হীন।
বলবান জন, দুর্ব্বলের ধন,
হরণ প্রাজ্ঞ প্রবীণ॥
অরাজক ধরা, যজ্ঞকারী যারা,
যজ্ঞ তারা নাহি করে।
হরে যজ্ঞ ধন, আসি দস্যুগণ,
শরীর পীড়ন পরে॥
অরাজক রাজ্য, ক্ষান্ত সভা কার্য্য,
অন্যায্যে সতত রত।
না করে উদ্যান, জন রম্য স্থান,
প্রপা পুণ্যস্থান যত॥
পুণ্য গুহাস্থলী, রহিত সকলি,
রহিত নর্ত্তক নট।
না করে উৎসব, সমাজ সম্ভব,
সুখ সমুদ্ভব ঘট॥
নহে অর্থ সিদ্ধ, শিশু সম বৃদ্ধ,
সতত নিষিদ্ধ করে।
লোক ব্যবহার, দুর পরিহার
অপার কুকর্ম্মাচরে॥
বর্জ্জিত স্বধর্ম্ম, কোথা ধর্ম্ম মর্ম্ম,
সজ্জন রঞ্জন যায়।
বেদ হীন বিপ্র, পাঠ ত্যজে ক্ষিপ্র,
নিবৃত্তি নিগ্রহ তায়॥

সুকথক গণ, কহিয়া কথন,
স্বমনঃ রঞ্জক নহে।
নৃপহীন দেশ, কে বুঝে বিশেষ,
কার স্থলে কথা কহে।
কন্যকা বিবাহ, তাহে মহোৎসাহ,
না দেখি না শুনি আছে।
অরাজক পুরে, দুঃখিত প্রচুরে,
অনুদ্বেগ কর কাছে॥
করিয়া বিশ্বাস, সালঙ্কারে বাস,
না করে কন্যকাচয়।
ক্রীড়া বিবর্জ্জিতা, রাজমার্গে স্থিতা,
অরাজকে ভীতা হয়॥
অরাজক স্থানে, বিহার উদ্যানে,
না করে কামিনী সহ।
কামুক সকলে, নির্ভয়ে কৌশলে,
ক্রীড়া অতি ভয়াবহ॥
অরাজ নগরে, ধনীগণ ঘরে,
কুটুম্ব না করে বাস।
সতত সভয়, দস্যু দিকে হয়,
সম্বরে কি রূপে ত্রাস॥
নৃপহীন দেশে, বণিক না এসে,
যদি এসে সে পলায়।
দুর্গতি সামান্য, লয়ে নিজপণ্য,
অন্য দেশে বেগে ধায়॥
কৃষি জীবী জন, না করে কর্ষণ,
অরাজক ভূমিস্বধা।
পশু বৃদ্ধি নহে, কি আশ্রয়ে রহে,
কে কহে পালন কথা॥

এক স্থান চর, যত মুনিবর,
সরস অন্তর নহে।
ভয়ে হয়ে ভীত, নৃপতি রহিত,
গুহাশ্রয়ে গিয়া রহে॥
নৃপ হীন স্থান, তাহে কি কল্যাণ,
কভু আছে মুনিবর।
অরাজক পুরে, বিজয় সুদূরে,
কে কার বশ কিঙ্কর॥
যথা নদী গণ, রহিত জীবন,
তৃণহীন বন যথা।
অগোপ নগরে, গোধনে কি করে,
অরাজক পুরে তথা॥
সারথি বিহীন, রথ শোভা হীন,
তুরঙ্গ কুরঙ্গ করে।
করিলে গমন, অবশ্য পতন,
তথা অরাজ নগরে।
ধনী কেহ নয়, নৃপ হীন রয়,
যেই দেশ সে অযোগ্য।
দুর্ব্বলের ধন, করিয়া হরণ,
বলী করে উপভোগ্য॥
দুর্ব্বল জনারে, সংহারে আহারে,
সর্ব্বদা সবল কায়।
যথা ক্ষুদ্র মীনে, আনিয়া স্বাধীনে,
বলী মৎস্য ধরি খায়॥
রাজ হীন রাষ্ট্র, তাহে বহু কষ্ট,
নাস্তিক নির্লজ্জ জনা।
ধর্ম্ম পথ নাশে, সদা পাপ ভাষে,
করে কে গুণি গণনা॥

অন্ধ তমঃ প্রায়, অরাজক তায়,
গুণাগুণ তায় সম।
কে জানে বৃত্তান্ত, শান্ত কি অশান্ত
পয়ঃ পয়ঃ সমোপম॥
লয়ে পর ধন, সুখে দস্যু জন,
অচিন্তিত মনঃ নহে।
একে যম হয়, হয়ে নাশে ত্রয়,
বিনাশ বসু বিরহে॥
অতএব মুনি, কর নৃপমণি,
যদি চাহ সুকল্যাণ।
দ্বিজগণ কথা, বচনে সর্ব্বথা,
সুধাসিক্ত গুণবান্॥
বশিষ্ঠ আপনি, মন্ত্রি শিরোমণি,
মন্ত্রিরা কহিলা পরে।
নৃপ বর্ত্তমানে, রাজ সন্নিধানে,
অনুগত তব নরে॥
নরেন্দ্র সহিত, তব বশে স্থিত,
আমরা অখিল জন
যাতে রহে রাজ্য, কর সেই কার্য্য,
ন্যায্য তব তপোধন॥
তুমি ব্রহ্ম সুত, অশ্রুত অদ্ভুত,
অনুভব অনুভাব।
ইক্ষ্বাকুর বংশ্য, কুমার প্রশংস্য,
শক্র জন দাহে দাব।
রাজ্যে অভিষিক্ত, কর উপযুক্ত,
অরাজকে তিক্ত মনঃ।
নৃপ সুধা দৃষ্টি, করাইয়া সৃষ্টি,
রক্ষা কর তপোধন॥

৬৫ সর্গঃ।

পয়ার।

দ্বিজ মন্ত্রিগণ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
প্রতিবাক্য কহিলা বশিষ্ঠ তপোধন
মাতামহ কুলে স্থিত ভরত কুমার।
শত্রুঘ্ন সহিতে সেই বীর গুণাধার॥
আন দূত দ্বারা শীঘ্র ভরত কুমারে।
শীঘ্রগতি চরপ্রতি শাসন সঞ্চারে;
তরস্বি তুরগে গিয়া আনিবে ত্বরিত।
না করিবে নৃপতির বিনাশ বিদিত
বশিষ্ঠের বদনে বিশিষ্ট বাক্য শ্রুত।
তথাস্তু গচ্ছতু বাক্য কহিলেন দ্রুত।
হৃষ্ট হয়ে মন্ত্রি লয়ে মুনিবর পরে
জয়ন্ত মন্ত্রির প্রতি কহিলা সত্বরে।
যাও যাও জয়ন্ত সদূতে অতি জবে।
নৃপতির পুরে প্রিয়! প্রবেশিবে যবে।
অক্রু শোক হইয়া কহিবে এই কথা।
কেহ যেন না শুনে অপ্রিয় বার্ত্তা তথা॥
অযোধ্যা অবনীপতি আদেশে এ স্থানে।
আইলাম যুবরাজ তব বিদ্যমানে।
জিজ্ঞাসিয়া সুকুশল কহিবে পশ্চাৎ।
মন্ত্রি সহ নৃপতির আদেশ সাক্ষাৎ।
আত্যন্তিক কার্য্য আছে তোমার সহিত।
এই হেতু এ স্থলে আমরা উপস্থিত॥
ত্বরাবান্ জ্ঞানবান পিতৃ স্থান চল।
দ্বিজবর বহুতর বিলম্ব বিফল॥
না কহিবে নৃপতির নদেহ পতন।
পুত্রশোক লোক ভয় বিস্তার বচন॥
শ্রীরামের বনবাস অভিলাষ শূন্য।
লক্ষ্মণ জানকী সহ প্রবেশ অরণ্য॥
বহুবিধ বাক্যে আর নাহি প্রয়োজন।
জিজ্ঞাসা করিলে তবু করিবে গোপন।
রাজযোগ্য উপভোগ্য বসনাভরণ।
লয়ে যাও কুমারের সম্প্রীতি কারণ।
এই রূপ সংবাদ শুনিয়া দূতগণ।
হৃষ্ট চিত্ত ত্বরান্বিত করিল গমন
তরস্বি তুরঙ্গোপরি করি আরোহণ
অতিজবে সাধিতে পরম প্রয়োজন।
প্রবেশিয়া প্রাবেশান প্রলম্ব উত্তরে।
দ্রুত দূতগণ গিয়া হস্তিনা নগরে॥
পার হয়ে পতিত পাবনী পাপ হরা।
গঙ্গা ভব ভয় ভঙ্গা ভোগ মোক্ষ পরা।
পশ্চাতে পঞ্চাল দেশ প্রবেশ করিয়া।
কৌতুহলে পরে কুরু জাঙ্গলেতে গিয়া
পূর্ব্বে রাখি পুরী পার হইয়া বারুণী।
কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী সংসার তারিণী॥
হেরিবানে বলবান দূতগণ ধায়।
সম্মুখে পুষ্করাবতী পার হৈল তায়।
সরোবর বিস্তর প্রফুল্ল পদ্ম ময়।
নদীগণ বিলক্ষণ বেগবতী বয়॥
নির্ম্মল কমল তায় চল চল করে।
নিরীক্ষণে হৃষ্ট মনে চলিল সত্বরে॥
কার্য্যবশে অভিলাষে করে পরিত্যাগ।
নদী মধ্যে ইন্দিরা ঈক্ষণে অনুরাগ॥

পুণ্যকরী দুস্তরী দৃষ্টির অগোচরা।
বিবিধ বিহঙ্গ কুল সেবিত বিস্তরা॥
শরদণ্ডা প্রচণ্ডা বিপুল কূলবতী।
যাবতীয় জলচর নিচয় বসতি॥
পুরের সম্পূর্ণ পূজ্য চৈত্য বৃক্ষবর।
সত্যের প্রার্থনা তথা করে বহুনর॥
সযত্নে পূজিয়া বৃক্ষে করিয়া প্রণাম।
ভূলিঙ্গ নগরে পরে যায় দূতগ্রাম॥
অজকুলা বিপুলা পাইয়া তার পরে।
প্রবেশ করিল দূত বৌধীর নগরে॥
অনন্তর ঋষিবর নারদ রচিত।
ইক্ষুমতী নদী তীরে দূত উপস্থিত॥
চতুর্ব্বেদ বেদাঙ্গ পারগ বিপ্রগণে।
প্রণাম করিয়া পথ জানে জিজ্ঞাসনে॥
হয়ে শ্রান্ত দূত শুভ আশীর্ব্বাদ লয়ে।
চলিল পরম রঙ্গে রাম কথা কয়ে॥
মধ্যে রাখি রম্যস্থান বাহ্লীকের দেশ।
উত্তরে সুদাস রাজ্য না করে প্রবেশ॥
দুই পার্শ্বে বিষ্ণুপদ মঙ্গল নগরী।
দক্ষিণে শাল্মলী মধ্যে গিরিব্রজপুরী॥
সপ্ত রাত্রি মধ্যে দূত প্রবেশে তথায়।
গমনে অত্যন্ত শ্রান্ত সবাহনে কায়॥
করিতে প্রজার হিত সকুলে রক্ষণ।
নৃপতির বংশ পরিগ্রহ প্রয়োজন॥
ত্বরাবন্ত অত্যন্ত যাবন্ত দূতবর্গ।
পুর প্রবেশনে সাঙ্গ ষষ্ঠ ষষ্টি সর্গ॥

৬৯ সর্গঃ।

পয়ার।

যে দিবস দূতবর্গ প্রবেশিল পুরী।
গিরিব্রজে ভরতে দুঃস্বপ্ন হয় ভূরি॥
অত্যন্ত ভয়দ স্বপ্ন অনিষ্ট সূচক।
স্বপ্ন দেখি স্মরিলেন প্রবৃদ্ধ জনক॥
অত্যন্ত উন্মনা প্রায় নরেন্দ্র কুমার।
দর্শন করিয়া সখাগণ চমৎকার॥
প্রিয়বাক্য নানাবিধ কথোপকথন।
তাহাতে সে দুঃখরাশি করিতে খণ্ডন॥
বিস্তর রচনালাপ পরে নৃত্য গীত।
নাট্যোক্তি বিষয়ে নানা মূর্ত্তি প্রকাশিত॥
হাস্য পরিহাস চিত্ত বিলাস কারণ।
কহে বহুবিধ কথা প্রিয়বাদি গণ॥
বয়স্য বর্গের হানা প্রকাশ্য শ্রবণে।
কিঞ্চিৎ সন্তোষ নাহি ভরতের মনে॥
ভরতের ব্যথা দেখে ব্যথার ব্যথিত।
কোন প্রিয় সখা জন কহিছে ত্বরিত॥
কেন কেন সখা হেন অবস্থা তোমার।
সখাগণ সেবনে বিমর্ষ বারম্বার॥
অসন্তোষ চিত্ত নৃত্যগীত বাদ্যরসে।
সুখ দুঃখ সমান সর্ব্বদা আত্মবশে॥
কি দুঃখ এমন মুখ্য করিলে গোপন।
অবশ্য করিব মুক্তি উপায় স্থাপন॥
নিজ ভক্ত মুখে উক্ত সময়োক্ত ভাষ।
ভরত স্বপ্নের কথা করিলা প্রকাশ॥
যেহেতুক মনোদুঃখ দুঃস্বপ্ন দর্শনে।
শ্রবণ করিবে তবে শুন সর্ব্ব জনে॥

দেখিলাম আমি অদ্য শয়নে নিদ্রায়।
ক্ষিতিতে পতিত চন্দ্র সাগর শুকায়॥
সূর্য্যেগ্রাসে অনায়াসে মুহুর্মুহুঃ রাহু।
রক্ত বস্ত্রধারী পিতা ভগ্ন পদ বাহু॥
নরগণ বন্ধন করিয়া মম তাতে।
চলিল দক্ষিণ মুখে তাড়ন নির্ঘাতে॥
পুনর্ব্বার চমৎকার স্বপ্ন উপদেশ।
তৈল পরিপূর্ণ তনু মুক্ত রোম কেশ॥
উচ্চতর অদ্রিবরই উপর আরোহ।
পুনর্ব্বার অগাধ সাগরে মগ্ন দেহ॥
পুনশ্চ গোময় হ্রদে হইয়া মণ্ডিত।
উন্মজ্জন নিমজ্জন করিয়া উত্থিত॥
অঞ্জলি অঞ্জলি করি কটু তৈল পান।
অতি আহ্লাদিত চিত্ত সুনৃত্য সমান॥
পরে পান করিলেন তৈলময় নীর।
পুনঃ পুনঃ ঊর্দ্ধ পদ আর অধঃ শিরঃ॥
তৈলাভ্যঙ্গ তৈলে অঙ্গ সমস্ত মজ্জন।
উঠিয়া বসিলা পিতা করিয়া আসন॥
লৌহময় কৃষ্ণবর্ণ পীঠের উপরি।
নরনাথে দেখ্যে হাস্য করে কত নারী॥
কদর্য্য কৃষ্ণ পিঙ্গলা প্রমদা প্রবীণা।
দেখ সখা দেখি কেন অমঙ্গল চিনা॥
রাসভ সংযুক্ত রথে করি আরোহণ।
রক্ত মাল্য রক্তাম্বর করিয়া ধারণ॥
হইয়া দক্ষিণ মুখ অতি দ্রুতগতি।
ইতোমধ্যে অন্য স্বপ্ন হয় উপস্থিতি॥
প্রদীপ্ত অনল শান্ত হয় জলদানে।
পঙ্কে মগ্ন মত্ত গজ শীর্ণ সেই স্থানে॥
বিশীর্ণ শিখর বর ভগ্ন চৈত্য বৃক্ষ।
মহাধ্বজ পতন রহিত উপলক্ষ॥
এই রূপ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভয়ঙ্কর।
অনুমান করি সখা অশুভ বিস্তর॥
ব্যক্ত হয় স্বপ্ন চয় দর্শনে আমার।
রাম কিম্বা রাজা হত রাজ্য ছারখার॥
যে জন রাসভ রথে পরিতুষ্ট হয়।
সেই মর্ত্ত্য জন শীঘ্র যায় যমালয়॥
এ নিমিত্ত হইয়া অত্যন্ত দীন তর।
তোমাদের মিষ্ট বাক্যে না করি আদর॥
হৃষ্ট পুষ্ট দর্শনে না তুষ্ট হয় মনঃ।
সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগে দুঃস্বপ্ন দর্শন॥
অস্থানে পতিত দেখ্যে মম দেহেশ্বর।
বিহ্বল আমার মনঃ স্মরি নরবর॥
মলিন সৌন্দর্য্য হীন দেখি কলেবর।
অশঙ্কা হয় নৃপ ক্ষয় সুনিশ্চয় তর॥
এই সুদুঃসহ স্বপ্ন করিয়া চিন্তন।
সর্ব্বদা বিমনা আমি ব্যথিত যেমন॥
নাহি হয় সুখ লাভ আমার অন্তরে।
অবশ্য অনিষ্ট দৃষ্ট হইবে সত্বরে॥
অযোধ্যায় ভরতের দুঃস্বপ্ন দর্শন।
সপ্তষষ্টি সর্গ কথা পাষাণ ঘর্ষণ॥

৬৭ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

স্বপ্ন কথা হয় যথা, এই কালে দূত তথা,
সবাহনে অতি শ্রান্ততর।
পীড়িত বাহন গণ, যথা রাজ নিকেতন,
প্রবেশিল গিয়া বহুতর॥

গমন করিয়া শীঘ্র, ভরতে দেখিয়া ব্যগ্র,
পদদ্বয়ে করিয়া প্রণাম।
রাখিয়া উপঢৌকন, চিত্র বস্ত্র বিভূষণ,
মণি মুদ্রা যত রত্ন গ্রাম॥
কহিছে রাজার চর, শুন যুব রাজবর,
আইলাম অযোধ্যা হইতে।
পুরোহিত মন্ত্রিগণ, বিশিষ্ট সভাস্থ জন,
সকলে কাতর তব হিতে॥
কায়িক কুশল কহ, কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহ,
মাতামহ মাতুলাজ্ঞা পরে।
হয়ো অতি ত্বরাবান্,রাজ্যে চল ভগবান্
আত্যন্তিক প্রয়োজন তরে॥
সও এই মহামূল্য, ভুবনে না হয় তুল্য,
বস্তুদ্রব্য বসনাভরণ।
তব তব মাতুলের, নৃপতি গোষ্ঠীবর্গের,
আনিয়াছি সন্তোষ কারণ॥
ত্রিকোটি কৌষেয় বাস, স্বর্ণ কান্তি প্র
কাশ, তব মাতামহের তোষণে
এক কোটি দিব্য চেলি, রেখেছি সকলে
মেলি, রক্তাম্বুজ ন্যক্কৃত দর্শনে॥
অনুগত সুহৃজ্জন, সহিতে কর গ্রহণ,
এই কথা করিয়া শ্রবণ।
দুতগণে তোষিবারে, বহুযত্ন পুরস্কারে,
কহিলেন মধুর বচন॥
কহ দুত সুকুশল, অপর্য্যাপ্ত সুখ স্থল,
পিতার মঙ্গল বিবরণ।
বৃদ্ধ দশা দশরথ, বিরত কি পুণ্য পথ,
অবিরত সৎপথ গমন॥

সত্ত্ব শীল দান ধর্ম্ম, সুপুণ্যানুষ্ঠান কর্ম্ম,
করণে সর্ব্বদা যাঁর মতি।
যাঁহার সুখে মঙ্গল, কহ তাঁর সুমঙ্গল,
কেমন আছেন রঘুপতি।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মময়,রাম রম্য গুণাশ্রয়,
সুশীল লক্ষ্মণ মহামতি।
সর্ব্বদা ভ্রাতৃ বৎসল, উভয়ে মম কুশল,
স্মরণ কি করেন সম্প্রতি॥
কৌশল্যা ধর্ম্মচারিণী,জ্যেষ্ঠা মাতা কুশ-
লিনী, পতিব্রতা পতিপরায়ণা।
সুমিত্রা স্বধর্ম্মশীলা, যে গর্ব্বে সুরত্নশীলা,
লক্ষ্মণ সুলক্ষণ ধারণা॥
শত্রুঘ্ন জননী যাঁর, গুণসীমা প্রাপ্তি ভার,
কুশলে আছেন পুণ্যবতী।
অপরা আমার মাতা, সদা ধর্ম্মকার্য্যে
রতা, গর্ব্বিতা প্রচণ্ডা ক্রুদ্ধমতি॥
কেকয়ী কি সুকুশলা, শুদ্ধভাবে সুমঙ্গলা,
আছেন সুনিশ্চলা কহিবে।
এই সুকুশল কথা, ভরতের প্রশ্ন তথা,
দূতগণ কেমনে সহিবে॥
বহু দুঃখে দূতগণ, শোকার্ণব সম্বরণ,
করিয়া হইয়া হৃষ্ট মনঃ।
সকলের সুকুশল, সর্ব্বত্র তুল্য মঙ্গল,
মুখে হাস্য অন্তরে দহন॥
কুশলীতোমার পিতা,সর্ব্বমাতা সুখাশ্রিতা,
বিশেষে কেকয়ী গুণবতী।
তাঁর সুখে সর্ব্বে সুখী,সর্ব্বদা সুহাস্যমুখী,
এক্ষণে সুশান্তা বশে পতি॥

পতির নিকটে নারী,গতা হৈলে সুখভারি,
নিন্দাবাদ করয়ে গুণ স্থলে।
পরে কয় দূতচয়, অপর কি পরিচয়,
অযোধ্যায় সকলে কুশলে॥
কহিলেন তব তাত,শীঘ্রগতি চল তাত,
নরনাথ নিরীক্ষণ হবে।
কি জানি সংপ্রাপ্তকাল, অতি বৃদ্ধ মহী
পাল, বিলম্বে অত্যন্ত খেদ রবে॥
জানাইয়া যুধাজিতে,অবিলম্বে উপস্থিতে,
আবশ্যক না হবে অলস।
মন্ত্রি সহ নৃপবর, তব দর্শন কাতর,
প্রবেশিলে পূরিবে মানস॥
এই কথা দূত মুখে,ভরত শুনিয়া সুখে,
কহিলেন অবশ্য হইবে।
সকলে মুহূর্ত্ত কাল,স্থির থাক মহীপাল,
সন্দর্শনে যাইব জানিবে॥
দূতে কহি এই কথা,স্থির করি রাখি তথা,
মাতামহ নিকটে গমনে।
দূত উক্ত বিবরণ, করিলেন বিজ্ঞাপন,
কেকয়ী সন্তান হৃষ্ট মনে॥
অযোধ্যাপুরী গমনে, ইচ্ছা করি নৃপ মনে,
নৃপতি দর্শনে নৃপাজ্ঞায়।
দূতগণে করে ত্বরা,দেশাগমে আজ্ঞাকরা,
আপনার বুক্ত শোভা পায়॥
ভরতের প্রার্থনায়, নৃপতি কহিলা তায়,
যত্নে লয়ে মস্তক আঘ্রাণ।
জানি তাত তুমি ধন্য,কিআর কহিব অন্য,
শুদ্ধমতি কেকয়ী সন্তান॥

সুখে গৃহে গচ্ছ গচ্ছ,প্রাপ্ত হবে পদ উচ্চ
মাতামহে মানসে রাখিবে।
প্রবেশিয়া অযোধ্যায়,মঙ্গল সংবাদ তায়,
লিপি দ্বারা শীঘ্র পাঠাইবে॥
সকলের সুকুশল, আমাদের সুমঙ্গল,
জানাইবে জনকের স্থানে।
সতত আমার হিতে,জানাইবে পুরোহিতে,
কহিবে শ্রীরামেরে সম্মানে॥
এস্থানের সুসংবাদ, সকলের আশীর্ব্বাদ,
জানাইবে সুমিত্রা সন্তানে।
মন্ত্রিবর্গে পুরস্কার, সহিতে সুসমাচার,
কহিবে কৌশল্যা মাতৃ স্থানে।
সুমিত্রার সুহৃত্কাণে,অন্যান্য সমস্ত জনে,
বচনে তুষিবে স্বভবনে।
এই কথা নৃপবর, কহিয়া সরলান্তর,
বিচিত্র কম্বল কুশাসনে॥
অপর অজিন ময়, দিলেন আসন চয়,
বহু মূল্য বসন ভূষণে।
রাজযোগ্য সুবিহিত,যে যে দ্রব্য উপস্থিত,
দিলা নৃপ দৌহিত্র তোষণে॥
রৌপ্য নিষ্ক দশ শত, তার দশগুণ যত,
তাহার দ্বাদশ গুণ করি। *
দৌহিত্রে করিয়া স্নেহ,ভরতের মাতামহ,
ধন দিলা অতি প্রীত করি॥

* (অর্থাৎ ১২৯৬০০০০ মুদ্রা ভরতকে দিলেন।

তাহার অমাত্য গণ, বহুবিধ বহু জন,
শূর শুচি শুদ্ধ ভক্তিমান।
ভরতের সঙ্গে পরে, দিলা নৃপ সমাদরে,
প্রীতির নিমিত্ত সমাধান॥
দিলেন সহস্র অশ্ব, নানাজাতি শুভ দৃশ্য,
বেগবান পবন সমান।
হেম মালী গজ শত, ভরতের অনুগত,
সুদৃশ্য অত্যন্ত বলবান॥
নৃপতি হইয়া তুষ্ট, অন্তঃপুরচারী পুষ্ট,
দিলেন ভরতে বহু জন।
কেশরি শাসনে ক্ষম, দর্শনে সুরম্য তম,
তীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী বিচক্ষণ॥
মহাশূর পরাক্রমী, স্বামী ভক্ত মহাশ্রমী,
দিলেন স্বপুরের রক্ষণে
মনোরথ যোগ্যরথ, বিচিত্র আসন পথ,
শোভাকরি স্থিত সুকিরণে॥
গো অশ্ব রাসভ উষ্ট্র, বহনে নিযুক্ত পুষ্ট,
তুষ্ট হয়ে দিলেন নৃপতি।
দৌহিত্রে লইয়া যাবে, বীরগণ সমভাবে
গোযানে বিমানে অবস্থিতি॥
পাইয়া প্রীতিদ দ্রব্য, ভূপমুক্ত অভিভব্য
ভরতের বহু পরিতোষ।
মাতামহে করি নতি, তথা মাতুলের প্রতি
প্রণতি বিনতি স্তুতি ঘোষ॥
রথে করি আরোহণ, মঙ্গলে নৃপনন্দন
শত্রুঘ্ন সহিতে যান পুরে।
বলবান নিজ বলে, যান বলী দলবলে
অমাত্য বেষ্টিত মহাশূরে॥
শত্রুঘ্ন সাহায্যকারী, অপরেরা আজ্ঞাধারী, ৭
অনেকে হইয়া সুবেষ্টিত।
দ্বিতীয় দেবেন্দ্রপ্রায়, নৃপেন্দ্রনন্দন তায়,
পুরে ধান হয়ে প্রতিষ্ঠিত॥
অযোধ্যা কাণ্ডীয় কথা, দূত সন্দেশন তথা,
সাঙ্গোপাঙ্গ অষ্টষষ্টি সর্গ।
শুনিলে বিনাশ পাপ, দূরে যায় ভবতাপ, ২
সদালাপ কর সাধুবর্গ॥

৬৮ সর্গঃ॥

পয়ার।

পূর্ব্ব মুখে মুখে যান কেকয়ী নন্দন।
হস্তী অশ্ব রথ পূর্ণ শোভন ভাজন॥
নানা দ্রব্য দিব্য দিব্য জনে সুবেষ্টিত।
নিজ সেনাগণাবৃত পরম পণ্ডিত॥
বেগে ধান পেয়ে তায় পিতার আদেশ
বিশেষে সন্তোষ চিত্ত গমনে স্বদেশ॥
দর পাতা তটিনী অত্যন্ত স্রোতস্বতী।
বহু দেশ ব্যাপিয়া চলেন বক্রগতি॥
পুনর্ব্বার পরে তার পারে ঘোরতর।
শতদ্রু সলিল পূর্ণ ভ্রমি ভয়ঙ্কর॥
ক্রমে ক্রমে পরিক্রম করি তার জল।
ইক্ষ্বাকু নন্দন গতি সংযোগে সবল॥
পশ্চাতে অপূর্ব্বা বীজধান্যা নাম নদী।
দ্বিপঞ্চ হইয়া যায় তৃণধায় যদি॥
উত্তরিয়া পশ্চাতে পার্থিব পুত্র যান।
অমর কন্টক শিলা অকর্পলী স্থান॥

আগ্নেয় শৈল কর্ত্তন হইয়া উত্তীর্ণ।
সত্ত্ব শীল শুচি গামী নহে তাহে জীর্ণ
শিলাবহা প্রভৃতি সুন্দর নদী নদ।
দর্শন পূর্ব্বক যান করিয়া প্রমোদ॥
সোম বেশ কৃত বন চিত্র রথ কৃত।
হইয়া উভয় পার বাহিনী আবৃত॥
বেদিনী হ্রদিনী কারু পর্ব্বা ধন্যা ধুনী।
পরম পাবনোদকা পাতক শোধনী॥
যমুনা পাইয়া পরে পারে উপনীত।
উত্তীর্ণ হইয়া নদী স্ববল সহিত॥
আশ্বাসিয়া স্বগণে সন্তোষ সাধুভাষে।
অশ্বগণে আশ্বাসেন শীতল বাতাসে॥
শ্রান্তি দূর করিয়া হইয়া পরে স্নাত।
পয়ঃ পান করে অশ্ব পূর্ণ বলান্বিত॥
অপূর্ব্ব যমুনাবারি করিয়া গ্রহণ।
বেগবন্ত যাবন্ত ভরত সৈন্যগণ॥
রাজপুত্র মহাবাহু অতি খরতর।
অনল অনিল পূর্ণ শোভা মনোহর॥
ভদ্র যানে ভদ্রবনে হয়ে উপনীত।
বলবান তুরঙ্গে চলিলা ত্বরান্বিত॥
বেগে ধান বায়ু যান যেমন গগনে।
সেই রূপ সত্বরে উত্তীর্ণ সেই বনে॥
হইলেন পরে হিরণ্ময়ী নদী পার।
প্রবেশিল অহিস্থল পুরে সৈন্য তার॥
তৎপরে তোরণা নদী রাখিয়া দক্ষিণে
স্বগণে বারণ স্থলে প্রবেশ তৎক্ষণে॥
বরূথ নামক গ্রামে দশরথ সুত।
উপনীত হইলেন সর্ব্ব সৈন্যে ক্রত
সেই নিশা সেই স্থানে করিয়া প্রভাত।
পূর্ব্বমুখে চলিলেন রঘুবংশ নাথ॥
অগণ্য উদ্যান উচ্চতর তরুবর।
শাল বন মহাদুর্গ উত্তীর্ণ সত্বর॥
বাহিনী চতুরঙ্গিণী আশ্বাসিয়া পর।
শীঘ্রতর উপনীত রঘুবংশ বর॥
উত্তানিকা নাম নদী উত্তীর্ণ হইয়া।
কাবেরী অরুণা কম্বু পশ্চাতে করিয়া॥
রথযা যাতর নদী যবে যান বীর।
অগণিত নদ নদী তরণে সুস্থির॥
সপ্তস্পর্দ্ধা পার হয়ে কুটিলার পার।
লৌহিত্য নিকটে আসি নরেন্দ্র কুমার॥
পরে অতি সত্বরে উত্তীর্ণ কপিবতী।
এক শালে উপনীত যথা স্থাণুমতী॥
বিনতা গোমতী নদী পশ্চাতে করিয়া।
কলিঙ্গ নগরে শাল বন উত্তরিয়া॥
শীঘ্রগতি অশ্রান্ত বাহন নৃপসুত।
দেখিলেন গোমতী নিকটে মহাদ্ভুত॥
পক্ষিকুল সমাকুল দুকূল বাহিনী।
যামিনী জাগিয়া চলে প্রভাতে বাহিনী॥
দিবানাথ দীপনে উদ্দীপ্ত দিকচয়।
উচ্চতর মনুধাম দূরে দৃষ্ট হয়॥
অপূর্ব্বা অযোধ্যাপুরী আদি রাজকৃতা।
গোমতী তরণে তূর্ণ বহু জনাশ্রিতা॥
অতি দীন মানস মহেন্দ্র সুত বর।
সপ্তরাত্রি নিবাস করিয়া অনন্তর॥
দেখিয়া পরমাপুরী প্রভায় বিহীন।
সারথিকে কহিলেন ভরত সুদীন॥

সন্নিকটে বটে পুরী পূর্ণ দৃশ্য হয়।
বন উপবন কেন প্রভাযুক্ত নয় ॥
হৃতশ্রী যেমন দেখি শ্রীমান নগরী।
যেমন রাজ্যের রাজা করিলে শ্রীহরি ॥
সারথি, এ দাশরথি নগরে বিদ্বান্।
নানা বেদ বেদাঙ্গ পারগ তেজস্বান্ ॥
যাবতীয় দ্বিজগণ যাগ যজ্ঞে রত।
রাজঋষি ঋষিরাজে রাজে অনুগত ॥
অযোধ্যায় পূর্ব্ব প্রায় সদা বেদধ্বনি।
বহু জন গণ দেব দেবালয় ধ্বনি ॥
সে ধ্বনি অধ্বনি মাঝে বিয়তি ব্যাপিত।
শ্রুত হয় সাগর সমান রবান্বিত ॥
বায়ু যোগে জল যোগে কল্লোল উত্থিত
সেই শব্দ সমান সর্ব্বদা চতুর্ভিত ॥
কি কারণে জনস্বনে রহিত নগর।
গতশ্রী সমান শোভা অতি ম্লানতর ॥
রম্যতর অনেক উদ্যান ছিল পূর্ব্বে।
আমোদে প্রমোদে ক্রীড়া করিত অপূর্ব্বে ॥
জনরব রহিত সম্মুখে উপলক্ষি।
না দেখি পূর্ব্বের প্রায় শোভা তরুপক্ষী ॥
অরণ্য সমান দেখি পিতার নগর।
শূন্য উপবন বন উদ্যান বিস্তর ॥
নর নারী রহিত বিহীন গজ বাজী।
যাতায়াত রহিত নগর জনরাজী ॥
অনিষ্ট সূচক সব দেখি আমি সূত।
উপস্থিত বুঝি কোন নিমিত্ত অদ্ভুত ॥
কে[illegible]রি শরীরে কম্প হয়।
সারথিরে দাশরথি [illegible]সংশয় ॥

পরে নরাধীশ পুত্র প্রবেশিলা পুরী।
পূজা করে নৃপতি কুমারে যত দ্বারী ॥
একাগ্র মানস হয়ে পূজ্যতম জনে।
প্রীতি বাক্যে পূজিলেন বিমর্ষিত মনে ॥
অশ্বপতি সারথিকে কহিলা তখন।
রঘুবংশধর বীর কেকয়ী নন্দন ॥
দেখ দেখ সারথি যেমন পূর্ব্বে জানি।
পৃথিবী বিনাশ কালে আকারের গ্লানি ॥
সেই রূপ অযোধ্যার আকার প্রকার।
মলিন বদন জন শব্দ হাহাকার ॥
অশ্রুপূর্ণ নয়ন অত্যন্ত কৃশ দীন।
নরনারী সকলি নগরে সুখহীন ॥
এই কথা কহিয়া ভরত সূত প্রতি।
সুদীন মানস দেখে নরেন্দ্র বসতি ॥
শূন্য দেখি সমস্ত পুরের দ্বার পথ।
সকল সুন্দর গৃহ শুষ্ক মনোরথ ॥
তাহে নাহি শোভান্বিত অযোধ্যানগরী।
শোকেতে ব্যাকুল লোক পুরী ভয়ঙ্করী ॥
অপ্রিয় দেখিয়া সব হৃদয়ের তাপ।
ছিল না এমন পূর্ব্বে জন্মিল কি পাপ ॥
অধোমুখে অসুখে সুদীন দশাপ্রাপ্ত।
পিতৃ বেশ্ম প্রবেশন কথন সমাপ্ত ॥

৬৯ সর্গঃ।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

মহেন্দ্র ভুবন প্রায়।
অত্যন্ত শ্রীযুক্ত, মালিন্য বিমুক্ত,
প্রবেশ করিয়া তায় ॥

না দেখে্য জনকে ধীর
সে স্থান হইতে, আনন্দ রহিতে,
নির্গত চিত্ত অস্থির॥
জননী ভবনে যান।
দেখিয়া ভরতে, সিদ্ধ মনোরথে,
কেকয়ী পাইল প্রাণ॥
আসন হইতে তূর্ণ।
প্রফুল্ল লোচনা, নরেন্দ্র ললনা,
হর্ষে দেহ পরিপূর্ণ॥
ভরত ভাবজ্ঞ অতি।
জননী ভবন, কর্যে প্রবেশন,
বুঝিলা রাজ্যের গতি॥
পদে লুঠাইয়া শিরঃ।
চরণ ধারণ, মাতৃ পরায়ণ,
ঈক্ষাকু বংশীয় বীর॥
কেকয়ী লইল অঙ্কে।
লয়্যে শিরোঘ্রাণ, মৃত দেহে প্রাণ,
সঞ্চরে সুত শশাঙ্কে॥
জিজ্ঞাসা করে ভামিনী।
কত দিন পরে, অযোধ্যা নগরে,
প্রবেশিলে গুণমণি॥
এস্যেছ পরম সুখে।
গত পথশ্রম, কুশলী সম্ভ্রম,
চুম্বন করি শ্রীমুখে॥
কুশলে আছেন তাত।
কহ কহ সুত, শুনি শুনি দ্রুত,
অদ্য নিশা সুপ্রভাত॥

যুধাজিত সুকুশলী
তোমার মাতুল, মহিমা অতুল,
নৃপসুত মহাবলী॥
সুন্দর স্বরূপে ছিলে।
মাতামহ পুরে, মহিমা প্রচুরে,
কত দিনে বা আইলে॥
কেকয়ী বচন শুনি।
হয়্যে অতি ক্ষীণ, ভরত সুদীন,
সম্ভ্রমে কহিলা গুণী॥
গমনাগমন ক্রম।
গিরিব্রজ হৈতে, জানিবে নিশ্চিতে,
গত দিবস সপ্তম॥
কুশলী তোমার পিতা।
মঙ্গলে মাতুল, ঐশ্বর্য্য অতুল,
পুরী সুমঙ্গলান্বিতা॥
সত্য কহিবে জননী।
জিজ্ঞাসি তোমারে, প্রশ্ন অনুসারে,
হবে উত্তর দায়িনী॥
ইতঃপূর্ব্বে এই পুরে।
হৃষ্ট পুষ্ট জন, আবৃত যেমন,
সে শোভা গিয়াছে দুরে॥
কি হেতু এই নগর।
দীন জন পূর্ণ, অত্যন্ত বিশীর্ণ,
শ্রীবিহত নারী নর॥
নিরুৎসাহ ময় পুরে।
নিরানন্দ ময়, দ্বিজ সমুদয়,
অধ্যয়ন অতি দুরে॥

আমারে দেখিয়া লোকে।
না করে সম্ভাষ, কি দাসী কি দাস,
অচেতন যেন শোকে॥
কি হেতু না দেখি তাতে।
স্বকীয় ভবনে, কিবা প্রয়োজনে,
অন্য স্থানে শত্রুঘাতে॥
কিম্বা বুঝি অনুভবে।
কৌশল্যা মাতার, গৃহে অবতার,
তথা বা কি কার্য্য রবে॥
কি হেতু প্রসূতি হেন।
নরেন্দ্র রহিত, তোমার সহিত,
শয্যা শূন্য হেরি কেন॥
এই অযোধ্যা নিবাসী।
কেহ হৃষ্ট নহে, যেন কষ্ট সহে,
প্রকাশিতে দুঃখরাশি॥
অম্ব! আমি অতি ব্যগ্র।
জনক যে স্থানে, যাইতে সে স্থানে,
উৎসাহ মানসে শীঘ্র॥
না দেখ্যে নরেন্দ্র বরে।
এ দুঃখ পর্য্যাপ্তি, নহে সুখ প্রাপ্তি,
না রহে চিত্ত এ ঘরে॥
ভরত ভারতী শুনি।
সম্ভ্রমে সত্বর, করে প্রত্যুত্তর,
ভাবে ভরত জননী॥
এই অপ্রিয় বচন।
নির্লজ্জ দারুণা, রহিত করুণা,
কহিলা রুক্ষে তখন॥

না কর উদ্বেগি মনঃ।
অধিক কি কব, স্বর্গে পিতা তব,
সহিত আত্মীয় জন॥
বলি সুত শুন স্থূল।
তোমারে অর্পণ, এ রাজ্য এ ধন,
পুত্র শোক সমাকুল॥
এই সুদারুণ বাণী।
শুনিয়া ভরত, কেকয়ী নির্গত,
অজ্ঞান হইলা জ্ঞানী॥
পড়ে ভূমিতলে তূর্ণ।
ছিন্ন তরুপ্রায়, অবনীতে কায়,
নিপতিত ত্রাস পূর্ণ॥
বিলাপ করি বিস্তর।
ব্যাকুল ইন্দ্রিয়, বচন বিপ্রিয়,
স্বর্গগত নরবর॥
হা কষ্ট কি হেতু মম।
পূর্ব্বে তব সহ, পিতা এক দেহ,
শয়ন শোভনতম॥
অদ্য নরেন্দ্র রহিত।
শয্যা শোভা হীনা, অত্যন্ত মলিনা,
নহে নরেন্দ্র আশ্রিত॥
আমার জিজ্ঞাসা জন্য।
তব বাক্য চয়, যদি মিথ্যা হয়,
তথাপি শ্রবণ ধন্য॥
প্রসন্না ভব জননি।
অত্যন্ত পীড়িত, কহিবে নিশ্চিত,
কোন্ স্থানে নৃপমণি॥

এই রূপ সকাতর।
জনক দর্শনে, বাঞ্ছা মনে মনে,
ভরত রাঘব বর॥
ভূমি হৈতে উঠাইয়া।
পতিত ভরতে, কহে বিধিমতে,
বচন নরেন্দ্র প্রিয়া॥
উঠ উঠ হে সন্তান।
পিতা পরলোক, গত তাহে শোক,
যোগ্য নহে জ্ঞানবান॥
না করে শোচনা কভু।
তোমার সমান, যে হয় বিদ্বান,
দৃষ্ট ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভু॥
করে দ্বিজ দেব সেবা।
ধরণী শাসিয়া, সামন্ত পালিয়া,
যজ্ঞাদি করয়ে যেবা॥
কে তাঁর সমান আছে।
গত স্বর্গ লোকে, বৃথা কর শোক,
অনর্থ আমার কাছে॥
দশরথ নরবর।
অতি সুখকরী, মহেন্দ্র নগরী,
প্রাপ্ত নরেন্দ্র নির্জ্জর॥
সত্য পরায়ণ ভূপ।
সুধর্ম্ম ভাজন, তত্তুল্য কে জন,
নৃদেব দেব স্বরূপ॥
এই উক্তি সুদারুণ।
কেকয়ী বদনে, ভরত শ্রবণে,
কহিলেন সকরুণ॥

দুঃখী হয়ে বারম্বার।
হা বিধি হা বিধি, রাম দীক্ষা বিধি,
না দেখি তার সঞ্চার॥
না করিয়া দৈব যাগ।
যে আশা সংস্কৃত, সংকল্প বিহিত,
ত্বরিত আসানুরাগ॥
না দেখি জনক রাম।
সম্প্রতি সকল, হইল নিষ্ফল,
কে করে চিত্ত বিরাম॥
জনক মৃত সংবাদ।
থাকিলে সুপুণ্য, শুনে সেই ধন্য,
লোকে করে সাধুবাদ॥
কিন্তু কহ মাতা কহ।
পিতা প্রাণে মুক্ত, কি ব্যাধি প্রযুক্ত,
সহিয়া মম বিরহ॥
আমি অভাজন জন।
ধন্য ধন্য ধন্য, রামের কি পুণ্য,
সামান্য নহে লক্ষ্মণ॥
হইয়া কুমার শ্রেষ্ঠ।
করিলা সৎকার, অন্তিম সংস্কার,
সলক্ষ্মণ মম জ্যেষ্ঠ॥
এই অতি অকৌশল।
বৃদ্ধ মম তাত, যে কালে নিপাত,
অজ্ঞাত তাত বৎসল॥
বিষাদিত কলেবর।
দিয়া আলি[illegible] [illegible]কে চুম্বন,
না করি[illegible] [illegible]॥

কোথা সুখকর যোগ।
অতি সুখাকর, স্নেহের আকর,
না দিল বিধি সে যোগ ॥
যে নৃপতি করযোগে।
মালিন্য মার্জ্জন, শুভ উপার্জ্জন,
অক্লেশে নাশে কুযোগে ॥
কোথা পিতা মম রাম।
নাথ বন্ধু গুরু, সৌরভে অগুরু,
তাপিত শীতল রাম ॥
অগ্রজ আমার ধীর।
অতি সুলক্ষণ, না করে ঈক্ষণ,
শোকে শরীর অধীর ॥
দেখিয়া যে রামধন।
পিতৃ শোকাকুল, অর্ণব অকূল,
উত্তীর্ণ সুখ সাধন ॥
হইয়া যে পদাশ্রিত।
জীবন ধারণ, নিবৃত্তি কারণ,
অশেষ গুণ উচ্ছ্রিত ॥
সুধর্ম্মি শেখর বীর।
তাঁর পদতল, অতি সুশীতল,
পালন কর্ম্মে স্থবির ॥
অনিন্দিত ধর্ম্মপর।
সুধর্ম্ম বৎসল, পালন কুশল,
ধর্ম্মাত্মা সকল নর ॥
শোকপা[illegible] ।
কহ কোন স্থলে, [illegible]লে,
বিরহ শোকা[illegible] ॥

কহ কহ গো জননি।
কিবা মনোরথ, নৃপ দশরথ,
ভারতী সুখ জননী ॥
করিলেন কিবা শেষ।
অথবা বিহিত, উত্তর সুহিত,
চিত্ত বারণ সন্দেশ ॥
কহ কহ অবিকল।
করিলে শ্রবণ, পতিত পাবন,
বিস্তর বাক্য সকল ॥

পয়ার।

ভরতের বাক্য শুনি ভরত জননী।
কেকয়ী কহিল পরে বার্ত্তা পুরাতনী ॥
রাজপুত্র তুমি মহাসত্ত্ব গুণাধার।
বিশেষ প্রকারে শুন তত্ত্ব পরিষ্কার ॥
বিধিমতে মম বাক্য কর আস্বাদন।
কদাচিৎ বিষাদিত না হবে নন্দন ॥
যেহেতু তোমার পিতা ত্যজি প্রিয় প্রাণ।
স্বর্গে গত মহীনাথ মহেন্দ্র সমান ॥
পুত্র শোকানলে রাজা হইয়া তাপিত।
প্রাপ্ত কালে কালদণ্ডে শরীর ব্যাপিত ॥
মৃত্যু পূর্ব্বে যে কথন করিব বিস্তার।
হা পুত্র হা রাম হাহা লক্ষ্মণ কুমার ॥
এই বলি বারবার করিয়া বিলাপ।
প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বে এই বৃত্তান্ত প্রলাপ ॥
কহিলেন নরবর অপর বচন।
চতুর্দ্দশ বর্ষ স্থায়ী হইবে যে জন ॥

সীতা রাম লক্ষ্মণ সহিতে অযোধ্যায়।
যে দেখিবে সেই ধন্য কহিয়া ত্বরায়॥
এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজসুত।
বিষাদিত ভরত পীড়িত অতি ক্রুত॥
দ্বিতীয় অপ্রিয় শঙ্কা করিয়া ভরত।
বিষণ্ণ বদন অতি কিবা অভিমত॥
জননীরে জিজ্ঞাসেন হয়্যে যত্নবান্।
এক্ষণে কোথায় রাম সর্ব্ব গুণাধান॥
কি হেতু বা বন গত বৈদেহী সহিত।
কি হেতু বা লক্ষ্মণের সহ সমাশ্রিত॥
এই কথা অন্তরে কহিলা পুনর্ব্বার।
কেকয়ী অপ্রিয় ভাষা ভয়ঙ্করাকার॥
প্রিয় বলি পুত্রে বলে অপ্রিয়ের শেষ
ভরত মাতার পাপ জানিয়া বিশেষ॥
আপনার ভাল কথা তথাপি ভরত।
অসন্তোষ অত্যন্ত সে নহে অভিমত॥
কি কথা কহিলে কহ কেকয় নন্দিনি
কখন ব্রহ্মস্বহারী নহে রঘুমণি॥
কিবা আঢ্য কি দরিদ্র বিদ্রাবক নন।
যেহেতু শ্রীমান্ বনে এত কষ্ট সন॥
যে কারণে কাননে পাঠান পুত্র বরে।
প্রাণের অধিক প্রিয় সুস্থ কলেবরে॥
কদাচ নহেন রত ভ্রাতা পরদারে।
ভ্রূণহত্যা পাপী সম নিবাস সদারে॥
দণ্ডক কাননে পাঠাইলা দশরথ।
কিবা অপকার কর্ম্মে হত মনোরথ॥
শ্রবণ করিয়া ভরতের বাক্য সার।
স্ত্রী স্বভাবে কেকয়ী কহিছে পুনর্ব্বার

আপনার অত্যন্ত উত্তম কর্ম্ম করা।
জানাইছে যুবরাজে হইয়া সত্বরা॥
অশুভের শেষ কর্ম্ম শুভ বলি তারে।
পাপীয়সী ভরতেরে জানায় বিস্তারে॥
অত্যন্ত অজ্ঞানা মূঢ়া পণ্ডিত মানিনি।
কি হবে ভবিষ্য বার্ত্তা কিঞ্চিত্ না জানি
না বাপু ব্রহ্মস্বহারী নহেন শ্রীরাম।
পরদারী নহেন প্রবীণ ঘনশ্যাম॥
সুশীল ধার্ম্মিকবর রাম জিতেন্দ্রিয়।
সর্ব্বদা নিষ্পাপ দেহ সকলের প্রিয়॥
রামগুণে রঞ্জিত দেখিয়া সর্ব্বজনে।
ধর্ম্মাত্মা রামেরে রাজা করিবার মনে॥
অভিষেক করিতে উদ্যোগী নরবর।
সেই কথা হয় মম শ্রবণ গোচর॥
তোমার নিমিত্ত চিত্ত হইল ব্যাকুল।
করিলাম যাচ্ঞা বর দৈব অনুকূল॥
যৌবরাজ্যে যুবরাজ তবাভিষেচন।
চতুর্দ্দশ বর্ষকাল শ্রীরামের বন॥
পূর্ব্ব বর প্রতিশ্রুত ছিলেন ভূপতি।
সেই হেতু নগরান্তে রামের বসতি॥
সত্যশীল রাম পিতৃ ধর্ম্ম পরায়ণ।
বনগত পিতৃ সত্যে সসীতা লক্ষ্মণ॥
বনগত অভিমত পুত্র অদর্শনে।
অত্যন্ত পিতৃ বৎসল ভাবিয়া নন্দনে॥
পুত্র শোক পরি[illegible] পীড়িত শরীর।
ত্যক্ত প্রাণ স্বর্গগত [illegible]॥
ভাল মন্দ কি জানি [illegible]য়াছি এই কর্ম্ম
তোমার সন্তোষ হেতু [illegible]

সর্ব্ব গুণেগুণী পুত্র রাম প্রিয়তর।
যার শোকে পরলোকে গত নৃপবর ॥
সংসারের ইষ্ট প্রাণ করো্য পরিত্যাগ।
প্রেতরাজ বশে গত অত্যন্ত বিরাগ ॥
যা হবার হইল এক্ষণে রঘূত্তম।
রাজ্য লয়্যে সফল করহ মম শ্রম ॥
আমার আমার মিত্র জনের সম্প্রতি।
আনন্দ বর্দ্ধন কর শুন মহামতি ॥
শুন পুত্র কর্ম্মসূত্র করহ সার্থক।
আনাইয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি অধ্যাপক ॥
যথা বিধি বিহিত নৃপতি সংস্কার।
যৌবরাজ্যে অভিষেক কর আপনার ॥
অযোধ্যায় ভরতের সুন্দর ভাষিত।
সমাপ্ত সপ্ততি সর্গে যথার্থ বিহিত ॥

৭০ সর্গঃ ॥

পয়ার।

পিতা মৃত বনগত শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অত্যন্ত অপ্রিয় কথা করিয়া শ্রবণ ॥
বিপরীত পীড়ায় পীড়িত নৃপসুত।
পুনরায় জননীরে জিজ্ঞাসেন দ্রুত ॥
হে ক[illegible] কি কুকার্য্যে আর্য্যে দিলে বন।
করিল কি অপকার কুমার লক্ষ্মণ ॥
করি ধর্ম্ম পরিত্যাগ [illegible] সঞ্চয়।
নি[illegible] পাপ [illegible] অক্ষুর নিরয় ॥
রাজ্যলোভে [illegible] ক্ষিতীন্দ্রপ্রধান।
হরিলে ভর্ত্তার প্রাণ [illegible] সন্তান ॥
যখন যশস্বী পুত্রে পাঠাইলে বন।
তখনি নিশ্চয় তব নরকে গমন ॥
ধিক্ ধিক্ কি পাপ চারিণী পাপীয়সী।
ঘৃণাহীনা পতিপ্রাণ ঘাতিনী মানুষী ॥
যদি তুমি রাজ্য লোভে অধোগতা হবে।
কি হেতু নির্দ্দোষ পুত্রে আত্মমতে লবে ॥
হাহা হত হইলাম দগ্ধ হৈল মনঃ।
নিন্দিতা জননী হৈতে এ দেহ পতন ॥
এখনি করিব ত্যাগ না রাখিব প্রাণ।
সুখিনী হইয়া থাক নাশিয়া সন্তান ॥
তব ভর্ত্তা কিবা রাম মহাত্মা যুগল।
কেবা অপকারী তব করিলে নিষ্ফল ॥
মৃত্যু পাশ বনবাস উভয় সমান।
বিভাগ করিয়া দিলে প্রাণ সমাধান ॥
ভ্রূণহত্যা ব্রহ্মহত্যা পাইলে পাপিনি।
রামে বনে পতিপ্রাণে বধিয়া আপনি ॥
না দেখি সমান তব স্বামী সংঘাতিনী।
নাহউক তব তুল্য সংসারে ভামিনী ॥
কেকয়ী নরক যাত্রা কর শীঘ্রগতি।
পতি শাপে মহাপাপে না পাও নিষ্কৃতি
রাজ্য লোভ করিয়া দহিলে মম দেহ।
হইলাম দগ্ধ নষ্ট এতো নহে স্নেহ ॥
কি করিবে রাজ্যভোগে মাতৃরোগে রত।
তপ্তলৌহ তোমাতে পড়িয়া তনু হত ॥
পিতা ভ্রাতা পিতার সমান দুই বিনা।
কি করিবে অর্থ রাজ্যে জীবন ধারণা ॥
দেবকল্প জনক আমার জ্যেষ্ঠ রাম।
উভয়ের অসম্মতে এই রাজ্য গ্রাম ॥

শাসিতে সামর্থ্য কিবা সুদুর্জ্জয় রাজ্য।
শক্ত হই যদ্যপি তোমার কিবা কার্য্য॥
কদাপিও না সাধিব তোমার সাধন।
মাতৃ গন্ধ আছে বল্যে তব পূর্ব্ব পণ॥
বিনাশিলে আমার নিমিত্ত পতিপ্রাণ।
বনবাসী করিয়াছ ধর্ম্মিষ্ঠ সন্তান॥
কি আশ্চর্য্য এ পাপ মস্তকে কেন দিলে।
জননী হইয়া পুত্রে অধঃপাতে নিলে॥
নিষ্পাপ সর্ব্বদা আমি তোমাহৈতে হত।
তুমি পাপ সংকল্প করিলে নিজমত॥
ব্রণে দিলে লবণ দুঃখে কি দুঃখ দিলে।
পতি সংহারিয়া পুত্রে বনবাসে নিলে॥
কুলের বিনাশ হেতু জনক আমার।
কাল রাত্রি আহরণ করিলা তোমার॥
না জানিয়া তোমার সংকল্প ঘোরতর।
উপার্জ্জিলা আপনার মৃত্যু নৃপবর॥
দর্পিণী সর্পিণী প্রায় তুমি বিষে পূর্ণ।
ভর্ত্তার পালিতা হৈয়্যে দংশিলে সম্পূর্ণ।
সত্যের সন্ধানি পিতা তুমি পাপমতি।
ছলিয়া লইলে প্রাণ পুত্রের সংহতি॥
যথা রাম তথা ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ।
পিতার গৌরবে বন্ধ প্রবেশিলে বন॥
কৌশল্যা সুমিত্রা পুত্রশোকে আর্দ্র দেহ।
যদ্যপি জীবনে রহে সুদুষ্কর সেহ॥
জানি অতি জাতিমান কেকয় রাজন।
সে জনের ঔরসে কি তোমার জনন॥
তুমি পাপ বৃত্তি শীলা হয় এই জ্ঞান।
রাক্ষসের ঔরসে হইলে মূর্ত্তিমান॥

অর্থ সিদ্ধ রাম নাম কল্যাণ ভাজন।
অকল্যাণি কর অকল্যাণ সম্পাদন॥
যেহেতু করিলে মাত্র আমার অকার্য্য
ভুবনে অযশস্কর হইল নির্দ্ধার্য্য॥
যেই স্থলে কৌশল্যা আমার জ্যেষ্ঠা মাত
সুধর্ম্ম দর্শিনী সদা শুদ্ধ পথে রতা॥
কনিষ্ঠা ভগিনী প্রায় দেখেন তোমায়।
কি হেতু প্রবর্ত্তা হৈলে বিনাশিতে তাঁয়
প্রিয় তর পুত্রে তাঁর পাঠাইলে বন।
মহাত্মারে দিলে চীর বল্কল বসন॥
পাঠাইয়া বনবাসে না কর শোচনা।
তোমার সমান নারী কে আছে নিঘৃণা॥
দীর্ঘদর্শী যশস্বী মহান্ শূর স্থির।
রঘুবংশে অবতংস দ্বিতীয় মিহির॥
গুণবান্ রামে স্থান দিয়া বনবাসে।
কি গুণ দেখিবে তব গুণি হীন গ্রামে॥
যেহেতু কানন গত করিলে শ্রীমানে।
রাজ্য হেতু অনর্থ হইবে এই স্থানে॥
পুরুষ শার্দ্দূল রাম অতুল বিক্রম।
সুলক্ষণ লক্ষ্মণ প্রত্যক্ষ শক্র যম॥
বিনা দুই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপী এই রাজ্য।
রক্ষণে উৎসাহী হই আমার কি কার্য্য॥
করিব কি শক্তি গতে অযোধ্যা শাসন।
পাপিনি! করিলে পাপে জীবন তাপন
অনিন্দিত [illegible]
কি দুষ্কর্ম্ম [illegible] র॥
রাজ্য লো[illegible]সী।
নাশিলে [illegible] অসি॥

ঘোরতর অপ্রিয় আমার উপার্জিলে।
আমার সুখার্থে রাজ্য যেহেতু যাচিলে॥
বিনা সে পুরুষ ব্যাঘ্র মহেন্দ্র বিক্রম।
উপেন্দ্র সদৃশ বীর পূজ্য রঘূত্তম॥
এরাজ্য রাখিতে শক্তি কি আছে আমার
কি রূপে করিব রক্ষা নিয়া মহাভার॥
সেই রাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজীব লোচন।
আমি ভক্ত তদাশ্রয়ে আমার গমন॥
সুমেরু আশ্রয় করি যেমন তপন।
সংসার উজ্জ্বল করি করয়ে ভ্রমণ॥
অতি ভার এই রাজ্য ভার গুরুতর।
যে ভার বহনে শক্ত পিতা নরবর॥
নব্য বৎস যেমন না বহে কোন ভার।
বহিতে কি শক্তি মম তুল্য হয়ে তাঁর।
রাম বিনা এ রাজ্য শাসনে কে সমর্থ।
কেবল দুঃখের হেতু সাধিয়াছ স্বার্থ॥
আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য আর বহু আত্মজন।
পাইয়া আমার সম রূপে যে গণন॥
পরিত্যাগে কামনা উচিত সমুদয়।
এই বুদ্ধি আমার নিশ্চয় মনে হয়॥
অতএব সম্মত তোমাকে পরিত্যাগ।
মাতৃবৎ বিভবে হইয়া হত রাগ॥
তোমারে ত্যজিলে ত্যাগ না করেন রাম
পরিত্যাগ প্রাণ ত্যাগ উভয়ে সকাম॥
পাপিনী হননে পাপ না হয় নিশ্চয়।
হিংস্রকে হিংসিলে হিংসা কষ্ট করা নয়
অধর্ম্মা অবশ[illegible]ী অনর্থ বাহিনী।
সর্ব্বদা [illegible] রূপা অহংকারিণী॥

উচিত আমার কুলে জ্যেষ্ঠাভিষেচন।
পিতৃ প্রায় পূজ্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিরূপণ॥
জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার।
তোমা হৈতে কুলে দোষ হইল আমার।
অল্প পুণ্য আমি তুমি আমার উদ্দেশে।
রাজ্যলুব্ধা হয়ে রামে না রাখিলে দেশে।
মহৎকুলে জন্মিয়া এবুদ্ধি কেন হয়।
সজ্জন নিন্দিত সদা, সদ্বৃত্ত এ নয়॥
ধার্ম্মিকের অংশে ধর্ম্মশীল বংশজাতা।
অনুচিত কর্ম্ম তব না সাধিব মাতা॥
যেহেতু জীবন ক্ষয় হয় নৃপতির।
তোমার অপ্রিয় কর্ম্মে রাজ্য লোভে স্থির
অযশঃ সংপাত কর মস্তকে আমার।
না করিব কর্ম্মসিদ্ধি এ হেতু তোমার॥
জানাইয়া নিজ ভক্ত অনুরক্ত জন।
আপনি সাধিব রামে ধরিয়া চরণ॥
মহাবল রঘুবংশ বীর জ্যেষ্ঠ ভাই।
ক্ষিতিনাথে ক্ষিতি দিতে কিছু ক্ষতি নাই
গিয়া বন নিবর্ত্তন করিব আপনি।
রাজপাটে বসাইব রঘুবংশ মণি॥
চতুর্দ্দশ বৎসর করিব বনবাস।
পিতৃ সত্য ভার তাঁর না লবে কি দাস॥
পূর্ব্বে পিতৃ আজ্ঞা রাম করে বলবতী।
অযোধ্যা নগরে পরে রাজা ভবিষ্যতি।
এই কথা কহিয়া ভরত মহাবীর।
ঘোরতর বিতর্জ্জন গর্জ্জন গভীর॥
নিন্দা করি জননীরে ত্যজিয়া নিশ্বাস
পর্ব্বত কন্দরে সিংহ সম শব্দাভাস॥

ইত্যার্ষে অযোধ্যাকাণ্ডে কেকয়ী গর্হণ।
একাধিক সপ্ততিক সর্গ সমাপন ॥

৭১ সর্গঃ।

•

ত্রিপদী।

এইরূপে রঘুবীর, নিন্দা করি জননীর,
তাহাতে না হইল সন্তোষ।
অত্যন্ত দুঃখে আবিষ্ট, মানসে ভাবিয়া
জ্যেষ্ঠ, পুনর্ব্বার বিস্তারি আক্রোশ।
কহিলাপাপ স্বভাবে,কেকয়ী কেমন ভাবে,
নিন্দিতে এবিপরীতে মনঃ।
তুমি অতি হতলজ্জা,ধরিয়া রাক্ষসী সজ্জা,
হয়ো ভার্য্যা নিতান্ত আপন।
ভর্ত্তার কি অপরাধ, দেখো দিলে প্রাণে
বাধ, রামেরে কি দোষে দিলে বন।
এমন নিষ্ঠুরা ক্রূরা, পাপরূপা ক্রোধপূরা
সমুচিত তোমার ঘাতন ॥
সর্ব্বদা তোমারে ধিক্,কি তব কর্ম্ম অলীক,
কুল পাংশু কি পাপরূপিণী।
এই সর্ব্ব শুভ লোক, সকলেরে দিলে
শোক, কি হেতু অলজ্জিতা তাপিনী।
সকলের প্রিয় নহে,সে কেন ধরায় রহে,
ধরাধরে ভর্ত্তৃ ঘাতিনীরে।
পিতা নৃপ ঋষিকল্প,তব দোষ নহে অল্প,
কেন ক্ষান্ত হেন পাপিনীরে ॥

সর্ব্বলোক সুনিন্দিত, তব কর্ম্ম অনুচিত,
তথাচ তাঁহার কোপানল।
না করে তোমারে দাহ,এখন জীবন চাহ,
সম্মুখে এই জ্বলন্ত অনল ॥
তব দোষে আমি দুষ্য,ঐ দুঃখে হই পুষ্য,
অদগ্ধ আমার দেহ রহে।
ইহাতে কি আছে হেতু, কুলধ্বংস ধূমকেতু,
পাপ গর্ব্ভজাত বল্যে সহে ॥
যে নিলেপতির প্রাণ,কাননে দিলেসন্তান,
দোষ দিয়া আমার মস্তকে।
করিয়া অত্যন্তলোভ,অবশ্য পাইবে ক্ষোভ,
নিস্তার না হইবে নরকে ॥
ত্রিলোকের পরিবর্ত্তে,থাকিবে নিরয়গর্ত্তে
তথাপি না হইবে নিস্তার।
মাতৃরূপে শত্রুভাবে,রাজ্যকামা ইষ্টলাভে,
সাধিলে স্বভাবে আপনার ॥
নির্ঘৃণে পতিঘাতিনী,আপন স্বার্থসাধিনী,
সে ক্রিয়া কি আমার উচিত।
কভু বিধাতব্য নহে, এ দুঃখ কি প্রাণে
সহে, ধর্ম্মধ্বংস বংশের কুরীত ॥
কৌশল্যা সুমিত্রা অন্যা, সর্ব্ব মাতা ধরা
ধন্যা, কেকয়ের কন্যা পাপশীলে।
নির্লজ্জে তোমার দোষে,পাড়াপায় লোকে
ঘোষে, অপযশঃ কি যন্ত্রণা দিলে ॥
তুমি নহ কে [illegible] র,
রাক্ষ [illegible]।
কেকয় রাজা [illegible] ল,
কৌশ [illegible]

সর্ব্বলোক প্রিয় রাম, অশেষ সদ্গুণ ধাম,
তোমা হৈতে বিশ্রাম কাননে।
তব সম পাপতমা, এমন নির্লজ্জা রামা,
কে আর হইবে ত্রিভুবনে॥
পিতার বিয়োগ জন্য, কি আর কহিব অন্য,
মহাদুঃখ উৎপন্ন করিলে।
ভ্রাতৃদ্বয় পরিত্যাগ, ঐহিকে অতি বিরাগ,
এ দুঃখ না যাইবে মরিলে॥
শুদ্ধভাবা জ্যেষ্ঠা মাতা, কৌশল্যা সৎকুল
জাতা, পুত্র প্রাণা সদ্বৃত্ত ধারিণী।
বিবৎসা করিলে তায়, এ দুঃখ কি সহা
যায়, কোথা যাবে নাজানি পাপিনী॥
নাজানি কোশলসুতা, পুত্রশোকানলযুতা,
কত কষ্ট করিবে আপনি।
তুমি তার ইষ্টপুত্রে, বনে দিলে বিনা সূত্রে,
রাম রঘুবংশ চূড়ামণি॥
কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্ট, হৃদয়ে বিষম কষ্ট,
তবে হয় সন্তান সম্ভব।
এই হেতু প্রিয়তর, পুত্র প্রাণ সুখাকর,
ভুবনে সমান অসম্ভব॥
কহি পূর্ব্ব ইতিহাস, সর্ব্বজনে সুপ্রকাশ,
সুরভী গো সকল জননী।
সুরগণ আরাধিতা, পুরন্দর প্রতিষ্ঠিতা,
এক দিন আসিয়া ধরণী॥
অতিক্লশ বাল্যাবস্থা, সন্তানের দুরবস্থা,
[illegible] হইয়া সন্তাপিনী।
[illegible] নীরাক্ত যুগ নয়নে,
[illegible] খ্য উত্তাপিনী॥

সুরভী দেবী রোদন, করে। ইন্দ্র নিরীক্ষণ
কৃপা উপজিল নিজদেহে।
সুরভীর অশ্রুজল, অঙ্গ পাতে আখণ্ডল,
জিজ্ঞাসিলা তাঁহাকে সন্দেহে॥
এ নীর সুরভি গন্ধ, উষ্ণতর কিবা বন্ধ,
অকস্মাৎ হইল পতন।
জিজ্ঞাসিলা সুরভীরে, কৃতাঞ্জলি ধীরে২
নিকটস্থ সহস্রলোচন॥
কহ মাতা কি কারণ, অশ্রুবিন্দু নিপাতন
চক্ষু হৈতে হইল তোমার।
আমাকে করিয়া ভয়, এই অনুভব হয়,
কিম্বা আছে কারণ বিস্তার॥
কহ মাতা বিবরণ, কি হেতু তব রোদন,
কি উদ্বেগে এত উত্তাপিনী।
এ কথা ইন্দ্রের মুখে, সুরভী শুনিয়া দুঃখে
প্রত্যুত্তর করিলা আপনি॥
তুমি সর্ব্বজনাশ্রয়, তোমাকে কি জন্য ভয়
সবিশেষ শুন সুরমণি।
আমার সন্তান দ্বয়, অতি কৃশ অঙ্গচয়,
দুঃখী বলে। দুঃখিনী আপনি॥
দুরাত্মা বাহক অতি, করয়ে পুত্র দুর্গতি
লাঙ্গলে অত্যন্ত পীড়া পায়।
কি কব ত্রিদশস্বামি, উদরে ধরেছি আমি
সন্তান সন্তাপ সহা দায়॥
হৃদয়ে হয়ে। উদ্ভব, সুকুমারে জরদ্গব,
বাসব দেখিয়া সব কষ্ট।
দুঃখ হয় বিবর্দ্ধন, আনন্দ নন্দন ধন,
পুত্র সম নাহি প্রিয় শ্রেষ্ঠ॥

হইলে একথা শ্রুত, কহিলেন পুরুহূত,
সুবচন সুরভীর প্রতি।
দবি! না কর সন্তাপ, সন্তানের গত পাপ,
নিমিত্ত সৃজিলা প্রজাপতি॥
পূর্ব্বে যত বৃষগণ, তপঃ করি অনুক্ষণ,
স্বয়ম্ভুবে করিল প্রার্থনা।
রকর্ম্ম সাধন ফলে, পরলোকে বাস মিলে,
প্রজাপতি সম্প্রতি সাধনা॥
কহিলেন প্রজাপতি, গোগণ প্রতি ভারতী,
মূর্ত্তিমান্ হইয়া নিকটে।
গিয়া ধরা নরলোকে, যদি পাপ তাপ
শোকে, বিনাশ করিতে ইচ্ছা বটে॥
তোমাদের বেবা ক্লেশ, বধ বন্ধ সবিশেষ,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নরালয়ে শ্রান্তি।
সেই পাপ ক্ষয় কর, তপঃ অতি সুদুষ্কর,
ভয় হর ভব ক্ষয় শান্তি॥
য জন দুর্ব্বল শ্রান্ত, নানা পীড়া পরিক্রান্ত,
বৃষ হলে করিবে যোজন॥
সে জন অতি নির্দ্দয়, নরকে যাবে নিশ্চয়,
গো হত্যার পাপী সেই জন॥
বহনের উপযুক্ত, সমর্থ গরিষ্ঠ শক্ত,
বলবান্ বৃষকে বাহিবে।
দিয়া উপযুক্ত গ্রাস, উপযুক্ত স্থানে বাস,
সে কদাচ পাপী না হইবে॥
শরীরে পাইয়া ক্লেশ, কভু না করিবে দ্বেষ,
কদাচ না হইবে সংক্রুদ্ধ।
সেই পুণ্যে ত্যজে শোক, পাইবে পরম
লোক, তপস্যায় খণ্ডিবে বিরুদ্ধ॥

এই রূপ পুরাতন, গোগণে চতুরানন,
কর্ম্ম দিয়া করিলা নিযুক্ত।
বিধাতা শাসিত কর্ম্ম, গোদের বহন ধর্ম্ম,
মনু্য করা নহে উপযুক্ত॥
বহু পুত্র সুরভীর, তথাপিও নহে স্থির,
চক্ষে নীর পড়ে পুত্র দুঃখে।
এক পুত্র জননীর, কৌশল্যার চক্ষে নীর,
নিবর্ত্ত হইবে কোন্ সুখে॥
রাম রঘুবংশ বর, প্রাণাধিক প্রিয়তর,
সে সুতের শোচনা কি যায়।
অতএব কৌশল্যার, মনোদুঃখ অনিবার,
শরীর শোষণ ঘোর দায়॥
তোমা হৈতে উপস্থিত, এই হেতু সমুচিত,
সর্ব্ব শান্তি সম্ভবে তোমারে।
পাইবে পরম কষ্ট, নিরয়ে শরীর নষ্ট,
কার সাধ্য সমর্থ নিস্তারে॥
আমি জ্যেষ্ঠ শ্রীরামের, দুর্গতি যত বনের,
খণ্ডাইব তাতের কুযশঃ।
লোকে তাহে উপযুক্ত, কবে পাপে পরি-
মুক্ত, হবে তবে ভুবনে পৌরুষ॥
অরণ্যে যেমন করী, হঠাৎ বন্ধন ধরি,
দুঃখে ত্যজে উত্তপ্ত নিশ্বাস।
ভরতের যে রোদন, সেই রূপ রামধন,
বনবাসে হত নিজ বাস॥
বদ্ধ নেত্র শিথিলাঙ্গ, নাহি কোন ক্রিয়া
সঙ্গ, ত্যজে [illegible] ভরণ।
পতিত ধরণীতলে, নৃপাত্ম[illegible] যজ্ঞস্থলে,
ইন্দ্রধ্বজ যজ্ঞান্তে যেম[illegible]

ইত্যার্ষে অযোধ্যাকাণ্ডে, ভরত বিলাপ
কাণ্ডে, পাপ তাপ খণ্ডে ক্ষিতিতলে।
দ্বিসপ্ততি সর্গ সাঙ্গ,নিস্তারে ভব প্রসঙ্গ,
শ্রবণে গমন মোক্ষস্থলে॥

৭২ সর্গঃ।

পয়ার

লক্ষ্মণের অনুজ শত্রুঘ্ন বিচক্ষণ।
ভূমি হৈতে ভরতে করান উত্থাপন॥
কুব্জার মন্ত্রণা হেতু ভ্রাতৃ ভেদ হয়।
এই কথা শুনিয়া শত্রুঘ্ন মহাশয়॥
দুঃখ শোকে প্রপীড়িত কহিলা বচন।
বিদ্যাবান রামচন্দ্র অতি বিচক্ষণ॥
সর্ব্ব প্রাণি হিতে রত অনিন্দিত বীর
স্ত্রী কর্ত্তৃক কি রূপে কানন গত ধীর॥
বল বীর্য্য অস্ত্র শস্ত্র সম্পন্ন লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের অভিষেক কর্ম্মে বিচক্ষণ॥
কেন না করিলা ভ্রাতা হয়ে রামভক্ত
পিতার নিগ্রহ করি রামে অভিষিক্ত॥
ধর্ম্মার্থ সন্দর্শী ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমার।
সমর্থ নহিলা কেন নিগ্রহে পিতার॥
যদ্যপি জনকে নহে ধর্ষণ উচিত।
তথাপি কামুক জনে নিগ্রহ বিহিত॥
এই রূপ কহিলেন শত্রুঘ্ন যখন।
পুরদ্বারে কুব্জাদাসী আসিল তখন॥
ধবল সূক্ষ্ম বসনাভরণ পূর্ণা।
চন্দন লোলিত অঙ্গ গৌরবে,আঘূর্ণা॥
মহামূল্য মণ্যাদি মণ্ডিত মনোহরা।
মঞ্জুল মেখলা দাম কটি দীপ্তি করা॥
কুঞ্জরী যেমন সাজে সুবর্ণ শৃঙ্খলে।
সেই রূপ গৌরবিতা সুগৌরবে চলে॥
তারে দেখি মহা দুঃখী হইয়া ভরত।
দ্বারস্থিতা পাপিনীরে দমনে উদ্যত॥
অন্তঃপুরে থাকে কুব্জা কুল ভেদ করা।
শত্রুঘ্নে দেখান এই পাপিনী মন্থরা॥
যার কর্ম্মে গত বনে রাম মম গুরু।
সেই এই পাপিনী প্রাণঘ্নী বিষতরু॥
নিন্দিতার তিরস্কার যথা বিধি হয়।
কর ভাই আমি তাই আদেশি নিশ্চয়॥
মন্থরা মন্থরাগতি দেখিয়া নিকটে।
ভূমিতলে তেজস্বী পাড়িলা ধরে্য জটে॥
গল হস্তে অতি ব্যস্ত ক্রোধে কম্পকায়।
ধরণী উপরে মুখ বিঘর্ষণ প্রায়॥
পাংশু পূর্ণ পাপিনীর পাপিষ্ঠ বদন।
যে মুখের মন্ত্রণায় বনে রামধন॥
কোপ করি কুব্জা প্রতি কহিলা কর্কশ।
সম্প্রতি সুন্দরি হও শমনের বশ॥
পাঠাইব যমালয়ে পরম সাদরে।
ইহা বলি পুনঃ২ আকর্ষিলা করে॥
মন্থরার মহান্ সুহৃদ জন যারা।
আকর্ষণে মহা ভয়ে কম্পমান তারা॥
আপনার আত্মীয় বর্গের আবাহন।
আমন্ত্রণ শত্রুঘ্নের সান্ত্বনা কারণ॥
ক্রোধ করি কুব্জারে না করিলা নিঃশেষ
নাথ হীনা দীনা দাসী শরণ্যা বিশেষ॥

স্বপ্রাণ রক্ষণ হেতু অত্যন্ত কাতরা।
ইহার রক্ষার জন্য যাব অতি ত্বরা॥
অনাথ বান্ধবা দেবী কৌশল্যা জননী।
শরণাগতের প্রতি কল্যাণ ভজনী॥
এই রূপ উপায় করিয়া সবে স্থির।
দেখিয়া সকোপ তথা রঘুবংশ বীর॥
মহা কোপে শত্রুঘ্ন কুপিত কুব্জা প্রতি।
ধরিয়া ধরণীতলে করিলা দুর্গতি॥
আকর্ষণে ঘর্ষণে বীভৎসা দুষ্টা দাসী।
ইতস্ততঃ পতিত ভূষণ রাশি রাশি॥
বসন ভূষণে ভূমি ভূষিতা হইল।
শরৎকালে নভঃস্থলে শোভা প্রকাশিল॥
বলবান্ সুমিত্রা সন্তান অতি ক্রুদ্ধ।
করিলেন মন্থরার প্রতি পথ রুদ্ধ॥
কেকয়ীর নিকটে ধরিয়া জটে তার।
কহিলেন দুর্ব্বাক্য নয়ন রক্তাকার॥
পাপিনী মন্থরা মহদশুভ কারিণী।
কুল ক্ষয় কর কর্ম্ম করিল সাপিনী॥
প্রতিকূলা অবলায় কেকয়ী সম্প্রতি।
কি রূপে করিবে রক্ষা দিয়া মুক্তি গতি॥
না করিল অপেক্ষা যে পুত্র নিজ যশে।
নৃপতির অনিষ্ট সৃজিল আত্ম বশে॥
সেই এই কুকর্ম্মের ফল সমুদয়।
পাইবে যাইবে পাপশীলা যমালয়॥
অনর্থের মূল এই কুল ক্ষয় করী।
কুব্জারে করিব অদ্য করাল কিঙ্করী॥
হৃদয় শোষণ কর মহদ্দুঃখ মূল।
শ্রীরাম বিচ্ছেদ জন্য হৃদয়ের শূল॥
মন্থরে শরীর তোর করিব ক্ষেপণ।
পাপিনী পাপকারিণী নাহি বিমোচন॥
এই কথা কহিয়া হইয়া কোপান্বিত।
পুনশ্চ কুব্জার কেশে ধরিলা ত্বরিত॥
আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া ধরাতলে।
নিক্ষেপে নিশ্বাস বহে জড়িত গরলে॥
নিতান্ত নিষ্ঠুর বাক্য শত্রুঘ্নের মুখে।
শুনিয়া কেকয়ী পরিপূর্ণা মনোদুঃখে॥
শত্রুঘ্নের কোপ ভয়ে আচ্ছন্ন শরীর।
লইল শরণ পুত্রে বিচারিয়া স্থির॥
ক্রুদ্ধ দেখি শত্রুঘ্নে ভরত মহাবীর।
কহিলেন বাক্য অতি মধুর গম্ভীর॥
অবধ্য অবলাগণ সবে জানে স্থির।
ক্ষমা কর কুব্জায় সম্প্রতি রঘুবীর॥
বরঞ্চ মহাপাপিনী বিমাতা তোমার।
শাসন যেরূপে হয় কর হে কুমার॥
যদি রাম গুণধাম না করেন ত্যাগ।
স্বয়ং করি মাতৃ বধ হয় হেন রাগ॥
জ্ঞান কহ অজ্ঞানা মন্থরা দাসী প্রতি।
আপনার কর্ম্মে আছে মৃত দেহাকৃতি॥
বিশেষে যেহেতু পরপ্রেষ্যা বধ্যা নহে।
স্ত্রীজাতি প্রক্ষীণমতি পরবশে রহে॥
এ কথা যদ্যপি রাম করেন শ্রবণ।
কুব্জা দাসী নাশিয়াছে শত্রুঘ্ন এক্ষণ॥
স্বধর্ম্মী সর্ব্বদা রাম সর্ব্ব হিতে রাগ।
করিবেন তোমারে আমারে পরিত্যাগ॥
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপ সুত।
করিলেন শত্রুঘ্ন কুব্জারে ত্যাগ দ্রুত॥

সরোষে আক্ষেপে ক্ষিতিমধ্য প্রক্ষেপণ।
বিহ্বলা মন্থরা ভয়ে হয়্যে অচেতন॥
হইল কিঞ্চিদন্তরে প্রাণান্তের প্রায়।
কেকয়ীর নিকটে শরণ নিতে ধায়॥
পদতলে পতিতা কম্পিতা কুব্জা দাসী।
নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে সর্ব্বনাশী
করিল করুণস্বরে বিস্তর বিলাপ।
রিধি দিলে যথা বিধি শাস্তি যথা পাপ
শত্রুঘ্ন নিক্ষেপ জন্য অতি সংজ্ঞাহীনা।
ভরত জননী দেখ্যে দাসীরে সুদীনা॥
ক্রন্দিতা বকীর প্রায় প্রাণভয়ে ভীতা।
অবসন্না বিষণ্ণা পালিতা পদাশ্রিতা॥
অযোধ্যায় শত্রুঘ্নের কুব্জা আকর্ষণ।
ত্রিসপ্ততি সর্গ তায় হৈল সমাপন॥

৭৩ সর্গঃ॥

লঘু ত্রিপদী।

ভরত সুধীর, নিন্দা জননীর,
করে্য দুঃখ শোকাকুল।
শত্রুঘ্নে দেখিয়া, কহিলা চাহিয়া,
বচন সুধর্ম্ম মূল॥
সুখ দুঃখ প্রাপ্তি, স্থিতি কি সমাপ্তি,
পুরু[illegible]চ্ছায় নয়।
করে [illegible]ণ, কৃতান্ত যখন,
তখন [illegible] সয়॥
দেখ কি আশ্চর্য্য, রাম মম আর্য্য,
রঘুবর্য্য বিচক্ষণ
সর্ব্ব গুণান্বিত, দুঃখে নিযোজিত,
প্রবল কাল এমন
পুত্র শোকে মগ্না, রাজ্য আশা ভগ্না,
ভর্ত্তৃ দুঃখে মগ্না রাণী।
দেখ কি অধর্ম্ম, মম মাতৃ কর্ম্ম,
সঙ্গে এস্যে দেখ জ্ঞানী॥
গর্হিত সম্পূর্ণ, দেখ দেখ তূর্ণ,
অযশঃ যাহে উৎপন্ন।
যদ্যপি ঈদৃশ, কর্ম্ম অসদৃশ,
কালকৃত সুসম্পন্ন॥
কি নারী কি নর, কি কব অপর,
কৃতান্ত বলে মোহিত।
সুবিদ্বান জন, কালে সম্মোহন,
না বুঝে স্বহিতাহিত॥
কালে বশীভূতা, লোক ধর্ম্ম চ্যুতা,
গর্হিতা মম জননী।
কেকয়ী কি তাপ, করিল কি পাপ,
কর্ম্ম শত্রুঘ্ন না জানি॥
দেখ দেখ ভাই, হা কি দুঃখ পাই,
যে কষ্টে না হয় ত্রাণ
এই মহৎকষ্ট, কি কহিব স্পষ্ট,
কৌশল্যা জননী স্থান॥
মাতৃ দোষে দোষী, পাপরূপে ঘোষি,
রাক্ষসী উদরে জাত।
বলিয়া এবাক্য, ভ্রাতৃ সহ ঐক্য,
শিরোপরি করাঘাত॥

রোদন সম্পূর্ণ, মাতৃগৃহ পূর্ণ,
হয়্যে ঘূর্ণিত নয়ন
শুন্যে আর্ত্তনাদ, ভরত বিষাদ,
প্রমাদ ভাবি তখন ॥
ভরত শত্রুঘ্ন, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন,
রুগ্ন ভুগ্ন জন প্রায় ।
কৌশল্যা ক্রন্দন, করিয়া শ্রবণ,
কহিলেন সুমিত্রায় ॥
কেকয়ী পাপিনী, স্বজন তাপিনী,
ধর্ম্মিষ্ঠ তার সন্তান ।
আগত ভরত, বুঝি তারি সুত,
আসিতেছে মম স্থান ॥
দেখিবারে তারে, আনন্দ অপারে,
দুঃখের উদ্ধারে মনঃ ।
বলিয়া এ বাণী, দুঃখ তপ্তা রাণী,
করিলা করুণস্বন ॥
দেখিতে ভরতে, সুমিত্রা সহিতে,
দণ্ডায়মানা স্বদ্বারে ।
ভরত শ্রীমান্, বিধুমুখ ম্লান,
দেখিবারে যান তাঁরে ॥
পরে বৃহদ্দ্বারে, দেখি কৌশল্যারে,
দুঃখিনী করিতে তাপ ।
দেখিয়া দুঃখিত, ভরত মোহিত,
স্মরিলা জননী পাপ ॥
অতি দূরে বীর, হয়্যে নত শিরঃ,
প্রণত ভ্রাতৃ সহিত ।
যুগল নন্দনে, স্নেহ আলিঙ্গনে,
কৌশল্যা মনোমোহিত ॥

রাম দুঃখানলে, মনঃপ্রাণ জ্বলে,
চক্ষুজলে না নিভায় ।
প্রণত ভরতে, পুত্র স্নেহ মতে,
কোলে তুল্যে পুনরায় ॥
সভয়ে বিহ্বলে, রাণী লয়্যে কোলে,
ভাসিলা করুণা জলে ।
মাভৈর্মাভৈঃ সুত, রাম রাজ্যচ্যুত,
লোকে কালকৃত বলে ॥
নতুবা নন্দন, হবে হেন কেন,
কেকয়ী তব জননী ।
করিয়া কৈতব, হেতু করি তব,
লবে অযোধ্যা অবনী ॥
পাইয়া কি শিক্ষা, নৃপে যাচে ভিক্ষা,
তোমার দীক্ষা এরাজ্যে ।
দ্বিতীয় প্রার্থনা, আমারি স্বার্থনা,
নাশিতে বর্ত্তে অকার্য্যে ॥
পুত্র রাম মম, রাঘব সত্তম,
নহে কারু অপকারী ।
চীরখণ্ড তায়, কেকয়ী পরায়,
রাজ্য ত্যাগী বনচারী ॥
লক্ষ্মণ সহিতে, অনুগতা সীতে,
কি অনুযোগে পাঠায়
জননী তোমার, অধর্ম্ম অপার,
রামের দেখিল তায় ॥
সতী [illegible] সদা [illegible],
সংকুলে [illegible] বার ।
যুব রাজ্যভোগ্য, [illegible] বনযোগ্য,
কুব্যুগ্যা কি দেখে তার ॥

পুত্র দাশরথি, গিয়াছে যে পথি ।
সে পথি গত লক্ষ্মণ ।
আমি সেই পথে, হত মনোরথে,
অদ্য করিব গমন ॥
সুমিত্রা সতিনী, অতি অনাথিনী,
করিব সঙ্গিনী তায় ।
নীল শতদল, শোভিত যে স্থল,
হৃদয় সে স্থলে ধায় ॥
তোমারে প্রার্থনা, মানস কল্পনা,
পূরাও কামনা সুত ।
তুমি কৃপা করি, যথা জটাধারী,
তথা লয়ে চল দ্রুত ॥
সর্ব্ব ধন রত্ন, লও করে যত্ন,
চতুরঙ্গ দল সহ ।
কল্যাণ এ রাজ্য, পিতৃদত্ত গ্রাহ্য,
কর রাজ্য ভার গ্রহ ॥
জননী বাঞ্ছিত, রাজ্যাভিষিঞ্চিত,
আমারে বঞ্চিত বিধি ।
ইত্যাদি আলাপে, অনেক বিলাপে,
উথলে শোক জলধি ॥
কৌশল্যা রোদন, করিয়া শ্রবণ,
কেকয়ী নন্দন পরে ।
করি কৃতাঞ্জলি, বাক্য পুষ্পাঞ্জলি,
নিক্ষেপে কৌশল্যাতরে ॥
অযো[illegible]ণ্ডীয়, অপর ভাণ্ডীয়,
[illegible] ।
চতুর্থ অ[illegible], সর্গ স[illegible]তিক,
[illegible] ॥

৭৪ সর্গঃ ।

পয়ার

কৌশল্যা রোদনান্বিতা শ্রীরাম জননী ।
অতি দীনা ক্ষীণা প্রায় দেখিয়া সদজ্ঞানী ॥
কৃতাঞ্জলি করি পরে কেকয়ী নন্দন ।
বাষ্প পরিপূর্ণ নেত্র গদ্গদ বচন ॥
জননি না জেনে দোষ দিতেছ আমার ।
নিষ্পাপ জনেরে তাপ দান কি বিচার ॥
রাম প্রতি মম মতি সর্ব্বদা সুস্থিরা ।
কি কারণে অনুযোগ কর মা স্থবিরা ॥
রাম বন গমনে সম্মতি আছে যার ।
কদাচ শাস্ত্রীয় বুদ্ধি না হউক তার ॥
প্রেষ্যা পাপ গতি প্রতি রতি হবে তার ।
সূর্য্য দৃষ্টে করে যেন মল পরিহার ॥
সুপ্ত গো গণের অঙ্গে করে পদাঘাত ।
যার অনুমতি হেতু শ্রীরামে ব্যাঘাত ॥
উচ্ছিষ্ট বদন করি অগ্নি গো ব্রাহ্মণে ।
সংস্পর্শ করিবে সেই বেদের হেলনে ॥
গুরু নিন্দা করুক পাপিষ্ঠ সেই জন ।
যার অনুমতে বন গত রামধন ॥
সখিভার্য্যা গুরুভার্য্যা গমনে উদ্যোগী ।
রমণে করুক মতি পাপিষ্ঠ দুর্ভোগী ॥
যার অনুমতি দ্বারা শ্রীরামের বন ।
সে করুক সেই পাপকর্ম্ম ফলার্জ্জন ॥
ভৃত্য দ্বারা ভর্ত্তার অনর্থ কর্ম্ম করে ।
সেই পাপ প্রাপ্ত হবে শাস্ত্র অনুসারে ॥

করিয়া মহত্ কর্ম্ম আপন ভর্ত্তার ।
নিরর্থক আপনি যে করয়ে সংহার ॥
সেই অধর্ম্মের ফল পাবে সেই জন ।
যার অনুমতি দ্বারা শ্রীরামের বন ॥
সুততুল্য সর্ব্বভূতে যে করে পালন ।
এমন নৃপের অপকারী যেই জন ॥
যার অনুজ্ঞায় রামচন্দ্র বন গত ।
সেই পাপী এই পাপে হবে অনুগত ॥
ক্ষেত্রাদিতে যা হইবে উপার্জ্জিত ধন ।
নৃপ হেতু ষষ্ঠ ভাগ না করে স্থাপন ॥
তার অধর্ম্মের ফল করিবেক ভোগ ।
রাম বনবাসে যার অনুমতি যোগ ॥
যজ্ঞকর্ম্ম করাইয়া যাজ্ঞিকের দ্বারা ।
প্রতিশ্রুত দক্ষিণা বঞ্চন করে যারা ॥
সেই সেই বঞ্চকের পাপ হয় যত ।
সেই পাপ ভোগ তার হবে অবিরত ॥
যুদ্ধ স্থলে হস্তী অশ্ব বিমান বিনাশ ।
অস্ত্র শস্ত্র পীড়া পেয়ে ধরাতলে বাস ।
সজ্জনের কর্ম্ম তারে না করে সংহার ।
সেই পাপে রত বনে অনুমতি যার ॥
সুন্দর যথার্থ শাস্ত্রে হয়ে উপদিষ্ট
সেই সব বিনাশ করুক সেই দুষ্ট ॥
যার অনুমতি লব্ধ বনগত রাম ।
জননি যদ্যপি ভাল মনে করিতাম ॥
যে জন বিচার স্থলে করে পক্ষপাত ।
তার পাপ যে সকল সে পায় সাক্ষাত্
যার অনুমতি ক্রমে রামে বনবাস ।
জননি তোমারে এই কহিনু নির্যাস ॥

দেবতা অতিথি ভৃত্য জনক জননী ।
এ সবে না দিয়া অন্ন যে খায় আপনি ॥
করিবেক তার পাপ ভোগ সেই জন ।
যার অনুমতি হেতু রাঘবের বন ॥
শাস্ত্র সিদ্ধ বাক্য সেই প্রয়োগ না করে
সজ্জনের সমীপে নিন্দিত হয় পরে ॥
যার অনুমতি দ্বারা বনগত রাম ।
জননি তোমার স্থানে এই কহিলাম ॥
আষাঢ়ী কার্ত্তিকী মাঘী তিথি পুণ্যকরী
অদাতার গতি পাই যদি মনে করি ॥
পায়স তিলান্ন মাংস অদত্ত ভোজন ।
গুরু প্রতি অবজ্ঞাকারক যেই জন ॥
তাহাদের যে পাপ সে পাপ হবে তার ।
বনবাসে গত রাম জ্ঞাতসারে যার ॥
মাতা পিতা বৃদ্ধ গুরু আচার্য্য ব্রাহ্মণ ।
এ সকলে করুক অবজ্ঞা সেই জন ॥
সল্লোক সৎকীর্ত্তি আর সজ্জনের কর্ম্ম ।
সেই সব হৈতে ভ্রষ্ট হৈলে যে অধর্ম্ম ॥
সেই অধর্ম্মের ফল করিবেক ভোগ ।
রাম বনবাসে যার আছে মনোযোগ ॥
নৃপ দারা বালক অপর বৃদ্ধ জন ।
তাহাদের বিনাশে যে পাপ সঙ্কলন ॥
ভৃত্য ত্যাগ করিলে যে অধর্ম্ম নিশ্চয় ।
রামের অপ্রিয় জনে সেই পাপ হয় ॥
যে পাপ ব্রাহ্মণ বধে কপিলা ঘাতনে ।
সেই পাপ তার যার বুদ্ধি রাম বনে ॥
বিশ্বাস ঘাতকে গুরু হত্যায় যে পাপ ।
গুরুর উদ্দেশে করে অলীক আলাপ

সেই পাপিষ্ঠের পাপ পাইবে সে জন
যার অনুমতি ক্রমে রাম গত বন ॥
পদ দ্বারা অগ্নি স্পর্শ করিলে যে পাপ
কৃতকর্ম্ম বিনাশিলে যেবা পরিতাপ ॥
পরদ্রব্যাপহরণে যে পাপের গতি।
সেই পাপ তার যেই রামে হত মতি ॥
অগ্নিদ গ্রাম ঘাতির নিশ্চয় যে পাপ।
মিত্রদ্রোহি জনের যেমন পরিতাপ ॥
উভয় সন্ধ্যার কালে যে করে শয়ন।
সেই পাপ হয় যার রামে হত.মনঃ ॥
অনর্থী অসত্য বাদী এই দুই নরে।
বেদের বিহিত পাপ যে সব সঞ্চারে ॥
সেই পাপ অজ্ঞানে করিবে সমাশ্রয়।
যার বুদ্ধি ক্রমে রামে অরণ্য আশ্রয় ॥
পাইয়া ঐশ্বর্য্য ভার করুক শাসন।
কিন্তু অরিজন সঙ্গ করুক সে জন ॥
যে জনের অনুমতে বনগত রাম।
সেই জন হইবেক অজ্ঞানান্ধ ধাম ॥
গ্রামে বাস করুক হইয়া গ্রাম্য পশু।
একাকী মিষ্টান্ন ভোজী হইবে অল্পাসু ॥
যার অনুমতি যোগে অরণ্য আশ্রয়।
করিলেন মম জ্যেষ্ঠ রাম মহাশয় ॥
এই রূপ আশ্বাস করিয়া বিমাতায়।
দুঃখ শোক তপ্তা পতি পুত্র বিহীনায় ॥
[illegible]নিষ্পাপ শরীরে।
[illegible]াবীরে ॥
[illegible]তর পতি।
[illegible]কথা ক[illegible]ন সতী ॥

শুদ্ধ সত্ত্ব স্বভাব ধর্ম্মাত্মা পাপহীন।
সর্ব্বদা তোমারে জানি কুমার প্রবীণ ॥
এরূপ শপথ কর্যে কেন রে সন্তান।
দগ্ধ কর জননীর পূর্ব্ব দগ্ধ প্রাণ ॥
শ্রীরামের ভক্ত তুমি জানি রে ভরত।
ধর্ম্ম পথ বিচলিত নহ অনুগত ॥
চিরকাল কর পুত্র জীবন ধারণ।
শ্রীরামের সঙ্গী হয়্যে কল্যাণ ভাজন ॥
পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করণের পরে।
আসিবেন পুনঃ রাম অযোধ্যা নগরে ॥
এক যোগে দেখি যেন ভ্রাতৃ চতুষ্টয়।
এই আশীর্ব্বাদ করি তোমারে তনয় ॥
পুণ্যকীর্ত্তি রাজঋষি মহাত্মা সকল।
তাহাদের আয়ুঃকীর্ত্তি ধর্ম্ম অচঞ্চল ॥
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে শত্রু সংঘাতন।
পুনশ্চ দেখিবে রাম সীতা সলক্ষ্মণ ॥
তৈল দ্রোণী মধ্যে তব পিতার শরীর।
সংপ্রতি স্থাপিত এই দেখ রঘুবীর ॥
তোমার প্রতীক্ষা করি আছে নৃপ দেহ।
জনকের সংস্কারেতে ব্যক্ত কর স্নেহ ॥
ধর্ম্মে যথা রক্ষা পায় সর্ব্ব প্রজাজন।
সেই রূপ কর্ম্ম কর ধরেন্দ্র নন্দন ॥
স্বর্গগত নৃপতির তুষ্টি যাতে হয়।
সেই রূপ কর্ম্ম তুমি করিবে তনয় ॥
পিতার বিয়োগ জন্য দুঃখ অনুক্ষণ।
শ্রীরামের ত্যাগ হেতু কষ্টানুস্মরণ ॥
ত্যাগ দিয়া সে ভার ভারির প্রায় সয়্যে
কুলভার ধর পুত্র সুস্থির হইয়ে ॥

এই রূপ আশ্বাসে বিশ্বাস করি মনঃ।
শোক ভারে ভারান্বিত ভরত যেমন॥
কৌশল্যার বিলাপ করুণাময়াক্ষর।
শ্রবণে চঞ্চল চিত্ত স্থিরত্ব দুষ্কর॥
মোহ প্রাপ্ত বারম্বার ভরত দুঃখিত।
শোচনা করিয়া শোকে হইয়া মোহিত
পতিত পৃথিবী তলে তনু তাপময়।
করুণা বিলাপ জন্য ব্যাকুল হৃদয়॥
অস্থির ইন্দ্রিয়গণ পিতার মরণে।
ভ্রাতার নিবাস বনে মনঃ অচেতনে॥
ভরতের বিলাপ আলাপ দৃষ্টি করি।
হুতাশে হইয়া ক্ষুণ্ণ অস্ত তিমিরারি॥
দহন বহন বহে ঘন দীর্ঘশ্বাস।
বারম্বার নব দুঃখ করিয়া প্রকাশ॥
সেই সুখ বিহীনা সর্ব্বরী সমুদয়।
ভরতের প্রতি শত বর্ষ সম হয়॥
তদন্তে দেখিয়া দিনকর কর জাল।
নিদ্রাভঙ্গ মন্ত্রিগণ স্মরিয়া গোপাল॥
যাবতীয় দ্বিজজাতি অত্যন্ত প্রত্যূষে।
নৃপালয়ে প্রবেশিয়া নৃপগুণ ঘোষে॥
গত মহী মহেন্দ্র অনাথা মহী তায়।
ভূতলে পতিত বীর মূর্চ্ছাগত প্রায়॥
আর্ত্তনাদে অশ্রুপূর্ণ নেত্র শোকাকুল।
মোহে মগ্ন উদ্বিগ্ন মানস সমাকুল॥
সংজ্ঞাহীন জনপ্রায় নরেন্দ্র নন্দন।
এই রূপ ভরতে দেখিল সর্ব্বজন॥
পঞ্চাধিক সপ্ততি সর্গীয় সমালাপ।
ভরতের শপথ শুনিলে খণ্ডে পাপ॥

৭৬ সর্গঃ

ত্রিপদী

সংপ্রাপ্ত অশেষ কষ্ট, বর্ণস্বরেন্দ্রিয় ভ্রষ্ট,
দুঃখ পুষ্ট হয় বারম্বার।
ভরত নব শরীর, দীপ্তি হীন মহাবীর,
ক্ষরে নীর চক্ষে অনিবার॥
পিতার মরণে দীন, রাম বনবাসে ক্ষীণ,
মলিন কেকয়ী কর্ম্মদোষে।
পাপিনীর ধনলোভ, যাহাতে পুত্রের ক্ষোভ,
নহে শোভমান জনে ঘোষে॥
অতিশয় পীড়া তায়, চক্ষে নাহি দেখা যায়,
পারের উপায় দুঃখার্ণবে।
দুঃখের দারুণ বেগ, উন্নত তাহে উদ্বেগ,
সুখভরা মগ্ন লবে লবে॥
আমার নিমিত্ত তাত, মৃত্যু বশে ক্ষিতিনাথ,
রাম রঘুনাথ বনবাসে।
অপাপ মম শরীর, পাপ হেতু জননীর,
নহে স্থির চিত্ত এ নিবাসে॥
কার্য্যহীন রাজ্যহীন, আর্য্য হয়ে অতিদীন,
আমি হীন হইয়া উভয়ে।
চন্দ্র সূর্য্য বিনা মেরু, যেরূপ নহে সুচারু,
পুরী তথা রাম অনুদয়ে॥
পিতৃ শূন্য এই পুর, নাহি সুখ [illegible]
সুখী নহে দুঃখি [illegible]াগণ [illegible]।
কি প্রকারে আমি সহই, [illegible]
দুঃখে দুঃখী হই [illegible] আরাম॥

পিতৃসহ হুতাশন, সেবিব নিশ্চয় মনঃ,
অথবা যাইব বনে আমি।
রামের সহিতে রব, এ যন্ত্রণা কত সব,
অবশ্য হইব বনগামী॥
হইয়া উভয়ে হীন, হইব অত্যন্ত দীন,
জীবনে উৎসাহ ক্ষীণ হয়।
বন পরিক্রমে শ্রান্ত,হয়্যে নব নীলকান্ত,
তরুতল করিবা আশ্রয়॥
আমি গিয়া সেই কালে,চরণ কমল দলে,
সেবিব রহিব সন্নিকটে।
এই রাজ্য হৈতে শ্রেষ্ঠ,যেমন ভ্রাতা কনিষ্ঠ,
সেই রূপ যদি ভাগ্যে ঘটে॥
হইয়া শুশ্রূষাযুক্ত, শ্রীপদের রজোমুক্ত,
যুক্ত হয়্যে রহিব কাননে।
আরণ্য ফল ভক্ষণ,করিব আর্য্যে অর্চ্চন,
অনুরক্ত পুষ্প আনয়নে॥
হইয়া রামে বিহীন,নহে মনে এক দিন,
ত্রিদশের রাজ্য যদি পাই।
কি অন্য অযোধ্যা রাজ্য, জননী কুকার্য্যে
ধার্য্য,অনিবার্য্য এ রাজ্য কি চাই॥
অদ্য রামচন্দ্র আস্য,পূর্ণচন্দ্র সুপ্রকাশ্য,
হাস্য লীলা সুচারু লোচন।
নিরীক্ষণে পিত মত্ত,নিমিত্ত সুদুঃখ যত,
[illegible]চন॥
[illegible] বাক্য যুক্তিযুক্ত,
এই [illegible] শ্রবণ।
[illegible] লোক [illegible] সুখসিন্ধু,
[illegible] এই কথা কহিলেন॥

নয়নের অশ্রুচয়, নিবারিয়া মহোদয়,
বশিষ্ঠ বিশিষ্ট ভগবান।
অধোমুখ রঘুবীর, শ্রীচরণে পৃথিবীর,
তলে রেখা করিয়া সন্ধান॥
ভরতেরে সুবচন, কহিলেন তপোধন,
কর মনঃ নরেন্দ্র নন্দন।
যে জন অত্যন্ত মূঢ়, বিপদে স্বকার্য্যারূঢ়,
আবশ্যকে প্রতিপন্ন মনঃ॥
সেই ধীর সুপণ্ডিত,যে বুঝে কার্য্যবিহিত,
সময়ের বশে করে কর্ম্ম।
হয়্যে তুমি ধৈর্য্য ধর, বিমুক্ত হৃদয় জ্বর,
গুণাকর সাধ কুলধর্ম্ম॥
অজ্ঞান দূরীকরণ, যোগ্য তুমি সাধুজন,
পিতৃকার্য্যে কর মনঃ স্থির।
পিতা তব রামশোকে,গিয়াছেন পরলোকে,
তুমি না আসিতে রঘুবীর॥
ত্যজিলেন ইষ্ট প্রাণ,স্বর্গে প্রাপ্ত দিব্য স্থান,
বনবাসে সন্তান শ্রীরাম।
পিতা তব লোকনাথ,ধর্ম্মাত্মা যথা অনাথ,
সেই রূপ দেহের বিশ্রাম॥
তুমি পুত্র যোগ্য তাঁর,তোমা বিনা কিপ্রকার,
সংস্কার তর্পণ পিণ্ড হয়।
সকলে করো্য বিচার,তৈল পাত্রে তনু তাঁর,
রাখিয়াছি আসার আশয়॥
রাখিয়া পুত্রের ধর্ম্ম,কর পিতৃ শেষ কর্ম্ম,
অন্ত্যেষ্টি সন্তুষ্ট কর তাত।
শান্ত্বাইয়া মাতৃগণে, দুঃখ শোক বিমো-
চনে, শান্ত হও ত্যজ অশ্রুপাত॥

অবশ্য ভাবিয়া কার্য্য, তাহাতে ধারণা ধার্য্য,
সেই ন্যায্য নির্দ্ধার্য্য জানিবে।
তোমার সমান যারা, শোচনা না করে তারা,
এই ধারা প্রমাণ মানিবে॥
মহাত্মা আগত জ্ঞানে, বুদ্ধিমান জনে মানে,
এ হেতু আত্মাকে কর স্থির।
না হইও অতি অজ্ঞ, হে ভবত তুমি বিজ্ঞ,
প্রশংসীয় রঘুবংশ বীর॥
কাকুৎস্থ কুল উদ্ভবী, বলিষ্ঠ কাল সম্ভব,
কর্ম্ম অতিক্রমে শক্ত কেবা।
ভাবিয়া শোচনা ত্যাগ, করো রাখ অনুরাগ,
মুগ্ধ যাহে দৈত্য নর দেবা॥
বারম্বার দুঃখ হতা, সমস্ত রাজ বনিতা,
তব পিতা প্রাণ ত্যাগ জন্য।
ক্ষুধা তৃষ্ণা তন্দ্রা আদি, সম্পূর্ণ দুঃখ বিবাদী,
এরা সব মৃতা হেন গণ্য॥
অনাথা স্বনাথ বিনা, তোমার উপেক্ষা
হীনা, জানিয়া যে বিধি হয় কর।
উপস্থিত পিতৃ কৃত্য, সাধ হয়ো এক চিত্ত
যথাক্রম দ্বিজোক্ত সুন্দর॥
শীঘ্র কর সম্পাদন, করিয়া ধৈর্য্য ধারণ,
দুঃখ জ্ঞান না কর সম্প্রতি।
অযোধ্যায় ঋষি কথা, শ্রবণে অমৃত যথা,
সাঙ্গ সর্গ ষড়স্ত সপ্ততি॥

৭৬ সর্গঃ।

পয়ার।

বশিষ্ঠের বাক্য শুনি বিজ্ঞ রঘুবীর।
গুরু দৃষ্টে কহিলেন বচন গম্ভীর॥
অত্যন্ত পীড়িত হেতু পীড়িত বচন।
সতত বিদীর্ণ করে আমারে এখন॥
বল মুনি শুনি তব মুখে বিপরীত।
সর্ব্ব লোক নাথ রাম সত্ত্বে উপস্থিত॥
আমি নাথ অযোধ্যায় কি রূপে হইবে।
অযোগ্যে এ অনাথে কি নাথত্ব সম্ভবে॥
কিন্তু এই কার্য্য কর জনক যথায়।
শীঘ্রগতি লয়ে চল আমাকে তথায়॥
সর্ব্ব জনে করি চল পিতার সংস্কার।
ইদানী এ চিত্ত স্থির না হয় আমার॥
হৈতেছে সহস্র খণ্ড ছিন্ন ভিন্ন মনঃ।
দেখাও পিতার দেহ বিগত জীবন॥
পরে সর্ব্ব মন্ত্রিগণ বশিষ্ঠ প্রবর।
সহিতে চলিলা যথা মৃত নৃপবর
যথা মৃত কলেবর তথায় গমন।
সাঙ্গ সপ্তশত [illegible]॥
মৃত নৃপে দেখিতে [illegible]॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি [illegible]
প্রবেশ করিয়া [illegible]
রাজ পরিগ্রহ [illegible] বিমান॥
কৌশল্যার [illegible]
গত প্রাণ অতি [illegible]॥
হা তাত হা [illegible]
পতিত অনাথ [illegible]॥

এই কথা কহিয়া কাতর মহাকায়।
পতিত পৃথিবীতলে ভরত তথায়॥
সংজ্ঞা হীন হইয়া পাইয়া সংজ্ঞা পরে।
দেখিয়া দুর্ম্মনা নৃপ দেহ মোহ ভরে॥
জীবিত আছেন যেন জনক আমার।
প্রিয়ভাষে ভাষিলেন ভরত কুমার॥
ক্ষিতীন্দ্র কি ক্ষোভ কর কর গাত্রোত্থান।
এই আমি উপনীত ভরত সন্তান॥
পাইয়া তোমার আজ্ঞা অগ্রে উপনীত।
লক্ষ্মণের সহোদর শত্রুঘ্ন সহিত॥
মম মাতামহ তব সুকুশল কথা।
সাম্প্রতিক সুধালেন কি করেন তথা॥
ধরণী সুনত শিরঃ আমার মাতুল।
যুধাজিত্ সেই মত প্রার্থক প্রতুল॥
যে কোন রূপে আগত হৈলে পরে আমি।
কোলে তুলে লয়ে কত সুখী হৈতে তুমি॥
সেই আমি উপনীত সাক্ষাতে তোমার।
না লয়ে মস্তক ঘ্রাণ আছ কি প্রকার॥
আনন্দী হয়ে আনন্দী কর এ নন্দনে।
কি জন্য পূর্ব্বের প্রায় না তোষ ভাষণে॥
কেন আমি অপকার কি করেছি তব।
না না পিতা কিছু না প্রসন্ন ভব ভব॥
ধন্য সে অরণ্য বাসী পুত্র তব রাম।
অনুজ্ঞায় অঙ্গনা সহিতে বনধাম।
বি[illegible] তারে।
যে[illegible] সঞ্চারে॥
অ[illegible] অপুণ্য [illegible]সন্তান।
যে[illegible] প্রতি [illegible]মান॥

মহা দুঃখে কলেবর করে আবিষ্কার।
রাম শোকে পরলোক নিবাস স্বীকার॥
নিশ্চয় জীবন ক্ষয় হইল তোমার।
না দেখিলা রামচন্দ্র লক্ষ্মণ কুমার॥
বনবাস পরিত্যাগ করিয়া এখন।
না আইলা দুঃখী হয়ে অযোধ্যা ভুবন॥
মাতৃদোষে দোষী বলে কথা নাহি ভাষ।
না কহিলে শত্রুঘ্নকে সমীপে জিজ্ঞাস॥
কি অভাগ্য কি অযোগ্য কর্ম্ম নৃপবর।
তুমি রাজ রাজেন্দ্র স্বাধীন বসুন্ধর॥
পরাইয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণে চীরবাস।
রমণী নিমিত্ত নিত্য ধনে বনবাস॥
কি বিরাগ প্রাণত্যাগ সোহাগ কেমন।
এই রূপ বিলাপ করিয়া বহুক্ষণ॥
নিরস্তে সমস্ত নৃপ নারীবর্গ যত।
দুঃখিনী অক্ষিণী জলে ভাসে অবিরত॥
অত্যন্ত বিলাপান্বিত মহাশোকাকুল।
ভরতে দেখিয়া ব্যস্ত যত দ্বিজকুল॥
বশিষ্ঠ জাবালি দ্বয় হইয়া মিলিত।
কহিলেন পরিহর শোক রাজসুত॥
তুমি মহাপ্রাজ্ঞ বিজ্ঞ অনুচিত শোক।
কালে সঙ্কলিত নৃপ প্রাপ্ত পরলোক॥
নরেন্দ্রের পরক্রিয়া কর সমাপন।
পাইয়া উত্তম জ্ঞান যোগ্য মহাজন॥
শাস্ত্র এই মৃত জন্য যদি শোক করে।
স্নেহযুক্ত হইয়া বান্ধবগণ পরে॥
নয়নে যদ্যপি হয় অশ্রুবিন্দু পাত।
তাহে হয় মৃতে স্বর্গ বসতি ব্যাঘাত॥

শুন নর শার্দুল ইহাই সর্ব্ব শ্রুত।
পরম ধার্ম্মিকগণ পূর্ব্ব অনুভূত ॥
ভূরিদ্যুম্ন নামা নৃপ অতি পুণ্যবান।
নিজ কর্ম্ম ফলে প্রাপ্ত সেই স্বর্গ স্থান।
পুনশ্চ করিল মর্ত্ত্যে উৎপত্তি ধারণ।
পুণ্য ক্ষয় বন্ধুগণ ক্রন্দন কারণ ॥
অতএব রাজপুত্র শোক করা নয়।
নিবারণ কর নেত্রোত্থিত বারিচয় ॥
স্বর্গ হৈতে নৃপতির যাহাতে পতন।
একর্ম্ম তোমার যোগ্য নহে কদাচন ॥
শোকানল দগ্ধ ভাবে জনক তোমার।
স্বর্গচ্যুত হৈলে শাপ দিবেন অপার ॥
যতক্ষণ নৃপতির মন্যু না জন্মায়।
উত্তিষ্ঠ বিশোক হৈয়ে ভরত ত্বরায় ॥
শোচ্য নহে পিতা তব রাঘব প্রধান।
সৎকর্ম্ম অর্জ্জিত লোকে প্রাপ্ত পরস্থান।
মনে কর নরসিংহ নৃপ নন মৃত।
শ্রীরাম প্রভৃতি যার চতুষ্টয় সুত ॥
ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা লোকে পৌরুষ প্রার্থিত
অমর তেজস্বী নৃপ মহা সত্ত্বাশ্রিত ॥
মহেন্দ্র বরুণোপম সম্ভ্রম উত্তম।
তাঁর তরে শোক কর হইয়া সত্তম ॥
বশিষ্ঠের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভরত ধর্ম্মজ্ঞবর মহেন্দ্র নন্দন ॥
তৎক্ষণে জনক শোক করি পরিহার।
বাক্য বিজ্ঞ বশিষ্ঠে কহিলা পুনর্ব্বার ॥
যে কথা কহিলে মুনিবর্য্য মনোমত।
কি করি বলিষ্ঠ পিতৃশোক বিমোহিত ॥
হিতবাদী যথা বিধি গুরু জ্ঞানবন্ত।
তোমাদের নিবারণ বাক্যে হয়ে শান্ত ॥
শোক ত্যজি পিতৃকার্য্য করি সমাপন।
যথা দিষ্ট দ্রব্য আন নৃপ মন্ত্রিগণ ॥
পিতার সংস্কার কার্য্যে যেং আয়োজন
সকল প্রস্তুত কর অদ্য বিচক্ষণ ॥
এই বাক্য নৃপতি সন্তান মুখশ্রুত।
মন্ত্রী পুরোহিত সবে হয়ে সাবহিত ॥
হইল অধিক বৃদ্ধি বিভাবরী তায়।
শত রাত্রি দীর্ঘসম হইলেক প্রায় ॥
রামায়ণে অযোধ্যায় ভরত বিলাপ।
শ্রবণে সপ্ত সপ্ততি সর্গার্থে নিষ্পাপ ॥

৭৭ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

রজনী অবশেষ, নৃপতি সমাদেশ,
পরিপ্রাপ্ত সূত মাগধ।
প্রসুপ্ত নৃপ সুতে, প্রবোধ যথা রীতে,
করিতে পরে করে বোধ ॥
মধুর বাক্য স্বরে, সকলে স্তুতি করে,
সুঘোষে পূরে সর্ব্বপুর।
সুবেণু শঙ্খ বাজে, সুনৃত্যে মহারাজে,
সন্তোষে ঘোষে সুমধুর ॥
ব্যাকুল শোকাকুল, ভরত নৃপকুল,
মণিরে করায় চে[illegible]।
প্রবোধ স্বর ধনি, ন[illegible]তি কুলমণি,
শুনিয়া কহিলা বচন ॥

শত্রুঘ্ন শুন শুন, এ আর হে কেমন,
আমি তো নহি নহি ভূপ।
কেকয়ী কর্ম্মদোষে, অযশঃ লোকে ঘোষে,
সম্ভব নহে হেন রূপ॥
রাজার কুলধর্ম্ম, গিয়াছে বুঝ মর্ম্ম,
নৃপতি হীন হয়ে ক্রমে।
রাজশ্রী সুবিকলা, কি করিবে অবলা,
অকর্ণা তরী তুল্য ভ্রমে॥
ভরত এই রূপ, বিলাপ বহু রূপ,
করিলা খেদে বারম্বার।
দেখিয়া দুঃখ যুত, শতধা বিদারিত,
নৃপতি দারা হাহাকার॥
ভরত অনুগত, বশিষ্ঠ পুরোহিত,
প্রবেশ করিলা সভায়।
নৃপতি হিত জন্য, সমস্ত মন্ত্রিগণ্য,
মন্ত্রণা করিয়া তথায়॥
সুরেন্দ্র মনোলোভা, কিবা নৃপতি সভা,
বিচিত্র মণিময় প্রভা।
সংস্কৃত শাতকুম্ভ, সুবর্ণে শতস্তম্ভ,
পার্ব্বণ শশি শত শোভা॥
মহেন্দ্র সভাস্থল, যেমন সুনির্ম্মল,
সুধর্ম্মা নামক সুন্দর।
সুরেন্দ্র বিরাজিত, গীষ্পতি পুরস্থিত,
বশিষ্ঠ ব্রহ্ম কলেবর॥
সুরত্ন চিত্রাসনে, ভূপতি ভদ্রাসনে,
বসিয়া [illegible] পারে।
সুমন্ত্র আদি ম[illegible] সচিব নিযোজিত,
উচিত [illegible]স্থান করে॥

জৈমিনি বিজয়ন্ত, সুমন্ত্র সুধীমন্ত,
সুমন্ত আদি মন্ত্রিগণ।
অন্য প্রধান গণ, মন্ত্রিত্বে সুগণন,
প্রধান যে অপর জন॥
সমূহ জনতায়, বিচিত্র সুসভায়,
ভরতে দেখিতে প্রয়াণ।
শত্রুঘ্ন সহযুত, কেকয়ী গর্ত্তভূত,
নৃপতি সুত বিদ্যমান॥
বিপুল কোলাহল, নিস্বনে ধরাতল,
পূরিত প্রবল সুঘোষ।
প্রলয়ে সিন্ধু জল, কল্লোল কল কল,
দিবস প্রভাসে প্রদোষ॥
ভরতে সেই স্থলে, দেখিয়া কৌতূহলে,
সকলে সুকৌশলে কয়।
যথার্থ পূর্ব্বরীতে, সুন্দর সুবিহিতে,
কৃতার্থ পুরজন চয়॥
সুমন্ত্রী গুরুগণ, নৃপতি প্রিয়জন,
স্বজন সজ্জন শোভিত।
সুধাংশু সমরুচি, রত্নাসন শুচি,
ভুবনে অতি প্রতিষ্ঠিত॥
নৃপতি দশরথ, শোভিত কুল পথ,
উজ্জ্বল সেই স্থল যথা।
ভরত বিরাজিত, ভুবন পরাজিত,
বিরাজে নৃপাসন তথা॥
সুবেদ রামায়ণে, ভরত প্রবেশনে,
অষ্টাধিক সপ্ততি সর্গ।
নৃপতি প্রয়োজনে, বাগীশ বিরচনে,
সন্তুষ্ট ভব সাধুবর্গ॥

৭৮ সর্গঃ॥

পয়ার।

আদিত্য উদয় কালে সর্ব্ব আগমন।
ভরতের প্রতি গুরু কহিলা তখন॥
সমন্ত্রিক নৃপসুত কর অবধান।
সকল প্রকৃতি বর্গ নাগর প্রধান॥
রাজার সংস্কার হেতু লয়ে দ্রব্যচয়।
উপস্থিত তোমার নিকটে সমুদয়॥
উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ সুত ভরত বিদ্বান।
না করিবা কালাত্যয় অতি অবিধান॥
যথার্থ যেরূপ কর পিতার সংস্কার।
দিয়া ভূরি দক্ষিণা বেদোক্ত যথাচার॥
তোমার পিতার হোতা হয়ে উপস্থিত।
বেদাঙ্গ বেদ পারগ পদ্ধতি সহিত॥
অগ্নিহোত্র গ্রহণ পূর্ব্বক স্থিতিমান।
জাবালি প্রভৃতি যজ্ঞ সুদক্ষ বিদ্বান॥
গন্ধকাষ্ঠ এই সব সংস্কার কারণ।
গ্রহণ পূর্ব্বকে অগ্রে স্থিত প্রেষ্যগণ॥
ঘৃত তৈল রস পূর্ণ যত কুম্ভ চয়।
তোমার পিতার জন্য সজ্জীভূত হয়॥
অগ্নিকার্য্য করণার্থ ইন্ধন সকল।
গন্ধমাল্য গন্ধ তৈল প্রস্তুত পুষ্কল॥
অন্য গন্ধদ্রব্য ধূপ অগুরু সম্ভব।
সুসজ্জিতা শিবিকা জনক জন্য তব॥
নানারত্ন বিভূষিতা শিবিকা উপরে।
প্রবেশ করাও দশরথ নরবরে॥
শিবিকার মধ্যে করি দশরথ তাতে।
উঠাইয়া আন বহির্দ্দেশে অব্যাঘাতে॥
এই সব বশিষ্ঠের মুখের ভারতী।
শ্রবণান্তে কহিলেন রাজেন্দ্রসন্ততি॥
তুমি প্রভু শ্রেষ্ঠ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠমতি।
বহুমতে পিতার গৌরবে অবস্থিতি॥
যেরূপ আপনি আজ্ঞা করিলেন তথা।
করিব ইহাতে প্রভু না হবে অন্যথা॥৮
আপনি ভূমিপ মান্য দেবগণ্য রূপ।
বিশেষে আচার্য্য গুরু দেবতা স্বরূপ॥
ভরতের এই বাক্যে হইয়া সুপ্রীত।
বশিষ্ঠ মুনীন্দ্র শ্রেষ্ঠ হর্ষ সমাশ্রিত॥
অসহ্য শোকের বেগ ধারণ দুষ্কর।
সহ্য করি ভরত নরেন্দ্র পুত্রবর॥
নৃপতির কলেবর করিতে ঈক্ষণ।
না পারেন শোকাসক্ত ব্যাকুলিত মনঃ॥
অর্ণব উত্থিত উচ্চ জল বেগ পাত।
ধারণে অনেক হয় উত্থিত উৎপাত॥
সেই রূপ শোক বেগ করিতে আয়ত্ত।
কম্পমান কায় বহু বিলপনে মত্ত॥
শত্রুঘ্নের সহিতে হইয়া শীঘ্রতর।
লইলা নৃপতি তনু শিবিকা উপর॥
শিবিকায় সংনিহিত অলঙ্কৃত করি।
যথা বিধি বিধানে সমস্ত কর্ম্মাচরি॥
মহামূল্য বসনে করিয়া আচ্ছাদন।
মনোহর দিব্য মাল্য চারু চন্দন॥
ধূপে করে ধূপিত সুরভি কাষ্ঠ তায়।
পুষ্প গন্ধে পরিপূর্ণ নৃপতির কায়॥

উত্থান করিয়া সেই শিবিকা সুন্দর।
শত্রুঘ্ন সহিত মিত্র বন্ধু বহুতর॥
হা রাজন, মহাজন জন কোথা যাও।
আর্ত্তস্বরে হানি করে শিরে,ফিরে চাও॥
এই রূপ বহুরূপ করিল রোদন।
বশিষ্ঠ শাসিত বাক্যে যত প্রেষ্যগণ॥
কি কর কিঙ্কর গণ এ কেমন কাল।
শীঘ্র লয়ে শিবিকা খণ্ডাও এ জঞ্জাল॥
অগ্রে২ ব্যগ্রে ধায় ধরে শ্বেত ছত্র।
করিছে ব্যজন বায়ু শোকাকুল গাত্র॥
আনিতে আনিতে নৃপে পরিতাপে পূর্ণ।
অগ্নিহোত্র পাত্র পূর্ব্বাহুত স্থানে তূর্ণ॥
জাবালি প্রভৃতি যত হোতা দ্বিজ জাতি
নৃপতির পুরোহিত বর্গ পুর ভাতি॥
আনিছে শকট পূর্ণ রত্নের কলস।
রত্ন পূর্ণ অতি তূর্ণ প্রকাশিতে যশঃ॥
সুদীন দরিদ্র জনে বিতরণ জন্য।
প্রেষ্য বর্গ বহু রত্ন আনে অসামান্য॥
নৃপতির অন্ত্যেষ্টিকরিতে সমাধান।
ধরণী পতির ধনে নাহি অসম্মান॥
অগ্রে২ গমন করিয়া পড়ে স্তুতি।
মধুর সুরবে সূত মাগধ প্রভৃতি॥
বন্দিগণ সুবন্দন আনন্দ করিছে।
কেহ অগ্রে কেহ মৃত নৃপতির পিছে॥
সে রূপ করুণা[illegible] কালে।
সেই রূপ আর্ত্ত[illegible] কামিনী মণ্ডলে॥
প[illegible] পুরজন [illegible] পশ্চাতে গমন।
স্ত্রীগণ কুমার বৃদ্ধ করিয়া রোদন॥

নগরের বহির্দ্দেশ প্রবেশান্ত করি।
নিবৃত্ত নয়ন যথা মগ্ন হৈলে তরি॥
ভরত শত্রুঘ্ন পরে ভাই দুই জন।
সকলেরে সঙ্গে করে্য শিবিকা গ্রহণ॥
দুঃখ শোকে সমাকুল করিয়া ক্রন্দন।
পশ্চাতে২ যান অতি দগ্ধ মনঃ॥
কৌশল্যা সুমিত্রা আর কেকয়ী প্রভৃতি।
অর্দ্ধ সপ্ত শত নারী প্রকৃতি বিকৃতি॥
প্রকীর্ণ সুপক্ক কেশা ছিন্নবেশা হয়ে্য।
কুররী পক্ষিণী প্রায় রোদন করিয়ে॥
পশ্চাতে২ ধান সমস্ত অঙ্গনা।
নৃপের শরীর লক্ষ্যে রাজীব লোচনা॥
অনন্তর নরবর কলেবর লয়ে্য।
সরযূ তটিনী তটে উত্তরিলা গিয়ে॥
সুকোমল শাদ্বলে সচন্দন সুস্থানে।
অগুরু নীরস তরু রচিত বিতানে॥
অপূর্ব্ব নির্ম্মিতা চিতা পরম শোভন।
কালীয় মৃণাল জাল পদ্ম অগণন॥
যথা বিধি বিহিতে করিয়া সুরচন।
সেই চিতা মধ্যে ভূপে করিয়া স্থাপন॥
নৃপে করি চিতাগত করয়ে রোদন।
অতি শোকে সমাকুল সজল লোচন॥
পট্ট বস্ত্র পরাইয়া পৃথিবীর পালে।
চিতায় স্থাপন করে যত বন্ধু জালে॥
যজ্ঞপাত্র চয় করি তদুপরি দ্বিজ।
সমূহে অত্যন্ত মোহে আনায়ে্য ঋত্বিজ
করিলা ত্রিবিধ অগ্নি সে স্থানে বিন্যাস।
যথা বিধি শাস্ত্রমন্ত্র বিহিতে প্রকাশ॥

শ্রুতি উচ্চারণ করি সাময়িক মন্ত্র।
হোতাগণ যজ্ঞপাত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ॥
পবিত্র মার্জ্জন করি আজ্যের প্রক্ষেপ।
চিতার উপরিভাগে করয়ে নিক্ষেপ ॥
স্রুকপাত্র চমসাদি মুষলোদুখল।
করিলেন মধ্যে অগ্নি প্রক্ষেপ সকল ॥
অরণি সহিত আর পবিত্র সকল।
পশুমাংস সুসংস্কৃতে সন্তোষে অনল।
রাজার নিমিত্ত অন্ন আস্তরণ আদি।
নিক্ষেপ করিলা বিপ্রগণে যথা বিধি ॥
পূর্ব্ব হলাকর্ষ ভূমি উপরে বিহিত।
গো দান করিলা তথা যথা কুলরীত ॥
ঘৃত তৈল রসাদিতে করিয়া সেচন।
বন্ধুসহ করিলেন চিতা প্রজ্বলন ॥
অনল প্রদীপ্ত ময় সকল শরীর।
দহন দাহন করে সংযোগে সমীর ॥
চিতারূঢ় নির্ব্যূঢ় হইল কলেবর।
বিহিত সংস্কৃতানলে দগ্ধ নৃপবর ॥
বেদজ্ঞ সুবিজ্ঞ বিপ্রগণ মন্ত্র বলে।
পাইলা পরম পদ নৃপ সুকৌশলে ॥
যাগকারি যাবভের নির্নীত যে স্থান।
যজ্ঞ ফলে চলিলেন নৃপ পুণ্যবান ॥
এই রূপ হৈলে ভূপ স্বরূপ দাহন।
মহাবল মহানল হয় প্রজ্বলন ॥
নিশ্চিত জ্বলিত চিতানলে নৃপ দেহ।
দেখিয়া কাতর সব যার যথা স্নেহ ॥
আর্ত্তস্বরে করিলেন রমণী বিলাপ।
পুরজনগণ সহ আকুল আলাপ ॥
নরেন্দ্র সুহৃদ যত নৃপসুত দ্বয়।
হা নাথ২ হাহা ভূমিপ বিলয় ॥
সকলের চিত্ত দাহ কি জন্য করিলে।
রাখিয়া বিবশ ভাবে কোথায় সরিলে ॥
অযোধ্যা অপূর্ব্ব কথা শোকের বিস্তার।
একোন অশীতি সর্গে অন্ত্যেষ্টি রাজার ॥

৭৯ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

পশ্চাতে পিতার চিতা, মাল্য করে) সুখে
স্থিতা, করিলেন স্বগণে গমন।
বিষপানে দেহ যথা, স্খলিত সর্ব্বাঙ্গ তথা,
বিহ্বল বিষাদে সর্ব্ব মনঃ ॥
প্রণমিয়া পিতৃ পদে, পতিত অতি বিপদে,
অস্থির পড়িয়া ধরাতলে।
অতি আর্দ্র কলেবর, অচেতনে সকাতর,
দেখিয়া বান্ধবগণে তোলে ॥
দেখিয়া পিতার অঙ্গে, দীপ্তানল মনো
ভঙ্গে, বীরবাহু করিলা বিস্তার।
দুঃখেতে হইয়া শীর্ণ, রোদনে বক্ষো বিদীর্ণ,
শোক সিন্ধু উথলে অপার ॥
মন্থরা কুবাক্যজল, স[illegible]
[illegible] চন্দন ॥
ম[illegible] তা[illegible]
কৈকয়ী [illegible] তায়, [illegible] তায়।
[illegible] ॥
যায়, [illegible]

শব্দ হীন কণ্ঠদেশ, বাষ্পবারি পূর্ণবেশ,
নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ।
শোকে দুঃখে আত্মা ক্ষীণ, হইয়া অতি ম-
লিন, বিলাপে কাতর বন্ধুভাগ॥
পরিতাপে সুবিহ্বল, ভরতের চক্ষে জল,
পিতার উদ্দেশে নাই বাণী।
যাহার বিষয়ে তুমি, দিয়াছ অযোধ্যা ভূমি,
আমারে নৃপতি হয়ে জ্ঞানী॥
অভিমতে হয়ে হত, সে রাম কানন গত,
কান্দিছেন কৌশল্যা বিমাতা।
যেই অনাথার পুত্রে, বিনা অপরাধ সূত্রে,
আপনি হয়েছ বনদাতা॥
সেই এই উপস্থিতা, চিতা স্থলে জ্যেষ্ঠা
মাতা, কেন কথা না কহ তাঁহারে।
করিয়া এ রূপ তাপ, বহুতর সুবিলাপ,
সকাতর অতি দুঃখ হারে॥
পতিত ধরণী তলে, দগ্ধ পিতৃশোকানলে,
যন্ত্রচ্যুত শক্রধ্বজ প্রায়।
পতিত দেখিয়া পরে, বান্ধবাদি অনুচরে,
যত্নে গিয়া ধরিলেন কায়॥
পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গচ্যুত, যযাতি যথা অদ্ভুত,
ঋষিগণ তপঃক্ষয়ে যথা।
সেইরূপ অতিবিঘ্ন, দেখিয়া জ্যেষ্ঠে শত্রুঘ্ন,
সংজ্ঞাহীন অতি দীন তথা॥
[illegible] করুণা[illegible]না করি, অসাধ্য হৃদয় ধরি,
[illegible] রূপ আর্ত[illegible] করি কি উপায়।
[illegible] সুরজন [illegible]দত, উন্মত্ত অতি পীড়িত,
[illegible]গণ কুমার [illegible]পে পুরিত, নত্র কায়॥

পিতৃগুণ সংকীর্ত্তন, পিতৃবৎসল নন্দন,
পরিতাপ করিয়া বিস্তর।
কহিলেন হে নির্দ্দয়, তাত তব কর্ম্ম নয়,
অদৃশ্য কি হেতু নৃপবর॥
বালক অতি কুমার, লালিত পালিত যাঁর,
তাঁর একি হয় সমুচিত।
ভরত বিলাপ করে, তাত তব গুণস্মরে,
তাঁরে ত্যাগ তব কি বিহিত॥
ভক্ষ্যভোজ্য আভরণ, বিমান বহু বসন,
সমর্পণে পৃথক বিধান।
সকলের সম্বর্দ্ধনা, করিবেক কোন্ জনা,
কোথা তুমি করিলে গমন॥
তুমি গুণবান পিতা, তোমার এ সুপালিতা
তোমাতে রহিতা কারা হবে।
দুঃখে অভিতাপোদয়ে, তোমার আশ্রয়
ক্ষয়ে, হৃদয় বিদীর্ণভাবে রবে॥
তুমি হৈলে স্বর্গগত, শ্রীরাম কাননাশ্রিত,
কি প্রকারে রহিবে জীবন।
জীবনে জীবন দিব, কি আর দেখিয়া জীব,
প্রবেশিব অদ্য হুতাশন॥
তাতভ্রাতা সুরহিতা, শূন্যাপুরী সুদুঃখিতা,
অযোধ্যা না করিব ঈক্ষণ।
করিলে তাহে প্রবেশ, পাইব যেমন ক্লেশ,
অধিক কি দহন দাহন॥
এরূপ রোদনে দুঃখী, নৃপসুত দ্বয়ে দেখি
সকাতর সর্ব্ব পরিজন।
হাহাকার বারম্বার, পরে নৃপতি কুমার,
শত্রুঘ্ন ভরত অনুক্ষণ॥

শোকে হয়্যে পরিশ্রান্ত,করুণাবিলাপে
ক্ষান্ত,ভ্রান্তস্থায় করিলেন ধ্যান।
পিতৃ অনুগত প্রায়,পুরোহিত দেখ্যে তায়
ইষ্ট দাতা বশিষ্ঠ বিদ্বান॥
উঠাইয়া সুকুমারে, নানানীতি ব্যবহারে
কহিলেন বাক্য বিজ্ঞবর।
নৃপতি যুগল সুত,মহাশোকে অভিভূত,
সমুত্থিত মানব কুঞ্জর॥
অশ্রু পূর্ণ কলেবর, হইলেন দীপ্তকর,
বিরাজে বিমানে যথা রূপ
পৃথু ইন্দ্রধ্বজ প্রায়,তোয়পরিপ্লুত কায়,
পৃথ্বী তলে দীপ্ত তথা রূপ॥
করিয়া চক্ষুঃ মার্জ্জন,বাষ্পবারি প্রক্ষালন,
যতেক অমাত্যগণ তথা।
ত্বরান্বিতে দাহ ক্রিয়া,নৃপতির সমাপিয়া,
জলক্রিয়া কৃত বিধি যথা॥
ঋষিপ্রোক্ত রামায়ণ, দশরথ সঙ্কলন,
অযোধ্যায় অশীতিক সর্গে।
শ্রবণে শ্রবণ শুদ্ধি,অজ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধি,
অপুণ্য জনের অপবর্গে॥

৮০ সর্গঃ

পয়ার

এই রূপে নৃপতির দেহ দাহান্তরে।
পিতার সলিল ক্রিয়া করিলেন পরে
পুণ্যদাত্রী পুণ্যজলা পরিপূর্ণা জলে।
মহর্ষি সকলে সেবা করেন সে স্থলে॥
করিতে উদক দান পিতার উদ্দেশে।
ত্বরান্বিত রাজসুত সরযূ প্রদেশে॥
সহিত সুহৃদবর্গ সরযূর জলে।
করিলা অবগাহন ভরত কমলে॥
পিতার উদ্দেশে করি জলাঞ্জলি দান
সেই কালে সর্ব্ব তীর্থ তথা অধিষ্ঠান
গুরুতর পাপ হর নদী নদ গণ।
ভরত তর্পণ কালে সরযূ গমন॥
বিপাশা শতদ্রু গঙ্গা যমুনা সত্বরা।
সরস্বতী চন্দ্রভাগা অন্য নদীবরা॥
লইলেন সে সব পুণ্যদা নদী নীর।
করিলা পিতৃ তর্পণ রঘুবংশ বীর॥
সামাত্য সপুরোহিত সর্ব্ব সুহৃদ্ জন।
পুরবাসী প্রিয় বন্ধু একত্র মিলন॥
যথা বিধি বিধানে বিমল তীর্থ জলে।
নৃপতির তৃপ্তি হেতু তর্পণ সকলে॥
করিলেন ভূপতির বারি কর্ম্ম সাঙ্গ।
পুরজন সকলে হইয়া নির্ম্মলাঙ্গ॥
রাজপুত্রে শোকাকুল দেখিয়া প্রকাশ।
ভিন্ন২ রূপে সবে করিলা আশ্বাস॥
হইয়া আশ্বাস্যমান সকলে সহিতে।
অযোধ্যা নগরী যাত্রা স্বকুল উচিতে॥
দূর হৈতে দেখিয়া অযোধ্যাপুরী দীনা।
দীনাতুর জনে পরিপূর্ণা পতিহীনা॥
নৃপসুত সঙ্গিগণে কহিলা আভাসে।
নৃপতি স্বর্গে... শ্রীরাম বনবাসে॥
দেখ দেখি নি...নন্দ আশাকে প্রাপ্ত।
জনক পালিতা পুরী কিবা শোভা পায়॥

গৃহস্থের গৃহ শূন্য গৃহিণী বিনাশে।
শোভাহীনা যথা রাত্রি সুধাংশু নিরাসে॥
সেই রূপ বিনা ভূপ অযোধ্যা নগরী।
হত শোভা গত প্রভা নহে দীপ্তিকরী॥
এ পুরীতে প্রবেশন অথবা দর্শন।
না করি এমত ইচ্ছা মম সর্ব্বক্ষণ॥
পিতাকে দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ে পুনর্ব্বার।
রহিব এ স্থলে গিয়া কি কর্ম্ম আমার॥
পিতৃহীন জীবনে রক্ষণে কিবা ফল।
কি সুখে আমার কার্য্য হৃদয়ে অনল॥
না করি জীবনে ইচ্ছা যাইব এখনি।
যথা পিতা দশরথ নৃপ চূড়ামণি॥
নৃপতির মহামিত্র * ধর্ম্মপাল নাম।
খেদান্বিত ভরতে দেখিয়া অবিশ্রাম॥
শোক মোহে অভিভূত হয় যেই জন।
শ্রুত আছে নৃপসুত অধর্ম্ম কারণ॥
শ্রুতি শ্রুত গুণ যুত না হয় যে জন।
সেই করে বিধিকৃত গতানুশোচন॥
তুমি নহ তার অনুরূপ ভূপ সুত।
শোক কর কি জন্য হইয়া গুণযুত॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধের ব্যত্যয় কারণ।
যোগ্য নহ কেন কহ এমন বচন॥
সর্ব্বজন সর্ব্বধন হইলে বিনাশ।
পণ্ডিতেরা না করেন শোচনা প্রকাশ॥
শোচন রোদন করে শ্রবণ যদ্যপি।
মৃত জন [illegible] জন্মে পুনরপি॥

(* [illegible] টীকাকারের যোজক)

তবে সবে স্বজন মিলিয়া কাঁদি চল।
এমত অলীক অবনীপ সুত বল॥
মৃত্যুকাল আগত হইলে সর্ব্ব প্রাণী।
যেহেতু অবশ্য যাবে হবে সঞ্জীবনী॥
তবে নিন্দা লোকেশোকে নাহি প্রয়োজন।
সমর্থ হইলে সুকর্ত্তব্য সংগোপন॥
এসো আশু আমাদের সহিতে সংপ্রতি।
প্রবেশ অযোধ্যাপুরী প্রভু শুন নীতি॥
শোকে যারা সন্তপ্ত স্বজন পরিজন।
তাহাদের প্রতি কহ আশ্বাস বচন॥
পুণ্যচয় নরবর পিতা স্বর্গগামী।
কর তাঁর শ্রাদ্ধ কর্ম্ম তুমি নরস্বামী॥
যোগ্য পুত্র যোগ্য হও সকলের নাথ।
স্বজন কি পরজন দেখিয়া অনাথ॥
প্রজানাথ এক্ষণে আপনি মহাশয়।
অতএব শোক করা তব যোগ্য নয়॥
শুনিলেন ধর্ম্মপাল ধার্ম্মিক বচন।
বিপ্রবাক্যে করিলেন পুরী প্রবেশন॥
নিরানন্দা অযোধ্যা অবনীপাল হীনা।
বিশূন্য চত্বর পথ অত্যন্ত কৃপণা।
শোকাতুর জনপুর বিকীর্ণ বিবর্ণ।
দীন জন স্বজন নিস্বন পরিপূর্ণ॥
সেই পুরী প্রবেশিতে স্বজন সংবৃত।
পিতৃ গৃহে অতি মোহে দুঃখিত ভরত॥
মন্ত্রিবর্গ নিসর্গ নীরব রাজপুর।
উৎসবান্তে যেন হয় গৃহ প্রভা দুর॥
সেই পুরে প্রবেশিয়া পিতার নিবাসে।
দশাহ নিবাস তথা তৃণাসন বাসে

কুশাসনে শয়ন স্মরণ পর তাতে।
পিতার বিনাশ পীড়া পীড়া কর তাতে
অযোধ্যায় নৃপতির উদক প্রদান।
হইল একাশী সর্গ এই সমাধান॥

৮১-সর্গঃ

ত্রিপদী।

হইলে দশাহাতীত,শৌচকৃত্য যথোচিত,
সমাপন করি নৃপসুত।
দ্বাদশ দিবস পরে,পিতৃ পিণ্ডদানান্তরে,
ত্রয়োদশ দিনে যথা ভুক্ত॥
পিতার উদ্দেশে দ্বিজে, দান দেন সঞ্চ-
দ্বিজে, মহামূল্য বসন বাহন।
গো গোষান সুবিতান,দাসদাসী অপ্রমাণ,
বসুপূর্ণ বেশ্ম অগণন॥
নৃপতি ঊর্দ্ধদেহিকে,ভূষণাদি ততোধিকে,
করিলা উত্তম শয্যা দান।
গন্ধমাল্য মনোহর,তাম্বূল তিল বিস্তর,
বৎসতরী ধেনু অপ্রমাণ॥
ভূমি রূপ্য বহুপল,সার্দ্ধকোটি সুনির্ম্মল,
কাঞ্চন ভূষিতা কন্যাগণ।
মাতঙ্গ সুবর্ণ সঙ্গ, দিলা হেম ভূষিতাঙ্গ,
কপিলা সুকনকে গঠন॥
প্রত্যেক কপিলা ফলে,নির্ম্মিত সহস্রপলে
তিন তিন এক দ্বিজে দান।
এই রূপ লক্ষ জনে, দান করি হৃষ্টমনে,
নৃপ পুণ্যে নৃপতিসন্তান॥

ত্রয়োদশ দিন গতে,যথাবেদ বিধি মতে,
আদ্যকৃত্য করি সমাপন।
মন্ত্রিগণ একযোগে,ভরতে রাজত্বভোগে,
নিযুক্ত করিতে দিলা মনঃ॥
যাইয়া ভরত পাশে, মধুর বচন ভাষে,
শোক ভয় করি পরিত্যাগ।
যিনি আমাদের ভর্ত্তা,সকলের পূর্ব্ব কর্ত্তা,
গুরুত্বে যাঁহার অনুরাগ॥
সাম্প্রতিক স্বর্গগত,জ্যেষ্ঠসুত বনাশ্রিত,
শ্রীরাম শ্রীলক্ষ্মণ সহিত।
তুমি অদ্য গৃহেশ্বর, ধর্ম্মতঃ অবনীশ্বর,
অবনীপ অঙ্গজ বিহিত॥
আপনি হইয়া রাজা,সুখে পাল সর্ব্বপ্রজা,
এই রাষ্ট্র অরাজক আছে।
অভিষেচনীয় দ্রব্য, হইয়াছে সব সজ্য,
গ্রাহ্য কর উপস্থিত কাছে॥
নৃপ রূপে মন্ত্রিগণ, করিতে অভিষেচন,
তোমাকে সকলে ইচ্ছা করে।
কর নৃপতির কার্য্য,গ্রাহ্য কর এই রাজ্য,
ক্রমাগত পুরুষানুসারে॥
কর আজ্ঞা আপনার,অভিষিক্ত সুকুমার,
রক্ষা কর ক্ষৌণীপ এ ক্ষিতি।
উপযুক্ত পাত্র আর,নাহি কেহ সুকুমার
সুপালন কর ধর্ম্ম নীতি।
মন্ত্রি মুখে উক্তি উক্ত,নৃপসুত উপযুক্ত,
দেখিলেন সামগ্রী সমস্ত।
মঙ্গলার্থ উপস্থিত, যে প্রকার [illegible]রীত,
কহিলেন হইয়া সুব্যস্ত।

আছে এই নিরূপণ, কুলোচিত মন্ত্রিগণ,
সর্ব্বকাল জ্যেষ্ঠ রাজ্য যোগ।
করিয়া সে ক্রম ভঙ্গ, কনিষ্ঠে রাজ্য প্রসঙ্গ,
হেন বাক্য অযোগ্য প্রয়োগ॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতা গুণবান, রাজলক্ষ্মী অধিষ্ঠান,
রাজ্যের যোগ্যপাত্র তিনি।
রাজধর্ম্ম সুবিজ্ঞাত, সকলের শ্রেষ্ঠ খ্যাত,
রাজীব লোচন রাম যিনি॥
দুঃখেতে আমার যোগ, হবে তাঁর রাজ্য-
ভোগ, তাঁর হয়্যা আমি যাব বন।
তাহাতে আমার হর্ষ, বব চতুর্দ্দশ বর্ষ,
যাবৎ না হয় সমাপন॥
সবে মেলি শীঘ্রগতি, যোগ কর মহামতি,
সেনা চতুরঙ্গিণী সকল।
কানন হইতে ঘরে, আনিব রাঘব বরে,
ধরো রাজা চরণ কমল॥
অভিষেকের যত, সামগ্রী সমগ্র শত,
সকল লইব সঙ্গে করে্য।
তোমাদের সহ বন, করিব আমি গমন,
আনিতে নবীন জটাধরে॥
সেই স্থলে সুকৌশলে, অভিষেক তীর্থ
জলে, করি নর শার্দ্দূলে সকলে।
অগ্রে করি মহাধন, রমণীয় রামধন,
হব্য কর্ম্ম যেমন অনলে॥
রাজ্যলোভা মম মাতা, কৈকয়ী কুকর্ম্ম
রতা, না পূরাব তাহার কামনা।
দুর্গ বনে করে্য বাস, রামরাজ্য অভিলাষ,
পূর্ণ করি করিব সাধনা॥

আন সর্ব্ব শিল্পিগণ, রাজপথ সম্মার্জ্জন,
না রহে বিষম সম ভাগ।
উচ্চ নীচ পরিষ্কার, সমভূমি একাকার,
করাও হইবে অনুরাগ॥
দেশকাল পথ প্রজ্ঞ, তাহাও সকল বিজ্ঞ,
আমার অগ্রেতে সবে যাবে।
সাধিবে সকল কর্ম্ম, রাখিবে আমার ধর্ম্ম,
পরে বহু পুরস্কার পাবে॥
এরূপ ভরত বাণী, স্বধর্ম্ম ভাষণ মানি,
জ্ঞানী যত নৃপ মন্ত্রিগণ।
সকলের রোমহর্ষ, সর্ব্ব অঙ্গে সুখস্পর্শ,
ভরতে প্রশংসে অনুক্ষণ॥
এরূপ বচন তব, স্বস্তি আয়ুষ্মান ভব,
তোমাতে শ্রী হউন অচলা।
যেহেতু জ্যেষ্ঠের প্রতি, দিতে দান নিজ
কৃতি, রাজলক্ষ্মী সম্প্রতি কমলা॥
উত্তম তোমার বাণী, রাজবৃত্ত আদ্য মানি,
শ্রবণে শুনিয়া জন্মে সুখ।
প্রহর্ষ অশ্রিত জল, নির্গলিল সকল,
গেল বনবাস জন্য দুঃখ॥
উপযুক্ত সুবচন, করিয়া মধু শ্রবণ,
হৃষ্ট তব অমাত্য সকলে।
যত পারিষদ বর্গ, সহিতে অমাত্য বর্গ,
অতমাত্র ভাসে নেত্র জলে॥
তোমার বচনে যত, শিল্পিবর্গ অনুগত,
পরিষ্কার করে পথ সব।
ভক্তিমান নৃপসুতে, নিরুদ্বেগে সহদুতে,
নিয়া যাও স্বচ্ছন্দে রাঘব॥

সাঙ্গ দ্বিরশীতি সর্গ, দশরথ গত স্বর্গ,
পিণ্ডাদি উৎসর্গ স্বর্গ তায়।
নরেন্দ্র আদেশে ভাষে, সুভাষায় বিপ্রদাসে,
যে ভাবে নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গ পায়॥

৮২ সর্গঃ।

পয়ার।

ভরতের আজ্ঞা মাত্রে ভূমি বিজ্ঞ যারা।
সূত্রপাত করিয়া সর্ব্বাগ্রে চলে তারা॥
স্ব স্ব কর্ম্ম নিরত যাবন্ত সুরজন।
খনক যন্ত্রধারক চলে অগণন॥
তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহকারী কর্ম্মকার গণ।
চলে রাজ মজুর করিয়া সংশোধন॥
পথ ঘাট হাট বাট একটাট করে।
অতিবৃদ্ধ দেশ দর্শিগণ সঙ্গে চরে॥
চলে বৃক্ষ রোপক রূপক করে স্থান।
কূপকার কুম্ভকার হত পরিমাণ॥
সভাকার সদাকার অগ্রে২ চলে।
বংশকর্ম্মকারিগণ স্বজন স্বদলে॥
যে যে কর্ম্মে সমর্থ হইবে যে যে জন।
সেই কর্ম্ম করণে অগ্রগ অনুক্ষণ॥
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বিষম ভূমি যত।
সমভূমি করে যায় তারা অবিরত॥
ছেদিয়া ভেদিয়া বৃক্ষ পথস্থ যাবৎ।
অগ্রে চলে সেনাপতি স্থপতি তাবৎ॥
হর্ষ হেতু নৃপতির আক্রোশ করিয়া।
সাবধানে সর্ব্বজনে কর্ম্মে নিযোজিয়া।
বহুজন প্রয়াণের যানের যে স্থান।
সেই রূপ নিরূপণে করয়ে নির্ম্মাণ॥
পথের পরম শোভা মনোলোভা হয়।
উদয়ে পার্ব্বণচন্দ্র যথা জলাশয়॥
স্ব স্ব কর্ম্ম করণে অধ্যক্ষগণ যত।
সর্ব্ব কর্ম্ম সুবিজ্ঞ অধ্যক্ষ দক্ষ গত॥
বহু জনে যুক্ত হয়ে যুক্তি করে সার।
নানা উপকরণ করিয়া সংস্কার॥
সেনাপতি নিদেশে নিপুণ যারা যারা।
পশ্চাতেও যোগ করে চলে তারা॥
করে চলে কর্ম্ম কেহ করায় শোধন।
না হয় বিভিন্ন জ্ঞান নগর গহন।
বহু বৃক্ষে আবৃত নিবৃক্ষ করে তায়।
শৈল সম তরু ছেদি ভগ্ন বসায়॥
নবৃক্ষ নির্জ্জন দেশে বৃক্ষ জলারোপ।
বহুলতা বিতান ঝাড়িছে ঝোড়াঝোপ
পথের কণ্টক যত কাটা তরুমল।
কেহ করে কুঠারেতে শৈলেরে নির্ম্মল
টঙ্ক ধরে বক্ষে করে কেহ কেহ সোজা
বহুদাত্রে শাখাপত্রে ছেদ বাঁধে বোঝা।
অপরে বীরণ স্তম্ভ যত বংশ মূল।
কোদালে হানিয়া স্থলে না রাখিছে স্থূল
কণ্টক দুর্গম পথ নিষ্কণ্টক করে।
বাপী কূপ তড়াগ সকলে সম পরে॥
পাংশু দিয়া পূরায় প্রবল নদী নদে।
শিলা তক পর্ব্বত নিক্ষেপ করে ক্রুদে।
নিম্ন ভূমি উন্নত করিছে কোন জন।
সকলেরে সমানে সাজায় বিলক্ষণ॥

পার হেতু তীর্থে সেতু বাঁধিছে বিস্তর
নদীতীর তট বপ্র করে সম সরঃ॥
আজ্ঞাক্রমে অপর খনক অনুপথে।
ছিদ্র অনুসন্ধানে চলেছে মনোরথে॥
বন্ধনের যোগ্য স্থান করিছে বন্ধন।
ক্ষোভহেতু ক্ষোদিছে প্রক্ষেপে অস্ত্রগণ॥
নির্নীর নির্জ্জন বনে করে নানা খাত।
বহু জলে পরিপূর্ণ বিহীন ব্যাঘাত॥
সাগর সমান তীর্থ সুনির্ম্মল বারি।
স্থানে২ নির্ম্মাণ করিছে কর্ম্মকারী॥
দেশে২ পক্ক পক্ক করিছে তোরণ।
পানার্থে পানীয় শালা করে অগণন॥
পরিষ্কার পরিষ্কৃতা ভূমি স্থানে২॥
বহু বসু প্রসূন শোভিত সমুদ্যানে॥
মহীরুহ কত মত্ত বিহঙ্গম গণ।
লোহিত পতাকাবৃত অতি সুশোভন॥
অলঙ্কৃত সুমার্জ্জিত মলয়জ নীরে।
প্রস্ফুটিত নানা পুষ্প সুগন্ধি সমীরে॥
সেনাগণ মার্গহন স্বর্গের সমান।
সুরপতি সভাকৃতি শোভা অধিষ্ঠান॥
আজ্ঞা অনুসারে অধিকারে আপনার।।
নির্ম্মাণ করিল যথা যোগ্য অনুসার॥
ভরতের অভিপ্রেত জ্ঞাত কর্ম্মিগণ।
প্রদেশে২ করে ভূপতি ভবন॥
বহুস্বাদু মধুফল মূলে সুশোভিত।
বহুবিধ ভূষায় ভূষিত মনোনীত॥
ক্ষণমাত্র নক্ষত্র যেমন হয় পাত।
রাত্রিমধ্যে রচে কর্ম্মী না হৈতে প্রভাত॥
স্থপতি নৃপতি গৃহ করিল রচন।
পরিখার জলে বহু পাংশু নিবারণ॥
ইন্দ্রকীল যন্ত্র বাথে থাকে২ তায়।
প্রতোলী পরিশোভিত প্রতি পরিখায়॥
শারি২ সৌধ শোভা সুধাকর চয়।
দুই পার্শ্বে দেউল দালান দেবালয়॥
প্রবল প্রাচীর তায় প্রচুর পতাকা।
পথমাঝে রাজে যথা পৌর্ণমাসী রাকা॥
শ্রীমান নির্ম্মাণ স্থান পরম শোভন।
অম্লান বিতান তায় উপধান গণ॥
উচ্চতর সুন্দর পতাকা ঊর্দ্ধগত
শক্র নগ্ন সমান শোভন শত শত॥
জাহ্নবী প্রদেশে দেশে সুতরুণ তরু।
করি বহু প্রকার ব্যাকার শোভাগুরু॥
কমনীয় কাননাদি পানীয় মধুর।
সুশীতলামল জল তাপ করে দুর॥
পাঠীন প্রভৃতি তায় মহা মহা মীন।
গঙ্গায় বেড়ায় খায় ধরয়ে দীনক্ষীণ॥
ক্ষৌণীপতি ক্ষুদিত অক্ষয় ক্ষিতিতল।
ক্ষপাগমে শোভা যথা নক্ষত্র মণ্ডল॥
সেই রূপ ধরাপ ভবন বর্ম্ম গণ।
শুভ শিল্পি সুনির্ম্মিত অতি সুশোভন॥
অযোধ্যাকাণ্ডীয় কথা যথামৃত ধার।
ভরত ভূপতি কৃত পথ সংস্কার॥

৮৩ সর্গঃ

লঘুত্রিপদী।

পূর্ণ গুরু জনে, সভা সুশোভনে,
ভরত সজ্জিত পুরে।
বশিষ্ঠ সুহৃষ্ট, বিজ্ঞান বিশিষ্ট,
দেখিলা অতি অদূরে॥
আসন সকল, অত্যন্ত নির্ম্মল,
যথা যোগ্য যোগ তায়।
গুরু জন প্রীতে, সমুচিত রীতে,
স্থানে স্থানে শোভা পায়॥
ঘন বিনাশনে, যে রূপ গগনে,
চন্দ্র তারাগণে শোভা।
সেই রূপ রূপ, প্রজা মাঝে ভূপ,
উপযুক্ত মনোলোভা॥
রাজ পরিবার, সমগ্র বিস্তার,
দেখিয়া ধার্ম্মিক বর।
কুল পুরোহিত, সময় উচিত,
ভরতে ভাষেন পর॥
ওহে তব তাত, বিশ্বজন নাথ,
দশরথ গত স্বর্গে।
করো ধর্ম্মাচার, যথন প্রচার,
পালিয়া বান্ধব বর্গে॥
ধন ধান্যবতী, এই বসুমতী,
তোমারে প্রদান করি।
গত মহীপাল, রাম ধর্ম্মপাল,
মহাস্ত স্বধর্ম্ম ধরি॥
জনক আদেশ, তাহাতে আবেশ,
না করিয়া পরিহার।
যথা শীতদ্যুতি, স্বকীয় প্রকৃতি,
না ত্যজেন শোভাহার॥
পিতৃ ভ্রাতৃ দত্ত, তব এ রাজত্ব,
অকণ্টক অতি সাধ্য।
কর সুত ভোগ, অভিষেক যোগ,
হইয়া বহু আরাধ্য॥
উত্তর দেশীয়, পূর্ব্ব প্রদেশীয়,
আর যত দাক্ষিণাত্য।
হূণ দহ স্কার, সমুদ্রান্ত যায়,
ধনাঢ্য যত পাশ্চাত্য॥
সন্তোষে তোমার, লয়ে রত্নহার,
দিবে [illegible]র কর গ্রাহ্য।
করিয়া শ্রবণ, বশিষ্ঠ বচন,
দহিল অন্তর দাহ॥
শোকে অভিভূত, দেহ পরিপ্লুত,
মনে মনে স্মরি রাম।
মর্ম্ম আকাঙ্ক্ষার, ধার্ম্মিক তথায়,
নেত্রে বারি অবিরাম॥
মঙ্গল সংশ্লিষ্ট, বচন সুমিষ্ট,
ইষ্ট জন মাঝে উক্তি।
কল হংসস্বরে, মধুর গম্ভীরে,
কহিলা ধীরে সুমতি॥
পুরোহিত প্রতি, করিয়া প্রণতি,
বিনতি পূর্ব্বক বাণী।
গুরু বায় আর্য্য, ব্রহ্মচর্য্যাচার্য্য,
বিজ্ঞবর কুলমণি॥

হইয়া কনিষ্ঠ, কে হেন পাপিষ্ঠ,
ধর্ম্মিষ্ঠ ধরণী হরে।
বিশেষ বিধান, আমার সমান,
নৃপতি সন্তান বরে ॥
দশরথ জাত, ত্রিজগতে খ্যাত,
হইব রাজ্য হারক।
রাজ্যতুচ্ছ আমি, গণ্য করি স্বামি,
এ কর্ম্মে নহি পারক ॥
হব কুলাঙ্গার, জ্যেষ্ঠ অধিকার,
হরিয়া কি হরি হরি।
জননীর কৃত, যে পাপ সঞ্চিত,
সে রীতি কি রুচিকরী ॥
হইয়া গৃহস্থ, না হইব সুস্থ,
বনস্থ রামে প্রণাম।
যাইব পশ্চাতে, রঘুকুল নাথে,
ভজিব সে রাজা রাম ॥
সর্ব্ব নর বর, অশেষ অমর,
অসুর কিন্নর নাগ।
এ রাজ্য রাঘবে, সকলি সম্ভবে,
অযোধ্যা কি অনুরাগ ॥
যদি কোনরূপে, স্বরূপে বিরূপে,
বন নিবর্ত্তন তাঁর।
না করিতে পারি, তবে জটাধারী,
হইব এ অঙ্গীকার ॥
সঙ্গী হয়্যে রব, সমান সেবিব,
সুমিত্রা সন্তান যথা।
রাম ভ্রাতা বিনে, অন্ধকার দিনে,
না রব পুরে সর্ব্বথা ॥

উৎসাহ না হয়, শুন মহাশয়,
বসিতে অযোধ্যা পুরে।
করিব সেবন, কমল লোচন,
অনিষ্ট রাখিয়া দূরে ॥
পিতৃভুক্ত রাজ্যে, অধিকার আর্য্যে,
সে কার্য্যে কি কার্য্য বল।
না করে ধারণ, সাবিত্রী যেমন,
অযোগ্য জাতি বৃষল ॥
নৃপ লোক নাথ, গত দশরথ,
রক্ষিতা এক্ষণে রাম।
জ্যেষ্ঠ রঘুপতি, পিতৃ তুল্য গতি,
সকল সদ্গুণ ধাম ॥
তাঁরে নিবারণে, বুদ্ধি চলে বনে,
নিবারণে শক্য কেবা।
সবার সাক্ষাতে, বিশেষ ব্যাখ্যাতে,
কহিনু করিব সেবা ॥
শুনি ধর্ম্ম বাণী, ভরত কাহিনী,
সভাস্থ বিজ্ঞানি গণ।
হর্ষে অশ্রুপাত, সকলে সাক্ষাত্,
রামে নিবেশিল মনঃ ॥
অনন্তরে করে, পার্ষদ প্রবরে,
প্রশংসে সচিব গণে।
সাধু সাধু বাণী, নৃপসুত জ্ঞানী,
গুণ গণে খ্যাত জনে ॥
বাষ্প সুগদ্গদ, কণ্ঠে জড়পদ,
বিপদ সম্পদ ধাতা।
কহিলা ভরতে, বশিষ্ঠ সুমতে,
অশেষ প্রশংসা বার্ত্তা ॥

তারাগণ মধ্যে, সুরপথ মধ্যে,
শশাঙ্ক শোভা যেমন।
এ শোভায় তব, নহে অসম্ভব,
রাঘব বাস তেমন॥
মহাত্মা ধর্ম্মজ্ঞ, প্রজাপাল বিজ্ঞ,
পিতা তব দশরথ।
দানব সংগ্রামে, নিজগুণ গ্রামে,
পূরাইলা মনোরথ॥
সেই শূর জন্মা, তুমি কৃতকর্ম্মা,
আছে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান।
যেহেতু শ্রীরাম, আনিতে স্বগ্রাম,
বাসনা মানসে ধ্যান॥
অতি গুণবান, কৌশল্যা সন্তান,
তুমি জ্ঞাতা গুণ তাঁর
ধন্য সভাজন, ধন্য সেই জন,
ধর্ম্মাত্মা বান্ধব যাঁর॥
তোমার সমান, বন্ধু বর্ত্তমান,
যে দেশে সে দেশ ধন্য।
কন্মষ ভবন, অতি সুকঠিন,
প্রসবে প্রত্যহ পুণ্য॥
তোমা পুত্র হৈতে, গণ্যগুণ সতে,
সুরপুর গত পিতা।
অতি প্রতিষ্ঠিত, ভূপতি নিশ্চিত,
প্রাপ্ত গতি সমুচিতা॥
সভা সমুদয়, পরিতুষ্ট হয়,
শুনিয়া তব বচন।
রাম নিবর্ত্তনে, যাবে সুত বনে,
হবে সে দিন কেমন॥

ইতি ভরত প্রশংসা।
৮৪ সর্গঃ।

পয়ার।

বশিষ্ঠের বচন শ্রবণে দাশরথি।
গুরু প্রতি গুরুতরা গভীরা ভারতী॥
সকল উপায় গুরু করিব নিয়োগ।
নিবর্ত্তনে নব ঘনে নিজ স্থানে যোগ॥
আপনার সমক্ষে সমস্ত মিত্রগণ।
আমার নিয়ম সার করহ শ্রবণ॥
এই কথা কহিয়া ভরত ধর্ম্ম ময়॥
সমীপস্থ সূতে ভ্রাতৃবৎসল সদয়॥
বারম্বার আমার বচন শুন সূত।
তূর্ণ কর গমন শাসনে হয়ো দুত॥
যাত্রা বার্ত্তা বিজ্ঞাপন রামে আন বলে।
ভরতের আজ্ঞায় সুমন্ত্র দ্রুত চলে॥
নৃপাদেশ সন্দেশ যেমন সেই রূপ।
শ্রবণে প্রহৃষ্ট চিত্ত আনন্দ অনুপ॥
প্রকৃতি পুরুষ বলাধ্যক্ষগণ যত।
রাম নিবর্ত্তনে যাত্রা আজ্ঞা অভিমত॥
যোদ্ধাপতি অঙ্গনা অঙ্গনে শুনে যারা।
গৃহে২ গৃহ স্বামি প্রতি করে ত্বরা॥
যাব নাথ অযোধ্যার নাথে আনিবারে।
কি সুখে রব বিমুখে একাকিনী ঘরে॥
পরে করে বলাধ্যক্ষ বলে নিযোজন।
যোদ্ধাগণ সহ শীঘ্র আনহ স্যন্দন॥

গো মাতঙ্গ তুরঙ্গ সংযুক্ত দিব্য যান।
সজ্জীভূত করো দ্রুত বার্ত্তা বর্ত্তমান॥
সাজিল সকল সৈন্য হয়ে সর্ব্বজ্ঞাত
বশিষ্ঠ নিকটে রটে আদেশ ভরত॥
ত্বরা কর সূতবর সুমন্ত্র সম্প্রতি।
আন যান বর্ত্তমান সুযাত্রা সংগতি॥
অনন্তর সারথি সুমন্ত্র শুনে বাণী।
অতিশীঘ্র পরাক্রম সম্ভ্রমী সদ্‌জ্ঞানী॥
সাজাইয়া যান যান স্বামী সন্নিধানে।
উত্তমং বাজী রাজি সমাধানে॥
অনাঘব রাঘব দেখিয়া সৈন্যচয়।
সত্য ধৃতি মহামতি প্রতাপাতিশয়॥
মুখ্য মুখ্য বলাধ্যক্ষ সুপ্রবল বল।
সুহৃজ্জন সম্বলিত সম্মুখে সকল॥
গুরু বনগত গুরু গৌরবী সদ্‌জ্ঞানী।
প্রমাধনে বচনে তোষেন মহামানী॥
শীঘ্রগতি কর গতি সময় সংযোগ।
সর্ব্ব বলে বল দিব্য সুকাল সুযোগ॥
আনিতে আপন গুরু বনস্থ রাঘবে।
যাবির রামের পদ গিয়া অতি জবে॥
জগতের উপকার জন্য হিতকারী
আনিব আপন দেশে দিব্য জটাধারী।
সূত পুত্র যাত্রা সূত্র করিয়া শ্রবণ।
পরিপূর্ণ কামনায় করে বিজ্ঞাপন॥
শাসিতে সকল সৈন্য প্রকৃতি বিধানে
জানায় প্রবল বল সর্ব্ব সুহৃজ্জনে॥
কাকে সঙ্কলন করি কুল শ্রেষ্ঠ যারা।
অগ্রগণ্য রাজন্য নাগর,বৈশ্য যারা॥
যোজনা করিয়া খরতর খর গণে।
মদমত্ত মাতঙ্গ তুরঙ্গ অগণনে॥
রামায়ণে অযোধ্যায় সেনা প্রস্থাপন।
বাল্মীকের বর্ণন পয়ারে সঙ্কলন॥

৮৫ সর্গঃ।

লঘুত্রিপদী।

শ্বেত হয় যুত, স্যন্দন অদ্ভুত,
আরোহণ করি তায়।
শ্রীমান ভরত, সর্ব্বাংহতে রত,
শ্রীরামে বিনত কায়॥
হয়ে অগ্রগামী,প্রিয় রণস্বামী,
সমন্ত্রী সপুরোহিত।
ভরতানুগত, অন্য জন যত,
দ্বিজাতি উচিত নীত॥
উত্তম তুরঙ্গ, বিবিধ সুরঙ্গ,
রথে করি নিয়োজন।
ঘণ্টা রথোপম, যত রথোত্তম,
তাহে করি আরোহণ॥
অশ্বেত উত্তম, বহু করি চয়,
কল্পিত যথা বিধান।
বশিষ্ঠ যাত্রায়, ভদ্রগণ ধায়,
ধরাধর কম্পমান॥
ত্রিসহস্র করী, দশ গুণ করি,
ধরিছে বিমান ভার।
চলে ধনুষ্মান, করে ধনুর্ব্বাণ,
সুরথ ষষ্টি হাজার॥

চলে সেনাধ্যক্ষ, তুরঙ্গমে দক্ষ,
পক্ষিরাজ সম বেগে।
তাহে সমারূঢ়, সাজাইয়া ব্যূঢ়,
নিগূঢ় সন্ধানে চলে ॥
শকটে শকটে, নিকটে নিকটে,
বাটে হাটে পদাতিক।
যশস্বী ভরত, পশ্চাতে নিয়ত,
গণন করা অধিক ॥
কেকয়ী কৌশল্যা, হইয়া প্রফুল্লা,
সুমিত্রা সহিতে যান।
যত যশস্বিনী, নরেন্দ্র গেহিনী,
আরোহণে দিব্য যান ॥
রাম আনয়নে, দেখিতে নয়নে,
অন্তর অন্তরে ভার।
যাবত্ আচার্য্য, বিশেষ বিচার্য্য,
কি কথা কহির সার ॥
চলিলা সদলে, উত্তম সকলে,
দর্শনে রাম লক্ষ্মণে।
নাহি অন্য কথা, কথা রামকথা,
কহে তথা ক্ষণে ক্ষণে ॥
বলে ঘন ঘন, কোথা নব ঘন,
রামশ্যাম শ্যাম কায়।
মহাভুজ স্থির, সত্ত্ব চিত্ত ধীর,
অস্থির না দেখে তায় ॥
অতি দৃঢ় ব্রত, কি আছে সুব্রত,
দেখিব সে ব্রত ধরে।
হবে হেন কাল, অনাগত কাল,
মুহূর্ত্ত মনে না ধরে ॥
দর্শনে আসিব, এ শোক নাশিব,
শিব শিব জীব জীব।
এ দুঃখ লাঘব, করিবে রাঘব,
শ্রীমুখ কি দেখিব ॥
উভয়ে ভাস্কর, হয়ো প্রভাকর,
স্বকর নিকর যোগে।
নাশে যথা তমঃ, অতিঘোরতম,
তথা কি হবে সুযোগে ॥
ইত্যাদি অনেক, মা কহে অনেক,
না দেখি এমন লোক।
দর্শন লালসে, স্বসুত লালসে,
পরিহরি সুত লোক ॥
কি কব অপর, সবে পরস্পর,
আলিঙ্গন পুর ধায়।
সব নর গণ, সর্ব্বদা স্বগণ,
সহিত দর্শন চায় ॥
স্ব পুর হইতে, কৃতার্থ হইতে,
একাত্ম সর্ব্বাত্মগণ।
জানিয়া আগম, একার্থে নির্গম,
প্রিয় রাম প্রয়োজন ॥
চলে মণিকার, যে যে চমৎকার,
কুম্ভকার পরিষ্কার।
যন্ত্র কর্ম্মকারী, অস্ত্র ব্যবহারী,
মায়ূরী তৈত্তিরী আর ॥
ছেদ ভেদ কার, তথা দন্তকার,
দন্ত উপজীবি গণ।
তথা স্বধাকার, পুরোহিত হার,
সুবর্ণ কারক জন ॥

কনক ধাবক, স্বাপক ছাদক,
বৈদ্যক শৌণ্ডিক যত।
পৌপিক রজক, রঙ্গোপজীবক,
তন্তুবায়ক সঙ্গত॥
অভীষ্ট কারক, স্নাবক ধাবক,
সূতাদি মাগধ বন্দী।
গান্ধিক পালক, অন্ত্যজ বেত্রক,
চলিল হয়ে আনন্দী॥
পুর প্রাকারিক, চলে দৌবারিক,
সূপকার শিল্পকার।
সুবর্ণ বণিক, তথা শৌকরিক,
লাক্ষোপজীবী বিস্তার॥
চলে আর্দ্রলিক, মৎস্যোপজীবিক,
মূল বপন যে করে।
কাঁসারি শাঁখারি, চলে চিত্রকারী,
শাক মদ্যাচন পরে॥
পান বিক্রয়িক, ফল পসারিক,
পুষ্প মালোপজীবিক।
লেপক স্থপতি, তক্ষন্ প্রভৃতি,
চলিছে কারু যন্ত্রিক॥
কার্পাস সঞ্চারী, চলে ধনুষ্কারী,
সূত্র বিক্রয়ী সকল।
যত কর্ম্মকার, কাণ্ডকার হার,
চলে চিত্রকার দল॥
বপন কারক, ইষ্টক সাধক,
গোপ মোদকাদি কার।
চলে মালাকার, চেঙ্গারী ব্যাপার,
মাংসোপ জীবন যার॥
পটুকার আর, চলে চূর্ণকার,
স্বস্তিকার কেশকার।
রন্ধন কারক, ভর্জ্জন সাধক,
কুড়বিক শক্তু কার॥
খণ্ডকার আর, বাণিজ্যিক কার,
কাঁচকার ছত্রকার।
বেধক শোধক, সুকর্ম্ম বোধক,
লৌহকার চর্ম্মকার॥
অনেক গণক, শল্য উদ্ধারক,
বিষ নাশক জারক।
ভূত গ্রহ বিধি, বিজ্ঞ গুণ নিধি,
শিশুগণ চিকিৎসক॥
চলে বিভাজক, তাম্বোপজীবক,
দূধ বন্দি করে যারা।
জ্ঞাতা গ্রামঘোষ, সর্ব্ব দোষাদোষ,
নটগণ সহ তারা॥
সকল নগর, কি পথ চত্বর,
সকল সঙ্কীর্ণ কৃত।
স্ব শ্রেণী পূর্ব্বকে, বিনির্গম লোকে,
হইল অতি পরিবৃত॥
আতুর বালক, আর বৃদ্ধ লোক,
করিয়া পরিবর্জ্জন।
চলিল সকলে, দর্শন কৌশলে,
একত্র পুরবাসি জন॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, শ্রুত যত জন,
গোরথে আরূঢ় হয়ে।
চলিল পশ্চাত, খ্যাত কি অখ্যাত,
যত জন সমাশ্রয়ে॥

সুন্দর সুবেশ, সুস্নিগ্ধ বিশেষ,
হইয়া সুবাস ধারী।
শান্ত সাধুগণ, সর্ব্বাঙ্গ চন্দন,
ভরতের অনুচারী॥
নানাবিধ যানে, কানন প্রয়াণে,
নৃপসুত সনে ধায়।
নরেন্দ্র নন্দন, শত্রু প্রতাপন,
যে পথে সে পথে ধায়॥
করিয়া দর্শন, নগর কানন,
তাবত্ বসতি স্থান।
নয়নের জলে, আর্দ্র সর্ব্ব স্থলে,
করিয়া চলে অজ্ঞান॥
রাম গুণবাদ, করিয়া বিষাদ,
কৃপণ বচন ভাষে।
সকল নগরে, মাতৃ নিন্দা করে,
বিদীর্ণ হৃদয়াকাশে॥
হৃষ্ট সর্ব্ব জন, আনন্দিত মনঃ,
সেনাগণ চলে সঙ্গে।
ভরত সংসর্গে, সুখী সৈন্য বর্গে,
সাধুবর্গে সুপ্রসঙ্গে॥
শাস্ত্র সিদ্ধ পথে, সিদ্ধ মনোরথে,
বৃহস্পতি মতে চলে।
অতি সুকুশল, সুবীর সকল,
পরিবৃত মধ্য স্থলে॥
যত দূত ভৃত্য, আত্মীয় অমাত্য,
সকলে সংযুক্ত মতে।
নির্গম সময়ে, পরিতোষ মরে,
বশিষ্ঠ বচন পথে॥

দ্বিজ সাধুজন, সন্তোষিত মনঃ,
দর্শন গোচরা গঙ্গা।
সেনা সমুদয়, তটে স্থিরা হয়,
কমল দুকূল ভঙ্গা॥
গঙ্গা বহু জলা, বিপুলা অস্থলা,
দেখিয়া সৈন্য সুস্থির
বিদ্বান ভরত, জ্ঞান পথে রত,
সঙ্কেতে বুঝিলা ধীর॥
যত মন্ত্রিগণে, মধুর বচনে,
কহিলা কৈকয়ী সুত।
রক্ষ রক্ষ সেনা, সচিব প্রাচীনা,
করিয়া বিশ্রান্ত ভূত॥
তরিব এ গঙ্গা, ভব ভয় ভঙ্গা,
মহা নদী মহা জলা।
এই গঙ্গা নীরে, বিষ্ণুপদী তীরে,
হইব স্নাত নির্ম্মলা॥
মৃত ভূপতিরে, সুপবিত্র নীরে,
দিব জলাঞ্জলি সেতু।
যাইবারে স্বর্গে, সেই শুদ্ধ মার্গে,
সেই সেতু হবে হেতু॥
ভরতের বাণী, পরম কাহিনী,
শ্রবণে অমাত্য গণ।
করিয়া স্বীকার, পথশ্রম ভার,
হরণে করিলা মনঃ॥
স্বীয় স্বীয় জনে, প্রহর্ষিত মনে,
করিতে সে স্থানে স্থিত।
নৃপ সৈন্যচয়ে, বচন বিনয়ে,
কহিলা কুশল হিত।

শৃঙ্গবের পুর, নহে বহু দূর,
তুরঙ্গ কুঞ্জর গণ।
গিয়া অল্প পথ, রাখ উষ্ট্র রথ,
গঙ্গা তীরে সর্ব্বজন॥
শ্রীরামের মিত্র, নিবাস পবিত্র,
গুহ জ্ঞাতি গণাবৃত।
বাস করে বীর, নির্ভয় শরীর,
সেই পুর সুরাশ্রিত॥
পবিত্র সে দেশ,করিয়া প্রবেশ,
শুদ্ধ সুরধুনী তীর।
চক্রবাক দল, অলঙ্কৃত স্থল,
নিকটে সুতট নীর॥
ভরতাজ্ঞাদানে,করে সেই স্থানে,
চক্রব্যূহ সেনাগণ।
বিহিত বিধানে,রাখি সেই স্থানে,
ভরত বিমর্ষ মনঃ॥
রাম নিবর্ত্তন, করিয়া চিন্তন,
তথা সৈন্য সমাবেশ।
ভরতাবস্থান, শ্রীরাম আখ্যান,
পঞ্চাশীতি সর্গ শেষ॥

৮৫ সর্গঃ।

পয়ার।

গঙ্গাতীরে ভারতি সমস্ত সৈন্য গণ।
প্রবেশিয়া চক্র করে পরম শোভন॥
নিরীক্ষণ করিয়া সে নিষাদ ভূপতি।
জ্ঞাতিগণে কহিলেক গোপনে ভারতী॥
এই ব্যূহ স্থিতা সেনা সুস্থিরা মহতী।
দর্শনে হইল চিত্তে সন্তাপ সংহতি॥
না জানি বিশেষ বার্ত্তা কি হেতু এস্থানে।
ঈক্ষ্বাকু বংশের সেনা লইতেছে মনে॥
কোবিদের ধ্বজ রথ দেখা যায় দূরে।
কুঞ্জর ধরিতে কিবা প্রবেশিল পুরে॥
অথবা মৃগয়া কর্ম্ম করিবার তরে।
করিতে আঘাত কিম্বা গুহক নগরে॥
এই অমানুষী সেনা ব্যূহ ভাবে রয়।
ইহাতে আমার চিত্ত স্থিরতা না লয়॥
অনুমান করি সখা দাশরথি রাম।
পিতৃ বাক্যে বনগত মিত্র গুণধাম॥
মহামাত্য রাজ্যলোভে কেকয়ী সন্তান।
ভরত সমরে রত হয় অনুমান॥
সংপ্রাপ্ত সম্প্রতি রাজলক্ষ্মী অচঞ্চলা।
শ্রীরাম বিনাশে বুঝি করিয়াছে ছলা॥
করিতে সৌমিত্রি সহ রামে স্থান ভ্রষ্ট।
কাননে আসিল রিপু দিতে মহাকষ্ট॥
ভর্ত্তা বন্ধু সখা গুরু গুণসিন্ধু রাম।
যাঁহার কৃপায় গুহ পূর্ণ মনস্কাম॥
আমি সেই রাম হিতে নিত্য রত আছি।
গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়া নামে বাঁচি॥
মন্ত্রণা করিল পরে মন্ত্রিগণ সনে।
আনাইল সন্নিকটে অনুচর গণে॥
করিতে লাগিল সব সৈন্যে সাবধান।
সকলে সমৃদ্ধ রহ লয়ে ধনুর্ব্বাণ॥
ব্যাপিয়া রাঘব সৈন্যে সকলে থাকিবে।
আমার শাসনে যত্নে নগর রাখিবে॥

পঞ্চশত নৌকায় নিযুক্ত শত শত।
থাকে থাকে থাকে যেন সৈন্য অবিরত॥
সংযুক্ত নিযুক্ত ভাবে উপযুক্ত বীর।
ব্যাপিয়া রহিবে সবে সুরধুনী তীর॥
যদ্যপি করিতে দ্বেষ রামের উদ্দেশে।
যাত্রা করিবারে সৈন্য নৌকায় প্রবেশে॥
দেখ যেন তটিনী তরিতে নাহি পারে।
মাতঙ্গ তুরঙ্গ সহ সৈন্য পরিবারে॥
রথ রথধ্বজ নিজ ভুজ শর জালে।
বিনাশ করিয়া সদ্যঃ পাঠাইব কালে॥
শ্রীরাম নিমিত্ত মম এই ক্রোধ নিধি।
হৃদয়ে উদয় বুঝি করিলেন বিধি॥
সেনাঘাতে সদ্যঃক্রোধ করিব মোচন॥
বিষত্যাগে রাগে মুক্ত ভুজঙ্গ যেমন॥
কেকয়ীর বশীভূত হইয়া ভূপতি।
গুণধাম রামে দিলা কাননে বসতি॥
সেই পাপ সন্তাপ খণ্ডিব শরধারে।
সসৈন্য বীরাগ্রগণ্য ভরত সংহারে॥
অদ্য মম এ শর সংঘাত সমুদয়ে।
হইয়া কার্ম্মুকচ্যুত দ্রুত অতি রয়ে॥
নরাশ্ব কুঞ্জর রথে বিশাল পতনে।
দহিবে সায়কে সর্ব্বে বর্ম্মি রাজগণে॥
আমার প্রেরিত শর সর্ব্ব কলেবর।
ভেদ করে প্রবেশিবে দহিবে অন্তর॥
নিহত সামন্ত যত যোদ্ধাপতি গণ।
হত রথ পদাতিক ধ্বজ অগণন॥
শৃগাল কুক্কুর খগ ভোজন নিমিত্ত।
হইবে সকল সৈন্য এই মম চিত্ত॥

অবস্থিত সৈন্য যত সুস্থির যে স্থলে।
অশ্বাদি কুঞ্জর গণ অতি কৌতূহলে॥
সেই ভূমি অদ্য আমি শোণিত কর্দ্দমা।
করিব রাখিব আজি রামের মহিমা॥
অদ্য আমি সন্তুষ্ট করিব গৃধ্রগণে।
গোমায়ু বায়স কঙ্ক কদম্বের সনে॥
নিরস্ত সমস্ত সৈন্য নিঃসৃত রুধিরে।
তুষিব সমস্ত রক্ত ভোজনে অচিরে॥
শ্রীরাম নিমিত্ত কর্ম্ম করিব দুষ্কর।
নিক্ষেপ করাব ভূমিতলে কলেবর॥
পাংশু পরিপূর্ণ সৈন্য ভূতলে শয়ন।
নিরীক্ষণ করি স্নিগ্ধ করিব নয়ন॥
নিবারিব নৃপতি বাহিনীগণে আমি।
বহু বাজী কুঞ্জর হইয়া রণগামী॥
বহুজন মহাজন গুণগণে গ্রাহ্য।
চিন্তিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিহিত সাহায্য॥
রামায়ণে অযোধ্যায় গুহকের কোপ।
ষড়শীতি সর্গে শুদ্ধ পয়ার আরোপ॥

৮৬ সর্গঃ॥

পয়ার।

সুমধুর ফল মূল অতি মনোহর।
ভরতের নিকটে লইতে গুহবর॥
আগত দেখিয়া তাকে পরে সূত সুত।
ভরতের সন্নিধানে জানাইল দ্রুত॥
ভরতাগ্রে কহে সূত করিয়া বিনয়।
মম বাক্যে অবধান কর মহাশয়।

জ্ঞাতিগণে আবৃত হইয়া গুহবর।
উপস্থিত তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা পর॥
গুহ এ দণ্ডকারণ্য বিষয়ে কুশল।
ভ্রাতৃ সখা তব বৃদ্ধ আকাঙ্ক্ষি মঙ্গল॥
অন্তিকে আসিতে ইচ্ছা দেখিতে তোমারে
আদেশ হইলে পারি আনিতে তাহারে
সংপ্রীতি করণ জন্য আগত সজ্জন।
নিঃসংশয় মম মনে লয় অনুক্ষণ॥
যে স্থলে তোমার জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মণ সহিত।
করিলেন সখ্যভাব আছে প্রকাশিত॥
এই বাক্যে কহিলা কেকয়ী সুত তারে
আদেশ হইল আন যোগ্য ব্যবহারে॥
দেখুক আমারে গুহ স্নেহ যদি আছে।
আজ্ঞাপ্রাপ্ত সূত গিয়া জানাইল কাছে।
ভরতের আদেশ পাইয়া গুহ রাজ।
হৃষ্ট হয়ে জ্ঞাতি লয়ে নিকটে বিরাজ
ভরতের প্রতি গুহ কহিল বচন।
সংকীর্ণ এস্থান সব কর সন্দর্শন॥
নিকটে তোমার দাস এই দেখ আমি।
বাস কর আমার ভবনে গিয়া স্বামি॥
উপস্থিত আহার বিহিত ফল মূল।
উপার্জ্জিত নিষাদের তব অনুকূল॥
অপূর্ব্ব সরস মাংস শুষ্ক মাংস চয়।
ভক্ষ্য ভোজ্য উচ্চ নীচ যাহা ইচ্ছা হয়॥
তুমি মহাশত্রুজয়ী আমি ক্ষুদ্র অতি।
হৃষ্টতা হেতুক কহি ঈদৃশী ভারতী॥
বিবিধ কামনা সহ করিব অর্চ্চন।
প্রভাতে সম্প্রীতে প্রভু করিবা গমন॥

গুহ উক্ত উপযুক্ত বচন রচনে।
সম্প্রীতি জন্মিল অতি কেকয়ী নন্দনে॥
প্রত্যুত্তর করিলেন মহাজ্ঞানবান্।
জানিয়া সমস্ত পূর্ব্ব কারণ বিধান॥
শ্রীরাম আমার গুরু তুমি তাঁর সখা।
সকল কামনাসিদ্ধ পেয়ে তব দেখা॥
যে তুমি ঈদৃশী সেনা অসংখ্য আমার।
অর্চ্চনের ইচ্ছা কর যোগ্য ব্যবহার॥
এই কথা কহিয়া নিষাদ পতি বরে।
পুনশ্চ কহিলা অতি স্নিগ্ধ সমাদরে॥
ভরদ্বাজাশ্রমে আমি কত দিনে যাব।
কেমন গহন গুহ কোথা গিয়া পাব॥
বহু দুঃখ সঞ্চার বিকট সর্পগণ।
বিস্তর কণ্টক ভূমি করেছি শ্রবণ॥
উচ্চ উচ্চ তরুবর গুরুতর বন।
এই রূপ ভরতের শুনিয়া বচন॥
কৃতাঞ্জলি কহে গুহ গহন গোচর।
আমি দাস পশ্চাতে যাইব রঘুবর॥
ধনুষ্মান বলবান সৈন্যাদি লইয়া।
মহাবনে আপনার অনুগ হইয়া॥
যদি তুমি বনগামী শ্রীরামের হিত।
বাঞ্ছা কর আমার অত্যন্ত তাহে প্রীত॥
বহু সেনা অগণনা দেখে হয় ভয়।
হৃদয়ে অশেষ শঙ্কা শুন মহাশয়॥
এই কথা গুহ তথা কহিবার পর।
ভরত আকাশ সম নির্ম্মল অন্তর॥
সুমধুর প্রচুর গূঢ়ার্থ সম্বলিত।
কহিলেন বাক্য সার সুধারসাশ্রিত॥

হা কষ্ট এমন কাল যেন নাহি হয়।
আমার বিষয়ে তব সন্দেহ উদয়॥
না কর এরূপ শঙ্কা আমার উদ্দেশে।
রাঘব আমার ভ্রাতা অগ্রজ বিশেষে॥
পিতৃসমে রঘূত্তমে আনিবারে যাব।
বনবাসি রাঘবের পাদপদ্ম পাব॥
না করিবে অন্য বুদ্ধি সুবুদ্ধি নিষাদ।
সত্য কহি না রাখিবে অন্তরে বিবাদ॥
ভরতের ভাষণে অত্যন্ত পরিতোষ।
কৃতাঞ্জলি কহে গুহ ক্ষম মম দোষ॥
ধন্য তুমি তোমার তুলনা নাহি জনে।
উপমার উপযুক্ত না দেখি ভুবনে॥
অযত্নে এমত রাজ্য করো পরিত্যাগ।
কাননে গমন রামে আনিবারে রাগ॥
থাকিবেক অনুরাগ অসংখ্য বৎসর।
অখিলে তোমার কীর্ত্তি ঘুষিবে সুন্দর॥
কষ্ট গত বনে রত রাঘবে যেহেতু।
আনিবার ইচ্ছা কর মহাপুণ্য সেতু॥
এই রূপ গুহ সনে কথা বির্ত্তমানে।
দিবাকর হতকর গত পর স্থানে॥
রজনী সজনী সঙ্গে দীপ্ত সুধাকর।
প্রবেশ করায় সৈন্য গৃহে গুহবর॥
শত্রুঘ্ন শ্রীমান সহ করিয়া শয়ন।
অবশ হইলা পরে কেকয়ী নন্দন॥
সেই স্থলে চিন্তানলে দগ্ধ রঘুবর।
নিদ্রার কি সাধ্য স্পর্শ করে কলেবর॥
শ্রীরাম কিরূপে দীনে হবেন প্রসন্ন।
এই চিন্তা রহতর অন্তরে সম্পন্ন॥

অন্তর্দাহ অতিঘোর দহে কলেবর।
দাবাগ্নি সন্তপ্ত যথা কাননে কুঞ্জর॥
সঘন নিশ্বাস ত্যাগ অজগর প্রায়।
অনল সম্ভব ঘর্ম্ম সাবে সর্ব্বকায়॥
হিমালয় শিখর সমান ধাতুময়॥
নির্গত শরীর হৈতে শোকানল চয়।
ভরত আক্রান্ত অতি কেকয়ী সন্তান।
শিরোপরি রাম দুঃখ পর্ব্বত সমান॥
বনগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার মরণ।
এই চিন্তা পর্ব্বতের মল সংস্থাপন॥
বিস্তারিত হয় তায় নিশ্বাস প্রশ্বাস।
সেই পর্ব্বতীয় সানু কাষ্ঠের আবাস॥
পূর্ব্ব পাপ দ্বিজ শাপ রাজার উপরে।
মনুষ্যত্ব সংস্থাপক দুঃখ শৈলবরে।
নিশ্বাস আয়াস ধম শোক অভ্র প্রায়।
পর্ব্বতের নির্ঝর নির্গত হয় কায়॥
অন্তরের সন্তাপ শিখরোপরি অংশে।
দৈন্য সত্ব সম্বলিত করে রঘুবংশে॥
মোহ জন্য সন্তাপ হইল মহাদুর্গ।
কেকয়ীর বাক্য রূপ দাবাগ্নি সংসর্গ॥
হইল গুহক সহ শুদ্ধ সমাগম।
ভরত প্রতাপবন্ত রঘু বংশোত্তম॥
জিজ্ঞাসিল গুহ আসি ভরত নিকটে।
সুখে আছ শয়নে কহিল করপুটে॥

৮৭ সর্গঃ।

ত্রিপদী

যুগল নয়নে নীর, কহে গুহ মহাবীর,
সুধীর স্বজ্ঞাতি গণাবৃত।
বাক্যালাপ সুকুশল, যুড়িয়া কর যুগল,
কহিছে বচনে যথামৃত॥
ইক্ষ্বাকু বংশ যেমন, সদৃশ তব বচন,
তুমি কুলোচিত পুণ্যবান।
সঙ্গে গত বনধাম, তোমার অগ্রজ রাম,
আনিবারে নৃযত্ন বিধান॥
দুর্লভ এমন লোকে, কাতর বৈমাত্রশোকে,
তোমাতে সৌহৃদ্য আছে কত।
সত্য যাতে অনুগত, ধর্ম্মজ্ঞ রাঘবে রত,
রাজ্য ত্যজি হৈলে বনগত॥
তোমার পিতার বাক্য, জননী সহিতে
ঐক্য, শ্রবণান্তে সভার্য্য লক্ষ্মণ।
ধর্ম্ম কর্ম্মে বর্ত্তমান, মহাশূর পূর্ণ জ্ঞান,
প্রবিষ্ট বিজন ঘোর বন॥
তুমি তাঁর তুল্য ভাই, অপরে তুলনা নাই,
অনুরূপ সর্ব্ব জ্ঞান গুণে।
রাজীবলোচন রাম, অশেষ মঙ্গল ধাম,
তোমাতে অভেদ তুষ্ট শুস্তে॥
এই রূপ গুহ উক্তি, শ্রবণে কথনে মুক্তি,
নিষাদের উদ্দেশে উত্তর।
কহ মম ভ্রাতৃবন্ধু, হে বান্ধব গুণ সিন্ধু,
বংশ শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ রঘুবর॥

কোন্ দেশে কোন্ বনে, গিয়া সখা সুখা-
সনে, সুখোচিত জানকী মিলনে।
সুমিত্রা নন্দন সহ, কোথা গত শীঘ্র কহ,
থাকি রাম গুণানুশীলনে॥
অথবা অতি অসুখে, রাজ্যসুখাদি বিমুখে,
রাম রক্ত রাজীব লোচন।
ভ্রাতৃস্নেহে অনুগত, রাম পৃষ্ঠে সদা রত,
কোথা ভ্রাতা সুমিত্রা নন্দন॥
কানন ব্যাপিত ব্যালে, বিপরীত নিশা-
কালে, কোন্ স্থলে নিদ্রিত শ্রীরাম।
করিয়া কি অবলম্ব, সীতাসহ ধর্ম্মালম্ব,
কি রূপে বা করেন বিরাম॥
কিরূপ বা ব্যবহার, করিলা রাজ্যে তোমার,
কি রূপে বা শয়ন ভোজন।
পূর্ব্বজ ধরণীধর, কোন্ স্থানে রঘুবর,
করিলেন কি রূপ আসন॥
এ তাপস তরুবরে, আশ্রম আশ্রয় পরে,
সীতা সহ এক রাত্রি সুপ্ত।
শরীরে অত্যন্ত বাধা, বাধিত না করে ক্ষুধা,
জগন্নাথ এ গহনে গুপ্ত॥
যেরূপে কমল দল, নয়ন নবীনোৎপল,
কান্তি কান্ত হায় ধনুষ্পাণি।
সেই নিশা ঘোরতরা, জাগ্রত সভ্রাতৃদারা,
সেই রূপ জাগাও যামিনী।
সেই বংশ দাশরথি, আপনি পূর্ব্ব সারথি,
কহ পূর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন।
যতনে জিজ্ঞাসা করি, যথা ব্যবহারে হরি,
কালগত করি গত বন॥

কহ সর্ব্ব সুবিস্তারে,সুস্নিগ্ধ কর আমারে,
শুনি গুহ করিল উত্তর।
কৃতাঞ্জলিপুট হয়ে,বিশেষ কিঞ্চিৎ রয়ে,
বহে গুহ গহন গোচর॥

৮৮ সর্গঃ।

পয়ার।

রাম লক্ষ্মণের যত বিশেষ বৃত্তান্ত।
সত্যবাদি মহাত্মারে কহিল যাবন্ত॥
ভরতের উদ্দেশে বনজ গুহ রাজ।
বিশেষ কানন বার্ত্তা স্বজ্ঞাত সমাজ॥
গ্রহণ করিয়া শক্রধনুঃ সম ধনুঃ।
জাগ্রত লক্ষ্মণ বীর সুধীর সুতনু॥
প্রকাশ করিলা অতি ভ্রাতৃ বৎসলতা।
কাননে অদ্যাপি আছে সেই কীর্ত্তিলতা।
জাগ্রত্ দেখিয়া তাঁরে শরচাপ ধারী।
কহিলাম নিকটে হইয়া আজ্ঞাকারী॥
শ্রীরাম রক্ষার্থে এই রহিলাম আমি।
স্বজাতি বাহিনী সহ স্নেহ বদ্ধ স্বামি॥
এই তব সুখ শয্যা ত্বদর্থে কল্পিত।
ইহাতে শয়ন কর হয়ে সুখোষিত॥
ক্লেশ ধারণের যোগ্য এই সর্ব্ব জন।
সর্ব্বদা সুখের পাত্র তুমি হে লক্ষ্মণ॥
আমি জাগি দুঃখভাগী তোমাদের তরে
কি লাগি পাইবে কষ্ট কানন ভিতরে॥
রাম সম প্রিয়তম পৃথ্বীতলে নাই।
উৎসুক হইয়া কহি সত্য ভাষা তাই॥
শ্রীরামের প্রসাদে দাসাংশে এক দাস
এই লোকে মহদ্যশঃ হইল প্রকাশ॥
ধর্ম্ম প্রাপ্ত অপর্য্যাপ্ত অর্থ কাম লাভ।
কাপট্য সম্ভব নহে আন্তরিক ভাব॥
সেই আমি প্রিয় স্বামী সখার শয়ন।
জানকী সহিতে ভয় রহিত লক্ষ্মণ॥
রক্ষাকর্ত্তা হইব হইয়া ধনুদ্ধর।
আবৃত রহিয়া সর্ব্ব জ্ঞাতি ভৃত্য চর॥
মম অবিদিত কিছু এই বনে নাই।
সদাচর সুগোচরে নিত্য আসি যাই॥
সহায় সতত তাহে চতুরঙ্গ দল।
দুই জনে এই রূপ বাদ কৌশল॥
করিলাম অনুনয় বিনয় বিস্তর।
তথাচ সশর ধনুর্দ্ধারী রঘুবর॥
ধর্ম্ম ধ্যান করিয়া দেখিয়া পাত্র ক্ষণ।
না হবে এমন ভ্রাতা যেমন লক্ষ্মণ॥
কি রূপ বিরূপ বিধি গুণনিধি রাম।
কি রূপে মৈথিলী সহ কানন বিশ্রাম।
দাশরথি মহারথী অনেক সাধনে।
বহু পরিশ্রমে লব্ধ নৃপতি নন্দনে॥
ভূপতি সদৃশ পুত্র এক মাত্র রামে।
পাঠাইয়া বনে সেই সর্ব্ব গুণধামে॥
বহু দিন বৃদ্ধ ভূপ জীবন না রবে।
ক্ষিতিধর বিনা ক্ষিতি ধবহীনা হবে॥
মহাশব্দে শব হবে অতি পরিশ্রমে।
নারীগণ নিস্বন হইবে নৃপাশ্রমে॥
নিঃশব্দ নিনাদ হত ভূপতি ভবন।
ভয়ঙ্কর হবে রাম প্রবেশিলে বন॥

কৌশল্যা রামের মাতা সুমিত্রা জননী।
পিতা মম দশরথ নৃপ চূড়ামণি॥
সকলের দেহে প্রাণ হয়েছে ধারণ।
এরূপ সম্ভব নাহি হয় কদাচন॥
জীবিতা থাকেন যদি অভাগিনী মাতা।
শত্রুঘ্ন বদন দেখ্যে স্বপুত্রে নিরতা॥
এত দুঃখে কি সুখে কৌশল্যা গুণবতী।
রহিবেন প্রাণে নাহি লয় মম মতি॥
সেই কুল রাজধানী সর্ব্ব জনাবৃতা।
অনুরক্ত ভক্ত জনে অতি সুপালিতা॥
দুঃখ ভার না ধরে কখন বসুন্ধরা।
এত দুঃখে আছে মিছা অনুমান করা॥
কৃতকার্য্য প্রাপ্ত রাজ্য ভরত এখন।
করিবেন পিতৃ প্রেতকার্য্য সমাপন॥
রমণীয় চত্বর সংস্থান সমুদয়।
রাজপথ বৃহৎ পথ হর্ম্য স্বর্ণ ময়॥
প্রবল প্রাসাদ পূর্ণ শোভা অতিশয়।
নৃত্য গীত বাদ্য বহু মিষ্ট ইষ্ট চয়॥
মাতঙ্গ তুরঙ্গ সঙ্গ সর্ব্বরত্ন শোভা।
কুশল সম্পূর্ণা পুরী জন মনোলোভা॥
হৃষ্ট পুষ্ট জনে তুষ্ট আরাম উদ্যান।
যে পুরে প্রত্যহ হয় উৎসব বিধান॥
আমার পিতার সেই রম্য রাজধানী।
সুখীগণ গতায়াতে আছে কি কল্যাণী॥
অপর প্রতিজ্ঞাধর রঘুবর মনে।
কল্যাণে থাকিয়া এই নিবিড় কাননে॥
সমাপ্ত হইলে তাঁর প্রতিজ্ঞা সময়।
প্রবেশ করিব পুনঃ অযোধ্যা নিলয়॥

এই রূপ বহু রূপ বিলাপ করিতে।
মহাত্মা রাজার পুত্র আমার সহিতে॥
হইল শর্ব্বরীমান সমাধান পরে।
প্রভাতে উদিত সূর্য্য ব্যাপিত স্বকরে॥
জটাভার দুজনার ব্যবহার মতে।
শিরে করে শোভমান কিছুকাল গতে॥
এই ভাগীরথী তীর সুনীর সুন্দর।
আমা হেতু উত্তীর্ণ যুগল রঘুবর॥
দিব্য জটাধর কুশাম্বর পরিধান।
কুঞ্জর যূথের পতি তুল্য বলবান॥
ধনুঃশর ধর অসিকর সীতাসহ।
নিরীক্ষণে বনগত বিগত বিরহ॥
ইত্যার্ষে অযোধ্যাকাণ্ডে গুহক বচন।
একোন নবতি সর্গ পয়ার রচন॥

৮৯ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

শুনিয়া রূঢ় বচন, ভরত সন্তপ্ত মনঃ,
মোহ প্রাপ্ত মহেন্দ্র তনয়।
বিহ্বলিত সর্ব্ব অঙ্গ, কলেবরে বল ভঙ্গ,
কমলাক্ষে ঝরে অশ্রু চয়॥
ভূমিশায়ী হঠাৎকার, কূলভ্রষ্ট বৃক্ষাকার,
সুকুমার কৈকয়ী কুমার।
সিংহ স্কন্ধ মহাবাহু, মহাসত্ত্ব মুহুর্মুহুঃ,
পুণ্ডরীক দল সমাকার॥

তরুণ নয়ন জলে, তটিনী জল উথলে,
শোকাকুল সুপ্রিয় দর্শন।
ভরতে দেখি মোহিত, গুহ অতি শোকা-
ন্বিত, অতি ম্লান বিষণ্ণ বদন॥
অত্যন্ত ব্যথিত কায়, যেন ভূমিকম্পপ্রায়,
মহাদ্রুম পড়ে মহীতলে।
ধরিয়া গুহের করে, শত্রুঘ্ন অতি কাতরে,
নষ্ট চিত্ত দেখি অকৌশলে॥
বাহুদ্বয় প্রসারিয়া, ভরতেরে উত্তোলিয়া,
আলিঙ্গন রোদন অত্যন্ত।
সংহনন সংজ্ঞাহীন, শোকাকৃষ্ট মহাদীন,
দুঃখের যা হৈতে হয় অন্ত॥
পরে কৌশল্যা প্রভৃতি, নৃপতিকুল প্রকৃতি,
ভর্ত্তৃশোকে উপবাসে ক্ষীণা।
মহাদুঃখে আকর্ষিতা, সকলে অত্যন্ত ভীতা,
পতিত ভরত দৃষ্টে দীনা॥
ভূমিতলে প্রিয়সুত, সম্ভ্রান্ত হৃদয় পূত,
রোদন করয়ে সর্ব্বজন।
নেত্র জল নিবারণ, নাহি হয় কদাচন,
অতি যত্নে করিয়া মার্জ্জন॥
কৌশল্যা নিকটে এসো, শোকসিন্ধু মধ্যে-
ভেসো, স্পর্শ করি সুপ্রিয় কুমার।
কহিয়া মধুর ভাষ, করিয়া বহু আশ্বাস,
করস্পর্শে হর্ষের সঞ্চার॥
অত্যন্ত পুত্র বৎসলা, কোশল নৃপতি বালা,
কোলে করি লইয়া কুমারে।
করিয়া বহু রোদন, কহিলেন সুবচন,
কেন পুত্র বদ্ধ শোক ভারে॥
নাহি দেহে আধিব্যাধি, চিন্তাহীন অদ্যা-
বধি, এই রাজকুল যত জন।
সকলে তব অধীন, নহ পুত্র উদাসীন,
তব অনুগত এ জীবন॥
সকলের তুমি প্রাণ, দৃষ্টি করি ধরি প্রাণ,
বনে গেলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মহারাজ দশরথ, প্রাপ্ত স্বর্গ মনোরথ,
তোমাকে না করি নিরীক্ষণ॥
অযোধ্যাবাসী অনাথ, তুমি সূর্য্য কুলনাথ,
অধৈর্য্য হইলে কি কারণ।
কোন অপ্রিয় বচন, কহিয়াছে কি লক্ষ্মণ,
কিম্বা পুত্র রাম নিযোজন॥
কহিল কে রূঢ় বাণী, কিবা অমঙ্গল জানি,
রোদনে অজ্ঞান অভিভূত।
একথা কহিয়া রাণী, সজল বসন খানি,
মার্জ্জন করিলা মুখ দ্রুত॥
কৌশল্যা অত্যন্ত দীনা, ভরত দেখিয়া ক্ষীণা,
শিষ্ট পুত্র সুপুত্র সমান।
মুহূর্ত্ত সময় পরে, নিশ্বাস ক্ষেপণান্তরে,
রোদন করিয়া জ্ঞানবান॥
কৌশল্যার পূজা করি, মহাযশা করে ধরি,
গুহ প্রতি কহিলা বচন।
জিজ্ঞাসা করি তোমারে, হে গুহ কহ আ-
মারে, কি করিলা রাজীব লোচন॥
জানকী সহ রাঘব, রঘুরাজ কুলোদ্ভব,
করিলেন কিবা উপযুক্ত।
কুললক্ষ্মী বিবর্দ্ধন, তেজস্বী প্রিয় লক্ষ্মণ,
শ্রেষ্ঠ কার্য্যে কিরূপ নিযুক্ত॥

অরণ্য বাস নিপুণে, কেবল আপন গুণে,
বিনা অনুজ্ঞায় রামে রত।
ত্যক্ত পিতৃ মাতৃ আশে, ভ্রাতাসহ বনবাসে,
রক্ষার্থে নিযুক্ত দৃঢ় ব্রত॥
গুহরাজ কহে শেষ, ভরতে করো উদ্দেশ,
জিজ্ঞাসিত নিষাদাধিপতি।
রাজপুত্র শুন বাণী, শুনিলে রাম কাহিনী,
শরীরে হইবে বাষ্পাগতি॥
অন্ন অন্য ভক্ষ্যাভোজ্যে, ফলমূল পেয় লেহ্যে,
রামের সাহায্য করিবারে।
করিয়া বহু উদ্যোগ, আনিলাম উপভোগ,
অতি স্বাদু যুক্ত ব্যবহারে॥
প্রণয় কারণ আমি, শ্রীরাম নিকটগামী
প্রীতি হেতু করি সম্প্রদান।
কিছু গ্রাহ্য না করিয়া, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরিয়া,
কহিলেন রাম গুণবান॥
আমারে লজ্জিত দেখি, হইয়া তাহে অসুখী,
অধোমুখ দেখিয়া আমার।
ঈষদ্ধাস্য সুবচনে, পরে দৃঢ় আলিঙ্গনে,
কহিলেন বাক্য বেদ সার॥
নাকর নাকর রোষ, গুহ মম ক্ষম দোষ,
প্রণয় নিমিত্ত কহি মিত্র।
আনিয়াছি তব স্থূল, সুখদত্ত ফল মূল,
শুনিলে না ভাবিবে বিচিত্র॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম গুহ, নহে অন্য প্রতিগ্রহ,
ধর্ম্ম এই দেয় বস্তু দান।
করে ধরো শরাসন, অবশ্য যুদ্ধ করণ,
ক্ষত্র ব্রত এই সুবিধান॥

লক্ষ্মণ আনীত বারি, সেই জল ব্যবহারী,
সহনারী করিলা গ্রহণ।
জল দ্বারা উপবাস, পরে জল হৈলে হ্রাস,
উপবাসী হইয়া লক্ষ্মণ॥
পরে সন্ধ্যা উপস্থিতা, উপাসনা বিধি যথা,
করিলেন রাম ধর্ম্ম ধর।
হইয়া সুসমাহিত, ঐক্য রূপে বাক্য যত,
পশ্চাতে লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর॥
পরে আনি কুশচয়, নবীন পল্লব ময়,
শুভ শয্যা সাজাইয়া তায়।
সেই সুরম্য আস্তরে, উপবিষ্ট জটাধরে,
রহিলেন সুখে সসীতায়॥
অনন্তর রঘুবর, লক্ষ্মণ সুধনুর্দ্ধর,
পদদ্বয় করিয়া ক্ষালন।
রামের নিকটবর্ত্তী, রাজসুত চক্রবর্ত্তী,
রক্ষা হেতু রাত্রি জাগরণ॥
সে এই ইঙ্গুদী মূল, তৃণ পত্র অনুকূল,
সীতাসহ ইহাতে শয়ন।
পৃষ্ঠে ধরি ধনুর্গুণ, লক্ষ্মণ শর নিপুণ,
মহা ইষু করো সংযোজন॥
ধরিয়া কার্ম্মুক ছিলা, জাগ্রত ভাবে রহিলা,
রক্ষা করি পতিত পাবন।
আমি পরে ধনুর্দ্ধরে, লক্ষ্মণের সহকারে,
রহিলাম সহজ্ঞাতিগণ।

৯০ সর্গঃ।

পয়ার।

গুহ বাক্য অবগত কেকয়ী নন্দন।
ইঙ্গুদী পাদপ মূলে সহ মন্ত্রিগণ॥
রামের শয়ন হেতু শয্যা পরিস্কার।
সুনব তৃণ পল্লবে তথায় বিস্তার॥
দেখিয়া পরম দুঃখী চক্ষে বহে বারি।
জননীরে জানাইলা সমস্ত বিস্তারি॥
শর্ব্বরী সকল গত থাকি ভূমিতলে।
এই সব রাম কথা কথন কৌশলে॥
মহা ভাগ্যধর রাম কুলীনাগ্রগণ্য।
রাজেশ্বর বুদ্ধীশ্বর যাহে ধরা ধন্য॥
দশরথ নৃপতির হইয়া নন্দন।
কি রূপে এ ভূমিতলে করিলা শয়ন॥
হা বিধি উত্তম শয্যা নাহি যার পর।
বহুমূল্য বস্ত্র চর্ম্মে আবৃত সুন্দর॥
সে শয্যায় শয়ন যাঁহার সর্ব্বকাল।
হইলেন ভূমিশায়ী কি দুঃখ বিশাল॥
পুষ্পচয়ে চিত্রিত চন্দনাঙ্কিত অতি।
সৌরভিত অগুরু সৌরভে চন্দ্রাকৃতি॥
প্রকাশিত পরম পাণ্ডুর পূর্ণ শশী।
কুহরে কোকিল কুল সুমধুর ভাষী॥
এই রূপ অট্টালিকা উপরি বিমানে।
হেম হার রজত রচিত রম্যস্থানে॥
শয়ন করিয়া সর্ব্ব সুখে রাত্রি যায়।
কি রূপে ধরণী শয্যা সে রামের হায়॥
সঙ্গীত বাদিত্র রব বর আভরণ।
নিতান্ত নিনাদ বীণা বেণ বিনিস্বন॥
মৃদঙ্গ সুশঙ্খ শব্দ তাহে বারম্বার।
বহু দুরে নিদ্রা ভঙ্গ রঙ্গভূমে যার॥
বন্দিচয়ে বন্দিত মাগধ সুতগণে।
স্তুতি করে নিরন্তর স্বরূপ বর্ণনে॥
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কুল জ্যেষ্ঠ সর্ব্ব সুখ স্থান।
সর্ব্ব লোক প্রিয় রাম সদ্গুণ নিধান॥
এ উত্তমা রাজলক্ষ্মী সর্ব্ব লোক প্রিয়া।
ইন্দীবর শ্যাম রাম পরিত্যাগ ক্রিয়া॥
আরক্ত রাজীব নেত্র ব্যূঢ়তর বক্ষঃ॥
আজানু লম্বিত ভুজ সজ্জন সপক্ষ।
এরূপ স্বরূপ রামে ধরণী শয়ন।
ভুবনে অশ্রদ্ধা হয় ইহার কথন॥
এ লোক ত্রিলোক মিথ্যা হতেছে প্রকাশ।
স্বপ্ন সম স্থিরতর না হয় বিশ্বাস॥
কালে আসে কালে নাশে কালে হয় স্থির।
কালাপেক্ষা বলবান নাহি কোন বীর॥
যে কালের করাল কবলে কালজয়ী।
দাশরথি মহারথী ধরাতল শায়ী।
এই শয্যা আমার জ্যেষ্ঠের নিরূপিত।
গাত্রলগ্ন তৃণকুলে করিছে বিদিত॥
বিদেহ নৃপতি সুতা সীতা গুণবতী।
সুপ্রিয় দর্শনা রামভদ্র যাঁর পতি॥
দশরথ ভূপতির জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ।
বহু ভূষাভরণা দর্শনে পূর্ণ বিধু॥
এই স্থানে হর্ষ মনে করিলা শয়ন।
স্বভবনে যেমন তেমনি বিলক্ষণ॥
পরিচয় কয় এই কনকের কণা।
একাকিনী ভর্তৃসুখ ইচ্ছায় সজ্জনা॥

তপস্বিনী তরুণী তরুণ সর্ব্ব কায়।
নিরখিয়া স্বপতি নিপাত দুঃখ তায় ॥
উত্তরীয় বসন আসনে উপবেশ।
খণ্ড পট্টসূত্র পাতে ব্যক্ত করে বেশ ॥
পতি সঙ্গে অনুগতা রাজসুতা বনে।
ধর্ম্মিষ্ঠা ধরণী ধন্যা স্বকার্য্য সাধনে ॥
অর্থ সিদ্ধি আপনার করিলা জানকী
সংশয় সর্ব্বদা হয় অপরে নারকী ॥
সেই রাম রহিত সহিত বন্ধুজন।
আমাদের শূন্যময় হইল ভবন ॥
ধরা শূন্য ধরাধর নাহি ধরে ভার।
তটিনীর মধ্যে তরী হত কর্ণধার ॥
দশরথ স্বর্গ গত রাম রত বনে।
এ রাজ্যে হইতে রাজা নাহি ধরে মনে ॥
বনবাসী হৈলে রাম গুণরাশি ধর।
বহু বীর্য্যবান এই বসুন্ধরাধর ॥
শূন্য সর্ব্ব স্থান যথা গজ যূথ হীন।
পুরদ্বার রাজধানী রক্ষক বিহীন ॥
সামান্য পুরের প্রায় পীড়িত বিস্তর ॥
দুরবস্থা অবস্থিত অনাবৃত পর ॥
শত্রুগণ সে ভবন কভু না রক্ষিবে।
জানিয়া বিষের লাড়ু কে আর ভক্ষিবে
অদ্যাবধি ভূমি তলে তৃণময়াসনে।
শয়ন করিব নিত্য ফল মূলাশনে ॥
শিরে জটাভার অঙ্গে মৃগ চর্ম্মাম্বর।
নিয়মিত রামের নিমিত্ত কালান্তর ॥
কাননে করিব বাস শ্রীরাম নিমিত্ত।
প্রতিজ্ঞাত অঙ্গীকার সদা ধৈর্য্যচিত্ত ॥
মিথ্যা না হইবে সত্য সে সত্য পালন।
অরণ্যে রহিব আমি শত্রুঘ্ন দুজন ॥
লক্ষ্মণ সহিতে রাম গিয়া অযোধ্যায়।
পালিবেন পিতৃ রাজ্য রাঘব ত্বরায় ॥
আমি সুখ ভুঞ্জিব লইয়া পত্র ছায়া।
রাজ্য ছায়া সেবি রাম হবেন সচ্ছায়া ॥
যশস্বী কাকুৎস্থ রামে অভিষিক্ত করি।
এরূপ বাসনা মম পূরাবেন হরি ॥
সত্য স্থিরে পরিপূর্ণ হবে মনোরথ।
পালিবেন রাজ্য রাম যথা দশরথ ॥
এই রূপ বুঝাইব প্রসন্ন কারণ।
মস্তকে করিয়া তাঁর চরণ ধারণ ॥
বিবিধ চেষ্টায় যদি প্রসন্ন না হন
অনুচর বনচর হইব তখন ॥
উপেক্ষা করিতে যোগ্য নহিবেন রাম;
শরণাগত পালক সর্ব্ব গুণধাম।
এই রূপ কথনে হইল দিন ক্ষয়।
পক্ষিগণ বৃক্ষে২ করিল আশ্রয় ॥
ভরতের সন্নিকটে লইয়া বিদায়।
জ্ঞাতিবন্ধু সহ গুহ নিজস্থানে যায়।
অনুগামি গণ সঙ্গে দুঃখ পরিশেষ।
অসুখে রজনী মুখে স্বগৃহে প্রবেশ ॥
অযোধ্যায় ইঙ্গুদি বিটপি মূলে বাস।
একাধি নবতি সর্গ বৃত্তান্ত প্রকাশ ॥
৯১ সর্গঃ।

শ্রীশ্রীরামো

জয়তি।

রামায়ণ।

অযোধ্যাকাণ্ড।

প্রজাঞ্জলি উপহার করিয়া গ্রহণ।
এই চিন্তি দশরথ কহিলা বচন॥
ধন্য আমি অদ্য অনুগৃহীত সম্প্রতি।
করিবেন সকলে শ্রীরামে রাজ্যপতি॥
সমস্তকে সম্ভাষ করিয়া ভূমীশ্বর।
সন্তোষ জনক বাক্য কহিলা তৎপর॥
বশিষ্ঠ বিশিষ্ট বামদেব সমুদ্দেশে।
তোমরা শ্রবণ কর বলিলা সম্ভাষে॥
বর্ত্তমান শ্রীমান পুণ্যদ চৈত্র মাস।
পুষ্পিত কানন সব পল্লবে প্রকাশ॥
এই মাসে রামচন্দ্রে রাজ্য করি দান।
অনুমতি কর সবে সুযুক্তি বিধান॥
অভিষেচনীয় দ্রব্য সর্ব্ব ভব্য গণ।
করিতে হইবে বল কি কি আয়োজন॥
যে যে বস্তু আহরণ করিতে হইবে।
রাম রাজ্য প্রাপ্তি হেতু বিস্তারে কহিবে॥
ভূপাল বচন শুনি পরে মুনিবর।
শাস্ত্রমতে কহিলেন বশিষ্ঠ সত্বর॥
সুবর্ণ প্রভৃতি রত্ন সর্ব্বৌষধি গণ।
শুভ্র মাল্য লাজ মধু ঘৃত আহরণ॥
অক্ষত বসন রথ সর্ব্বায়ুধ যুক্ত।
শ্বেতবর্ণ তুরঙ্গ মাতঙ্গ শাস্ত্র উক্ত॥
সুলক্ষণে লক্ষিত সুদন্ত গজরাজ।
এই সমুদায় শীঘ্র আন মহারাজ॥
অন্তঃপুর দ্বার আর সমস্ত নগর।
চিত্রমাল্য তোরণেতে কর শোভাকর॥
স্থানে স্থানে প্রমাণে পতাকা আরোপণ।
রাজপথ মনোরথ করাও সেচন॥
নগরস্থ নর নারী বারবধূগণ।
নৃপতির শাসনে শোভিত সর্ব্বজন॥
দুই পক্ষ হইয়া থাকুন স্থিরভাবে।
দীর্ঘ পংক্তি শুক্রবাসা পুরে প্রবেশিবে॥
বাক্য অনুরূপ করি প্রতিজ্ঞাচরণ।
সেই সেই দ্রব্য সর্ব্ব হইল লিখন॥
হর্ষযুক্ত নৃপবর কার্য্যগণ প্রতি।
কহিলেন সমস্ত আহর শীঘ্রগতি॥
এই কথা কহিয়া হইয়া প্রীত মন।
সুমন্ত্রকে আশ্বাসিয়া কহিলা বচন॥
কল্য হবে শ্রীরামের অভিষেকাচার।
শীঘ্র আন রামচন্দ্রে আদেশে আমার॥

চলিলেন তথাস্তু বলিয়া রাজরথী।
উপনীত যথা অধিষ্ঠিত দাশরথি॥
রথে উঠাইয়া রামে পরে রথিবর।
শীঘ্রগতি আনিলেন ভূপতি গোচর॥
ভবনে আসনে স্থিত দশরথ ভূপ।
সর্ব্বজন [illegible] মহেন্দ্র স্বরূপ॥
উদীচী প্রতীচী প্রাচী দক্ষিণাদি যত।
স্থানবাসি নৃপগণ সেবাকার্য্যে রত॥
কি ম্লেচ্ছ যবন শক শৈলাশ্রয় পূজিত।
স্বর্গে ইন্দ্র যথা সুর সমস্ত সেবিত॥
নৃপগণ মধ্যে নৃপ শোভা অতিশয়।
মরুদ্গণ মাঝে সাজে কশ্যপ তনয়॥
প্রাসাদে সজ্জিত রূপে স্থিত নরপতি।
দাশরথি রথস্থ আগত দ্রুতগতি॥
উপনীত আত্মজ গন্ধর্ব্ব সমাকৃতি।
ত্রিলোক বিখ্যাত সুত শ্রীমান সুকৃতি॥
আজানু লম্বিত ভুজ নিজ সত্যপর।
প্রমত্ত মাতঙ্গ প্রায় গতি শোভাকর॥
চন্দ্রকান্ত মুখ অতি সুপ্রিয় দর্শন।
রূপে গুণে লোকচিত্ত করেন হরণ॥
ঘর্ম্মে অতি তপ্ত প্রজা দগ্ধ কলেবর।
জুড়াইতে জীবন যেমন জলধর॥
আগমনক্লান্ত সুত নিরখি নয়নে।
অত্যন্ত না হয় তৃপ্তি দূরহ দর্শনে॥
অনুভব নিজ অতি সুমন্ত্রী সুমন্ত্র।
শীঘ্রগতি দূরে স্থির রাখি রথযন্ত্র॥
অতি দ্রুত আনয়ন করিয়া নিকটে।
কৃতাঞ্জলি কহিলেন শ্রীরামে প্রকটে॥
যাত্রা কর রঘুবর পিতৃ সন্নিধানে।
পৃষ্ঠদেশে বসিয়া রহিলা সাবধানে॥
কৈলাস শৃঙ্গ প্রতিম প্রাসাদ সুন্দর।
উঠিলেন সারথি সহিত রঘুবর॥
কৃতাঞ্জলিকৃত স্থিত জনক অন্তিকে।
জানাইলা নিজ নাম শ্রীরাম উল্লেখে॥
বন্দিলেন পিতৃপদ রাম রঘুবর।
দৃষ্টি করি পার্শ্বে রাজপুত্র পুটকর॥
ধরিয়া উভয় করে করি আলিঙ্গন।
প্রিয়পুত্র সুপুত্র বৎসল সাধুজন॥
শ্রীরামে দিলেন রাজা অতি উচ্চাসন।
শোভে মণি শ্রেণী তায় ভূষিত কাঞ্চন।
আসনে বসিতে নৃপ করিলা আদেশ।
বরাসনে বীরবর বসিলেন শেষ॥
স্বভাবতঃ রামচন্দ্র মেরুদিত রবি।
নির্ম্মল নির্ম্মলাসনে মনোহর ছবি॥
সভাস্থ হইলে সভা সাজিল সুন্দর।
গ্রহ ঋক্ষ যথা রূপে শরদি সুন্দর॥
দেখিয়া সুপ্রিয় পুত্রে সন্তুষ্ট নৃপতি।
অলঙ্কারে অলঙ্কৃত আপন আকৃতি॥
ঈষদ্ধাস্যে নৃপতি কহিলা পুত্র প্রতি।
কশ্যপ যেমন সম্ভাষিয়া সুরপতি॥
জ্যেষ্ঠা পত্নী সুদর্শনা কৌশল্যা যেমন।
উদ্ভব উদরে তুমি সদৃশ নন্দন॥
গুণ শ্রেষ্ঠ প্রিয়পুত্র সর্ব্ব প্রজা জন।
তব গুণগণে সবে রঞ্জিত সুমন॥
অতএব প্রজাপ্রিয় প্রিয় পুত্রবর।
পুষ্য যোগে যৌবরাজ্য পাবে গুণাকর॥

স্বভাবতঃ বিনীত অসীম গুণবান্
গুণ হেতু পুত্র তব কহি শুভাখ্যান॥
বহুবিধ বিনয়ে ভূষিত সদা রবে।
জনরব পরিহরি জিতেন্দ্রিয় হবে॥
কামক্রোধ সমুদ্ভিত যতেক ব্যাসন।
অপক্ষ্যে প্রত্যক্ষে দেখি সুখী হবে রাম॥
আত্ম পর সাধারণ সর্ব্ব প্রজাগণ।
দেখিবা আপন পর করিবে পালন॥
তৎপর হইবে কর্ম্ম ত্যাগী অহঙ্কার।
সুখাশ্রয় হইয়া রহিবে পরিষ্কার॥
অতএব আত্মজ আত্মজ সমজ্ঞানে।
স্বগুণে সকল প্রজা রাখিবে পালনে॥
অবলা অমাত্য অশ্ব হস্তী ধনাগার।
নিরীক্ষণ করিয়া করিবে যত্ন সার॥
মিত্র কি অমিত্র গণ কিম্বা উদাসীন।
সকলের মানস রঞ্জিবে প্রতি দিন॥
সন্তুষ্ট সকল অনুরক্ত ভক্ত যার।
এরূপে যে পালে ধরা ধর্ম্ম রহে তার॥
থাকেন তাহার প্রতি তুষ্ট মিত্র সব।
অমৃতে অমর যথা পালিলা বাসব॥
এই হেতু ধর্ম্ম সেতু তুমি পুত্র বর।
সর্ব্বত্র আত্ম নিয়মে চলিবে সুন্দর॥
যুক্তি যুক্ত নৃপ উক্তি করিয়া শ্রবণ।
তেজস্বী যশস্বী রাম প্রহৃষ্ট বদন॥
তথাস্তু বলিয়া নৃপে কহেন বচন।
গুরু আজ্ঞা গৃহীত নৃপতি হৃষ্ট মনঃ॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি নৃপে করিলা আদেশ।
সুমন্ত্র সহিত পুত্রে যাত্রা সমাবেশ॥

ভাবজ্ঞ ভূপতি সুতে কহিলা ইঙ্গিতে
যাইতে শ্রীরাম স্থানে জানিলা ভঙ্গিতে॥
রঘূত্তম উপক্রম করিলা গমনে।
হইলেন রথারূঢ় বন্দিয়া চরণে॥
স্বগৃহে গমন কালে পথি মধ্যে রাম।
পরম পূজিত সর্ব্ব জনে ধনজীম॥
সেই সর্ব্ব প্রজা জন নৃপ বাক্য শুনে।
হইল পরম সাত্ত ভাবে সবে মনে॥
গৃহে গিয়া নরেন্দ্র মন্ত্রণা করি সার।
হৃষ্টচিত্তে অর্চ্চনা করিলা দেবতার॥
ঋষিপ্রোক্ত রামায়ণ অযোধ্যাখ্য কাণ্ড।
শ্রীরামে রাজ্যাভিষেক প্রস্তাব প্রকাণ্ড॥
আদি সর্গ উদ্দীপন সর্ব্বামৃত সার।
শ্রবণে অখিল জনে হবে ভব পার॥

প্রথমঃ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

পুরবাসি সর্ব্ব জন, চলিলে গৃহে শ্রীমন্,
মন্ত্রিগণ সহ নৃপবর।
নিশ্চয়জ্ঞ নৃপশ্রেষ্ঠ, মন্ত্রণা করি উৎকৃষ্ট,
নিশ্চয় করিলা অনন্তর॥
পুষ্য যোগ হবে কল্য, অভিষেক সুমঙ্গল্য,
হইবেক তাহাতে নিশ্চয়।
আরক্ত রাজীবাকার, সুদৃশ্য নয়নাধার,
রঘুরাজ জ্যেষ্ঠ সুতনয়॥
অনন্তরে নৃপবর, অন্তঃপুরে অগ্রসর,
সারথিকে করিয়া আদেশ।
রঘুকুল পূজনকে, মম জ্যেষ্ঠ পুত্রবরে,
অন্তঃপুরে করাবে প্রবেশ॥

নৃপাজ্ঞায় সূতবর, চলিলেন অনন্তর,
শীঘ্রগতি আনিতে শ্রীরামে।
উপস্থিত পুর দ্বারে, দ্বারী বিজ্ঞাপন করে,
সত্বর গমনে ঘনশ্যামে॥
সূত আগমন শ্রুতি, শ্রুতমাত্র রঘুপতি,
হইলেন সশঙ্ক মানসে।
আজ্ঞা দিলা দ্বারপালে,আন সূতে এইকালে,
নৃপ আজ্ঞা জিজ্ঞাসি বিশেষে॥
প্রবেশ করিলে সূত,শ্রীরাম কহিলা দ্রুত,
গমন কারণ সূত বল।
আগমন পুনর্ব্বার, কিবা হেতু নৃপাজ্ঞার,
বিশেষ কি শুনিয়াছ ফল॥
কহিলেন দূত বাণী, কি বিশেষ নাহি জানি,
দর্শনার্থী রাজা আপনার।
এই মাত্র জানি সার, ত্বরান্বিত সুকুমার,
গচ্ছ নৃপাগারে পুনর্ব্বার॥
সূত বাক্য শুনি রাম, রাজেন্দ্র ভবনে শীঘ্র,
যান রাম দেখিতে ভূপালে।
আপনার আগমন, মহারাজে নিবেদন,
পাঠাইলা সম্বাদ তৎকালে॥
সুপুত্রে শ্রীরঘূত্তম, বাক্য দক্ষ বিজ্ঞতম,
রাজার বিশেষ তত্ত্ব জানি।
পিতার ভবনে শেষ, করিলেন সুপ্রবেশ,
দৃষ্টিমাত্র জনকে সুজ্ঞানী॥
নিয়ম পূর্ব্বক পরে,স্থিত কৃতাঞ্জলি করে,
প্রণতি করিলা পিতৃ পদে।
হৃষ্টে পুত্র নরেশ্বর, প্রসারিয়া দুই কর,
আলিঙ্গন করিলা প্রমোদে॥

রামোদ্দেশে নৃপবর, আসন সুন্দর তর,
দিয়া পরে কহিলা বচন।
সুবৃদ্ধ দীর্ঘায়ু অতি, দেখ রাম মহামতি,
বহু ভোগী নিস্পৃহ এখন॥
মন্ত্রবান বিপ্রগণ, শত যজ্ঞে দিয়া ধন,
যথা ইষ্ট দক্ষিণা প্রদান।
সেই সর্ব্ব ইষ্ট ফলে, তুমি পুত্র মহীতলে,
অনুপম পিতৃ ভক্তিমান॥
যাচকে অভীষ্ট ধন, করিয়াছি বিতরণ,
পড়িয়াছি বিজ্ঞান বিস্তর।
বহু রাজ্য সুখ যোগ, দেব পিতৃগণে ভোগ,
করিয়াছি দান বহুতর॥
তব অভিষেক কর্ম্ম, বিনা আর কোন ধর্ম্ম,
আমার কর্ত্তব্য কিছু নাই।
সুপুত্র তুমি সম্প্রতি, মম বাক্য মহামতি,
করিবে শ্রবণ কহি তাই॥
সমস্ত নগরবাসী, তব রাজ্য অভিলাষী,
অতএব শুন যুবরাজ।
যৌবরাজ্যে অভিষেক, করি এই ইচ্ছা এক,
অযোধ্যায় হবে অধিরাজ॥
কিজানি কালের গতি,রাত্রি শেষে রঘুপতি,
পাইয়াছি দুঃস্বপ্নেতে ভয়।
কি কহিব নিদারুণ,উল্কাপাত পুনঃপুনঃ,
সনির্ঘাত মহাশব্দ চয়॥
অশুভ নক্ষত্রপাত, গৃহে দেখি অকস্মাৎ,
কহিতেছে দৈবজ্ঞেরা আসি।
সূর্য্য রাহু মহীসুত, অশুভ নিমিত্তী ভূত,
এই সব মঙ্গল বিনাশী॥

নৃপতির নাশ হয়, কিবা নষ্ট রাষ্ট্র চয়,
সেই হেতু ভীত অতিশয়।
মনেতে অত্যন্ত মোহ,অমঙ্গলে প্রাণ দ্রোহ,
তদবধি চিত্ত স্থির নয়॥
কি জানি চঞ্চল প্রাণ, না হইলে ম্রিয়মাণ,
তবে সে তোমাকে রাজা করি।
অদ্য পুনর্ব্বসু চন্দ্র, কল্য পুষ্য রামচন্দ্র,
কহিল দৈবজ্ঞ শাস্ত্র স্মরি॥
হও পুত্র অভিষিক্ত, কি কহিব অতিরিক্ত,
অশান্ত চঞ্চল মম মন
কল্য আমি রঘুবর, করিব কোশলেশ্বর,
যৌবরাজ্যে রাজা রামধন॥
সস্ত্রীক হইয়া ব্রতী, ব্রতাচারে মহামতি,
কুশাসন শয্যাশায়ী রবে।
অপ্রমত্ত সুহৃজ্জন,তোমাকে করে রক্ষণ,
দেখ রাম উদ্বেগী না হবে॥
এই রূপ কর্ম্ম নিত্য, জন্মায় অশেষ বিঘ্ন,
উদ্বিগ্ন আমার সদা মন।
যে পর্য্যন্ত মহারথ, প্রবাসে থাকে ভরত,
তন্মধ্যে এ কর্ম্ম নিরূপণ॥
যদ্যপি সদ্বৃত্তে স্থিত, সদ্ভ্রাতা তব ভরত,
সতত তোমার অনুগত।
ধর্ম্মশীল বীত ক্রোধ,জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধবোধ,
কিন্তু নর হৃদয় পর্ব্বত॥
এই বাক্য বলি তথা,কল্য অভিষেক যথা,
অনুজ্ঞা দিলেন নৃপবর।
যে আজ্ঞা বলিয়া রাম, প্রণমিয়া গুণধাম,
আত্মগৃহে গমনে সত্বর॥

প্রবেশিয়া নিজপুরে,নৃপতি আজ্ঞা নির্ভরে,
অভিষেক নিশ্চিত লক্ষণ।
অন্তঃপুরে যথা মাতা, রঘুবর গিয়া তথা,
করিলেন মঙ্গল জ্ঞাপন॥
দেখিলেন রঘুবর, জননী প্রযত্ন পর,
পট্টবস্ত্র করি পরিধান।
পুত্র স্নেহে দেবাগারে,চলিলেন শুদ্ধাচারে,
দেখিয়া সন্তুষ্ট ভগবান॥
শ্রীরাম কল্যাণার্থিনী,সর্ব্বাগ্রে সুমিত্রা রাণী,
লক্ষ্মণ সহিত সুলক্ষণা।
উপস্থিতা দেবাগারে, অভিষেক সমাচারে,
জানকী যথায় বর্ত্তমানা॥
নয়ন মুদ্রিত করি, কৌশল্যা মানসেশ্বরী,
দেব ধ্যানে মঙ্গল কামনা।
সুমিত্রা লক্ষ্মণ পরে, বৈদেহী তদনন্তরে,
করিলেন সবে আরাধনা॥
রাম শান্ত্যাদি স্বস্তিবচন সুমঙ্গল সুশ্রবণ,
করিয়া সকলে হর্ষ মনে।
প্রাণায়ামে বারম্বার, ধ্যান পরা নৃপদার,
পুরুষ প্রধান জনার্দ্দনে॥
সেই স্থলে রঘুবীর, গমন তৎপর ধীর,
মাতৃ পদে করিয়া প্রণাম।
মিষ্টস্বরে জননীরে, কহিলেন ধীরে ধীরে,
হর্ষ যুক্ত করিলেন রাম॥
জননি অদ্য আমাকে,পালনে সর্ব্ব প্রজাকে,
করিলেন জনক নিযুক্ত।
অভিষেক কর্ম্ম হবে, জনকের আজ্ঞা রবে,
শুনিয়াছি কর্ণে পিতৃ উক্ত॥

আমার নিকটে সীতা, রহিবেন শুভান্বিতা,
রজনী সংযোগে যোগবাসে।
শয়নার্থ কুশাসন, তাহে শয্যা সুশোভন,
অধ্যাপক শ্রুত পিতৃ পাশে॥
অভিষেচনীয় দ্রব্য, যে যে কহিলেন ভব্য,
তুমি তাহা করিবা চিন্তন।
সেই সব দ্রব্য আনি, মঙ্গলে মঙ্গল জানি,
সীতা সহ আমাকে এখন॥
শুনে বাক্য শুভাশ্রিত, চিরদিন আকাঙ্ক্ষিত,
কৌশল্যা শ্রীকমললোচনে।
হর্ষ যুক্তা হয়ে রাণী, কহিলেন মিষ্টবাণী,
চিরজীবী হও সুলক্ষণে॥
তোমার অশেষ শত্রু, বিনাশ পাইবে পুত্র,
কর তুমি সমস্ত পালন।
শ্রীযুক্ত হইয়া থাক, জ্ঞাতিগণে সুখে রাখ,
কর মম মানস লালন॥
সুমিত্রা আনন্দ কর, হও তুমি রঘুবর,
কল্যাণ নক্ষত্রে জন্ম ধর্ম্ম।
যে হেতু তোমার পিতা, দশরথ সর্ব্বজ্ঞাতা,
তব আরাধিত শুভকর্ম্ম॥
কমললোচন হরি, তাঁর প্রতি ভক্তি করি,
সেই সব ফলে ফলবান।
ঈক্ষাকু রাজার লক্ষ্মী, কমলা সুকমলাক্ষী,
তুমি তাঁর হইবে আধান॥
এই কথা মাতৃ উক্ত, মাননীয় যথা সূক্ত,
লক্ষ্মণে কহেন অনন্তরে।
এই বসুন্ধরা শুভা, শুভদা হইতে শুভা,
মম সহ সাধিবে সত্বরে॥
তোমায় আমায় ভাই, একাত্মা প্রভেদ নাই,
এই শ্রী তোমারই উপস্থিতা।
সুমিত্রা নন্দন বর, রাজভোগ বহুতর,
ভোগ কর হয়ে শত্রুজেতা॥
আয়ু রাজ্য প্রাণধন, কামনা করি লক্ষ্মণ,
এই কথা কহিলা লক্ষ্মণে।
মাতৃপদে নত শির, অনুজ্ঞা করিয়া বীর,
সীতাকে গমন স্বভবনে॥
রামায়ণে অযোধ্যায়, নৃপতির অভিপ্রায়,
ভূপতি করিতে রঘুবরে।
নিমন্ত্রণ মন্ত্রিবর্গে, শ্রীরামে দ্বিতীয় সর্গে,
সমাপন শুন সর্ব্ব নরে॥

২ সর্গঃ।

পয়ার।

চিন্তান্বিত নৃপতি শ্রীরামাভিষেচনে।
বশিষ্ঠে আহ্বান করি কহিলা তৎক্ষণে॥
পুরোহিত কর হিত যাও তপোধন।
করাও শ্রীরামচন্দ্রে অদ্য উপোষণ॥
শ্রী যশঃ রাজত্ব লাভ হেতু যোগেশ্বর।
বধূসহ যতব্রত হন রঘুবর॥
তথাস্তু বলিয়া বেদবেত্তা গণ শ্রেষ্ঠ।
রামচন্দ্র বাসে মুনি চলিলা বশিষ্ঠ॥
মন্ত্রপাঠে পারগ মন্ত্রার্থ মন্ত্রজ্ঞানী।
রাম উপবাস হেতু তথা মহামানী॥
ব্রাহ্মরথ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তাহে অধিষ্ঠান।
পাণ্ডর সুন্দর অভ্র রাশি মূর্ত্তিমান॥

রথস্থ হইয়া মুনি প্রবেশ করিলা।
মুনি আগমনে রাম নিশ্চয় জানিলা॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া রাম অতি ত্বরাবান।
মুনিবরে দিলা তূর্ণ পূর্ণ অর্ঘ্য দান॥
মাননীয় সুন্দর বশিষ্ঠ মহামতি।
আসিলেন রথাগ্রে আপনি রঘুপতি॥
নামাইয়া স্যন্দন হইতে হৃষ্ট মনে।
সুঘোষণা করিলেন দেবতায়তনে॥
রাজার আদেশ রাম বন্দিয়া দণ্ডকে।
আকাঙ্ক্ষিত বাক্যে স্থিত অঞ্জলি পূর্ব্বকে।
মুনিবর রঘুবীরে করি নিরীক্ষণ।
জিজ্ঞাসা উচিত মুখ রাজীবলোচন॥
প্রকৃষ্ট আলাপ করি প্রশংসা পূর্ব্বক।
হর্ষভাবে পুরোহিত পূরিত পুলক॥
কহিলেন শুন রাম নীল ইন্দীবর।
প্রসন্ন তোমাতে অতি অযোধ্যাধীশ্বর॥
যৌবরাজ্য পাইবে আপনি ঘনশ্যাম।
সীতা সহ উপবাসে থাক গুণধাম॥
করিবেন অভিষিক্ত কল্য নরবর।
প্রভাতে অযোধ্যা রাজ্যে হইবে ঈশ্বর॥
পিতা তব দশরথ সুপ্রীত বদান্য।
হবে তুমি যযাতি নহুষ তুল্য মান্য॥
এই কথা কহিয়া বশিষ্ঠ মুনিবর।
সসীত শ্রীরামে মন্ত্রে উপবাস পর॥
গুরুদ্দেশে অযুত গো করিলেন দান।
গ্রহণ করিলা গুরু ভক্তি পূজ্যমান॥
অনুজ্ঞা করিয়া রামে যান রাজপুরে।
সুহৃদ্বন্ধু সহ রাম রহিলেন দূরে॥
সভায় বিশিষ্ট দ্বিজ সুহৃদ্বন্ধু জন।
তাঁহাদের প্রতি ভার করি সমর্পণ॥
মত্ত মধুকর করে পরিত্যাগ।
প্রফুল্ল পঙ্কজ পূর্ণ সরে অনুরাগ॥
সেই রূপ কৈলাস প্রতিম রামপুরী।
চলিলেন মুনিবর পরিত্যাগ করি॥
দেখিতে দেখিতে মুনি পথ মনোহর।
সর্ব্ব স্থানে সংযুক্ত শোভন সর্ব্ব নর॥
বন্দি বৃন্দ অযোধ্যায় রাজমার্গে স্থিত
করে অতি কলরব কৌতূহলান্বিত॥
লোক বৃন্দ বর্দ্ধিত অপূর্ব্ব শোভাকর
মহোর্ম্মি নিস্বন যুক্ত যেমন সাগর॥
নৃত্য করে হর্ষ ভাব উঠে উর্ম্মিচয়।
সাগরের উপমা নৃপতি পথে হয়॥
পরিষিক্ত শুদ্ধ রাজপথ দীপ্তিমান।
নারী নরে শোভা করে মালিনী সমান॥
স্থানে স্থানে শোভা পায় মহা উচ্চ ধ্বজ।
স্ত্রী যুবা বালক বৃদ্ধ নাগ অশ্ব গজ॥
সর্ব্ব জন মনে করে রামাভিষেচন।
কত ক্ষণে সমুদিত হইবে তপন॥
প্রজাগণ সাভরণ আনন্দ বর্দ্ধন।
আকাঙ্ক্ষিত সর্ব্ব জনে আদিত্য কিরণ॥
সকলে উৎসাহ যুক্ত অযোধ্যা দর্শনে।
মহোৎসব দেখিবারে অতি ব্যগ্র মনে॥
এই রূপ জনাকীর্ণ রাজপথ দেখি।
পুরোহিত বশিষ্ঠ মানসে মহাসুখী॥
নরকুল চক্রব্যূহ হইয়া উদ্ধার।
রাজপুরে প্রবেশ করিলা পুনর্ব্বার

অতি উচ্চ প্রাসাদ সিতাভ্রশীর্ষ প্রায়।
আরোহণ করি মুনি চলিলা তথায়॥
উপনীত মুনীন্দ্র নরেন্দ্র সহবাস।
শক্র সহ যে প্রকার গীষ্পতি প্রকাশ॥
বশিষ্ঠ আগত দেখি সুখী নৃপবর।
গাত্রোত্থান করিলেন হইয়া সত্বর॥
জিজ্ঞাসায় মুনিবর কহিলেন তথা।
হইল নৃপতি সহ সামাজিক কথা॥
পুরোহিতে বলিলেন সভাস্থ সকলে।
সর্ব্ব নরে পরিহরি মুনীন্দ্র কৌশলে॥
গুরু আজ্ঞাক্রমে নৃপ ত্যজি সভা স্থল।
গিরিগুহা মধ্যে সিংহ প্রবেশে যেমন।
সেই রূপ স্বগৃহে নৃপতি প্রবেশন।
অতি উচ্চ অগ্রভাগ প্রমদা শোভন॥
মহেন্দ্র ভবন তুল্য নৃপতি ভবন।
নরেন্দ্র গমনে শোভা করিল ধারণ॥
তারা মধ্যে শশী যথা অতি শোভাকর
সেই রূপ নারীগণ মধ্যে নরেশ্বর॥
রামায়ণে অযোধ্যায় তৃতীয়াখ্য সর্গ।
রামাভিষেক উদ্যোগ শুন সাধুবর্গ॥

৩ সর্গঃ।

লঘু ত্রিপদী।

বশিষ্ঠ গমনে, নরেন্দ্র ভবনে,
সংযত সুস্নাত রাম।
পত্নী সহকারে, যান নিজাগারে,
শ্রীসহ যেমন শ্যাম॥
ঘৃতপাত্র শিরে, যান ধীরে ধীরে,
যথা বিধি তথা করি।
দেবতা উদ্দেশে, রাম আজ্যরসে,
অনলে তোষিলা হরি॥
শেষ ঘৃত হোমে, রক্ষা অনুক্রমে,
সেই ঘৃত করি পান।
নিজ হিত কর, ভাবি রঘুবর,
পরে নারায়ণ ধ্যান॥
দীর্ঘ দর্ভাসনে, রাম সীতা সনে,
নিয়ত মানস ভরে।
করিয়া শয়ন, নরেন্দ্র নন্দন,
রহিলেন বিষ্ণু ঘরে॥
রাত্রি এক যাম, অবশিষ্ট রাম,
জাগিয়া জানকী সহ।
অলঙ্কার যুক্ত, যথা উপযুক্ত,
করিলা সকল গৃহ॥
পরে শুভ বাণী, শ্রবণ কাহিনী,
সূত বন্দিগণ স্থানে।
প্রভাত উদ্যোগে, রবি শুভযোগে,
পূর্ব্ব সন্ধ্যা উপাসনে॥
মন্ত্র জপ করি, তুষ্ট করি হরি,
প্রণতি শ্রীমধুসূদনে।
বিশিষ্ট বসন, করিয়া ধারণ,
পরাইলা দ্বিজগণে॥
পুণ্যাহ ঘোষণ, গভীর নিস্বন,
তূর্য্য ঘোষ বিমিশ্রিত।
অযোধ্যা নগর, পরিপূর্ণ স্বর,
বেদধ্বনি সমন্বিত॥

পাত্র মন্ত্রবর্গ, উপাধ্যায় পর,
প্রেয়সী সহিত তথা।
অযোধ্যা পুরস্থ, সর্ব্ব জন মুগ্ধ,
মজল নিমগ্ন যথা॥
পুরবাসী যত, হয়ে পরিশ্রান্ত,
রামাভিষেচন হেতু।
রজনী প্রভাতে, নরেন্দ্র সভাতে,
শোভা করিলেন সব॥
আপন আপন, সমস্ত ভবন,
যার প্রতি যাহা ভার।
নরেন্দ্র ভবনে, দেবতায়তনে,
সযতনে পরিষ্কার॥
চতুষ্পথে পথে, চিত্র করে রথে,
সব অট্টালিকোপরে।
পানীয় ভবনে, সুসমৃদ্ধ স্থানে,
বণিক বাণিজ্যাগারে॥
কুটুম্ব ভবনে, পূর্ণ মহাজনে,
অতি সুশোভন তথা।
সমস্ত সভায়, বৃক্ষে পতাকায়,
পরিপূর্ণ হয় যথা॥
সমুদায় স্থানে, শোভা হেতু জনে,
চিত্র পতাকা প্রদান।
বহু উচ্চ ধ্বজ, শোভাকর ধ্বজ,
সুরেশ্বর [illegible]
অতি উচ্চতর, বহু শোভাকর,
পরোক্ষে চপলা প্রায়।
নানাচিত্র পটে, বস্ত্রাদি প্রকটে,
পুরী অতি শোভা পায়॥

অসংখ্য নর্ত্তক, সুনট গায়ক,
সুস্বরে করিছে গান।
কর্ণসুখে অতি, স্থির জন যতি,
শ্রবণে সুতান মান॥
কহে বহু জন, তথায় শ্রবণ,
কোন স্থানে সুসমাজ।
সুবন্ধ গাথা, কোথাও সংকথা,
মঙ্গল শঙ্খ বিরাজ॥
রামাভিষেচনে, কহে পুর জনে,
অঙ্গনে গৃহ চত্বরে।
বালা বহুতর, সবে ক্রীড়া পর,
গুপ্তদ্বারে মনোহরে॥
শ্রীরামে অভীষ্ট, মন তুষ্ট হৃষ্ট,
পরস্পর কহে কথা।
পুষ্প উপহার, করিয়া সঞ্চার,
ধূপ গন্ধ বাস তথা॥
সুপথ শ্রীমান, অতি দীপ্তিমান,
পুরবাসি কৃতকারী।
অতি শোভাকর, যথা মনোহর
পুষ্পপুঞ্জে [illegible]॥
সুবর্ণ স্তম্ভ, দীপক সম্পূর্ণ,
দীপ বৃক্ষাকৃতি করে।
অতি রম্য দ্বারে, পুর অলঙ্কারে,
পুরবাসী সমাদরে॥
আকাঙ্ক্ষা মানসে, প্রেমানন্দে ভাসে,
[illegible] অভিষিক্ত।
সর্ব্ব নর নারী, হইয়া [illegible]
মানসে সুধা[illegible]

চত্বরে নগরে, সভা মধ্যে করে,
পরস্পরে প্রজাগণ।
রাঘবে প্রশংসে, ধন্য রঘুবংশে,
দশরথ মহাজন॥
নৃপ মহাশয়, সাধারণ নয়,
রঘু কুল কুলধর।
আত্ম সম কৃতী, জানিয়া সুকৃতি,
বংশধরে নৃপবর॥
সকলে নিশ্চিত, দেবানুগৃহীত,
আমরা এ করি জ্ঞান।
যেহেতু এ রাজ্যে, শ্রীরাম ঐদার্য্যে,
পালিবেন পুণ্যবান্॥
রাম মহীপতি, হইয়া সম্প্রতি,
রক্ষা করিবেন কুল।
নিত্য চক্ষে রক্ষে, পুত্র পুত্রাধিকে,
আশঙ্কা কি আছে মূল॥
সদা অনুগত, বিদ্বান্ পণ্ডিত,
রাম ধর্ম্ম কলেবর।
স্বধর্ম্ম বৎসল, সমান সকল,
ভ্রাতৃসম স্নেহকর॥
অতি সুশীতল, যেমন সজল,
রাম সহোদর গণ।
আজ্ঞা যথাকারে, সেই অনুসারে,
স্নেহকারী মহাজন॥
দশরথ ভূপ, অমর স্বরূপ,
রহিয়া থাকেন দেশে
যাঁহার প্রসাদে, রাজ্য অবিবাদে,
প্রজারা পাইলা শেষে॥

আমরা দেখিব, কর্ম্ম এই সব,
পুরবাসি জন কয়।
কর্ণে পরস্পর, নানা দিগন্তর,
সকলে বিদিত হয়॥
শুনিয়া বৃত্তান্ত, দেখিতে একান্ত,
আসে জন পদ জন।
অনন্ত বিদেশী, অযোধ্যা প্রবেশি
দেখিতে রামাভিষেচন॥
বহু জনতায়, কলরব তায়,
জলযোগে জলনিধি;
অযোধ্যা নগর, পর্ব্ব শশধর,
উদয়ে যথা উর্ম্মি॥
জল সম কল, ধনি সুকোমল,
জলে জলচর সম।
সাগর প্রতিম, অতি মনোরম,
রঞ্জিম সজ্জন রঙ্গ॥
কাণ্ড অযোধ্যায়, কাব্য অধ্যায়,
পুর শোভা সুবিধান।
অমৃত শ্রবণ, করহ শ্রবণ,
শেষ সর্গ সমাধান॥
৬ সর্গঃ।

পয়ার।

অনন্তরে কৈকেয়ীর খল বুদ্ধি দাসী।
পুর পরিচারিকা হিতার্থ অভিলাষী॥
সন্তোষা আরূঢ়া অট্টালিকোপরি যেই
সেইকালে দেখিল রঞ্জিম রঙ্গ এই॥

শ্রীমান শ্রীরামপুর শ্রীমতী নগরী।
পরিষিক্ত সমুদায় সমুজ্জ্বল করি॥
বিচিত্র উড্ডীয়মানা পতাকা বেষ্টিতা।
রঞ্জিত ধবল ধ্বজে অতি সুশোভিতা॥
বৃহদ্রথ পথধার সুষাত সকল।
স্বজন সংযুক্ত মাল্য মোদক অচল॥
সুন্দর কুসুম হার মিষ্ট দ্রব্য করে।
দ্বিজগণে অলঙ্কৃতা পুরী মনোহরে॥
হৃষ্ট পুষ্ট নরাকীর্ণ অযোধ্যা নগর।
হস্তি অশ্ব বৃষগণে অতি শোভাকর॥
অতি উচ্চ ধ্বজবতী অযোধ্যাপুরী।
ভূষণে ভূষিত নর সুভূষিতা নারী॥
নিকটস্থা বয়স্যা নিকটে আসি কয়।
কহ ধাত্রী কি হেতু পরমানন্দোদয়॥
কি নিমিত্ত হৃষ্ট চিত্ত পুর নরগণ।
কি করিতে উদ্যত নৃপতি মহাজন॥
পুরজন প্রিয় এত কি কর্ম্ম আচারে।
অত্যুত্তম হর্ষে হৃষ্ট অগ্র সর্ব্ব নরে॥
বিশেষতঃ অবিরত শ্রীরাম জননী।
ধনোৎসর্গে রতা কেন কোশল নন্দিনী॥
কুব্জার বচনে ধাত্রী হর্ষযুতা হয়।
শ্রীরাম অভিষেচন সুবৃত্তান্ত কয়॥
কহিছে সুপুষ্য যোগে কল্য গো নন্দিনী।
যৌবরাজ্যে জ্যেষ্ঠ সুতে রঘু বংশ মণি॥
করিবেন গুণাকর রামে অভিষেক।
এই হর্ষ সকলের জানিবে প্রত্যেক॥
হৃষ্টচিত্ত প্রীত তাহে সর্ব্ব প্রজা জন।
মম অভিরাম রাজ্যে রাজ্যাভিষেচন॥

অতএব অলঙ্কৃতা পুর জনে পুরী।
হর্ষযুক্তা রাম মাতা কৌশল্যা সুন্দরী॥
শুনিয়া ধাত্রীর মুখে অপ্রিয় বচন।
মনোমধ্যে ঈর্ষা তার জন্মিল তখন॥
সেই অট্টালিকা মহাশিখর হইতে।
অবতীর্ণা হয়ে কুব্জা চলিল ত্বরিতে॥
আরক্ত নয়ন কোপে উত্তাপে তাপিতা।
ছিল পূর্ব্বে রাম বাক্যে অত্যন্ত নিন্দিতা॥
সেই সব স্মরণে স্মরণ পরিজ্ঞান।
কোন অপরাধে রাম পূর্ব্বে ভগবান্॥
বামপদে ক্ষেপণ করিলা রঘুমণি।
বৈরিভাবে ভাবে কুব্জা পাইয়া অবনী॥
কোপে দগ্ধা মন্থরা পাপিষ্ঠা পাপমতি।
তথা যায় যথা রাম বিমাতা বসতি॥
কৈকেয়ী সমীপে কহে পূর্ব্বোক্ত বচন।
উঠ মূঢ়ে [illegible] কি কর এখন॥
ঘোরতর ভয় তব সমীপে আগত।
হইবে অপমানিতা [illegible]॥
বিফল সৌভাগ্য তব মিথ্যা অভিমান।
অত্যন্ত দুর্ভাগ্য তাপে দগ্ধ হবে প্রাণ॥
শৈল নদী স্রোতঃ তুল্য দেখিতেছি প্রায়।
অস্থির সৌভাগ্য তব নহে স্থিরতায়॥
হৃদয় ভেদন বাক্য পরুষ সমান।
দাসী মুখে শ্রবণে কৈকেয়ী দহে প্রাণ॥
কুবুদ্ধি পাপিনী কুব্জা করিয়া উদ্দেশ।
বচন কহিতে বুদ্ধি করান প্রবেশ॥
মন্থরে ক্রতগা কেন অতি কোপান্বিতা।
কি অশুভ দর্শন শুনিব শীঘ্রগতি॥

বিষণ্ণ বদনা তোরে দেখিয়া সুন্দরি ।
অতি দুঃখিনীর প্রায় অনুমান করি ॥
মন্থরা নামিনী বাক্য তৎপরা বিরাগে ।
কৈকেয়ী এ বচন শ্রবণে কহে রাগে ।
[illegible] বিষাদ দর্শায় বারম্বার ।
কৈকেয়ী শ্রীরামে স্নেহ বাসনা তাহার ।
অমঙ্গল সকল কি দেখ দেখি আর ।
করিলেন সম্প্রতি নৃপতি অবিচার ॥
দশরথ মনোরথ রামরাজ্য প্রাপ্তি ।
অপার সাগরে তব এ সুখ সমাপ্তি ॥
উদ্বস্থা হইয়া এই অনলে সম্প্রতি ।
আসিলাম তোমার সন্নিধি শীঘ্রগতি ॥
তোমার দুঃখেতে দুঃখ আমার অপার ।
তোমার বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি নিশ্চয় আমার ॥
অতিমাত্র প্রবাদ কারুনা হিত নয় ।
শত্রু তব দশরথ জানিবে নিশ্চয় ॥
রাখিয়াছ আপনি ক্রোড়েতে কালসর্প ।
সেই [illegible] ভোগের গেল দর্প ॥
সর্প কিম্বা শত্রু যদি করে নিরীক্ষণ ।
অপকার তাহার সে করিবে তৎক্ষণ ॥
সেই রূপ সপুত্রে হইলে তুমি তথা ।
রাজা দশরথ কার্য্যে ভাগ্য হীনা যথা ॥
মিথ্যাবাদী পাপাচার নৃপতি হইতে ।
রাজ্যের সম্বন্ধ হত স্বপুত্র সহিতে ॥
তুমি অতি মূঢ়া সতী শিশু বুদ্ধি তব ।
জন্ম [illegible] রাজমহিষী কি কব ॥
রাজার [illegible] নাহি জান গতি ।
না বুঝ কি হেতু বিধি প্রবঞ্চনা অতি ॥

ধর্ম্মবাদী মিষ্টভাষী [illegible]তি ।
অন্তরে কি আছে তাঁর জান না প্রকৃতি ॥
অতএব [illegible]লে সর্ব্ব স্বার্থে ।
উপকার [illegible] অনর্থে ॥
কৌশল[illegible] অর্থে করি[illegible]যোজনা ।
হইয়া তোমা[illegible] তোমাকে বঞ্চনা ॥
বন্ধুকুলে ভরতে করিয়া প্রস্থাপন ।
নিষ্কণ্টকে শ্রীরামে দিবেন রাজ্যধন ॥
প্রাপ্তকাল এই কালে কর্ত্তব্য যা হয় ।
কর দেখি সদুপায় ভাগ্য যাতে রয় ॥
পুত্র সহ আপনাকে রাখ এ সময়ে ।
আমার বক্তব্য যাহা কহিনু বিনয়ে ॥
সেই কর্ম্ম কর যাহা বলি অনুরূপ ।
রামে যাতে অভিষিক্ত না করেন ভূপ ॥
সপত্নী তোমার সে কৌশল্যা সুমধ্যমা ।
দিবে না অন্ত তাহাকে হইতে সমমা ॥
মন্থরার বচন শুনিয়া রাণী সতী ।
আনন্দে হইলা পূর্ণা পরিতুষ্টা অতি ॥
শরীর হইতে মুক্ত করি আভরণ ।
কুব্জাকে পারিতোষিক দিলেন তৎক্ষণ ॥
প্রীতি ধন প্রদান করিয়া প্রহর্ষিতা ।
কৈকেয়ী মন্থরা প্রতি কহিলা সুপ্রীতা ॥
মন্থরে যে হেতু তুমি সম্প্রতি আমার ।
বাঞ্ছিত আখ্যান আসি করিলে প্রচার ॥
ইহার নিমিত্ত প্রীতি জনক ভূষণ ।
করিলাম প্রীতিযুক্তা হইয়া অর্পণ ॥
রামে কি ভরতে আমি না জানি বিশেষ ।
সেই হেতু প্রিয় রাম জানিবে অশেষ ।

সেই রামে রাজ্যে রাজা অভিষিক্ত পর।
কি আছে অধিক আর মম প্রিয় কর॥
জ্যেষ্ঠ সুত গুণান্বিত শ্রীরাম উদার।
বিক্রমে কেশরী রাজা হইবে তাহার॥
রামায়ণে অযোধ্যায় অযোধ্যা আখ্যান।
মন্থরা বেদনে পঞ্চ সর্গ সমাধান॥

৫ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

শুনিয়া কৈকেয়ী উক্ত, ভূষণ করিয়া মুক্ত,
অসূয়ায় কহিছে বচন।
মন্থরা কুৎসিতা দাসী, বারম্বার অভিলাষী,
রামরাজ্য খণ্ডন মনন॥
ভয়স্থলে হে অবলে, পুলক কেন সরলে'
অপণ্ডিতা তুমি অতিশয়।
শোক পারাবারে ডুব,গেল না অজ্ঞান তব,
কি কহিব না বুঝ বিষয়॥
দংশন করুক সর্পে, হতা হও তুমি দর্পে,
অতি মূঢ়া পণ্ডিত মানিনী।
দুর্ভাগা বুদ্ধি বিহীনা, না হয় মানসে ঘৃণা,
বিপরীত অর্থানুভাবিনী॥
হইবে যাতনা লাভ, তথাচ সহর্ষ ভাব,
এ হর্ষ না কর মনে কভু।
শোকের বিষয় কর্ম্মে,হৃষ্টচিত্তা অজ্ঞ ধর্ম্মে,
কষ্ট পাবে বলিলেন প্রভু॥
অতএব শুন সতি, হইল কেন দুর্ম্মতি,
এ মত্তির প্রতি করি শোক।
যে মতি তোমার প্রতি,হর্ষ বৃদ্ধি কয়ে অতি,
সে দুর্ম্মতি কি জাতি কি লোক॥

এই হয় অনুভব, এ বুদ্ধি কাহারো [illegible]
পূর্ব্বে ছিল সঙ্গোপনে অতি।
মৃত্যু রূপে অযোধ্যায়, প্রবেশ করিল হায়,
তব মৃত্যু হেতু দূতা সতী॥
শ্রীরামেতে সুনিশ্চয়, ভরতের মহা ভয়,
ইহা চিন্তা করি সদা আমি।
অত্যন্ত ভয়েতে ভীতা, বিষণ্ণা মালিন্য গতা,
আসিয়াছি এ জন্য আগামি॥
সুভগা কৌশল্যা রাণী, তার ভাগ্য করি মানি,
যার পুত্র হবে অভিষিক্ত।
যৌবরাজ্যে অধিরাজ,পুষ্যযোগে যুবরাজ,
কৃত সুমঙ্গল অতিরিক্ত॥
যায় তব সুখ ভোগ,বুঝ না কি জানি রোগ,
নিজ পুত্র না হইল রাজা।
কৌশল্যার মহাঋদ্ধি, সন্তান বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি,
যার বংশ রঘুবংশ ধ্বজা॥
তুমি হবে তার দাসী,রহিবে শুনিতে [illegible]
সেই জন্য ভাবি তব স্থানে।
তুমি অতি বুদ্ধি হীনা,হইবে অত্যন্ত দীনা,
অপ্রবীণা খর্ব্ব হবে মানে॥
শ্রীমতী হইবে অতি, রামপত্নী সীতা সতী,
মহা ঋদ্ধিমতী মান্যা পরে।
তব বধূ নারীমণি, শ্রী হীনা অতি দুঃখিনী,
অমান্যা অধন্যা রবে ঘরে॥
তুমি ভাব এই মনে, আমি অপ্রিয় বচনে,
তব স্থানে থাকি দোষে খাড়া।
ভাল বাসি তব মন্দ, করাই অন্যায় দ্বন্দ্ব,
আমার কি আছে আর বাড়া॥

তুমি সাধ্বী রামা মনে, প্রীতি যুক্তা রামগুণে,
প্রশংসা সর্ব্বদা কর তার।
মন্থরার এই বাণী, নিতান্ত কঠিনা জানি,
রাজরাণী কহিছেন সার॥
দাসী বাক্য পরিহর, রামের প্রশংসা কর,
সুপ্রশংসা করিছেন রাণী।
ধর্ম্মাত্মা আমার রাম, অশেষ সদ্গুণধাম,
সত্যবান শুচি ধর্ম্মজ্ঞানী॥
শ্রীরাম কুলের শ্রেষ্ঠ, সকল সুতের জ্যেষ্ঠ,
যৌবরাজ্যে তারি অধিকার।
সেই যোগ্য ভ্রাতৃগণে, চিরজীবী নিজগুণে,
পিতৃসম রক্ষক সবার॥
সেই সর্ব্ব মাতৃগণে, সমান পালনে গুণে,
করিবেক সুপ্রিয় বর্দ্ধন।
বিশেষে কৌশল্যা ত্যাগি, রাম মম অনুরাগী,
অগ্রে করে আমাকে পূজন॥
রাম রাজীবলোচন, সকলে সম দর্শন,
রামের অশুভ মাত্র নাই।
মহাত্মা রামের দ্বেষ, নাহি করে কোন দেশ,
তাহে দ্বেষ কদাপি না চাই॥
না কর না কর তাপ, কর দাসী শুভালাপ,
শ্রীরামাভিষেকে হৃষ্ট মত।
বর্ষ শতান্তরে পরে, রাম রাজ্য ভোগান্তরে,
অধিকারী হইবে ভরত।
পর২ প্রাপ্ত রাজ্য, প্রাপ্তিতে হবে সৌকার্য্য,
বয়স আহার্য্য কর তার।
ভরতের অভ্যুদয়ে, আনন্দ হবে হৃদয়ে,
সমানন্দে আনন্দ তোমার॥

কিন্তু হে তুমি কল্যাণী, পরিত্যাগে অকল্যাণী,
হইবে নিমিত্ত তার কেবা।
শুনিয়া কৈকেয়ী বাণী, মন্থরা পরিতাপিনী,
দুঃখিনী যেমত মৃত জীবা॥
ত্যজে দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস, কৈকেয়ীর প্রতি ভাষ,
পুনর্ব্বার ভাবে অভিপ্রায়।
তুমি অনর্থ দর্শিনী, অজ্ঞানা অভিমানিনী,
আত্ম তত্ত্ব বোধে নাহি মত্ত॥
অগাধ দুঃখ পাতালে, অবন্ধু অকূল জলে,
দেখ হবে তোমার মজ্জন।
যদি রাম মহাতেজা, অযোধ্যায় হয় রাজা,
নাহি হেরি আর উদ্ধারণ॥
শ্রীরামে রাজ্য বিস্তার, হবে তব স্বত্ব নাশ,
তার পুত্র পৌত্র ক্রমে রাজা।
ভরত তোমার সুত, হবে রাজবংশচ্যুত,
বুঝিলে না হইয়া নৃপজা॥
রাজার যত সন্তান, সকলে কি রাজ্য পান,
পরিবক্তা নহ কি ভামিনি।
অনেক সন্তান হলে, রাজকুলে সেই স্থলে,
একে রাজ্য জানিবে মানিনি॥
সকলে রাজ্য স্থাপন, করিলে নৃপতিগণ,
অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটে তায়।
অতএব জ্যেষ্ঠসুতে, রাজ্য দিতে চিত্তপূতে,
রাজ্য তন্ত্র অগ্রজেতে পায়॥
জ্যেষ্ঠ অতি গুণ শ্রেষ্ঠ, অপর পুনশ্চ জ্যেষ্ঠ,
রাজ্যভার দেয় এক জনে।
সেই জ্যেষ্ঠ রাজ্যভাগী, বৃকরাজ্য পরিত্যাগী,
রাজ্য দেয় আপন নন্দনে॥

কোনঅংশে সহোদরে,কিম্বা বৈমাত্রেয়বরে,
নাহি করে সে রাজ্য প্রদান।
এইহেতু কি দুর্ভাগ্য,ভরত না হবে যোগ্য,
পূজা না পাইবে অতিমান॥
সর্ব্বদা অনাথ প্রায়, সুখ হীন হবে তায়,
রাজবংশ হইতে সুদূর
বহু বিধ আছে মত, নিজ নিজ অর্থ যুত,
বিবাদী সর্ব্বদা দেবাসুর॥
করিয়া অর্থ উদ্দেশ, ভাই ভাই দেখাদ্বেষ,
সৌভ্রাত্র হইতে বহিষ্কৃত।
এক গর্ব্ভে জাত যত, এক দ্রব্যে ইচ্ছান্বিত,
পরস্পর হিংসা ধর্ম্মাশ্রিত॥
সৌভ্রাত্র কুত্রাপি নাই,বিবাদী অনেক ঠাঁই,
তোমার এ কেমন বিচার।
ওজন্য জাপিতাআমি,আমাকেনাজানতুমি,
সপত্নীর বুদ্ধির বিকার॥
না করিয়া প্রণিধান, করিবে অদেয় দান,
যেন ইচ্ছা কেন কর ধনী।
কৌশল্যানন্দন বর, হইবে এ রাজ্যেশ্বর,
অকণ্টক হবে রঘুমণি॥
ভরতের দেশান্তর,কিম্বা প্রাপ্তি দেহান্তর,
করাইবে জানিবে নিশ্চয়।
বালক কাল হইতে, মাতুল ভবনাশ্রিতে,
তথা রবে ভরত নিলয়॥
নিরত সম্বন্ধ যার, অনুরাগ বৃদ্ধি তার,
তুমি দেবি কর বিবেচনা।
লক্ষ্মণ রামবাশ্রিত, রাম তার অনুগত,
পরস্পর ভক্ত দুই জনা॥

অশ্বিনীকুমার সম, সৌভ্রাত্রে অতি উত্তম
সর্ব্বলোক বিখ্যাত বিশেষ।
অতএব রঘুবীর, লক্ষ্মণ বিষয়ে স্থির
কদাচ না করিবেন দ্বেষ॥
শ্রীরাম ভরতে সতি, হিংসা দ্বেষ হবে অতি
ইহাতে সংশয় কিছু নাই
ভরতে করি ত্বরায়, আনাইতে অযোধ্যায়
সুযুক্তি তোমাকে বলি তাই॥
অথবা তব নন্দন, প্রবেশ করুক বন
শীঘ্রগতি হইবে মঙ্গল।
জ্ঞাতি পক্ষ শ্রীরামের, দেখি বৃদ্ধি বিষয়ের
অনুগামী রহিবে সকল॥
যদি ধনী তব সুত, হয় পিতৃ রাজ্যচ্যুত
পিতৃ ধর্ম্ম করিয়া আশ্রয়।
সুখের উচিত সুত, সদা বন্ধু গণ পূত,
শ্রীরামের বিপক্ষ নিশ্চয়॥
শক্তি হীন বুদ্ধি ক্ষীণ, অর্থ হীন অতি দীন,
কিসে হবে জীবন ধারণ।
রাম অতি গুণান্বিত, সর্ব্বলোক অনুগত,
বিশেষতঃ জানিবে কারণ॥
ভরত মাতঙ্গ সম, মৃগেন্দ্র শ্রীরঘূত্তম,
রাম অতিশয় বলবান।
উপায়ের এই কাল, আগত অজ্ঞান জাল,
ত্বরা করি কর পরিত্রাণ॥
দর্প হেতু প্রতিদিন, রাম মাতা সুখে হীন,
তোমার সৌভাগ্য তিরস্কৃতা।
সর্ব্বদা সপত্নী ভাব, পুত্রে হলে রাজ্যলাভ,
কি হেতু না করিবে কৈকিতা॥

অভ যদি রঘুপতি, হইলেন মহীপতি,
সমূলে তোমার পরাভব।
এই হেতু পূর্ব্বে তার, উপায় চিন্তিবে সার,
মম মনে হয় অনুভব॥
যে উপায়ে তবাত্ময়, রাজ্য অর্থ প্রাপ্ত হয়,
শ্রীরামের ঘটে বনবাস।
মন্থরার সমাখ্যানে, ঋষি প্রোক্ত রামায়ণে,
ষষ্ঠ সর্গ হইল প্রকাশ॥

৬ সর্গঃ।

পয়ার।

মন্থরার বচনে কৈকেয়ী রাজরাণী।
নিশ্বাস ত্যজিয়া পরে কহিছেন বাণী॥
সত্য কথা কহিতেছ কুব্জা গুণবতী।
সদা জানি তব ভক্তি আমাপ্রতি অতি॥
না দেখি উপায় সখি কি আছে এমন।
পিতৃ রাজ্য প্রাপ্ত হয় আমার নন্দন॥
কি আছে প্রবল বল হে মন্থরে বল।
অনুরক্ত পিতৃ ভক্ত শ্রীরাম প্রবল॥
রামে অনুগত রাজা রাম গুণবান।
প্রাণাধিক প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ সুসন্তান॥
সে সুত স্বধর্ম্ম পূত করি পরিত্যাগ।
ভরতের অভিষেকে হবে অনুরাগ॥
ইহাতে কি অনুকূল সমূল কারণ।
অকারণে রামে রাজা পাঠাইবে বন॥
কৈকেয়ীর এই বাণী করিয়া শ্রবণ।
মন্থরা মধুরভাবে কহিছে তখন॥
দৃঢ় বাক্য কহে কুব্জা করিয়া নিশ্চয়।
কুৎসিত কর্ম্ম বিষয়ে কুমন্ত্রী আশ্রয়॥
যদি মতি অনুমতি আমাপ্রতি কর।
এখনি অনর্থ স্বার্থ বাক্য যদি ধর॥
ভরতে রাজ্যাভিষিক্ত করেন ভূপতি।
শ্রীরামে পাঠান বনে অতি শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া সময়োচিত মন্থরার কথা।
হৃষ্টমনে স্বস্তি বলি রাজরাণী তথা॥
শয়ন হইতে রাজ্ঞী উঠিয়া তখন।
মন্থরার প্রতি সতী কহিলা বচন॥
কহ কহ মন্থরে অত্যন্ত মতিমতি।
কি উপায়ে ভরত হইবে রাজ্যপতি॥
শ্রীরাম বিরাম রাজ্যে কাননে প্রবেশ।
কহ শীঘ্র সংশয় [illegible] উপদেশ॥
কৈকেয়ী বদনে বাণী শুনিয়া পাপিনী।
রাম দুঃখ হেতু ভূতা কহে মন্দ বাণী॥
পরি হয় পরিতাপ নরেন্দ্র নন্দিনী।
তব প্রিয় পরিচয় সুধাবহ বাণী॥
শ্রবণ কর সুন্দরি উপায়ের সার।
যে উপায়ে রাজ্য পাবে ভরত কুমার॥
পূর্ব্বে এই প্রিয় কথা আছি পরিশ্রুত।
দেবাসুর সংগ্রাম হইলে মহাদ্ভুত॥
অনন্ত সময়ে শচীপতি সুরবর।
যুদ্ধ হেতু তব নাথে প্রার্থনা তৎপর॥
সময়েতে নিমন্ত্রিত নৃপ দশরথ।
অযোধ্যা হইতে রথে যান স্বর্গ পথ॥
দক্ষিণে দণ্ডকাপ্রতি করিলা গমন।
বৈজয়ন্ত নামে পুর পরম শোভন॥

দিতিসুত শম্বর মায়িক মহাবীর।
শক্র সহ সংগ্রাম সে করিল গভীর ॥
দেবসজ্ঞ সহ শক্র তাহে পরাজিত।
সেই ঘোর সমরে হইলা মহা ভীত ॥
মহারাজ রাঘব লাঘব করি তারে।
জিতশক্র নামে খ্যাত হইলা সংসারে ॥
অযোধ্যায় উপনীত কোশলাধিপতি।
সমরে তাঁহার অঙ্গ ক্ষত হয় অতি ॥
অঙ্গুলির পীড়ায় পীড়িত অতিশয়।
সেইব্রণ নিবারণ তব কার্য্যে হয় ॥
স্বাস্থ্যলাভে পরিতুষ্ট পরে নরেশ্বর।
তৎকালে তোমাকে দেবি দেন দুই বর ॥
তোমার কি ইচ্ছা যায় কহ কহ সতি।
সেই বর দিব এই কহিলা নৃপতি ॥
লইব বলিয়া বর না লইলে তুমি।
অদ্যাপিও মনে তাহা রাখিয়াছি আমি ॥
করাইয়া ভূপতিকে স্মরণ কথন।
বর চাহ মহীনাথে কৈকেয়ি এখন ॥
ভরতের অভিষেক শ্রীরামের বন।
যাবৎ আচতুর্দ্দশ বর্ষ সমাপন ॥
কোপ করি নৃপবরে ক্রোধাগারে যাও।
পরিহরি শয্যা যদি সুমন্ত্রণা চাও ॥
মলিনা হইয়া রাণী ধরণী শয়নে।
করিবে না নিরীক্ষণ রাজাকে নয়নে ॥
না কহিবে কোন কথা নাথে রাজরাণি।
অনাথার প্রায় দুঃখ হৃদয়েতে মানি।
সেই স্থলে শয়নে নয়নে দেখি ভূপ।
হইবেন দুঃখিত না ভাবিয়া বিরূপ ॥

শীঘ্রগতি সাধিবেন রাজা সমুচিত।
করিবেন জিজ্ঞাসা মানস প্রীত ॥
ইহাতে সংশয় নাই শুন গুণবতি।
তোমার নিমিত্ত অতি ব্যাকুল ভূপতি ॥
যদিও এ রাজলক্ষ্মী হয় পরিত্যাগ।
তথাপি তোমার প্রতি অতি অনুরাগ ॥
মণি মুক্তা স্বর্ণ রত্ন যত রাশি রাশি।
ভূপতি বিবিধ ধন দানে অভিলাষী ॥
তাহে তুমি কদাচ না করিবে মানস।
কদাপিও কোন ধনে না হইবে বশ ॥
যদ্যপি করেন সেই বর অঙ্গীকার।
করিবেন সত্য ধর্ম্ম দেখিয়া স্বীকার ॥
প্রার্থনা করিবে নাথে রাম বনবাস।
চতুর্দ্দশ বর্ষ সীমা প্রথম প্রকাশ ॥
দ্বিতীয় এ যৌবরাজ্যে ভরত স্থাপন ॥
যে বর আপনি পূর্ব্বে দিয়াছ রাজন ॥
দেবাসুর সংগ্রাম স্মরণ করাইবে।
সেই বর দেও বলি নরেন্দ্রে যাচিবে ॥
অগ্রে অঙ্গীকার নৃপ করিলে তখন।
যাচিবে ভরতে রাজ্য রামচন্দ্রে বন ॥
এ কর্ম্ম হইলে সিদ্ধ ভরত নন্দন।
হইবে কল্যাণ যুক্ত শ্রীরামের বন ॥
অকণ্টকে রাজ্য প্রাপ্ত হবে তব সুত।
কোপাগারে প্রবেশ করহ দেবি দ্রুত ॥
যে কালে কাকুৎস্থ পুনঃ বনবাস পরে।
আসিবেন পুনর্ব্বার অযোধ্যা নগরে ॥
বহুকাল গতে তাহে ভরত কুমার।
বদ্ধমূল হবে রাম কি করিবে আর ॥

অনেক মনুষ্য হবে ভরতের বশ।
বহু ধন সঞ্চয় হইবে লক্ষ্মী যশঃ॥
সরল স্বভাব তব কর অনুভব।
আপনার সৌভাগ্য চিন্তিয়া দেখ সব॥
না হইয়া তব প্রতি নৃপতি কুপিত।
থাকিবেন তব ক্রোধে হইয়া বিনীত॥
ত্যজিবেন তব হেতু ভূপতি জীবন।
অশক্ত তোমার বাক্য করিতে লঙ্ঘন॥
প্রাপ্ত কাল সুন্দরি সাধ্বস পরিহর।
রাজা বলি রাজরাণি ত্রাস নাহি কর॥
রামে রাজ্য অভিষেক সঙ্কল্প রাজার।
নিবর্ত্ত করিয়া সিদ্ধি সাধ আপনার॥
অনর্থে ভাবিয়া অর্থ মন্থরা বচনে।
অভিশাপে পাপ কর্ম্ম না বুঝিলা মনে॥
বাল্যকালে কেকয় নগরে গুণবতী।
মূর্খ এক ব্রাহ্মণ সমীপে গিয়া সতী॥
অসূয়া করিলা তাই হইল কারণ।
অভিশাপ দিলা পরে মহাত্মা ব্রাহ্মণ॥
রূপমদে মত্ত ভাবে নিন্দিলে আমারে।
এই হেতু তব নিন্দা হইবে সংসারে॥
পাইবে কুৎসিত কর্ম্ম ফল সমুচিত।
হইবে বিগর্হা তব ভুবনে বিদিত॥
সেই শাপে ছন্নমতি পাপিনীর বাণী।
শ্রবণে দাসীর বশে রহিলেন রাণী॥
অত্যন্ত সন্তুষ্টা তাহে মন্থরার প্রতি।
আলিঙ্গন দৃঢ়তর করি গুণবতী॥
হর্ষেতে বিহ্বল চিত্ত কহিলেন বাণী।
নিতান্ত মন্থরা তুমি হিতৈষিণী জানি॥
সকল কহিলে সত্য নাহি মম মনে।
পূর্ব্বে বোধ না হইল তোমার বচনে॥
সুপণ্ডিতা সুচতুরা তুমি সর্ব্ব কাল।
করিলে উপায় চিন্তা বটে এই কাল॥
তব বাক্যে পূর্ব্ব বাক্য হইল স্মরণ।
বর দান করিলেন ভূপতি যখন॥
দেবাসুর সংগ্রামে সংশয় গত প্রাণ।
শরাঘাতে নিপীড়িত নাহি পরিত্রাণ॥
মম অঙ্কে নিঃশঙ্কে রহিলা নৃপবর।
অতি স্নেহে রক্ষোভয়ে রক্ষিত সত্বর॥
নিশ্চয় আমার বল না হয় এমন।
কি সাধ্য অবলা করি রাক্ষস বারণ॥
আমার পরমা বিদ্যা বল ছিল ধনি।
বিদ্যার মহিমা কথা শুন হিতৈষিণি॥
তোমার সমান প্রিয়া কে আছে আমার।
হিত চিন্তা সর্ব্ব কাল প্রকাশে তোমার॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ মূর্খ ছিন্ন জীর্ণ বাস॥
পক্ব শ্মশ্রু দেখি তারে করি উপহাস॥
ভস্মাঙ্কিত রুক্ষ ভাব দেহ বৃদ্ধ তম।
পলিত লোলিত অঙ্গ মেধা ব্যতিক্রম॥
কথার আভাস তায় বোধ নাহি হয়।
ভ্রমেতে হইল তার অন্তরে সংশয়॥
হাস্যযুক্তা আমি তথা তথাচ ব্রাহ্মণ।
প্রসন্ন হইয়া কহে মধুর বচন॥
নৃপকণ্ঠে তব প্রতি সুপ্রীতি সুন্দর।
কি করিব তব কর্ম্ম বলহ সত্বর॥
অক্রোধ দ্বিজেন্দ্র দেখি করি কৃতাঞ্জলি।
সভয়ে নিকটে গিয়া এই কথা বলি॥

লজ্জায় নিঃসরে বাণী অস্পষ্ট রূপিণী।
কিঞ্চিৎ অপর ভিক্ষা নাহি দ্বিজ মণি॥
আপনি আমার প্রতি পরিহর ক্রোধ।
প্রসন্ন হইলে দ্বিজ হবে লক্ষ বোধ॥
এই কথা আমার বদনে হয় উক্ত।
দ্বিজবর কলেবর অতি হর্ষ যুক্ত॥
সেই বিদ্যা আমাকে দ্বিজেন্দ্র দিলা দান।
যে বিদ্যায় রাখিলাম নরেন্দ্রের প্রাণ॥
করাইলে স্মরণ মরণ নিবারণ।
দিলে বুদ্ধি হিতৈষিণি অদ্য বিলক্ষণ॥
যদ্যপি ধর্ম্মাত্মা রাম অতি গুণবান।
সর্ব্বদা ভ্রাতৃ বৎসল জগতের প্রাণ॥
তথাচ পাইলে পৃথ্বীপতিত্ব সম্পদ।
ঘটাইবে ভরতের অবশ্য বিপদ॥
মনুষ্যের রাজলক্ষ্মী জানিবে সুন্দরি।
বন্ধু স্নেহ হারিণী সর্ব্বদা ভয়ঙ্করী॥
কার্য্য কি অকার্য্য ইহা না জানি বিশেষ।
ভরত রক্ষার্থে তুমি দিলে উপদেশ॥
অবশ্য কর্ত্তব্য মম তোমার বচন।
যে কর্ম্মে হইবে পুত্র ভরত রাজন॥
কৈকেয়ীর বাক্যে প্রীতি পাইয়া মন্থরা।
প্রত্যুত্তর করিতেছে হইয়া সত্বরা॥
আমার আদেশে হিত হৃদয়ে ধরিলে।
আদেশ কারণ শ্রম সফল করিলে॥
মম বাক্যে তুমি সতী পুত্র হিত কর্ম্ম।
সাধিবারে অদ্য হও সত্বরা স্বধর্ম্ম॥
কহিলাম আমি এই বাক্য মনোনীত।
তব অনুরাগ হেতু চাহি তব হিত॥
পুত্রের প্রতীক্ষা হেতু অযোগ্য বিলম্ব।
প্রণতা দাসীরে কর কৃপা অবলম্ব॥
মম শিরে ভূষণ প্রদান কর রাণি।
অলঙ্কৃতা কর এই মন্থরার বাণী॥
অযোধ্যা কাণ্ডের সপ্ত সর্গ সমাপন।
ঋষি প্রোক্ত রামায়ণ শুন সাধু গণ॥

৭ সর্গ।

লঘু ত্রিপদী।

পরিতুষ্টা সতী, অতি শীঘ্রগতি,
হইল প্রমোদ জ্ঞান।
সুন্দর উজ্জ্বল, শ্রবণ কুণ্ডল,
করিলা কুব্জারে দান॥
উত্তরী বসন, উত্তম দর্শন,
পরে দিলা মন্থরায়।
ঈষৎ সহাস্য, প্রফুল্ল সুআস্য,
প্রশংসা করিলা তায়॥
পরম হর্ষিতা, কেকয় দুহিতা,
কুব্জারে কহিলা বাণী।
তব সাধু কর্ম্ম, বুদ্ধি নীতি ধর্ম্ম,
চির দিন আমি জানি॥
এই ধরাতলে, মানব মণ্ডলে,
বুদ্ধিমতী তব সম॥
না দেখি নয়নে, কমল বদনে,
কর্ম্ম সব মহত্তম॥
মম প্রতি ভক্তি, অসাধ্যের শক্তি,
মম হিত বিহারিণী।
নিযুক্তা নিয়ত, মম কর্ম্মে রত,
ভাবি কর্ম্ম বিচারিণী॥

আমি নাহি জানি, নৃপ মহামানী,
এ কুটিল কর্ম্ম তাঁর।
জানিয়া চেষ্টিত, যথা প্রতিষ্ঠিত,
তুমি করিলে আমার॥
হইয়া দুঃখিনী, আছ হিতৈষিণী,
কুব্জা কুরূপা কুৎসিতা।
বিকৃত বদনা, তবু সুলোচনা,
পদ্মাননা প্রতিষ্ঠিতা॥
সুদৃশ্যা সুন্দরী, অতি কৃশোদরী,
আকণ্ঠ উন্নত কায়।
নিতান্ত নির্ভুগ্ন, নহে উরোলগ্ন,
কণ্ঠাবধি আছে তায়॥
অধঃ অপেক্ষায়, উদর তোমায়,
শুনী সম শোভা করে।
জঘন তোমার, নহে কদাকার,
উন্নত মানস হরে॥
বসনাচ্ছাদিত, রসনা জড়িত,
তড়িত্ সম শোভাকরে।
জঙ্ঘা পদ দ্বয়, আর অঙ্গ চয়,
দীর্ঘ ক্ষীণ শোভা ধরে॥
গুরু উরু ধরা, মোহিনী মন্থরা,
নীলাম্বরা সুনবীনা।
সাক্ষাতে আমার, গমনে তোমার,
জ্ঞান হয় সুপ্রবীণা॥
টিট্টিভ কামিনী, সমান গামিনী,
ভামিনী কে বা এমন।
ঘাড়ে ঝুঁটী তুঙ্গ, যেন গিরি শৃঙ্গ,
তথাপি সে সুলক্ষণ॥

মতি সমুদয়, ক্ষত্র বিদ্যাচয়,
মায়াময় সেই স্থলে।
তুমি বুদ্ধিমতী, অতি রূপবতী,
না বুঝিয়া কুব্জা বলে॥
এই স্থলে আমি, জানি অন্তর্যামী,
জানেন যেমন মনঃ।
লও মুক্তাহার, অতি শোভাধার,
জানি প্রতিজ্ঞা যেমন॥
ভরত ভূপতি, হবে যবে সতি,
রঘুপতি যাবে বন।
জম্বু নদোত্থিত, সুবর্ণ শোভিত,
নিশ্চিত যত ভূষণ॥
সমস্ত ভূষণে, ভূষিত তৎক্ষণে,
করিব তোমার কায়।
ললাটে তোমার, তিলক বিস্তার,
করিব সুচিত্র তায়॥
হে সুবর্ণ বর্ণে, কুব্জে শুভাননে,
[illegible]খাদি সমস্ত তব।
সুগন্ধি চন্দনে, পরম শোভনে,
শোভিত করাব সব॥
চারু বস্ত্র পরি, পরম সুন্দরী,
মম অগ্রচরী হবে।
নিরখি বদন, কশ্যপ নন্দন,
সুধাংশু মলিন রবে॥
সুহৃজ্জন মাঝে, অনিন্দিত সাজে,
সর্ব্ব ভূষণে ভূষিতা।
সমস্ত সুন্দরী, হয়ে অনুচরী,
করিবে সদা পূজিতা॥

আমার যেমন, চরণ চাপন,
করে সহচরী গণে ।
ভূষণে ভূষিতা, তব অনুগতা,
রহিবে সবে সেবনে ॥
কৈকেয়ী হইতে, আশ্বাস পাইতে,
কহিছে পরে মন্থরা ।
না কর বিলম্ব, শুভ অবলম্ব,
ভাবিনি ভব সত্বরা ॥
যায় যদি জল, সেতু বান্ধে ফল,
কি আছে কল্যাণি বল ।
উঠহ দেবি, শুভ কর্ম্ম ভাবি,
মহীপে মোহিতে চল ॥
মন্থরা বচন, করিয়া শ্রবণ,
কৈকেয়ী করি স্বীকার ।
পুত্র রাজ্য হেতু, অভিলাষ সেতু,
মনে করিলা বিস্তার ॥
মহামূল্য [illegible] মুক্তাহার শ্রেণী,
ভূষণ [illegible] সব
[illegible]
[illegible] দূরে [illegible] ॥
গিয়া ক্রোধাগারে, সৌভাগ্য সম্ভারে
ভাগ্যবলে বলান্বিতা ।
তপ্ত হেম প্রায়, সমুজ্জ্বল কায়,
ক্রোধে যেন বিমর্ষিতা ॥
কুব্জা বাক্য বশে, বঞ্চিতা সুরসে,
পতিতা ধরণী তলে ।
মন্থরার প্রতি, কহিলা ভারতী,
তুমি গিয়া কোন ছলে ॥

আমি মৃতা প্রায়, জানাবে রাজায়,
কহিবে বিশেষ বাণী ।
গেলে রাম বনে, পাই সুখ মনে,
নতুবা মৃত্যু সে জানি ॥
ভরতেরে রাজ্য, প্রদান স্বীকার্য্য,
করেন যদি ভূপতি ।
ধন আভরণ, করিব গ্রহণ,
বসন ধারণ সতি ॥
যত অলঙ্কার, এ নহে আমার,
বনে না যাবত্ যায় ।
কোন কর্ম্মসূত্রে, অভিষিক্ত পুত্রে,
না করিলে গো ত্বরায় ॥
রাম গেলে বনে, রাজসিংহাসনে,
বসিবে ভরত যবে ।
ত্যজি ক্রোধাগার, বিমুক্তি আমার,
কহিবে তবে সে হবে ॥
নাগ কন্যা প্রায়, শ্বাস সমুদায়,
দীর্ঘ২ পরিহরি ।
অতি উষ্ণ তর, দহে কলেবর,
কহিলা স্বকার্য্য স্মরি ॥
[illegible] দুঃখ রাশি, পরে সুখ বাসি,
দাসীরে সুমৃদু ভাষে ।
কহিলা কৌশলে, কোপাগারে ছলে,
দুর্বোধা মন্থরা পাশে ॥
নিদারুণ বাণী, কহিয়া কল্যাণী,
উজ্জ্বল স্বর্ণ ভূষণ ।
করিলেন ত্যাগ, নিজ অঙ্গ রাগ,
বসন অশনাসন ॥

অতি দীনা প্রায়, রাজরাণী তায়,
পতিতা ধরণী তলে। .
তমোবৃত শশী, গ্রাসিল তামসী,
রবি যথা নভঃস্থলে॥
আর্যে রামায়ণে, রাম নির্ব্বাসনে,
অযোধ্যাকাণ্ড বিধান।
তাহে অষ্ট সর্গ, শুন সাধু বর্গ,
স্বর্গাপবর্গ নিদান॥
৮ সর্গ।

পয়ার

রাম অভিষেচন করিয়া অনুমতি।
চলিলেন অন্তঃপুরে অযোধ্যা ভূপতি॥
কৈকেয়ী আনন্দ হেতু শুভ সমাচার।
কহিবেন শ্রীরামের কল্যাণ আচার॥
দেখিলেন গিয়া তথা ভূমিতলে সতী।
শয়নে কৈকেয়ী অতি দুঃখে দগ্ধ মতি॥
দয়াময় দশরথ কোশলা ঈশ্বর।
অতিশয় শোকাকুল দুঃখিত অন্তর॥
তাহে নৃপ বৃদ্ধতম যুবতী বনিতা।
প্রাণাধিক প্রিয়তমা আদর গর্ব্বিতা॥
দুঃখিত হইলা তাঁরে দেখিয়া নৃপতি।
অশুভ সঙ্কল্পবতী বিপরীতে মতি॥
অনর্থের হেতু ভূত গর্হিত বাঞ্ছিতা।
অযথার্থ আকাঙ্ক্ষায় সদা অবস্থিতা॥
অত্যন্ত উত্তপ্তা ভাবে দেখি ধরাতলে।
শর তপ্তা করিণী যেমন দুঃখানলে॥
মহামত্ত গজেন্দ্র নিকটে গিয়া তার।
স্নেহে করে যে রূপ মার্জ্জন অঙ্গভার॥
সেই রূপ স্বকরে আপনি ভূপ বর।
ব্যস্তভাবে মার্জ্জন করিলা কলেবর॥
এই বাক্য কহিলেন রাজা ধর্ম্ম সেতু।
সর্পিণী সমান শ্বাস সঞ্চার কি হেতু॥
না জানি তোমার প্রিয়ে ক্রোধের কারণ।
কি হেতু উত্তপ্তা অতি কি দুঃখ ধারণ॥
অতি অপমানিতা মানিনি কিবা মূল।
মম হেতু দুঃখিতা কি কহ প্রিয়ে স্থূল।
সখা সত্ত্বে সখী কেন ধরণী শয়ন।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ রঙ্গ বিবর্জ্জন॥
মম চিত্ত মর্দ্দিনী বৈকল্য চিত্ত তায়।
ভূত উপহতা যেন দেখি মৃতা প্রায়॥
বর্ত্তমান অনেকে অযোধ্যা বাসি বৈদ্য।
বৃত্তিভোগী অনুরাগী আনি বল সদ্যঃ॥
বল২ ভামিনি ব্যামোহ কিবা তব।
করিবেন আরোগ্য এক্ষণে বৈদ্য সব॥
কিবা তব প্রিয়কর্ম্ম অপ্রিয় কে করে।
কি করিলে প্রিয় লব্ধ হইবে সত্বরে॥
কিবা তব কল্যাণি অত্যন্ত প্রিয় নহে।
আজ্ঞা অনুসারে সে কি অযোধ্যায় রহে॥
কে তোমার অপমান করিল সুন্দরি।
কেবা দিল অভিশাপ কহ সহচরি॥
কে এমন অবধ্য বধিতে ইচ্ছা তারে।
কিবা বাঞ্ছা বধ্য জনে মুক্ত করিবারে॥

কোন্ ব্যক্তি নির্ধনে করিবে ধনী ধনি।
ধন লাভে অকিঞ্চন হইবে কে ধনী॥
যে ধন আমার ধন সে ধন তোমার।
সমুদায় ধরাতল করস্থ আমার॥
পৃথ্বী মধ্যে প্রিয়ে আমি রাজ রাজেশ্বর।
সম্রাট্ সমস্ত মহীশাসনে তৎপর॥
ধরাতলে বর রত্ন সমূহের স্বামী।
যে তোমার মনোনীত বল দিব আমি॥
না কর না কর কোপ কর সমাধান।
না পারি এমন কিছু নাহি বর্ত্তমান॥
যে তোমার অভিপ্রায় সমুদায় পারি।
আপনার প্রাণে প্রিয় যেবা প্রাণেশ্বরি॥
এই কথা যথা রূপ কহিলে ভূপতি।
শয়ন হইতে শীঘ্র উঠিয়া যুবতী॥
পীড়া দিতে পাপিনী ভর্ত্তার বক্ষঃস্থলে।
কহিতে অপ্রিয় কথা কোপানলে জ্বলে॥
নহি আমি নরপতি অভিমান স্থিতা।
করে নাহি কোন ব্যক্তি মান বিবর্জ্জিতা॥
কিন্তু মম অভীষ্ট স্বতন্ত্র নরেশ্বর।
সেই প্রিয় তোমার কর্ত্তব্য নৃপবর॥
সকলি আপনি জান মনোগত যাহা।
যদ্যপি কর্ত্তব্য হয় কর তবে তাহা॥
প্রথমে প্রতিজ্ঞা কর পূরাইবে আশ।
তবে কহি তোমাকে আমার অভিলাষ॥
তব স্থানে প্রার্থনা করিব পরে বর।
এই কথা শ্রবণ করিয়া মহীশ্বর॥
নারী মুখে নৃপতি নিগ্রহ করি বোধ।
বিনাশে প্রবৃত্ত মৃগ যেন পাশে রোধ॥
নিরন্তর প্রিয় হিতে রত প্রিয়তরা।
নিত্য অনুব্রতা সতী সেবনে সত্বরা॥
সন্তুষ্টা সম্পূর্ণা জানি নিজ সীমন্তিনী।
কহিলেন কৈকেয়ীরে নৃপ চূড়ামণি॥
প্রিয়তমে নিশ্চয় জানিবে মম মনঃ।
তোমাপেক্ষা প্রিয়তর নহে কোন জন॥
কেবল ত্রিলোক মধ্যে প্রিয়তম রাম।
তদন্য কেবল তুমি চিত্তের বিশ্রাম॥
মনোগত তোমার যে হয় প্রাণ প্রিয়ে।
তুষিব তোমার মনঃ সেই ধন দিয়ে॥
অগ্রে আসি আমার কৈকেয়ি কহ তাই।
যাহা তুমি ভাল বাস অদেয় তো নাই॥
আপনার পূর্ণ বল কর নিরীক্ষণ।
আকাঙ্ক্ষার অন্যথা না হবে কদাচন॥
সুহৃদের শপথ শপথ আপনার।
সাধিব তোমার প্রীতি প্রিয়ে সারোদ্ধার॥
পতি বাক্যে প্রমদা পাইয়া পরিতোষ।
আপনার হিতৈষি জানিয়া ত্যজে রোষ॥
ঘোরতর কঠোর অত্যন্ত কটুভাষ।
কহিলেন কৈকেয়ী পূরাবে অভিলাষ।
ধর্ম্মতঃ ধরণীপাল করিলা শপথ।
বর দেও দয়াময় মম মনোরথ॥
কহি আমি শক্রাদি সমস্ত সুরগণ।
সাক্ষি রূপে সর্ব্বদেবে করুন শ্রবণ॥
চন্দ্রাদিত্য আকাশ অপর গ্রহ দল।
রজনী দিবস দিক্ দিকপাল সকল॥
জগত্ জগতী সহ গন্ধর্ব্ব রাক্ষস।
নিশাচর সমস্ত ঘষিবে তব যশঃ॥

ভৃত্য বর্গ গৃহে যত গৃহদেব গণ।
অন্তঃ প্রাণি সবে করুন শ্রবণ॥
ধর্ম্মজ্ঞ আপনি সত্যসন্ধ মহারাজ।
বর দিতে আমাকে স্বদ্বীপে অধিরাজ।
কি কহেন মহীশ্বর অমর মণ্ডলী।
সকলে শ্রবণ কর হয়ো কুতূহলী॥
এই সব উক্তি করি কেকয় নন্দিনী।
পুনর্বার নৃপ প্রতি কহিলেন বাণী॥
পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে দিলে দুই বর।
সেই বর চাহি সদ্যঃ অদ্য রঘুবর॥
এই যে শ্রীরামে রাজ্য করিছ প্রদান।
ইহা দান ভরতেরে প্রথম বিধান॥
যৌবরাজ্যে মম পুত্রে করহ স্থাপন।
চীর চর্ম্ম জটাধারী শ্রীরামের বন॥
চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত বন বাস।
এই বরে আমার জানিবে অভিলাষ॥
যদি সত্যপ্রতিজ্ঞ আপনি বিজ্ঞ বর।
বনে রামে বিসর্জ্জন করহ সত্বর॥
মম পুত্র ভরতে রাজত্ব দেও তূর্ণ।
কৈকেয়ীর বাক্য শুনি নৃপ হৃদি চূর্ণ॥
ভয়ে সব রোম হর্ষ হইল রাজার।
ব্যাঘ্রী দৃষ্টে শীঘ্র মৃগ যথা শীর্ণাকার॥
অবশ অবনী নাথ অত্যন্ত দুঃখিত।
আত্মকায় হত প্রায় ধরায় লুণ্ঠিত॥
বিষম বাক্‌শল্যে সদ্যঃ হৃদ্বিদীর্ণ হয়।
মহা মোহে অভিভূত পীড়িত হৃদয়॥
বহুকাল বিলম্বেতে চৈতন্য পাইয়া।
ক্রুদ্ধমতি মহীপতি শোকার্ত্ত হইয়া॥

আপনাকে ধিক্কার করিয়া নরপতি।
কহিলা দুঃখিত চিত্তে কৈকেয়ীর প্রতি॥
রে দুষ্টচরিত্রে মম কুল বিনাশিনি।
নিষ্ঠুরা স্বভাবে কিবা ঘটালে পাপিনি॥
কি দোষ করেছে রাম তব সন্নিধানে।
আমি বা কি করিয়াছি কহ বিদ্যমানে॥
কৌশল্যায় অতিক্রম করিয়া শ্রীরাম।
তব অনুরাগে অনুবর্ত্তী অবিশ্রাম॥
অনর্থের হেতু তুমি কি জন্য এ কর্ম্ম।
এবিষয়ে সমুদ্যতা যোগ্য নহে ধর্ম্ম॥
তীক্ষবিষা সর্পিণীরে রাজপুত্রী জানি।
আনিয়াছিলাম কুল নাশিতে আপনি॥
অনুগত সর্ব্ব লোক যে রামের গুণে।
কি দোষে সে প্রিয় সুতে পাঠাইব বনে॥
কৌশল্যা সুমিত্রা লক্ষ্মী কিম্বা ত্যজিপ্রাণ।
তথাপি ত্যজিতে নারি রাম গুণাধান॥
প্রিয় পুত্র রাম দৃষ্টে হৃষ্ট হয় মনঃ।
ক্ষণমাত্র না দেখিলে হই অচেতন॥
ক্ষিতি বিনা নাহি হয় লোক অবস্থান।
বারি বিনা নাহি হয় শস্যের বিধান॥
সেই রূপ বিনা রাম নিখিল কারণ।
নাহি হয় দেহে মম জীবন ধারণ॥
এই বর পরিহর নিষ্ঠুর নিশ্চয়।
পাপিনি কেকয়ি তব ধরি পদদ্বয়॥
প্রসন্না আমারে হও প্রিয় বলি প্রিয়া।
এ কদর্য্য চিন্তা কেন পাপে চিত্ত দিয়া॥
সৎকুলে জন্মিয়া কেন নিদারুণ পণ।
ভরতে জিজ্ঞাসা কর এ কর্ম্ম কেমন॥

শ্রীরামের প্রতি ইহা না হবে অন্যথা।
কহিয়াছি পূর্ব্বে আমি শ্রীরামে এ কথা ॥
শুন রাম গুণ ধাম তুমি জ্যেষ্ঠ সুত।
শ্রীমান্ ধীমান পুত্র বহু গুণ যুত ॥
অতএব সমর্পিব অযোধ্যা সাম্রাজ্য।
হইয়াছে পূর্ব্বে প্রিয়ে এরূপ নির্ধার্য্য ॥
পরে আর পুনর্ব্বার দারুণ বচন।
কিরূপে বলিব কর অরণ্যে গমন ॥
এই ভয়ানক বাক্য করিয়া গ্রহণ।
অরিষ্ট চিন্তিয়া রাজা হইলা বিমনঃ ॥
ব্যাঘ্রের সম্মুখে যথা বলবান্ বৃষ।
কেকয়ী নিকটে নৃপ ভয়ার্ত্ত তাদৃশ ॥
লোকনাথ হইয়াও বিপত্তির ভয়ে।
দারুণ বেদনাযুক্ত বিপত্তি নিশ্চয়ে ॥
হৃদয় বিদীর্ণ অতি শীর্ণ কলেবর।
কেকয়ীর পদতলে পতিত কাতর ॥
প্রসন্না আমারে হও দেবি এই কথা।
বারম্বার বলিলেন ক্ষুদ্র লোক যথা ॥
রামায়ণে অযোধ্যায় বরাভি যাচন।
পয়ার প্রবন্ধে নব সর্গ সমাপন ॥

৯ সর্গ।

লঘু ত্রিপদী।

ধরিয়া চরণ, অযোগ্য পতন,
শ্রীরঘু নন্দন বর।
দেব লোক চ্যুত, পুণ্যান্তে অদ্ভুত,
যযাতি বিশ্রুত পর ॥
তথাচ নিষ্ঠুরা, অতি ঘোর তরা,
চিত্ত ভেদ করী বাণী।
অসীম দুঃখদা, মহা ভয় প্রদা,
কহিলা পুনশ্চ রাণী ॥
তুমি দৃঢ় ব্রত, সত্য অনুগত,
সত্য বাদী সদা কাল।
মহৎ সন্নিকটে, কহ হে প্রকটে,
সে বাণী কি মিথ্যা জাল ॥
তুমি বর দ্বয়, আমারে নিশ্চয়,
করিয়াছ সম্প্রদান।
পরে পুনর্ব্বার, একি অবিচার,
ইহাতে না রহে মান ॥
কৈকেয়ীর উক্ত, যথা উপযুক্ত,
বচন শ্রবণে ভূপ।
ক্রোধে করি ভর, করিলা উত্তর,
নৃপতি বিহ্বল রূপ ॥
অহহ কুটিলে, চিত্তে দুঃখ দিলে,
হইলে শত্রু সমান।
জানি গুণ গ্রাম, তব মনস্কাম,
হইল পূর্ণ বিধান ॥
মনুজ কুঞ্জর, রঘু বংশ বর,
রামচন্দ্র গেলে বনে।
যাবে মম প্রাণ, আশা সমাধান,
আনন্দ উন্নতি মনে ॥
কহ২ বাণী, গুরু মহা জ্ঞানী,
বৃদ্ধ জ্ঞাত যত জন।
যেকালে আমারে, জিজ্ঞাসিবে পরে,
কি হেতু শ্রীরামে বন ॥

কহিব কি কথা, এরূপ অন্যথা,
না হইবে কদাচন।
কৈকয়ী কারণে, সুপ্রিয় সাধনে,
বনগত রামধন॥
তব বশে রহি, যদি সত্য কহি,
হাসিয়া কহিবে সবে।
মূর্খ মহীপতি, কামাতুর অতি,
রমণী কিঙ্কর হবে॥
নারী বশীভূত, তার বাক্যে ক্রত,
প্রিয় পুত্র কুলপতি।
অকারণে বনে, দিল রামধনে,
দশরথ দুষ্টমতি॥
এই রূপ বহু, নিন্দা মুহু মুহুঃ,
করিবেন সাধুজন।
হইলে নিন্দিত, মঙ্গল নিশ্চিত,
না হইবে কদাচন
ইহ পরলোকে, ঘুষিবেন লোকে,
নৃপতি স্ত্রীজিত হেতু।
যৌব রাজ্যে রাম, সর্ব্ব গুণ ধাম,
বঞ্চিত স্বধর্ম্ম সেতু॥
আরো বলি আমি, পিতৃ ভক্তি গামী,
পুত্রে পাঠাইলে বনে।
দুরাত্মা নামেতে, ভাষিবে জগতে,
পরিহরি প্রিয় ধনে॥
করিয়াছি ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য কত,
গুরুগণে সুসেবন।
প্রাপ্তে সুখকাল, পুত্রে মহীপাল,
না করে৷ পাঠাব বন॥

ত্যজিয়া নিয়োগ, রামে বনে যোগ,
মম ভোগ হৈলে পূর্ণ
সেই অনুগ্রহ, এ রূপ নিগ্রহ,
নিবারণ হয় তূর্ণ॥
মম আকাঙ্ক্ষিত, মরণ উচিত,
বিধি কি করে ঘটন।
প্রীতি সুখাধান, প্রিয় গুণবান,
পুত্রে পাঠাইব বন॥
আমি মহাপাপ, কি রূপে আলাপ,
করিব কেমন মুখে।
গচ্ছ পুত্র বন, শ্রীরঘু নন্দন,
এ বাণী বলিব মুখে॥
নিন্দিত নিশ্চয়, নির্দ্দয় হৃদয়,
হইব ক্লীবসমান।
নারী পরাজিত, বিক্রম রহিত,
বর্জ্জিত উত্তম দান॥
অল্প বলান্বিত, লোকে তুচ্ছীকৃত,
বিকৃত মম প্রতি।
অকীর্ত্তি অতুল, না পাইব কুল,
পরাভব ইহা অতি॥
সর্ব্ব জন নিন্দ্য, না হইব বন্দ্য,
যথা পাপকারী জন।
রাজেন্দ্র বিলাপে, সন্তাপ আলাপে,
অস্ত গত বিরোচন॥
উপস্থিতা নিশা, শমন সদৃশা,
অত্যন্ত ভয়দা প্রায়।
সেই ঘোর তরা, রজনী দুস্তরা,
বর্ষ শত গত তায়॥

সুদীর্ঘ নিশ্বাস, সদা বীর্য্য হ্রাস,
দশরথ নৃপবর।
করুণা বিলাপে, পুত্র পরিতাপে,
অতি আর্ত্ত কলেবর॥
ঊর্দ্ধ চক্ষু করি, রাম মুখ স্মরি,
হা রে কৈকেয়ি পাপিনি।
অসীম নিন্দিতে, হৃদয় দক্ষিতে,
এ রূপ কভু না জানি॥
করিয়া বাধিত, আমারে নিশ্চিত,
রাজ্য লোভে এ কি তোর।
ত্যজিব জীবন, নিশ্চয় বচন,
হয়ে তব সত্য পর॥
হা হা পুত্র রাম, ভক্ত ধর্ম্ম ধাম,
গুরু ভক্তি পরায়ণ।
কেমনে তোমারে, বনে পরিহারে,
রাখিব পাপ জীবন॥
আমি পুণ্যহীন, বিষণ্ণ মলিন,
নিষ্ঠুর পাষাণ প্রায়।
হা হা মহা নিশা, না হইও কৃশা,
তুমি গেলে প্রাণ যায়॥
সর্ব্ব ভূত প্রাণ, হরণ নিদান,
তোমারে অঞ্জলি করি।
হৈওনা প্রভাতা, প্রাণে দিয়া ব্যথা,
হইয়া জীবন অরি॥
অথবা যামিনী, চপল গামিনী,
এখনি সুদূরে যাও।
নির্বুদ্ধি নির্ঘৃণা, এমন ললনা,
না দেখি শীঘ্র পোহাও॥

এ মহা পাপিনী, স্বপতি ঘাতিনী,
এ রূপ বলিয়া কত।
করিয়া বিলাপ, নিষ্ঠুর আলাপ,
পুনশ্চ সাধনে রত
কৃতাঞ্জলি করে, পুনর্নৃপ বরে,
ধরি কেকয়ি চরণ।
ত্যজ বিসম্বাদ, কর সুপ্রসাদ,
প্রেয়সি রাখ বচন॥
সাধি আমি অতি, বৃদ্ধ ক্ষীণ মতি,
দীন প্রতি কর দৃষ্টি।
অনুগত জনে, প্রসন্ন বদনে,
দর্শনে রাখ এ সৃষ্টি॥
হইয়াছি ভীত, তাহাতে পীড়িত,
দাস তব বশ প্রিয়া।
আশ্রিত এ জনে, আপনার গুণে,
ত্রাণ কর আশা দিয়া॥
জানিবে নিশ্চয়, আমার হৃদয়,
কম্পিত তব বচনে।
না পারি খণ্ডিতে, না পারি দণ্ডিতে,
না পারি পাঠাতে বনে॥
হইয়া প্রসন্না, সারল্য সম্পন্না,
প্রেয়সি প্রকাশ দয়া।
স্মরণার্থি জন, করিয়া রক্ষণ,
হও নির্ম্মলতাশ্রয়া॥
চক্ষে অশ্রু জল, আর্ত্ত মহীপাল,
তথাচ কাল কামিনী।
যাচে সেই বর, শ্রুতে নৃপবর,
কাটিলা কষ্টে যামিনী॥

না করে পাপিনী, রক্ষা নৃপবাণী,
পরে ভূপ মূর্চ্ছাগত।
দুষ্টা ভার্য্যা হাসে, প্রতিকূল ভাষে,
হোর দেহ দশরথ॥
পুত্র বন হেতু, এই মল সেতু,
করিলা বিধাতা মায়ী।
এই বাক্যাবলী, ক্ষিতীশ্বর বলি,
হইলা ভূতল শায়ী॥
শ্রীঅযোধ্যা কাণ্ডে, সুধারস ভাণ্ডে,
দশরথ বিজ্ঞাপন।
রাম রাজ্য আশা, যে কাণ্ডে নিরাশা,
আশা সর্গ সমাপন॥

১০ সর্গ।

পয়ার

পুত্র শোকে শোকাতুর অতি দীন প্রায়।
সংজ্ঞাহত মহীনাথ পতিত ধরায়॥
চেষ্টা হীন ভর্ত্তার দেখিয়া দৈন্য দশা।
তথাপি কেকয়ী তাঁরে কহে কটু কথা॥
দয়াময় বরদ্বয় দিয়া নরপতি।
কুকর্ম্ম করেছ যেন হয় হেন মতি॥
পরে পৃথ্বী তলে মগ্ন পার্থিব এখন।
সত্যে থাকিবার যোগ্য আপনি রাজন॥
সত্যই পরম ধর্ম্ম সত্যবাদী যাঁরা।
গিয়াছেন এই কথা প্রকাশিয়া তাঁরা॥
তুমি সত্যবাদী ইহা জানিয়া নিশ্চয়।
বরদ্বয় চাহিয়াছি করিয়া প্রত্যয়॥
কপোতীর ভীত দেহ দেখিয়া বিরূপ।
আত্ম মাংস দিয়াছেন শিবি নামা ভূপ॥
সেই পুণ্যে স্বর্গে গত সর্ব্ব লোকে কয়।
অবনীপে কহিব অপর পরিচয়॥
সত্যের মর্য্যাদা সিন্ধু করিতে স্থাপন।
প্রবল তথাচ কূল না করে লঙ্ঘন॥
আরো দেখ অলর্ক নামক রাজঋষি।
প্রার্থনা করিল তাঁরে ব্রাহ্মণ তপস্বী॥
আপনার চারি চক্ষু করি উৎপাটন।
সত্য বলে স্বর্গ লোকে করিলা গমন॥
তুমি সত্য প্রতিজ্ঞ নরেন্দ্র জ্ঞানবান।
অঙ্গীকার করিয়াছ করিবে প্রদান॥
তবে কেন সেই বর নাহি কর দান।
লুব্ধ জন প্রায় বুঝি পরিহর মান॥
পরিত্যাগ কর রাগ শান্ত হও ভূপ।
বনে ত্যজ নিজ পুত্র জীবন স্বরূপ॥
যদ্যপি শ্রীরামে বনে না পাঠাও তুমি।
অগ্রে তব এখনি ত্যজিব দেহ আমি॥
কেকয়ীর ছল পাশে বদ্ধ নৃপবর।
ছেদনে অশক্ত তাহে শীর্ণ কলেবর॥
পূর্ব্বে বিষ্ণুমায়াতে মোহিত ভাবে বলী।
বিশ্ব ভূমি বামনে দিলেন সর্ব্বস্থলী॥
হয়ে ভূপ সেই রূপ বদ্ধ জায়া পাশে।
বিভ্রান্ত নয়ন বর্ণ কহিলা কুভাষে॥
গুরুভার বহনে যাদৃশ পরিশ্রম।
সেই রূপ আক্রান্ত সুশ্রান্ত নরোত্তম॥
দুঃখিত অন্তর অতি সংজ্ঞা মতি ম্লান।
কষ্টে ধৈর্য্য ধরিলা কহিতে সমাধ্যান॥

শোকে জীর্ণ সজল নয়ন নরবর।
আরক্ত নয়নে দৃষ্টি অতি ঘোর তর॥
কেকয়ীকে করিয়া নিকৃষ্ট সম্বোধন।
ধিক্ তোরে পাপাচারে ক্ষুদ্র তব মনঃ॥
স্বপতি ঘাতিনী মহা পাপিনী নির্ঘৃণা।
ত্যজিব রে তোরে আমি অরে লজ্জা হীনা॥
মহা ক্ষুদ্রা রাজ্য লোভবতী অতিশয়।
কি কার্য্য এমন ভার্য্যা রাখিয়া আলয়॥
মন্ত্র পাঠে তব পাণি করিয়া গ্রহণ।
সেই হেতু পরিত্যাগে অক্ষম এখন॥
তব পাপে পাপিনি সুপুত্র পরতর।
ত্যজিব ভরতে আমি এখনি সত্বর॥
এই রূপ বিলাপ আলাপে সেই নিশা।
অতি কষ্টে কালক্ষেপে প্রকাশিল আশা॥
হইল সর্ব্বরী পরে উষার সময়।
সুমন্ত্র সুমন্ত্রী দ্বারে হইলা উদয়॥
কৃতাঞ্জলি করিয়া কহিলা মহারাজ।
নিশা নাই নরনাথ কেন কাল ব্যাজ॥
সুপ্রভাতা সর্ব্বরী এ সুখের সময়।
সুমঙ্গলে নিদ্রাচ্ছলে কেন মহাশয়॥
সুত গণ দ্বারে করে মঙ্গল পাঠন।
সুপ্রভাতা নিশীথিনী হইল রাজন॥
মহীনাথ মহত্তর মঙ্গল তোমার।
বোধ কর নরেন্দ্র শার্দ্দূল মুক্ত দ্বার॥
শুভালক্ষ্মী প্রাপ্তি কাল সম্প্রতি মহীন্দ্র।
সম্পূর্ণ সাগর বৃদ্ধি যথা দেখি চন্দ্র॥
সমস্ত বিভবে পূর্ণ অদ্য বর্দ্ধমান।
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু সূর্য্য বরুণ সমান॥

পশ্চাতে পৃথিবী পতি দুঃখিত অন্তর।
সুত মুখে সুমঙ্গল শুনি রঘুবর॥
কহিলেন সারথিকে অতি দীর্ঘ স্বরে।
কি সুধাও দুঃখ কথা শোকে দেহ জ্বরে॥
কি কারণ স্তুতি পাঠ কর বারম্বার।
অতিশয় পীড়া জন্মে শ্রবণে আমার॥
হৃদয় বিদীর্ণ হয় সময় কঠিন।
সুমন্ত্র নরেন্দ্র বাক্যে হইলা সুদীন॥
দীন দেখি দয়াবান অযোধ্যার নাথে।
কিঞ্চিৎ পশ্চাতে গিয়া হস্ত দিয়া মাথে॥
রহিলেন লজ্জিত হইয়া সংগোপনে।
পাপশীলা কেকয়ী পুনশ্চ নৃপে ভণে॥
বাক্য বাণে ব্যথিত করিয়া নৃপবরে।
পুনঃ পুনঃ কথনে বিশীর্ণ দেহ করে॥
দীন প্রায় কিবা ভাব দয়াময় হয়ো।
প্রাকৃত জনের প্রায় কহ রয়োং॥
শ্রীরামে আনিয়া বনে কর বিসর্জ্জন।
যদি সত্য প্রতিজ্ঞায় থাকে তব মনঃ॥
যদি মম বাক্য প্রিয় করিবে পালন।
তবে এ বিষাদ বাক্যে নাহি প্রয়োজন॥
স্নেহ মোহ কর্ম্মে নৃপ দিয়া জলাঞ্জলি।
ভরতে অযোধ্যা রাজ্যে কর কুতূহলী॥
সপত্ন রহিত তুমি করিয়া আমারে।
মুক্ত কর মহীনাথ নিদারুণ জ্বরে॥
অঙ্কুশের আঘাতে কাতর যথা করী।
সেই রূপ বাক্য বাণে নরেন্দ্র কেশরী॥
শোকানলে সন্তপ্ত হইয়া নরেশ্বর।
সুমন্ত্রের প্রতি বাক্য কহিলা সত্বর॥

সত্য পাশে বদ্ধ হয়্যে আছি অদ্য আমি।
বিভ্রান্ত আমার মনঃ দুঃখ পথ গামী॥
মনস্কাম রামমুখ করিতে দর্শন।
শীঘ্র কর সূত সুতে ত্বরে আনয়ন॥
বৃদ্ধরাজ বাক্য শুনি ব্যথিত হৃদয়।
অনন্তরে অল্পাক্ষরে পাপীয়সী কয়॥
যাও সূত কর তুমি সত্বর গমন।
শ্রীরামে আনিয়া কর নৃপে সমর্পণ॥
চপল হইয়া কর সফল এ কর্ম্ম।
সাধু তুমি সাধু রূপে সুমন্ত্রি স্বধর্ম্ম॥
অনন্তর সূতবর অতি শীঘ্রগতি।
দ্বারে দেখি মহীনাথ ত্বরাবান অতি॥
অন্তঃপুর দ্বারেতে হইয়া বিনির্গম।
মন্ত্রিবর্গ দেখিছেন সন্তার সম্ভ্রম॥
পুরোহিত উপস্থিত নৃপতির দ্বারে।
দর্শনে ভাসিলা মন্ত্রী দুঃখের পাথারে॥
অযোধ্যাকাণ্ডীয় একাদশ সর্গ সাঙ্গ।
রাজ্য লোভে কেকয়ীর দুর্ব্বাক্য প্রসঙ্গ॥

১১ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

রজনী প্রভাতকালে, মহীন্দ্র সচিব জালে,
পুরোহিত পুরবাসি জন।
নৃপতি গমন পূর্ব্বে, দর্শনার্থে স্থিত সর্ব্বে,
মহাগর্ব্বে যত গুরুগণ॥
অভিষেচনীয় দ্রব্য, সংযোগ করিয়া সভ্য,
নৃপাজ্ঞায় তথা শীঘ্রগতি।
সেই দিন মহাযোগ, পুষ্যায় মৃগাঙ্ক ভোগ,
কেবা জানে হইবে দুর্গতি॥
শত কুম্ভ শৈলজাত, সুবর্ন সংসারে খ্যাত,
তাহাতে নির্ম্মিত ভদ্রাসন।
মনোহর অলঙ্কৃত, মৃগচর্ম্মে আচ্ছাদিত,
রত্নাসন পরম শোভন॥
গঙ্গা যমুনাদি যথা, সংযোগ পবিত্র তথা,
ইহাতে আনিয়া শুভ জল।
অন্য পুণ্যতীর্থ যত, পূর্ব্ব আদি দিশি গত,
শীঘ্র বক্রগামি মহাবল॥
খ্যাত ক্ষিতি মধ্যে যত, মহানদ সিন্ধু গত,
ক্ষীরোদ প্রভৃতি সিন্ধু নীর।
ক্ষীরি বৃক্ষ পদ্মোৎপল, প্রবাল অতি নির্ম্মল,
মিশ্রিত অপূর্ব্ব কুম্ভস্থির॥
কাঞ্চন কল্পিত তায়, রুচিরা রোচনা গায়,
ঘৃত মধু দুগ্ধ দধি যোগ।
পুণ্যতীর্থ সমুদায়, তাহার মৃত্তিকা তায়,
মঙ্গলীয় দ্রব্যাদি সম্ভোগ॥
সুধাংশু নির্ম্মল স্বচ্ছ, আনি মণি দণ্ড গুচ্ছ,
সালঙ্কৃত করি সমুদায়।
ধবল চামর দণ্ড, রামার্থে রূপক চণ্ড,
স্থাপিল পরম শোভা তায়॥
পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলীর, শোভা সম শোভা স্থির,
আনে পুষ্প মাল্য মনোহর।
চামরের চতুষ্পার্শ্বে, স্থাপন করিতে হর্ষে,
নিযুক্ত যতেক অনুচর॥

নৃপ অনুমতি মাত্র, রামনিধি যথা পাত্র,
রাখে ছত্র তথা পরিষ্কার।
শ্বেত অশ্ব শ্বেত বৃষ, মাতঙ্গ মত্ত তাদৃশ,
ঐরাবত সদৃশ আকার॥
মনোরমা অষ্ট কন্যা, সুমঙ্গলা ধরা ধন্যা,
সর্ব্ব বরাভরণ ভূষিতা।
গীত বাদ্য সর্ব্ব যন্ত্রে,সুবিজ্ঞ অশেষ তন্ত্রে,
অলঙ্কৃত বন্দিগণান্বিতা॥
ঈক্ষাকু নৃপতি বংশে,যথা রূপ সুপ্রশংসে,
সমুদায় করিল সংযোগ।
অভিষেক যোগ্য দ্রব্য,সংগ্রহ করিয়া সর্ব্ব,
উপস্থিত অশেষ সম্ভোগ॥
অনন্তরে মন্ত্রিগণ, সূতে করি সন্দর্শন,
সুমন্ত্রে সুধান সমাচার।
যত পুরোহিতগণ, একত্রিত হৃষ্ট মনঃ,
আশীর্ব্বাদ কহিলা বিস্তার॥
আমাদের বাক্য ধর, সংবাদ গোচর কর,
মন্ত্রিবর নৃপ বিদ্যমানে।
উদয় উদয়াচলে, রবি কর সভাস্থলে,
নরনাথে না দেখি এ স্থানে॥
রামরাজ্যকরে৷ ধার্য্য,অন্তঃপুরে কিবা কার্য্য
না জানি নরেন্দ্র অভিপ্রায়।
বিজ্ঞ মন্ত্রিবর পরে, কহিলেন সকলেরে
শুন মন্ত্রিবর্গ সমুদায়॥
সুখ আয়ুর্বৃদ্ধি হেতু, নরেন্দ্রের পুণ্য সেতু
বন্ধন কারণ সর্ব্ব ক্ষণ।
আসি রাজ সন্দর্শনে, উপস্থিত সর্ব্বজনে
জানাইব সংবাদ বচন॥

এই কথা কহি তথা, নৃপতি ভবন যথা,
পুর দ্বারে মন্ত্রী উপনীত।
ভূপতি শয়নাবস্থ, শুনিয়া হুইয়া ব্যস্ত,
সম্বোধন করিলা বিহিত॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র অগ্নিমুখ, বর্দ্ধন করুন সুখ
মঙ্গলার্থে হয় নিদ্রা ভঙ্গ।
কল্যাণ নিমিত্ত তব, ভাবনা করুন ভব,
জাগহ নৃপতি মাতঙ্গ॥
রজনী হইল শেষ, জাগিল যতেক দেশ,
তব সুখ দিবা উপনীত।
ভাবি আত্ম সুখজ্ঞান, সমুদিত অংশুমান,
অবনীপ উঠ ত্বরান্বিত॥
ধর্ম্ম কৃত্য সমাচার, অভিলাষ জানিবার,
পুরোহিত মন্ত্রি পুরজন।
চিত্তে জানি এই রূপ, জাগ্রত হবেন ভূপ,
বাসনা করেন সন্দর্শন॥
পুনর্ব্বার মন্ত্রি বরে, নৃপতি দর্শন পরে,
সুমন্ত্রে কহিলা নৃপবর।
ব্যগ্র ভাবে ত্বরান্বিত, দুঃখে অতি উত্তাপিত,
মহীনাথ মহেন্দ্র প্রবর॥
সুমন্ত্র কর শ্রবণ, এ নহে মম শয়ন,
অনিদ্রায় আছি বর্ত্তমান।
বচন শুন সম্প্রতি, শীঘ্র যাও মহামতি,
রামচন্দ্রে আন বিদ্যমান॥
নরেন্দ্রের অনুমতি, অনুসারে দ্রুতগতি,
মন্ত্রিবর করিয়া নির্গম।
আনিবারে রঘুবরে, ত্বরায় গমন পরে,
রথে বেগবন্ত তুরঙ্গম॥

রাম গৃহ দ্বারস্থিত, অশ্বরথ সমন্বিত,
যাত্রাকালে শুনি মন্ত্রিবর৷
পুরবাসি পথে২, প্রকাশিতে মনোরথে,
যূথে২ কহে পরস্পর॥
অদ্য রাম গুণধাম, নৃপাজ্ঞায় ঘনশ্যাম,
যৌবরাজ্য করিবেন লভ্য।
কি আশ্চর্য্য মহোৎসব,আমাদের পুরে সব
হইবে কহিতে সব সভ্য॥
স্নিগ্ধমতি অতিশয়, দানে কল্পতরু ময়,
সদা পুরজন হিতকারী।
সর্ব্ব প্রাণী হিতে রত,বহু গুণে প্রতিষ্ঠিত
হইবেন রাম দণ্ডধারী॥
অনুগ্রহ বিধাতার,অধিক কি আছে আর
রাম ভক্ত বৎসল সুজন
ঔরস পুত্রের প্রায়, প্রজাগণ সমুদায়,
করিবেন স্বগুণে পালন॥
এই কথোপকথন, সুমন্ত্র করি শ্রবণ,
যান রাম আনয়ন জন্য।
উপনীত রাম পুরে, দেখিলা মন্ত্রী অদূরে
রাম বেশ্ম অচলাগ্রগণ্য॥
মনোহর মাল্য গ্রাম, সুবেষ্টিত অবিরাম,
অলঙ্কৃত আছে অতিশয়।
কর্কশ কপাট তাহে,শত বেদী শোভা যাহে
কাঞ্চন প্রতিমা অগ্রে রয়॥
অতি উচ্চ আরোহণ, মণি বিক্রম তোরণ,
মাতঙ্গ তুরঙ্গ বহুতর।
মুক্তাহার সুমণ্ডিত, চন্দন চয় চর্চ্চিত,
ঐরাবত তুল্য শোভাকর॥

বাজি রাজিযুক্ত রথে,সারথি চলিতে পথে,
পৌরজন হর্ষ বৃদ্ধি করে।
রামগৃহে নৃপাজ্ঞায়, মন্ত্রিবর মহাকায়,
মহেন্দ্র ভবন পরিকরে॥
প্রবেশিতে মহাপুরে,নিরানন্দ গেল দূরে,
হর্ষযুক্ত হয়ো মন্ত্রিরাজ।
দৃষ্টি করি রত্ন চয়, গৃহে বহু মূল্য ময়,
ইন্দ্রালয় স্বরূপ বিরাজ॥
উপস্থিত বন্দিগণ, মাগধ সূত নন্দন,
বৈতালিক জন বহুতর।
স্তব করে নিরন্তর, নৃপাত্মজ রঘুবর,
বেষ্টিত দেখিলা মন্ত্রি বর॥
অনেক মনুষ্যগণ, সপ্ত পংক্তি সুবেষ্টন,
ভবনাদি রক্ষকে রক্ষিত।
মহাত্মা রামের পুর, দিনকর দর্প চূর,
দেখিলেন সুমন্ত্র নিশ্চিত॥
সিত উচ্চ শৈল শৃঙ্গ, সদৃশ রঙ্গ প্রসঙ্গ,
বিমান সমান শোভা করে।
প্রবেশিলা মন্ত্রিবর, বারণ না করে চর,
নরেন্দ্র কিঙ্কর জানি পরে॥
রামায়ণে সাধুবর্গ, সমাপ্ত দ্বাদশ সর্গ,
শ্রবণ করিবে সর্ব্বজন।
ভবার্ণব পার হেতু, রাম গুণাখ্যান সেতু,
ঋষিবর করিলা বন্ধন॥

১২ সর্গ।

পয়ার।

জন্মাষ্টম ষষ্ঠ খণ্ড হইয়া অতীত
হইলা সপ্তম খণ্ডে সুত উপস্থিত ॥
বলিষ্ঠ ধর্ম্মিষ্ঠ তথা বহু যুবাগণ।
ধনুর্ব্বাণ করে করি করিছে রক্ষণ ॥
তাহাদের অঙ্গে শোভে বহু অলঙ্কার।
ভক্তিমন্ত অবিশ্রান্ত রক্ষা করে দ্বার ॥
বিচিত্র রঙ্গিণ বস্ত্র করি পরিধান।
বেত্র হস্ত বহু জন রক্ষক প্রধান ॥
তারা সব দূতগণ দেখি সুতবরে।
রাঘবের তুষ্টি হেতু চলিল সত্বরে ॥
যথায় সভার্য্য আর্য্য রঘু কুলোত্তম।
নিবেদন তথায় জানায় মনোরম ॥
দুত মুখে সুত বার্ত্তা পাইলেন রাম।
পিতৃ আজ্ঞা অনুসারে প্রবেশিলা ধাম ॥
সৎকার করিয়া রাম লইবারে সুতে।
আলয়ে আনিতে শীঘ্র পাঠাইলা দূতে।
দুত সহ সুত তথা গিয়া দ্রুতগতি।
দেখিলেন ধনদ সমান রঘুপতি ॥
উপবিষ্ট আসনে অপূর্ব্ব অলঙ্কৃত।
সুবর্ণ পালঙ্গে পট্ট বসন বিস্তৃত ॥
বরাহ রুধিরাকৃতি বসনের বর্ণ।
সুক্ষ্মতর অঞ্চলে চঞ্চল মণি স্বর্ণ ॥
মহাভুজ মলয়জ লেপন শরীরে।
মুগ্ধ করে মুনি মনঃ সুগন্ধি সমীরে ॥
বাম পার্শ্বে হর্ষে সীতা করি অবস্থান।
চন্দ্রমুখী অতি চারু চামর ঢুলান ॥
পদ্মা সহ সেব্যমান যথা পীতাম্বর।
সেই রূপ সেবায় সেবিত রঘুবর ॥
তরুণ তপন তুল্য শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ।
শ্রীযুক্ত মালিন্য মুক্ত দেখি সীতাপতি ॥
সবিনয়ে সুমন্ত্র করিয়া নমস্কার।
জানাইলা যুবরাজে সংবাদ রাজার ॥
আহার বিহারে সুখী স্থিত সুখাসনে।
এই কালে সুমন্ত্র কহিলা রামধনে ॥
কৌশল্যা কুশলেস্থিতা কুশল দায়িনী।
দেখিবারে তোমাকে চেষ্টিত নৃপমণি ॥
শীঘ্রগতি চল রাম শুন আত্মশুচি।
কেকয়ীকে দেখিতে যদ্যপি হয় রুচি ॥
উপযুক্ত সুত উক্ত শুনিয়া সংবাদ।
প্রণমিয়া পিতৃ আজ্ঞা পরম আহ্লাদ ॥
সীতা প্রতি সীতাপতি করি সম্বোধন।
শুন সীতে সমাচার চিত্ত সন্তোষণ ॥
মহা দেবী মাতা মম কোশল নন্দিনী।
পিতা সহ বর্ত্তমানা পরম কল্যাণী ॥
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে আমারে।
সুত মুখে সমাচার দিলা পুরস্কারে ॥
ভাবিয়া আমার প্রিয় কেকয় কুমারী।
অবশ্য দিবেন রাজ্য পিতা দণ্ডধারী ॥
নির্জ্জনে নিশ্চয় এই হইল সুযুক্তি।
যে প্রকার শুনিয়াছি পূর্ব্বে এই উক্তি ॥
অতএব আমার নিকটে এই সুত।
সংবাদ লইয়া স্থিত নরেন্দ্রের দূত ॥
যেরূপ মন্ত্রির গুণ আছে সমুদায়।
যোগ্য দূত এই সুত জানি অভিপ্রায় ॥

নিশ্চয় আমাকে অদ্য রঘুকুল বর।
করিবেন যৌবরাজ্যে নিযুক্ত সত্বর॥
সেই হেতু শীঘ্রগতি শুন সীতা সতি।
দর্শন করিব গিয়া অযোধ্যাধিপতি॥
কেকয়ী সহিতে একাসনে স্থিত স্তর।
নির্জ্জনে নিশ্চিন্ত ভাবে স্থিত নরেশ্বর॥
পতি মুখে শুনি সীতা সৌভাগ্য বচন।
গুণবতী অনুমতি করিলা তৎক্ষণ॥
গচ্ছ গুরু সন্দর্শনে অপেক্ষা কি তায়।
কৃতাঞ্জলি করি সীতা করিলা বিদায়॥
দ্বারদেশ সীমা সীতা সন্তোষিত মনঃ।
ভর্ত্তৃবশে অনুব্রজে করিলা গমন॥
নিবৃত্তা করিয়া রাম যান ত্বরান্বিত।
পিতা মাতা দর্শনে হইয়া সচেষ্টিত॥
পরিত্যাগ শ্বশুর করিয়া তার পর।
দেখিলেন প্রার্থক পার্থিব বহুতর॥
দর্শন লালসে দ্বারে কত দ্বিজগণ।
সকলেরে দৃষ্টি করি শ্রীরঘু নন্দন॥
বন্দ্যগণে বন্দিয়া যাচকে দিয়া ধন।
রৌপ্য রথে সত্বরে করিলা আরোহণ
মাতঙ্গ শাবক তুল্য তুরঙ্গ সুন্দর।
পার্শ্বে চক্ষুঃ আচ্ছাদিত গমনে সত্বর॥
সিংহ তুল্য পরাক্রম সর্ব্ব তুরঙ্গম।
সেই রথে আরোহণ করি রঘূত্তম॥
পরম শোভন রূপ অতি শোভান্বিত।
ঘন সম গর্জ্জন পরম প্রতিষ্ঠিত॥
সেই রথে সীতাপতি করি আরোহণ
আপন ভবন ত্যজি ত্বরিত গমন॥
শুক্লমেঘ পরিহরি যথা শশধর।
সেই রূপ বিনির্গত যেন রঘুবর॥
সুলক্ষণ লক্ষ্মণ ধরিয়া শ্বেত ছত্র।
সচল চামর কর উল্লাসিত গাত্র॥
পশ্চাতে পশ্চাতে যান যথা রামচন্দ্র।
দেবেন্দ্র অনুজ যেন সানন্দ উপেন্দ্র॥
উঠিল তুমুল শব্দ শুদ্ধ সর্ব্ব জন।
দেখিবারে ধায় দ্বারে পুরবাসিগণ॥
রথোপরি মহারথি দাশরথি যান।
দীন দুঃখি সকলে করিয়া অনুমান॥
কেহ নহে বিমর্ষ সহর্ষ সর্ব্বজন।
দশ দিক্ পরিপূর্ণ মনুষ্য নিস্বন॥
সেই শব্দে সন্তোষিত কৌশল্যা নন্দন।
প্রিয় শব্দবাদিগণে দিতে বহু ধন॥
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে আজ্ঞা দিয়া রঘুবর।
বিরাজেন বীর সিংহ সুস্থির অন্তর॥
রামায়ণে অযোধ্যায় রামের আহ্বান।
তাহে ত্রয়োদশ সর্গ এই সমাধান॥

১৩ সর্গ।

ত্রিপদী।

রথের উপরে রাম, রঘুবংশ গুণধাম,
কৃতাঞ্জলি করে পুরজন।
শ্রীরামের অনুচর, পথে স্থিত কত নর,
পথে রথে করিয়া বেষ্টন॥
সকলের বাক্য যত, শুনিয়া সন্তোষ কত,
আত্ম বন্ধুজন গণ উক্ত।
শ্রবণে পরম সুখ, সুখ বৃদ্ধি সুকৌতুক,
যে আলাপে পাপ তাপ মুক্ত॥

কহিলেন সর্ব্ব জনে, শ্রীরাম পদ্মলোচনে,
স্বয়ং রাজদণ্ড এই ধারা।
নিজগুণে উপার্জ্জিতা, ধর্ম্মিষ্ঠা তুসারহিতা
পাইবেন লক্ষ্মী প্রিয়তরা॥
দেবরাজ সম ধনী, হইবেন রঘুমণি,
ইনি তাঁর যোগ্য যুবরাজ।
স্বগুণে পাবেন মান, গত মাত্র পিতৃস্থান,
দিব্যাসনে করিয়া বিরাজ॥
যদি অদ্য রঘুবর, আমাদের রক্ষা কর,
রাজা হন রঘুবংশ মণি।
প্রমোদে সকলে রব, স্বর্গবাসী সম হব,
ধরা হবে সুরেন্দ্র অবনী॥
করিয়া যদি সুকৃতি, হব্যবাহে হব্যাহুতি,
দিয়া থাকি আমরা সকলে।
রক্ষক হবেন রাম, রাজা এই গুণধাম,
রঘুবংশ রত্ন সেই ফলে॥
না হইব কষ্ট জীবী, সর্ব্বদা রাঘবে সেবি,
না হইব দুঃখী কদাচন।
যদি রাম যৌবরাজ্যে, রাজা হন এই রাজ্যে,
অদ্য হয় মূর্দ্ধাভিষেচন॥
এইরূপ শুভ বাণী, শ্রবণেতে মহামানী,
দ্রুত যান পিতার ভবন।
হৃষ্টচিত্ত অতিশয়, পরে পুরনারী চয়,
দৃষ্টি করে শ্রীরাম বদন॥
প্রশংসা বিস্তর করে, রাম গুণ রত্নাকরে,
সন্তুষ্টা হইয়া নারীগণে
কহে পূর্ব্ব আচরণ, পিতা পিতামহগণ,
সেইরূপ শ্রীরঘু নন্দনে॥

গুরু গুণাকর রাম, নব দূর্ব্বাদলশ্যাম,
পালিবেন এই পৃথ্বী তল।
যথা পিতামহ অজ, রঘুবংশে বংশধ্বজ,
সেই রূপ রাখিবে সকল॥
অধিক পালন যবে, সে দিন কখন হবে,
কহে সবে এই পরস্পর।
ভোজনে কি প্রয়োজন, কিবা প্রিয় প্রিয়গণ,
কি করে অপর পুরনর॥
অপর সুপ্রিয়তর, কিবা কার্য্য মনোহর,
আছে অন্য ইহার সমান।
রাম অভিষেক বিনা, সমস্ত বাসনা ক্ষীণা,
এই কর্ম্ম প্রাণাধিক প্রাণ॥
তুমি পুত্র হৈতে রাম, কৌশল্যা আনন্দ ধাম,
বিরাজ করুন রাজমাতা।
জানকী তব সহিতে, ঋদ্ধিমতী শ্রিয়ান্বিতে,
এই রূপ করিবেন ধাতা॥
যৌবরাজ্য হয়ে প্রাপ্ত, লয়ে বন্ধু অপব্যাপ্ত,
পিতৃ ধনে হইবেন ধনী।
শত্রু কুল জয়ী সুখী, সঙ্গে সীতা শশি মুখী,
চিরজীবী হও রঘুমণি॥
যাইতে যাইতে পথে, পিতৃ গৃহে দিব্য রথে,
অট্টালিকা উপরে অঙ্গনা।
থাকিয়া গবাক্ষ দ্বারে, বধূগন বারে বারে,
এই কথা কহে হৃষ্টমনাঃ॥
অপর অপর কথা, বিবিধ প্রকার তথা,
যথা রূপ করিয়া শ্রবণ।
শ্রীমান শ্রীধাম ধীর, যান রঘুবংশ বীর,
প্রিয়করি পিতার ভবন॥

হৃত মনঃ রামগুণে,রাঘবের রাজ্য শুনে,
সন্তোষ দর্শনে সর্ব্বজন॥
কেবা আছে নরনারী,রামগুণ পরিহারি,
রূপ হেরি ফিরায় নয়ন॥
বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র,সর্ব্বপ্রিয় রামভদ্র,
প্রাণের অধিক প্রিয়তর।
সুরেন্দ্র সদন সম, রাজকুলে প্রিয়তম,
হইবেন মহিমা সাগর॥
রথ হৈতে অবতীর্ণ,স্বীয় অঙ্গ শোভাকীর্ণ,
তূর্ণ পর্ব্ব পূর্ণ শশী প্রায়।
প্রবেশেন রাজকুল,বীর সিংহ সমতুল,
সর্ব্বখণ্ড খণ্ডিয়া যথায়॥
অন্তঃপুরে প্রবেশন, নিবারিত সর্ব্বজন,
রঘুবর অন্তিকে পিতার।
প্রবেশ করিলা রাম,পরিহরি জন গ্রাম,
তারা করে বাসনা অপার॥
যবে রাজপুরে রাজে,রঘুবংশ মহারাজে,
দর্শন করিতে যান রাম।
পুরদ্বারে পুরজন, আকাঙ্ক্ষিত সর্ব্বক্ষণ,
পুনর্যাত্রা হয় অবিরাম॥
ক্ষীরোদ সাগর প্রায়,রামচন্দ্র জয় চায়,
অযোধ্যায় চতুর্দ্দশ সর্গ।
শ্রবণে মনুষ্যবর্গ, পাইবেন অপবর্গ,
সমাদরে শুন সাধুবর্গ॥

১৪ সর্গ।

পয়ার।

উপবিষ্ট আসনে ভূপতি দশরথ।
দর্শন করিলা রাম ভগ্ন মনোরথ॥
কেকয়ী সহিত স্থিত বিরস বদন।
কৃতাঞ্জলি করে পরে ধরিয়া চরণ॥
প্রণতি পূর্ব্বক নিজ জনকে নন্দন।
অনন্তরে কেকয়ীরে করিলা বন্দন॥
সুমিত্রা প্রভৃতি মাতৃ সপত্নী সকলে।
বন্দনা করিলা রাম পরম কৌশলে॥
প্রণত বিনত পুরঃস্থিত রঘুবর।
রামচন্দ্র মুখ হেরি দুঃখী নৃপবর॥
নিষ্পাপ শরীর ধীর বীর চূড়ামণি।
প্রিয়পুত্র সুপবিত্র রাঘব অগ্রণী॥
অপ্রিয় বচন নৃপ বলিতে না পারি।
রাম শব্দ উচ্চারণে চক্ষে বহে বারি॥
অপর প্রমদাসুত করি নিরীক্ষণ।
দৃষ্ট অদৃষ্টের মত জড়িত বচন॥
এ রূপ না ছিলা ভূপ পূর্ব্বে কভু আর।
অপরূপ দৃষ্টে হয় আশঙ্কা বিকার
সর্পে পদ দিয়া যথা হয় দর্প হীন।
সেই রূপ রামচন্দ্র উদ্বেগে মলিন॥
অপ্রসন্ন সর্ব্বেন্দ্রিয় নাহি কোন সুখ।
দেখিয়া সন্তপ্ত রাম জনকের মুখ॥
দেখিলেন দয়াময় পিতার বিরাগ।
অতি দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্বাস যথা নাগ॥
রাহুর বদনে রবি ছবি যেই রূপ।
ক্ষোভিত সাগর প্রায় অযোধ্যার ভূপ॥

মিথ্যা বাক্য বলিয়া মলিন যথা মুনি।
বিকারি আকার ধারী তথা নৃপমণি॥
অনিমিত্ত এই রূপ বিকার কুৎসিত।
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র পরম দুঃখিত॥
চিন্তা যুক্ত পিতৃহিতে অনুরক্ত রাম।
নিমিত্ত নিশ্চয় না বুঝিয়া ঘনশ্যাম॥
কি হেতু নয়নে নৃপ দেখিতে অশক্ত।
রাম বাক্য বলি কেন বাক্য পরিত্যক্ত॥
সম্বোধনে চৈতন্য না হয় কি কারণে।
করিয়াছি কিবা দোষ পিতার চরণে॥
অজ্ঞানে অথবা বাল্য বুদ্ধি ব্যতিক্রমে।
লাঘব হইল জ্ঞান অতি গুরুতমে॥
অন্যথা আমাকে হেরি মানিতেন ধন্য।
কোপে মুক্ত স্নেহ যুক্ত না ভাবেন অন্য॥
অদ্য সন্দর্শন করি আমাকে নৃপতি।
ঈদৃশ আয়াস যুক্ত পরিমুক্ত মতি॥
পূর্ব্ব প্রায় বাৎসল্য করিয়া পরিত্যাগ।
দয়াবান হয়্যা কেন দর্শনে বিরাগ॥
এই সব উদ্বেগে উদ্বিগ্ন রঘুবর।
শোকার্ত্ত সমান রাম ম্লান কলেবর॥
কেকয়ীর প্রতি পরে করি নিরীক্ষণ।
বিনয় পূর্ব্বক রাম বলিলা বচন॥
কহ দেবি ভাবিয়া না স্থির হয় মনঃ।
করিয়াছি অজ্ঞানে কি পাপ আবাহন॥
বিবর্ণ বদন দীন ক্ষীণ কলেবর।
না কহেন কথা কেন দেখি নৃপবর॥
দিয়াছি কি দুঃখ আমি মনে নাহি বোধে
সন্তাপিত নরনাথ কিবা অনুরোধে॥

নৃপ সুখে সদা সুখী মানস আমার।
অজ্ঞানে কি অবিধানে অশুভ সঞ্চার॥
ভরত শত্রুঘ্ন আর কুমার লক্ষ্মণ।
আমার কনিষ্ঠবর্গ পিতার নন্দন॥
অপর আমার মান্য যত মাতৃগণ।
করিয়াছি কাহারো কি অনিষ্ট কখন॥
সেই পাপে পরিতাপে প্রকুপিত পিতা।
কি কুকর্ম্ম করিয়াছি বল শুনি মাতা॥
প্রসন্ন যাহাতে হন কর মাতা তাই।
পিতৃ পরিতুষ্টে সুতে অমঙ্গল নাই॥
অসন্তুষ্ট পিতা কিম্বা তাঁহার অপ্রিয়।
উপার্জ্জনে জীবন ধারণ নহে প্রিয়॥
সত্য বাক্য কহিলাম জানিবা নিশ্চয়।
যে পিতা হইতে এই দেহোৎপত্তি হয়॥
যে হইতে এ জগতে জীবন ধারণ।
করিয়া অপ্রিয় তাঁর বাঁচা অকারণ॥
পিতা প্রভু শরীর প্রভবকর্ত্তা পিতা।
প্রিয়কারী বৃত্তিদ বরদ উপনেতা॥
প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা জানিবে নিশ্চয়।
আয়ু বল যশোবিত্ত পিতা হৈতে হয়॥
অপর অপর প্রিয় কার্য্য যে সকল।
পিতৃবল দৈববল হইতে প্রবল॥
পিতার অপ্রিয় কার্য্য করে যেই জন।
নিন্দনীয় কৃতঘ্ন সে পাপাত্মা দুর্জ্জন॥
নিতান্ত নারকী মহাপাতকী সে হবে।
এমন কঠিন কর্ম্ম করিয়াছি কবে॥
যে কারণে অভিমান হইয়া সঞ্চার।
ক্রোধ যুক্ত ব্যাকুলিত মানস পিতার॥

বল দেবি নিশ্চয় করিয়া সে কারণ।
যে নিমিত্ত শুদ্ধ দেহে বিকার ধারণ॥
না ছিল এমন ভাব পিতার শরীরে।
কটু কথা বলিয়াছে কেহ কি অস্থিরে
বিশেষতঃ ব্যাকুলিত চিত্ত ভূপতির।
পূর্ব্বে কভু নাহি দেখি এমন শরীর॥
আমি কিন্তু নৃপতির নিমিত্ত জননি।
পাবকে প্রবেশ করি হেন চিত্তে গণি॥
ভূপতির বাক্যে বিষ করিতে ভক্ষণ।
সাগরে অবশ্য পারি করিতে মজ্জন॥
অথবা যদ্যপি আজ্ঞা করেন আপনি।
পূর্ব্বোক্ত সকল কর্ম্ম করিব জননি॥
তোমার বচনে মাতা অকার্য্য কি আছে।
পিতা হেন পূজ্য তুমি আমাদের কাছে॥
অতএব আপনি মা কর অনুমতি।
নৃপতির চেষ্টা কিবা কহিবা সম্প্রতি॥
মিথ্যা কথা না কহিব তোমার নিকটে।
অবশ্য কর্ত্তব্য যদি দুঃখ তাহে ঘটে॥
গগণ পতিত হয় পৃথিবীর শিরে।
সমুদ্র দরিদ্র হয় বিনির্মুক্ত নীরে॥
তথাচ না মিথ্যা কথা কব মাতা আমি।
অতল যদ্যপি হয় তলাতল গামী॥
খল মতি কেকয়ী অখল রঘুবীরে।
পূর্ব্ব কথা বিস্তারিত কহে ধীরে ধীরে॥
মন্থরার বাক্য দোষে দুষ্ট তার মতি।
পূর্ব্ব কথা কহিল চাহিয়া রঘুপতি॥
পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে তোমার জনক।
অত্যন্ত পীড়িত অঙ্গ দহিল পাবক॥
আমার শুশ্রূষা গুণে রোগ ভাল হয়।
সন্তুষ্ট হইয়া তাহে দিলা বর দ্বয়॥
ভরতের অভিষেক তব বনবাস।
দ্বিসপ্ত বৎসর মম এই অভিলাষ॥
পূর্ব্ব দত্ত বরদ্বয় সফল আমার।
পিতৃবাক্যে অদ্য বন গন্তব্য তোমার॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ সীমা প্রবেশ কানন।
পিতৃসত্য কর পুত্র কার্য্যেতে পালন॥
আপনারে পুনঃ সত্য করিবারে চাও।
সপ্ত সপ্ত বর্ষ পুত্র বনবাসে যাও॥
রাজ্য আশা তৃষা ক্লেশা কর রঘুবর।
পরে চীরাজিন জটা ধর গুণাকর॥
হবে না কেকয়ী বাক্য তব সুখকর।
সেই কালে পিতৃসত্যে জানি রঘুবর॥
পিতার বচন যোগে হইয়া যন্ত্রিত।
কাননে গমন রাম ভাবিলা উচিত॥
রামায়ণে শ্রীরামের বনবাসাদেশ।
ইহাতেই পঞ্চদশ সর্গ পরিশেষ॥

১৫ সর্গ।

লঘু ত্রিপদী।

কেকয়ী বচন, করিয়া শ্রবণ,
ঈষদ্ধাস্যে সুলোচন।
রাম গুণাধার, করিয়া স্বীকার,
পরে কহিলা বচন॥
হয়ে জটাধারী, হব বনচারী,
পরিব চীর বসন।
চতুর্দ্দশ বর্ষ, পরিহরি হর্ষ,
করিব সত্য রক্ষণ॥

জননি সকল, নৃপতিকে বল,
আপনি এই সংবাদ।
যাব আমি বনে, বল গুরুজনে,
ঘুচাও নৃপ বিষাদ॥
আমি আজ্ঞাদাস, যাব বনবাস,
পালিতে জনক আজ্ঞা।
এ নহে নিগ্রহ, মানি অনুগ্রহ,
পালনে পিতৃ প্রতিজ্ঞা॥
আমি পিতৃ ভৃত্য, হব কৃত কৃত্য,
এ পুত্র থাকিতে ভূপ।
কেন চিন্তান্বিত, করি অনুমিত,
তাত দেবতা স্বরূপ॥
পিতৃ রাজ্য এ ভূ, পিতা নিজে প্রভু,
মম গুরু সর্ব্ব ভাবে।
এ আজ্ঞা পালন, করিব এক্ষণ,
কি হইবে রাজ্য লাভে॥
জনক বচন, মস্তকে গ্রহণ,
না হবে বারণ ইহা।
মন্যু নাহি কর, সুখে কাল হর,
নাহি মম রাজ্য স্পৃহা॥
আমি তব বাণী, দৈব বাণী মানি,
জননী সুস্থিরা হবে।
চীর জটাধর, হয়ে নিরন্তর,
বনে রঘুবর রবে॥
গুরু ইষ্ট পিতা, বিদ্যা অপ্রমিতা,
ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা অতি।
মম সম জন, সে বাক্য হেলন,
করিবে কি লয় মতি॥

কিন্তু এক দুঃখ, মানসে অসুখ,
দহিছে হৃদয় মম।
সুখোদয় এক, ভরতাভিষেক,
বচন এ মর্ম্মোরিম॥
স্বয়ং নৃপবর, হল্যে আজ্ঞা কর,
হইত অধিক সুখ।
কিবা রাজ্য সুখে, কিবা বন্য দুঃখে,
তাহাতে উজ্জ্বল মুখ॥
আমি ধন প্রাণ, রাজ্য দারা দান,
দিতে পারি অনায়াসে।
ভরত যাচিলে, কি আছে অখিলে,
অদেয় এ ভ্রাতৃ পাশে॥
ভ্রাতা গুণবান, শুদ্ধ মতিমান,
মহাত্মা মানব শেষ।
তাকে রাজপদে, রাখি পদে পদে,
অদেয় নাহি বিশেষ॥
নৃপ রাজ্য দানে, বিশেষ বিধানে,
কি আছে কহ জননি।
আমি প্রাণ সত্ত্বে, এই রাজ্য দত্তে,
ভরতে দিব এখনি॥
রাজার আশ্বাস, জন্মাও বিশ্বাস,
আশ্বাসিত আত্মা কর।
অদ্য যাব বন, অলঙ্ঘ্য এ পণ,
সুখী হন দণ্ডধর॥
দ্রুতগতি হয়ে, বহু নর লয়ে,
সুশীঘ্র কর গমন।
মাতুল আলয়ে, যাইয়া সদয়ে,
ভরতে কর জ্ঞাপন॥

আনিবে ত্বরায়, তারে অযোধ্যায়,
রাজ্য অভিষেক জন্য।
আমি যাই বন, দেখিয়া সুক্ষণ,
কি আর কহিব অন্য॥
হৃষ্ট চিত্তা হবে, সুখে রাজ্যে রবে,
হইবে নৃপতি মাতা।
রঘুপতি বাণী, শুনি রাজরাণী,
ভাষে অতি আনন্দিতা॥
রামেরে প্রেরণে, অবিশ্বাস মনে,
স্থাপনে শ্রদ্ধা বিহীনা।
রাণী আগে রামে, দিতে বনধামে,
ত্বরা করে সুকঠিনা॥
কহিছে হইবে, ত্বরায় যাইবে,
চপল তুরঙ্গ রথে।
মাতুল ভবন, হৈতে আনয়ন,
করিতে গমন পথে॥
না কর বিলম্ব, বন অবলম্ব,
অদ্য তুমি কর রাম।
হইয়া উৎসুক, অরণ্য কৌতুক,
দেখ গিয়া গুণধাম॥
বিলম্বে কল্যাণ, নাহি মতিমান,
লজ্জা হেতু নরেশ্বর।
না কহেন কথা, এ কথা অন্যথা,
নহে নহে রঘুবর॥
ন সংশয় অন্য, রঘুকুল ধন্য,
মন্যু না করিবে সুত।
যে কাল পর্য্যন্ত, না যাবে বনান্ত,
তুমি পুত্র অতি দ্রুত॥

সে কাল ভূপতি, চিন্তাকুল মতি,
চিত্তে না পাইবে সুখ।
কর সুখী ভূপে, পুত্র কোন রূপে,
হইয়া কাননোন্মুখ॥
কেকয়ী কারণ, হৃদয় দারণ,
বচন শুনিয়া ভূপ।
প্রকাশিত চক্ষুঃ, হইয়া মুমুক্ষু,
নীরস তরু স্বরূপ॥
জানিয়া ভূপতি, রামে বন গতি,
কেকয়ী বচন লাভে।
করি হাহাকার, সন্তাপ অপার,
পতিত মূর্চ্ছিত ভাবে।
চক্ষে শোক বারি, বারিতে না পারি,
বারি পূর্ণ কলেবর।
রাম বাক্য ছলে, বাক্য শরানলে,
পীড়িত রাঘববর॥
রা[illegible]ন, রাণী বাক্যবাণ,
বাধিত হৃদয় অতি।
[illegible] সুস্থমতি, রঘুকুলপতি,
কানন গমনে মতি॥
অপ্রিয় দারুণ, বাক্য নিদারুণ,
বক্ষে দারুণ কারণ।
করিলা শ্রবণ, কমল লোচন,
করিলা ধৈর্য্য ধারণ॥
নাহি ব্যথা তায়, পুনর্ব্বিমাতায়,
কহিলেন রঘুবীর।
নহি অর্থপর, রাজ্য স্পৃহাকর,
জানিবে দেবি সুস্থির॥

অসত্য বচন, না কহি কখন,
সত্যবাদী শুদ্ধ ভাব
কি হেতু আমারে, শঙ্কা বারে বারে,
অবশ্য অরণ্যে যাব ॥ ।
তোমাকে স্বভাবে,রাখিলে সদ্ভাবে,
হবে কর্ত্তব্য করণ।
ত্যজিবে জীবন, প্রিয় জন ধন, ।
উচিত জানে যেমন ॥
ধর্ম্ম আচরণ, বিনা অন্য ধন,
কি অধিক ভূমিতলে।
জনক আদেশে, যাব বনোদ্দেশে,
থাকিব স্বধর্ম্ম বলে ॥ ।
না কহেন গুরু, জ্ঞান কল্পতরু,
করিয়া কৃপা প্রকাশ।
তথাচ কাননে, তোমার বচনে
চতুর্দ্দশ বর্ষ বাস
জানিবে নিশ্চয়, করুণ হৃদয়,
কল্যাণি কর ক্রন্দন। ।
ভরতের জন্য, কিবা আছে অন্য
দিব ধন জন প্রাণ।
ভরত কারণ, যাহা প্রয়োজন,
জানাইলে তুমি মাতা।
প্রিয় ইষ্টভোগ, জীবন বিয়োগ,
দারা আদি অন্য ভ্রাতা ॥
তোমার বচনে, আনন্দিত মনে,
ভরতে করিব দান।
তুমি নৃপবরে, এ দুঃখ সাগরে,
ভাসাইয়া নিলে মান ॥

করি রাজ্য লোভ, নৃপে দিয়া ক্ষোভ,
জননি কি পাবে ফল
তনয় কারণ, হৃদি বিদারণ,
মৃত্যুসম শোক স্থল
জানিবে এখনি, কৌশল্যা জননী,
না জানিতে যাব বন।
ত্যজিয়া সীতায়, অদ্য অভিপ্রায়,
সুখিনী সন্তোষ মনঃ ॥
ভরত পালন, এ রাজ্য শাসন,
করিবে যথার্থ রূপে।
করিয়া এ কর্ম্ম, রাখ সতী ধর্ম্ম,
শুশ্রূষা করিও ভূপে
শ্রীরাম বচন, করিয়া শ্রবণ,
বাষ্পবারি পরিপূর্ণ।
পাইয়া চেতন, কিঞ্চিত্ রাজন,
বিমোহিত পুনস্তূর্ণ ॥
কেকয়ী বচন, অপ্রিয় যেমন,
শ্রবণ করিয়া পরে
অন্তঃপুর চারী, কিবা নর নারী,
সকলে সংশয় করে ॥
হৈল দ্বেষাদ্বেষ, সুখ অবশেষ,
বিদ্বেষ ভয়ে কাতরা।
পরে রঘুপতি,মাতৃ স্থানে গতি,
নিবারি চলিলা ত্বরা ॥
না বলিয়া যায়, হত মনস্কায়,
করিলা অরণ্য গতি
নিষেধ বচন, না কহে রাজন,
সংজ্ঞাহীন যেন অতি ॥

পদে নতশিরঃ, পরে রঘুবীর,
জনকে করি প্রণতি।
দুঃশীলা দুঃখদা, বিদ্বেষিণী সদা,
কেকয়ী চরণে নতি॥
করি কৃতাঞ্জলি, কিছু নাহি বলি,
দুই জনে প্রদক্ষিণ।
করিয়া শ্রীরাম, সর্ব্ব গুণধাম,
অন্তরে হইয়া দীন॥
রাজপুরী ত্যাগ, বনে অনুরাগ,
দেখিয়া দারুণ কর্ম্ম।
নয়ন কমল, পরিপূর্ণ জল,
লক্ষ্মণ বুঝিয়া মর্ম্ম॥
রাম পৃষ্ঠদেশে, বারণ উদ্দেশে,
করিলা মৃদু গমন।
বনে কৃতোদ্যোগী, নিবারণ লাগি,
লক্ষ্মণ শুভ লক্ষণ॥
নিশ্চয় গমন, জানিয়া লক্ষ্মণ,
পশ্চাতে পশ্চাতে যান।
পরে অতি ভব্য, অভিষেক দ্রব্য,
দেখে্য রাম মতিমান॥
প্রদক্ষিণ পর, গমন সত্বর,
সন্তোষে তাহা না চান।
পিতা দুঃখভাগী, স্বপুত্র বিয়োগী,
তাহা লাগি ত্বরাবান॥
সেই অন্তঃপুরী, রাম পরিহরি,
জননী গৃহে গমন।
ঈষদ্ধাস্য মুখ, লক্ষ্য নহে দুঃখ,
দেখিছে এরূপ জন॥
গুরুজনতারে, পূজি নমস্কারে,
সত্বরে সুবুদ্ধি ধীর।
দেখিতে জননী, চলিলা আপনি,
নিজ গৃহে রঘুবীর॥
দেখে্য রাম মুখ, অন্তরেতে দুঃখ,
নাহি হয় অনুমান।
লক্ষ্মণ অনুজে, বারি অনুব্রজে,
একাকী আপনি যান॥
চিত্তে ধৈর্য্য ধারী, রাজ্য অধিকারী,
রামের সৌন্দর্য্য হেরি।
রাজ্যনাশ দেখি, তথাচ বিমুখী,
নহে রাজশ্রী সুন্দরী॥
রাম লোককান্ত, অতিকান্তি শান্ত,
রজনীকান্ত সমান।
চন্দ্রে পরিহরি, যামিনী সুন্দরী,
কখনও যথা না যান॥
ধন পূর্ণা ধরা, পরিত্যাগ করা,
অনুভব নাহি হয়।
সর্ব্ব পরিত্যক্ত, যোগী যোগাসক্ত,
যেমন সুস্থ হৃদয়
মনে দুঃখ অতি, তবু ধরি ধৃতি,
ধারণ করেন রাম।
জানাইতে দুঃখ, জননী সম্মুখ,
গৃহে যান গুণধাম॥
স্বীয় জন যত, রামে অনুগত,
সে সকল সন্নিকটে।
হর্ষভাবে অতি, তারা হর্ষমতি,
সুবাক্য বদনে রটে॥

আপন বিপদে, চিন্তা পদে পদে,
জননী আস্পদে যান
অযোধ্যা সৎকাণ্ডে,বিরস প্রকাণ্ডে,
সর্গ ষোল সমাধান ॥
১৬ সর্গঃ।

পয়ার।

অনন্তর সুদুঃখে সন্তপ্ত রঘূত্তম।
নিশ্বাস নির্গম হয় যথা ভুজঙ্গম ॥
ভ্রাতৃ সহ কৌশল্যা নিবাসে যান রাম।
দ্বারে ছিলা বৃদ্ধগণ করিয়া বিশ্রাম ॥
দেখিলেন দ্বারস্থ সমস্ত বৃদ্ধগণ।
কৃতাঞ্জলি বন্দিলেন শ্রীরঘুনন্দন ॥
মাতৃ আজ্ঞামতে কেহ না করে বারণ।
মাতাকে দর্শন হেতু উৎকণ্ঠিত মনঃ ॥
প্রবেশি প্রথমখণ্ডে পেয়ে পুরস্কার।
দ্বিতীয় খণ্ডেতে যান রঘুবংশ সার ॥
দেখিলা তথায় বেদ বিজ্ঞতর নর।
রাজপুরস্কৃত বৃদ্ধ বহু গুণধর ॥
সেই সব দ্বিজবরে করি নমস্কার।
দীনহীন প্রায় চিত্ত নরেন্দ্র কুমার ॥
মাতৃগৃহে প্রবেশ করিলা রঘুবীর।
দেখিলেন কৌশল্যাকে নিয়মে সুস্থির ॥
নিয়মে করেন পূজা বহু সুরবরে।
পুত্রের রাজত্ব প্রাপ্তি সঙ্কল্প অন্তরে ॥
শুক্লবস্ত্র পরিধানা হরিনাম রতা।
দেব প্রতি চিন্তাপরা ইন্দ্রিয় সংযতা ॥

শীঘ্রগতি রঘুপতি প্রবেশি ভবন।
দেবাগারে জননীরে করিয়া দর্শন ॥
কৃতাঞ্জলি করি দেবী দেব পরায়ণা।
সর্ব্বদা মঙ্গল বাক্য পূরিত বদনা ॥
অর্চ্চনা করেন তথা যত পিতৃগণে।
অন্যদেবে দেবীগণে পূজে এক মনে ॥
দর্শন করিয়া এই রূপ জননীরে।
প্রণাম করেন পদে অত্যন্ত সুস্থিরে ॥
অবনত হয়ে পদে অখিলের পতি।
কহিলেন রাম তব নন্দনাবনতি ॥
কৌশল্যা কুমারে দেখি আগতা সম্মুখে।
এসো বৎস বলি দেবী চুম্বিলা শ্রীমুখে ॥
গাভী যথা বৎস হেরি অত্যন্ত তরলা।
সেই রূপ রাজপত্নী স্ববৎস বৎসলা ॥
শ্রীরাম প্রসূতি অঙ্কে করিয়া বিশ্রাম।
পাইয়া পরম প্রীতি নব ঘনশ্যাম ॥
পূজিলেন প্রসূতিরে পুরুষ প্রধান।
অদিতিরে যেমত পূজেন মঘবান ॥
প্রিয় পুত্রে দেখিয়া কৌশল্যা গুণবতী।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মঙ্গলার্থে সতী ॥
সকল রাজর্ষি বৃদ্ধ মহাত্মার প্রায়।
চিরায়ু হইবা পুত্র দেবতা পূজায় ॥
কীর্ত্তি ধর্ম্ম প্রাপ্ত হবে নিজ কুলোচিত।
পিতৃ দত্ত রাজ্য লাভে হবে শ্রিয়ান্বিত ॥
হতশত্রু হও পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীমান।
পিতার আনন্দ বৃদ্ধি কর গুণবান ॥
পিতৃ সত্য প্রতিজ্ঞতা দেখ অচিরায়।
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবা ত্বরায় ॥

এই কথা কহিলা কৌশল্যা মহারাণী।
শ্রবণ করিয়া রাম জননীর বাণী॥
কেকয়ীর কুবাক্যে সন্তপ্ত হৃদন্তর।
কহিলা ব্যাকুল ভাবে মায়ের গোচর॥
না জান জননি তুমি বিশেষ সংবাদ।
উপস্থিত হইয়াছে হরিষে বিষাদ॥
সীতার তোমার আর লক্ষ্মণের তরে।
জান না জননি আছ নিশ্চিন্ত অন্তরে॥
ভরতের জন্য রাজ্য যাচিলা বিমাতা।
পূর্ব্ব সত্য প্রতিজ্ঞা বন্ধনে বদ্ধ পিতা॥
অতএব পৃথ্বীপতি প্রতিশ্রুত অদ্য।
ভরতে দিবেন রাজ্য অভিপ্রায় সদ্যঃ॥
বনবাসে আমারে প্রেরিয়া নরেশ্বর।
কেকয়ীর সত্যে মুক্ত হইবা সত্বর॥
তুমি স্বামী যে আমি হইব ছিল আশ।
চতুর্দ্দশ বৎসর করিব বনবাস॥
স্বাদুদ্রব্য পরিহরি ফল মূলাহারী।
রাম মুখে এ দুঃখ শ্রবণে নৃপনারী॥
পতিতা পৃথিবী তলে রাণী তপস্বিনী।
নিকৃত্তা কদলী প্রায় আশ্রয় অবনী॥
দুঃখানলে তপ্ত তনু নিরখিয়া রাম।
ভূমি তলে প্রসূতির দুঃখ পরিণাম॥
ধরিয়া কমল করে করিয়া উত্থিত।
চেতনা রহিতা মাতা দেহ কম্পান্বিত॥
করিলেন সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন রঘুপতি।
রাণীর গাত্রের ধূলি পরিষ্কারে মতি॥
অনন্তরে কৌশল্যা কিঞ্চিৎ স্থির মনে
আশ্বাস করিলা রামে মধুর বচনে॥

বাষ্প পরিপূর্ণ মুখী জড়ীভুতা রাণী।
দুঃখ চিত্তে কহিলেন মঙ্গলার্থ বাণী॥
যদ্যপি শ্রীরাম তুমি না হইতে পুত্র।
অতি শোক বিবর্দ্ধন কষ্ট পূর্ব্ব সূত্র॥
তবে আমি এ দুঃখ না পাইতাম দেহে।
তোমার বিচ্ছেদ জন্য বদ্ধ মহাস্নেহে॥
অপুত্রা থাকিব এক মাত্র দুঃখ ছিল।
সুপাত্র পুত্র বিচ্ছেদে গুরু দুঃখ দিল॥
বিবাহ অবধি আমি সুখ নাহি পাই।
তোমা হৈতে হবে শুভ মনে ছিল তাই।
সে সকল চিন্তা ফল নিষ্ফল সংপ্রতি।
তোমা হৈতে দুঃখের ভাগিনী রঘুপতি॥
অসহ্য সপত্নী বাক্য চিত্ত ভেদ যায়।
সে সকল সহিলাম দুঃখ নহে তায়॥
ততোধিক দুঃখ রাম হইবে উৎপন্ন।
হইল আসিয়া রাম দুঃখ কালাসন্ন॥
নিকটে থাকিতে তুমি এখনি এমন।
প্রবাসী হইলে তবে রবে কি জীবন॥
যে জন আমার প্রিয়কারী সর্ব্বক্ষণ।
করে যেবা সদা কাল আমার সেবন॥
আমার বিদ্বেষ হেতু সেই সর্ব্বজন।
ক্লিষ্ট হবে কেকয়ীর স্থানে অনুক্ষণ॥
আমারে যে ভজে কিম্বা পরিচর্য্যা করে।
অতিশীঘ্র বিনাশ হইবে তারা পরে॥
জন হীন পুত্র হীন হয়ে আমি রাম।
কেকয়ী অনিষ্ট বাক্য সব অবিশ্রাম॥
তুমি বনগামী হৈলে ততোধিক খেদ।
কেকয়ীর বাক্য বজ্রে হবে বক্ষো ভেদ

অতএব অসহ্য এ দুঃখ রঘুমণি।
জীবনে কি কায বল মরণ এখনি॥
তব জন্মাবধি রাম পাইলাম কষ্ট।
এই রূপে গত হৈল বৎসর দশাষ্ট॥
তোমা হৈতে হইবেক দুঃখ পরিক্ষয়।
মানসে হইয়াছিল আকাঙ্ক্ষা সঞ্চয়॥
সুনিয়মে করিয়াছি কত উপবাস।
কুৎসিত আশায় দেহ পাইয়াছে নাশ॥
দুঃখিনীর দুঃখে দুঃখে তুমি বর্দ্ধমান।
অনশনে ভাবিয়াছি তোমার কল্যাণ॥
তুমি বনবাস গেলে অভিলাষ শাখী।
সকল বিফল হবে কেন প্রাণ রাখি॥
দুঃখ চয় হৃদয় করিছে বিঘাতন।
স্রোতে যথা নদীকূল করে নিপাতন॥
সেই রূপ দুর্ব্বল প্রবল বায়ু গতা।
উচিত মরণ মম কি দেহে মমতা॥
কিম্বা মম মৃত্যু নাহি এই বা নিশ্চয়।
অথবা যমের সাবকাশ নাহি হয়॥
কি হেতু অন্তক নাহি করে আকর্ষণ।
শোকবজ্রে বক্ষঃস্থল করিছে ভেদন॥
এই ভয় হয় স্ব ইচ্ছায় যদি মরি।
আত্ম হত্যা পাপ হবে পরকালে অরি॥
বহু দুঃখ দায়ক কর্ত্তব্য তাহা নয়।
অদ্যই মরণ মম হইল নিশ্চয়॥
তব দুঃখে দুঃখিতা করেছে একে বিধি।
না রবে জীবন যাবে বিনা রাম নিধি॥
আরো কহি দৃঢ় এই হৈতেছে নিশ্চয়।
এই দুঃখে জরা জীর্ণ হইবে হৃদয়॥
তথাচ না হয় প্রাণ বিয়োগের কার্য্য।
মৃত্যুর অভাব মম হইল নির্দ্ধার্য্য॥
এই অতি দুঃখের বিষয় ভাবি মনে।
অনর্থক গেল কাল তপস্যাচরণে॥
সুত আশে বাসে পুত্র দ্বিজ দেব সেবা।
নিরর্থ হইবে ইহা গণিয়াছে কেবা॥
পাইয়া অনেক দুঃখ নরবর জায়া।
করিলেন বিলাপ ভাবিয়া পুত্র মায়া॥
দুঃখিত দেখিয়া পুত্রে কর্ম্মসূত্রে সতী।
কান্দিলা কিন্নরী প্রায় না হয় বিরতি॥
আর্ষ রামায়ণ কথা শুন সাধু বর্গ।
কৌশল্যা বিলাপ বাক্য সপ্তদশ সর্গ॥

১৭ সর্গঃ।

পয়ার।

পুনর্ব্বার কৌশল্যা হইয়া সুদুঃখিতা।
কহিছেন কোপ বাক্য নৃপতি বনিতা।
না শুনিবে তুমি রাম কামির বচন।
এই স্থানে স্থিতি কর কেন যাবে বন॥
যতকাল রবে জীব আমার শরীরে।
বাঁচাইতে বাঞ্ছা থাকে থাকহ সুস্থিরে॥
এই রূপ রাণীর উত্তর শুনি পরে।
লক্ষ্মণ কহেন বাক্য জননী গোচরে॥
কাল উপযুক্ত কথা কহিলা লক্ষ্মণ।
রাম বনবাসে তৃপ্ত নহে মম মনঃ॥
প্রাপ্য রাজ্য পরিহরি হরি রঘুমণি।
নারী জিত পিতৃ বাক্যে বীর চূড়ামণি

বনগামী হইবেন কেন রঘুপতি।
বৃদ্ধ রাজে উপস্থিত বিপরীত মতি॥
এ বাক্য কহিতে শক্য নহেন রাজন্।
গ্রহণ করিয়া মাত্র কেকয়ী বচন॥
না দেখি না শুনি দোষ কেন রোষ হবে।
কিজন্য কাননে পুত্রে পাঠাবেন তবে॥
ইহলোকে না দেখি এমন কোন লোক।
দোষ দিয়া রাঘবে না করে কেহ শোক॥
সকলে রামের মিত্র অমিত্র রহিত।
কোমল স্বভাব রাম ধীমান পণ্ডিত॥
দেব তুল্য সত্ত্ব যার সর্ব্বদা শরীরে।
মৃদু গুণ পরিপূর্ণ দাতা রঘুবীরে॥
শত্রু সহ মিত্রভাব বাৎসল্য প্রকাশ।
জানিয়া এমন পুত্রে নৃপতি নির্যাস॥
দেখিয়া এমন ধর্ম্ম কি ধর্ম্মে নৃপতি।
বনবাসে পাঠাবেন রঘু বংশ পতি॥
যদিও এমত বুদ্ধি উপস্থিতা হয়।
বালক বৃদ্ধের কথা গ্রাহ্য করা নয়॥
নারী পরাজিত যেবা সেবা হেতু বশ।
তাহার বচনে হয় বিশ্বাসে অবশঃ॥
রাজধর্ম্ম যথার্থ যে জানে বুদ্ধিমান।
সে কখন নাহি দেয় হেন কুবিধান॥
যাবত্ না হয় হেতু লোকে সুগোচর।
তাবৎ রাজত্ব কর রঘু বংশ বর॥
না হয় এমন লোকে কুরীতি বিধান।
ভুঞ্জ তব নিকটে ধরিয়া ধনুর্ব্বাণ॥
কার সাধ্য করে অভিষেক নিবারণ।
নির্ম্মনুষ্য হবে তবে অযোধ্যা ভুবন॥
রাজ আজ্ঞা উপলক্ষে যৌবরাজ্য হানে।
এখনি বিনাশ হবে সে কি রবে প্রাণে॥
না জানিয়া নিগূঢ় অপর মূঢ় জন।
হইলে ভরত পক্ষ হইবে নিধন॥
তবে তারে যম ঘরে পাঠাইব সদ্যঃ।
ক্ষমার সময় নহে সমুচিত অদ্য॥
নিজ দর্প দেখাও শিখাও শুদ্ধ রীত।
শুদ্ধ ক্ষমা গুণে রাম কে হয় পূজিত॥
কেকয়ীর বশে ভিন্ন, রসে নর বর।
হইবেন অবশ্য নিযুক্ত অতঃপর॥
ভিন্ন মতালম্বী নৃপ জানিয়া নিশ্চয়।
বচনে বিশ্বাস আর কদাচিত্ নয়॥
কোন্ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া নরপতি।
পুত্র পরিত্যাগ ইচ্ছা [illegible]ার কুমতি॥
কে করায় আমারে রামের সঙ্গে ভিন্ন।
ভরতে দিবেন রাজ্য কি বলের চিহ্ন॥
যদি রাম গুণধাম প্রবেশেন বন।
দীপ্ত হুতাশনে অগ্রে ত্যজিব জীবন॥
সর্ব্বভাবে সদা আমি রামে অনুরক্ত।
অগ্রজ কুলের ধ্বজ আমি তাঁর ভক্ত॥
এই সত্য পাইব তোমার পদদ্বয়।
দেখুক্ আমার বীর্য্য শত্রু সমুদয়॥
রামের আজ্ঞায় দেবী করিব উদ্ধার।
তব দুঃখ শক্তিশেল না রাখিব আর॥
লক্ষ্মণের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পুনর্ব্বার রাম মাতা কহিলা বচন॥
শ্রবণ করিলে রাম লক্ষ্মণের বাণী।
শোক দুঃখে আর্দ্র তনু কহিছেন রাণী॥

ভক্তিমন্ত অনন্ত গুণের গুণী ভাই।
কহিল যে পরামর্শ কর রাম তাই॥
যদি হয় রুচি মনে লক্ষ্মণের কথা।
বিমাতার বাক্যে বন গমন অন্যথা॥
শোকানলে কলেবর দহিছে আমার।
পরিত্যাগ করি কোথা যাইবে কুমার॥
যদি পুরাতন ধর্ম্ম করিবে তনয়।
তবে পুত্র কর মহাধর্ম্মের সঞ্চয়॥
মাতৃ সেবা মহৎ কর্ম্ম এই ধর্ম্মাচর।
সুখে থাক কথা রাখ শুশ্রূষণ কর॥
নতুবা বিমাতৃ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বনে যাইবার যোগ্য না হও নন্দন॥
পূর্ব্বে পুরন্দর পর নিগ্রহে নিপুণ।
মাতৃ বাক্য শ্রবণে পাইলা কত গুণ॥
শাসিয়া সাপত্নগণে শক্র মহাতেজাঃ।
অধিকারে সুরপুরে হইলেন রাজা॥
অতএব আমার সেবনে থাক গেহে।
সঞ্চারিবে কত পুণ্য পুণ্যবান্ দেহে॥
পরম তপস্যা ফলে স্বর্গ ফল পায়।
পাইবে পরম পুণ্য আমার সেবায়॥
পিতাকে যেমন দেখ তব পূজ্যমান।
ভাবিলে জননী তথা পূজনে সমান॥
আমার বচনে বনে গমনে নিবর্ত্ত।
তোমা বিনা এ জীবন গমনে প্রবর্ত্ত॥
এই বুদ্ধি আমার হৈতেছে উপস্থিত।
দুঃখিনীরে পরিহরি যাবে না নিশ্চিত॥
যদি যাও যাদুমণি একা কেন যাবে।
আমাকে লইয়া যাত্রা কর সুখ পাবে॥
তোমার নিকটে থাকি যদি তৃণ খাই।
লাগিবে অমৃতাধিক পুত্র মম তাই॥
যদ্যপি আমারে পরিত্যাগ করি রাম।
কাননে প্রস্থান কর নবঘন শ্যাম॥
তবে আমি কোলে করি এজন্মের মত।
না রহিবে এ জীবন জানিবে নিশ্চিত॥
এই মাতৃ হত্যা মহা ঘোরতর পাপ।
সমুদ্রে পড়িবে পুত্র যেন ব্রহ্ম শাঁপ॥
বহুবিধ বিলাপে ব্যথিতা দেখি মায়।
কহিলা ধর্ম্মাত্মা রাম বুঝাইয়া তাঁয়॥
পিতৃ বাক্য বিলঙ্ঘন মম সাধ্য নহে।
না পারিব জননি যাবৎ প্রাণ রহে॥
আমার সাধনে হবে প্রসন্না জননী।
পিতৃ বাক্যে বনে যাব তপস্যা ধরণী॥
একা আমি পিতৃ শাস্তা না হব নিশ্চয়।
সাধুর প্রশস্ত ধর্ম্ম অরণ্য আশ্রয়॥
এই কথা কহিলেন অনেক ব্রাহ্মণ।
শুনিয়াছি পূর্ব্বে যাহা কর মা শ্রবণ॥
পূর্ব্বে পিতৃ বাক্য কর্ণে করিয়া শ্রবণ।
জামদগ্নি করিলেন জননি শাসন॥
ধীমান শ্রীমান ভৃগুরাম মহাবীর।
কুঠারেতে কাটিলেন রেণুকার শিরঃ॥
কণ্ডু নামে বনবাসী ঋষি এক জন।
পিতৃ বাক্যে সিদ্ধারণ্য করিলা শরণ॥
তাদৃশ তোমার বাক্য করিয়া হেলন।
পিতৃ আজ্ঞামতে আমি প্রবেশিব বন॥
আমাদের পূর্ব্বজন্মা সগর সন্তান।
খনিলা সকল ক্ষিতি শুন্যেছি পুরাণ॥

পিতা সগরের বাক্যে খনি বসুমতী।
কত প্রাণী বধিলেন সগর সন্ততি॥
সকলে সেবিলা তাতে আছে পূর্ব্বকথা।
আমি হব পিতৃ শাস্তা একা এ কি কথা॥
দেখ প্রায় সচ্চরিত্র যত নরগণ।
সেই পথে পশ্চাতে সবার অন্বেষণ॥
এইহেতু সেই বর্ত্ম করি বলবান্।
বেদ প্রায় পিতৃ বাক্য করিব প্রমাণ॥
অনুগ্রহ কর মাতা দেও অনুমতি।
পিতৃবাক্য তুল্য আর আছে কি গো সতি।
এ কথা কহিয়া রাম কৌশল্যার প্রতি।
পুনর্ব্বার লক্ষ্মণে কহিলা রঘুপতি॥
জানিবা অনুজ তুমি প্রাণের সমান।
চিরদিন এই রূপ ভ্রাতৃ ভক্তিমান্॥
আমার নিমিত্ত তব সুদুঃখিত প্রাণ।
মম দুঃখে দুঃখী হৈয়ে কহিলে প্রমাণ॥
এ দুঃখে দুঃখিত আমি নহি কদাচন।
যে দুঃখেতে হইলেন পিতা অচেতন॥
এই বড় দুঃখ ভাই আমার নিমিত্ত।
দুঃখার্ণবে ভাসিলেন উৎকণ্ঠিত চিত্ত॥
মহামোহে নিজদেহ রাখি শয্যোপরি।
কি ধর্ম্ম সঙ্কটে তাত আহা মরি মরি॥
কেকয়ী কঠিন প্রাণা রমণী স্বভাব।
অধর্ম্মে পতিত করে জানিয়া সে ভাব॥
কি আশ্চর্য্য কি অধৈর্য্য দুঃখহৈতে দুঃখ
যে কর্ম্ম করিতে চাহ তাহে কিবা সুখ॥
রাজ্য আশে শাস্তা হব ধর্ম্মজ্ঞ পিতার।
ত্রিলোকনিন্দিত রাজ্যে কিকার্য্য আমার
পিতাকে যাতনা দিয়া পাব রাজ্য ভার।
কখন না হয় যেন এ কাল আমার॥
এ ইচ্ছা মুহূর্ত্তকাল করিয়া লক্ষ্মণ।
না হয় আমার বাঞ্ছা ধরিতে জীবন॥
অভিপ্রায় না বুঝিয়া কহ এ বচন।
সাধু হয়ে মম হিত নিমিত্ত লক্ষ্মণ॥
ধর্ম্মে স্থিতি মহামতি সেই অতি লভ্য।
যে ধরে ধর্ম্মেরে তারে ধর্ম্ম করে সভ্য॥
পিতৃসেবা বিনা ধর্ম্ম কি আছে আমার।
করিব পিতার শান্তি বচনে তোমার॥
না করি যদ্যপি পিতৃ বচন পালন।
তবে ধিক্ ধিক্ ভাই আমার জীবন॥
আমি যে পিতার বাক্যে নিত্য অনুগত।
হইব কি রূপে তাঁর আজ্ঞা বহির্ভূত॥
যদ্যপি কেকয়ী বাক্য কর নিরূপণ।
পিতৃ অনুমত বাক্য জানিবে লক্ষ্মণ॥
অন্যান্য ক্ষত্রিয় বিদ্যা কার্য্য এ কুমতি।
পরিহর, ধর্ম্ম বুদ্ধি আচর সুকৃতি॥
এই বাক্য বলি লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণে।
পুনর্ব্বার কৌশল্যার প্রতি সঙ্গোপনে॥
যুগ্মকরে শিরোপর নিয়া পদ রজঃ।
কৃতাঞ্জলি হইলেন রঘু কুলধ্বজ॥
না কর এমন মনে জ্ঞান গুণবতী।
পিতার শাসন কর্ম্ম করিব মা সতি॥
আগে বনে গিয়া খণ্ডি পিতার সন্তাপ।
পরে দেবী প্রাণের সহিত দিও শাঁপ॥
প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ কুশলী হব যবে।
তব পাদ পদ্ম দ্বয় দৃষ্ট হবে তবে॥

কর আজ্ঞা অনুজ্ঞা লইয়া যাই বন।
শুদ্ধ চিত্তে প্রসন্নতা প্রকাশ এখন॥
রাজ্য জন্য করা ত্যাগ সুপ্রশস্ত যশঃ।
এ কর্ম্মে আমার দেবী না হয় মানস॥
সুকৃতি হেতুক করি নিকটে সুকৃতি।
আসিব নিকট কালে খণ্ডিয়া দুষ্কৃতি॥
অযোধ্যার মানব থাকিতে বর্ত্তমান।
শাসিব স্বধর্ম্মে রাজ্য তব বিদ্যমান॥
কৃতকৃত্য হয়ো পুনঃ বন্দিব চরণ।
এক্ষণে প্রণতি পদে বিদায় কারণ॥
প্রসন্ন বদনে দেবি আজ্ঞা কর তুমি।
নির্বিঘ্নেতে যাত্রা যেন করি বন ভুমি॥
অমঙ্গল ইহাতে করিতে যোগ্য নহ।
পুত্র প্রতি অনুমতি বাক্য মাতা কহ॥
পদানত সুতের না লবে অপরাধ।
পিতৃ আজ্ঞা পালনে না করিবা বিবাদ
নরশ্রেষ্ঠ এই রূপ বিশিষ্ট বচনে।
বুঝাইয়া সচেষ্টিত দণ্ডক গমনে॥
এই কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারিয়া রাম।
করিলা নিশ্বাস ত্যজি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম॥
বারম্বার কুমারে করিয়া দেবী বক্ষে।
রঘুবর ঝর ঝর হেরি বারি চক্ষে॥
পুনঃ পুনঃ চুম্বন করেন চাঁদ মুখে।
অষ্টাদশ সর্গ সাঙ্গ কৌশল্যার দুঃখে॥

১৮ সর্গঃ

ত্রিপদী

মায়ে বলি এই বাণী, পুনর্ব্বার মহামানী,
লক্ষ্মণে কহেন রঘুমণি।
দেখিয়া বিমর্ষ তায়, শ্বসন্ত সর্পের প্রায়,
নিকটস্থ নিরখি জননী॥
শুনহে লক্ষ্মণ ভাই, মনে তো বুঝেছি তাই,
এত দুঃখ আমারি কারণ।
মম অভিষেক জন্য, তুমি যে মানসে ক্ষুণ্ণ,
সে তুমি হইয়া শুদ্ধ মনঃ॥
বন যাত্রা যাতে হয়, শীঘ্র কর সদাশয়,
বিলম্ব উচিত নহে আর।
মম রাজ্য অনুভবে, বিমাতা আছেন ক্ষোভে,
বুঝাবে যতনে বারম্বার॥
না করেন শঙ্কা যাতে, তুমি রত রহ তাতে,
বিধিমতে হইয়া সচেষ্ট।
দেখ ভাই কি অপূর্ব্ব, কভু আমি বুদ্ধি পূর্ব্ব,
স্মরণ না করি মাতৃ কষ্ট॥
সর্ব্ব মাতা সমতুল, সর্ব্বজনে অনুকূল,
প্রতিকূল না হই অজ্ঞানে।
এ কথা জানিবে স্থির, শুন রঘুবংশবীর,
নিঃশঙ্কায় থাক তেজোমানে॥
সংশয়ে করিছ দুঃখ, না কর মলিন মুখ,
উপেক্ষা তোমারে নাহি করি।
যাবত্ জীবন দেহে, বিমুক্ত তোমার স্নেহে,
নহি নহি কহি করে ধরি।

কহিবে কেকয়ী স্থানে,কেন শঙ্কা কর মনে,
নিশ্চয় কাননে যাবে রাম।
কহিলেন মহাজ্ঞানী,সর্ব্ব মাতা সম জানি
তব বাণী রাখি সত্য ধাম॥
এই হেতু উপেক্ষায়,কদাপি না চিত্ত যায়
এমন উচিত কভু হয়।
কেন করিবেন রাম,এরাজ্য অযোধ্যা ধাম
ভরতের হবে সমুদয়॥
পিতা সত্য পরায়ণ, মিথ্যা ভীত সর্ব্বক্ষণ,
নির্ভয়ে থাকুন অযোধ্যায়
আমি বন বাসে যাই,তাহে কোন দুঃখ নাই
বুঝাইয়া কবে বিমাতায়॥
যাই কি না যাই বনে,এই শঙ্কা কেন মনে
সতী মহীপতি উভয়ের।
অভিষেক অভিলাষ,ত্যজিয়াছি সু নির্ব্বাস
যোগ্য নহে ভাই এ ভাগ্যের॥
রাজ্য আশা পরিহরি,এক্ষণে বাসনা করি,
বনে হয় নিয়মিত বাস।
চীর চর্ম্ম জটাধারী, হইয়া অরণ্যাচারী,
পূর্ণ করি কেকয়ীর আশ॥
মনে হবে সুখোদয়,পরিত্যাগে পাপাশয়
যে হৃদয় হইবে নিবৃ্তি।
মুক্ত হব পিতৃ ঋণ, পাব কি এমন দিন,
সুস্থা করি কেকয়ীর মতি॥
এইরূপ অভিমত, হইতেছে বুদ্ধি গত,
মুহূর্ত্ত বিলম্বে মহীপাল্।
আমার বন গমন, কে করিবে নিবারণ,
সম্পূর্ণ কারণ এতে কাল॥

কেকয়ীর কিবা দোষ,মম প্রতি অসন্তোষ,
স্বভাবতঃ নহেন জননী।
সম্পূর্ণ পুত্র বৎসলা,দৈবে করে এই ছলা,
মম পীড়া হেতু গুণ মণি॥
সে মুখে নিগ্রহ বাণী, মম গ্রহ বলি মানি,
কৃতান্ত সমান তারে স্মর।
সকল মাতার প্রতি, অবিশেষে মম মতি,
কি জন্য অখ্যাতি মিছা কর॥
হইবে ভাল আমার, সে বাসনা সবাকার,
একেতে অদৃষ্টে করে আর।
না হইলে পূর্ব্বে রাণী, কখন এমন বাণী,
না করেন ক্রোধেও সঞ্চার॥
অতএব দৈব কৃত, জননীর হত প্রীত,
নিশ্চিত বিদিত এই হয়।
স্বভাবতঃ সুমঙ্গলা, রাজঋষি কুলবালা,
সতী অতি সরল হৃদয়॥
জনকের সন্নিকটে, কভু কি এমত রটে,
জঘন্যা রমণী সমতুল।
এ ভাব স্বভাব সিদ্ধ,করিতে অন্তর বিদ্ধ,
দৈব সহকারে করে স্থূল॥
অচিন্ত্য দৈবের শক্তি,কার সাধ্য করে মুক্তি,
এই যুক্তি জানিবে বিশেষ।
পাইব অশেষ নিধি,তাহে প্রতিকূল বিধি,
পাড়ে বজ্র শিরে দিতে ক্লেশ॥
কে করিবে হয়ে ক্রুদ্ধ,দৈবের সহিত যুদ্ধ,
নিগ্রহ উপায় যার নাই।
সুখ দুঃখ আর ভয়, উদ্বেগ প্রাপ্তি বিষয়,
ক্ষতি পরাভব ভাব ভাই॥

উৎপত্তি বিনাশ স্থিতি,সকলি দৈবের নীতি,
এ ভারতী উক্ত বিচক্ষণে।
সর্ব্বজ্ঞ তুমি সুধীর, রঘুবংশ মহাবীর,
সুস্থির হইয়া ভাব মনে॥
পরম পণ্ডিত যতি, তপস্যায় দিয়া মতি,
পাইল উত্তম গতি যারা
ধ্যান জ্ঞান পরায়ণ, সখা সদা নারায়ণ,
তবু দৈব বল মানে তারা॥
কখন যা মনে নাই, দৈব বলে ঘটে ভাই
অকস্মাৎ হয় উপস্থিত।
শুভ কি অশুভ কর্ম্ম, সকলি দৈবের ধর্ম্ম,
এই মতি আমার নিশ্চিত॥
কভু নহে সম্ভাবিত,আমার যে উপস্থিত,
এ কষ্ট অভীষ্ট ছিল কার।
দেখ হে অনুজ যোগ,কারে করি অনুযোগ,
অভিষেকে বিয়োগ সঞ্চার॥
হবে রাজ্যে অভিষেক,যদি বিধি দিলে সেক,
বিবেক কিঞ্চিৎ নাহি ভাবি।
কি করিব দৈবগতি, না হবে উত্তপ্ত মতি,
মম মতে থাক ভাব ভাবি॥
না করিবে শোকে মনঃ,কর আত্মা নিবারণ,
লক্ষ্মণ আমার রাজ্য নাশে।
জনক জননী মম, দোষী নন প্রিয়তম,
না করিবে মনে বনবাসে॥
মাতা পিতা মহত্তম,কে করিবে দৈবক্রম,
লঙ্ঘন লক্ষ্মণ শক্তি কার।
অযোধ্যায় ঊনবিংশে, শ্রীরামের রাজ্য-
হিংসে, লক্ষ্মণ প্রবোধ পরিষ্কার॥

১৯ সর্গঃ

পয়ার

এই কথা কহিলেন কমল লোচন।
অধোমুখে রহিলেন সুমিত্রা নন্দন॥
অতিশয় সন্তাপে সন্তপ্ত কলেবর।
কোপে কম্প সজল নয়ন জলধর॥
করিয়া ভ্রূকুটি বদ্ধ ভ্রূর মধ্যে কোপে।
মহা সর্প সদৃশ নিশ্বাস সৃষ্টি লোপে॥
গর্ত্ত গামি ভুজঙ্গ সদৃশ অঙ্গ ছটা।
ভ্রূকুটি ফুটিল মুখ কালান্তক ঘটা॥
বলবান সম্মান সম্ভ্রান্ত সিংহ রাজে।
ভ্রূকুটি কুটিলানন সেই রূপ সাজে॥
অগ্রেকর কুঞ্জর ক্ষেপণ করে যথা।
অতি রুষ্ট অসন্তুষ্ট রামানুজ তথা॥
বক্র অসি চক্র নিজ মস্তকে ঘূর্ণিত।
কোপে তাপে শক্র মর্ম্ম দারণ কুপিত॥
সংরম্ভ সময়ে ক্রোধে রক্তিম লোচন।
রঘুবীর বরে কোপে কহেন লক্ষ্মণ॥
অপকৃষ্ট স্থানে বনে গমনে উদ্যোগ।
এ কেবল দৈব বল ছল কর্ম্ম ভোগ॥
ধর্ম্ম লোপ ভয়ে কোপ লোপ করে পরে
অপবাদে বিষাদে নিষাদ পুরে চরে॥
নিতান্ত হইয়া শান্ত সুসম্ভ্রান্ত রাম।
নির্ব্বিরোধ জিতক্রোধ কেন গুণধাম॥
কি অভাগ্য বনযোগ্য তুমি রঘুপতি।
কেমনে করিলে বনে গমনে সম্মতি॥

ক্লীব জন যেমন জীবন মৃত প্রায়।
ক্ষত্রিয় তনয়ে প্রিয় তা কি শোভা পায়
করে ত্যাগ অনুরাগ বিরাটের বল।
অবিলম্বে অবলম্ব বৃথা বাক্য ছল॥
দৈব বল বলে ফল ক্লীব কাপুরুষ।
যে বীর পুরুষ স্থির ধরে কালাঙ্কুশ॥
সাধারণ নিবারণ সম্ভ্রম যাহার।
সে কি মানে দৈব বল আজ্ঞায় তাহার।
জানি মূল প্রতিকূল স্বয়ং দৈব হয়।
তবু তারে শাসিবারে পার তেজোময়॥
কেকয়ী নির্দ্দয়া দয়াহীন নৃপ বর।
না কর শাসন কেন রঘু গুণাকর॥
অতি মন্দ পাপ অনুবন্ধ অনুক্ষণ।
প্রতিকার দুজনার কর্ত্তব্য এক্ষণ॥
ধর্ম্ম হৈতে কুশল সকল উপার্জ্জন।
সে কুশলে কুশলী হইবে অন্য জন॥
সে উপায়ে উপায়ী হইবে অর্থ সিদ্ধি।
ধর্ম্মে রবে নিয়ত পাইবে নানা ঋদ্ধি॥
ধর্ম্মময় তুমি তার যোগ্য পাত্র নহ।
যদ্যপি না পার নিজ কিঙ্করেরে কহ॥
যুক্ত কর মুক্ত কণ্ঠ হয়ে আজ্ঞা দাসে।
শাসিব তোমার শত্রু যে রাজ্য বিনাশে
লোক দ্বেষ সমাবেশ কর লোক প্রিয়।
যে নিমিত্ত নিত্য বুদ্ধি বিভ্রম ত্বদীয়॥
ধর্ম্ম লোপ ভয়ে কোপ কর পরিহার।
লোক অপবাদ মহা প্রমাদ তোমার॥
তোমার সমান রূপ স্বরূপ যাহার।
এমন কথন কভু যোগ্য কি তাহার
ক্লীব বাক্য সঙ্গে ঐক্য অবীরত্ব বাণী।
পরাক্রমী ক্ষত্রিয় সন্তান অগ্রমানী॥
বলবন্ত নিতান্ত সুশান্ত পথে গতি।
ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্ম ত্যাগ বিরাগ সম্প্রতি॥
পুরুষত্ব বিহীন সুদীন ক্ষীণ যারা।
দৈবে পড়ি দৈবের প্রশংসা করে তারা
না মানে পুরুষ বল, বল দৈব বল।
প্রতিকূল হইলে নির্মূল করে তল॥
মন্দ করিবার সুপ্রবন্ধ দৈবে করে।
তবু তব শক্তি আছে শাসিবার তরে॥
এমন পুরুষকার তোমার প্রবল।
প্রতিবন্ধে প্রবর্ত্ত না হও করি ছল॥
যদি আর্য্য বীর বর্য্য আপনি না কর।
দেও দাসে আজ্ঞাভাষি বাধ্য এ কিঙ্কর॥
অনন্তর বহুতর কর্ত্তব্য যে হয়।
করিব তোমার আজ্ঞা বলে মহাশয়॥
লোক দ্বেষ করি শেষ কর লোক পতি।
যেহেতু বিভ্রম উপস্থিত কষ্ট অতি॥
আমার উদ্দেশ্য ধর্ম্ম এই মহাশয়।
যে প্রসঙ্গে তোমার বিভ্রম নাহি হয়॥
সকলের অপ্রিয় এ বুদ্ধি উপনীত
কেকয়ীর কেবল অন্যায় মাত্র প্রীত॥
এই কর্ম্ম অধর্ম্ম সঞ্চার নৃপতির।
কামতঃ ধর্ম্মতঃ বাদ রঘুবংশ বীর॥
আজ্ঞা দিয়া অভিষেকে পুনর্নিবারণ।
কে করে এমন প্রতিকূলতাচরণ॥
ইহাতে না হবে কিসে পাপের উন্নতি
পাপিষ্ঠা ভার্য্যার বশে বিমুগ্ধ ভূপতি॥

বিশেষে বিদ্বেষমূল কেকয়ী বচন।
ক্ষুদ্র বাক্য পালনে অযোগ্য নারায়ণ॥
যৌবরাজ্যে অভিষেক কার্য্যে আমন্ত্রিয়া
কি ধর্ম্ম সাধিলা তাত ধর্ম্মে মতি দিয়া॥
পাপরূপা এই বুদ্ধি দৈব দোষে হয়।
তথাচ এমত কর্ম্ম কারু করা নয়॥
বুদ্ধিমান জনের এমত বুদ্ধি হয়।
উপস্থিত কার্য্যে হানি কদাচিত্ নয়॥
ক্ষুদ্র হীনবীর্য্য যারা অশক্ত স্বকর্ম্মে।
তারা যায় দৈবের পশ্চাতে হীন ধর্ম্মে॥
অক্ষুণ্ণ সম্পূর্ণ বলী হইবে যে জন।
কদাচ না করে দৈব পশ্চাতে বর্ত্তন॥
দৈব আর বীর্য্য ভার উভয়ে যে বর্ত্তে।
পর্ত্তিত না হয় কভু দৈবাধীন গর্ত্তে॥
অর্থাৎ যদ্যপি দৈব করয়ে বিপন্ন।
স্ববলে উত্তীর্ণ হয় নহে অবসন্ন॥
অদ্য লোক দৈব আর পুরুষের বল।
করিবে দর্শন দুই কে হয় প্রবল॥
কার্য্য সিদ্ধি হেতু যদি কর উত্থাপন।
দেখিবে দৈবের বল বিজয়ী লক্ষ্মণ॥
মম পুরুষত্ব করে দৈব পরাভব।
অনায়াসে দেখিবেক সকল মানব॥
তব রাজ্য বিঘটনে হয়্যা প্রতিকূল।
অযোধ্যা আগত দৈব আশ্রমী অতুল॥
অঙ্কুশ বিহীন মত্ত মাতঙ্গের প্রায়।
মম পুরুষত্ব সিংহ নিবারিবে তায়॥
যদ্যপি ইন্দ্রের সহ সর্ব্ব দেবগণ।
নিবারিতে আইসেন রাজ্যাভিষেচন॥
না পারেন কদাচিত্ করিতে ব্যাঘাত
দূরে পরাহত প্রভু একা মম তাত॥
কেকয়ীর পাপ আশা করিব খণ্ডন।
পিতার আশ্বাস সব হইবে মোচন॥
তব অভিষেক কর্ম্ম করিতে ব্যাঘাত।
পুত্রে রাজ্য প্রদানে বচন সুনির্ঘাত॥
যে সকল জন হৈতে তব বন বাস।
পরস্পর উত্থাপনে হইলে প্রকাশ॥
সেই সর্ব্ব জনে বনে বসাইব আমি।
বসিয়া দেখিবা গৃহে ত্রিদশের স্বামী॥
না হইবে প্রতিকূল দৈব তব প্রতি।
মম স্থানে পরাহত হইয়া সম্প্রতি॥
বহু বর্ষ জাত হর্ষ পাল প্রজাগণ।
পরে বংশধরে রাজ্য করিয়া অর্পণ॥
পূর্ব্ব রাজঋষি মত যাবে বনবাস।
এ বয়সে বনবাসে যাবে শুন্যে ত্রাস॥
বয়স্ বাহুল্য হৈলে রাজ্য করি ত্যাগ।
বনে জায়া সনে যাবে হবে অনুরাগ॥
ধর্ম্ম লোপ শঙ্কা করি তুমি নর হরি।
কি জন্যে অরণ্যে যাবে জটা বল্ক ধরি
ধর্ম্ম প্রাপ্ত রাজ্য আপ্ত ইচ্ছা পরিত্যাগে
নহে যুক্তি এই উক্তি মহাবীর ভাগে॥
তোমার যেরূপ সত্ত্ব সত্যরূপে গণি।
তথ্য তুমি ত্রিলোকের বীর চূড়ামণি॥
যদি প্রতিকূল দৈব হয়ো উপস্থিত।
তোমার ব্যাঘাত করে মনের বাঞ্ছিত॥
তুমি তারে নিবর্ত্ত করিতে অসমর্থ।
এ কেবল ছল মাত্র প্রকাশ যথার্থ॥

তব তেজে ত্রিলোক শাসনে শক্ত আমি
অসহ্য আমার এই তুমি বনগামী॥
একা আমি ত্রিলোক করিতে বিপর্য্যয়
তোমার নিমিত্ত পারি সত্য মহাশয়॥
নিবৃত্ত হইয়া বনে চিত্ত কর স্থির।
অযোধ্যায় অভিষিক্ত হও রঘুবীর॥
পৃথিবী পালন জন্য অরণ্য গমন।
অবশ্য নিষেধ করি শুন নারায়ণ॥
তোমা বিনে ভুবনে পালনে কেবা ক্ষম
কেকয়ীর যে মনে কেমনে মনোরম॥
শোভার নিমিত্ত আমি না ধরি এ কর।
ভূষণ কারণ ধনুঃ নহে রঘুবর॥
বন্ধনের হেতু নহে মম তীক্ষ্ণ অসি।
শত্রুর শাসন কর্ম্ম করে মর্ম্মে পশি॥
কীর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা নহে শুন রঘুমণি।
খড়্গাঘাতে শত্রুপাতে সমস্ত অবনী॥
পদাতি সারথি রথী মাতঙ্গ তুরঙ্গ।
খণ্ড মুণ্ডমালে রঙ্গযুক্ত হবে রঙ্গ॥
করিয়া অঙ্গুলি বদ্ধ ধরি শরাসন।
অদ্য করি অশ্ব করি নর বিঘাতন॥
পতিত রুধির যত করিতে ভোজন।
মহামায়ী রক্তপায়ী করিবে গমন॥
বিদ্যুদ্দাম পরিণাম খড়্গের কিরণ।
মহারণে দর্শনে অস্থির বীরগণ॥
জীবন ধারণে শক্ত নহে কদাচিত্।
খড়্গাধারে নষ্ট দ্বারে পৃথিবী পূরিত
প্রাবৃট্ সময়ে নবঘন সমাগমে।
সৌদামিনী সমস্ত সম্ভ্রমে যথা ভ্রমে
বজ্রপাতে নিপাত নিখিল জীব জন।
অসির আঘাতে অদ্য অত্যয় জীবন॥
মানব মাতঙ্গ অশ্ব মর্ম্ম ভেদ করি।
প্রভাযুক্ত ভক্ত অসি দেখিবা শ্রীহরি॥
এই বাহু যুগ্ম যথাযোগ্য কর্ম্ম করে।
নরেন্দ্র প্রভুত্ব কর্ম্ম রক্ষণের তরে॥
তোমার প্রভুত্ব প্রভু করিবে বর্দ্ধন।
কৌশল্যা মানস কর্ম্ম করিয়া পূরণ॥
কেকয়ীর কুটিল স্বভাব বিমোচন।
অদরিদ্রা বসুন্ধরা অর্থ বিতরণ॥
সমস্ত আত্মীয়বর্গ পূজা প্রচারিয়া।
তব পাদপদ্মমূলে প্রবেশ করিয়া॥
এই কথা যথার্থ জানিয়া রঘুবর।
কোন্ জন বিরক্ত হইবে কেবা পর॥
তোমার অপ্রিয় জন তার প্রাণ যশঃ।
বিঘাতনে সুহৃদ্ জনে কে না হবে ব[illegible]॥
বসুধা তোমার বশে আসিবে যখন।
জানিবে যথার্থ রূপে লক্ষ্মণ শাসন॥
এই রূপ অনুরূপ বল প্রদর্শনে।
লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রে প্রফুল্ল করণে॥
পুনর্ব্বার বচন রচন পর বীর।
জনক কর্ম্ম নিগ্রহ করণে অস্থির॥
এই রূপ রামচন্দ্র আমার নিশ্চয়।
অর্থ গত এই বাক্য শুনি সমুদয়॥
অভিপ্রায় বিজ্ঞ রাম মধুর বচনে।
বিমুক্ত করেন পিতৃ কোপ বিমোচনে
সমাপ্ত বিংশতিতম সর্গ কথামৃত।
রসাস্বাদে আহ্লাদে সজ্জন সমাবৃত॥

২০ সর্গঃ।

লঘু ত্রিপদী।

রাম ভক্তি বশে, অতুল সাহসে,
রুষিত লক্ষ্মণ বীর।
পিতৃ প্রতি কোপ, জানি ধর্ম্ম লোপ,
যতনে বুঝান ধীর॥
করিয়া বিনয়, সাধু বাক্য চয়,
শুন হে লক্ষ্মণ ভাই।
ভেব্যেছ যে কার্য্য, এ নহে আশ্চর্য্য,
তোমারে সম্ভবে তাই॥
মম প্রতি ভক্তি, তোমার যে শক্তি,
হলে পার করিবারে।
এ দুঃখ সাগরে, তুমি লবে পারে,
অসাধ্য নহে তোমারে॥
পুণ্যশীল অতি, ধর্ম্মাত্মা নৃপতি,
সত্য ব্রত পরায়ণ।
তাঁহার অহিত, ইহা অবিহিত,
পিতা গুরু মহাজন॥
সত্য প্রতিজ্ঞাত, হইয়া বিজ্ঞাত,
প্রতিজ্ঞা যাইব বন
স্বধর্ম্ম বৎসল, অবনী মণ্ডল,
পতি অতি পুরাতন॥
তাঁহার অপ্রিয়, অতি নিন্দনীয়,
করিতে ইচ্ছা না করি।
কদাচিত্ মনঃ, না হয় কখন,
এমন পাপ আচরি॥

প্রিয়তম প্রিয়, যদি বাঞ্ছনীয়
গুণাকর এই কর
আমি গেলে বনে, পিতৃ শুশ্রূষণে,
যুক্ত রবে নিরন্তর॥
মানস মালিন্য, করিয়া অমান্য,
মান্য করিবে জনকে।
প্রত্যক্ষ দেবতা, রূপ জানি পিতা,
পূজিবে যেমন লোকে॥
এই পর কাম, পর ধর্ম্ম ধাম,
শক্তি অনুসারে কর।
আমি গেলে বনে, আমার কারণে,
না দহে নৃপ অন্তর॥
তোমার সেবনে, পুত্র গত বনে,
এ মনে যেন না রহে।
শুন বিশেষতঃ, মাতৃগণে যত,
ভিন্ন ভাব ভাল নহে॥
করিবে এরূপ, আমার স্বরূপ,
ভাবিবে ভরত ভূপে।
মম হিতে রত, সতত ভরত,
জানিবে জ্যেষ্ঠ স্বরূপে॥
পাল্য হবে তার, এই ধর্ম্ম সার,
ধর গুরু ভার তুমি।
ভরত সহিতে, সর্ব্ব জন হিতে,
রীতে ধরাধর ভুমি॥
রাম মুখে উক্তি, সুজন সুযুক্তি,
শ্রবণে শ্রবণামৃত।
কহিলা লক্ষ্মণ, দেব বিলক্ষণ,
বচন নহে অমৃত॥

হৈয়ে অধোমুখ, রাম দুঃখে দুঃখ,
সমস্ত সুখ বিহীন।
দেখ্যে ধর্ম্মে স্থিতি, শ্রীরামে সম্প্রতি,
প্রতিজ্ঞা অতি কঠিন॥
ওহে লোকনাথ, রাম মম নাথ,
যে গতি সংপ্রতি তব।
সে গতি আমার, এই ভাবি সার,
সঙ্গে বনগামী হব॥
সতত অন্তর, সেবা নিরন্তর,
করিব যতনে রাম।
তুমি পুরত্যাগী, বনে অনুরাগী,
কি কাম অযোধ্যা ধাম॥
তব এ অধীন, হৈয়ে প্রভু হীন,
ইন্দ্রালয়ে নহে মনঃ
যদি থাকে স্নেহ, সঙ্গি কর দেহ,
তাপিত তব লক্ষ্মণ॥
যাইব পশ্চাতে, প্রভু তুমি তাতে,
যোগ্য নহ নিবর্ত্তনে।
বনে করি বাস, পূরাইব আশ,
ফল-মূল আহরণে॥
উত্তম কুসুম, পুঞ্জে রঘূত্তম,
পূজিব পদ কমল।
মহা দুর্গে তায়, হইব সহায়,
অগ্রে জানাইব বল॥
তব আজ্ঞা কর, হইব কিঙ্কর,
নির্ভর তোমার সঙ্গে।
আমি অনুরক্ত, সর্ব্বভাবে ভক্ত,
রব তব সুপ্রসঙ্গে॥

পরিত্যাগে ক্ষম, না হইয়া ক্ষম,
নাথ মম অপরাধ।
অতি পূজ্য তম, তুমি পিতৃ সম,
না সাধ এ সাধে বাধ॥
আনিব পানীয়, সদা তব প্রিয়,
পুষ্প ফল মূল আদি।
সাধিব আহার, বাঞ্ছিত তোমার,
না হইব প্রতিবাদী॥
হে ধর্ম্ম বৎসল, এ ধর্ম্ম বৎসল,
অনুজ অপরি হার্য্য।
তদনু গমনে, নিশ্চিত লক্ষ্মণে,
প্রতিজ্ঞা করণ আর্য্য॥
না কর বারণ, নহে নিবারণ,
হে রঘু বারণ রাম।
একান্তত ভক্ত, হৈয়ে পরিত্যক্ত,
একা পথি গুণধাম॥
তুমি গেলে বন, আমার জীবন,
রহিবে এমন নহে।
নিবর্ত্তনে যোগ্য, নহ জ্যেষ্ঠ যোগ্য,
বিরহ দেহে কি সহে॥
অতএব ধীর, নিশ্চয় সুস্থির,
চির বিরহজ বাণ।
না সবে অন্তরে, রব বনান্তরে,
রঘুবরে দিয়া প্রাণ॥
এই রূপ রূপ, জানিয়া স্বরূপ,
না হৈয়ে বিরূপ রাম
করিলা স্বীকার, বাক্য অতি ভার,
নব দুর্ব্বাদল দাম॥

ভ্রাতৃ বৎসলতা, অতি প্রিয় লতা,
রহে রাম কল্পক্রমে।
নাহি তর্ক মাত্র, যাব হে সৌমিত্র,
তব সহ বন ভূমে॥
তুমি পর বন্ধু, প্রিয় সুধাসিন্ধু,
বচন রচন তব।
ভক্ত তুমি সখা, সঙ্গে২ রাখা,
ভাল২ অনুভব॥
এই রূপ বাণী, রাম মুখে রাণী,
শুনি অসুখী অন্তর।
রাম সঙ্গে বন, যাইবে লক্ষ্মণ,
সুকুমার প্রিয়তর॥
প্রবল নিশ্বাস, বহিছে নির্যাস,
প্রবলানল সমান।
বিদীর্ণ হৃদয়, কহিলা নিশ্চয়,
দেও পুত্র ভিক্ষা দান॥

২১ সর্গঃ।

পয়ার।

লক্ষ্মণের প্রবোধ বচন রাম মুখে।
শ্রবণে কৌশল্যা দেবী দগ্ধা মনোদুঃখে।
অতি দীর্ঘ দাবানল সম উষ্ণ শ্বাস।
পরিত্যাগ করিয়া কহিলা ইষ্ট ভাষ॥
ধর্ম্ম অগ্রে করি যদি রহিবে সন্তান।
তবে মম বাক্য শুন স্বধর্ম্ম প্রমাণ॥
তুমি সুত ধর্ম্মভীত সদাধর্ম্ম পূর্ণ।
বহু কষ্টে পাইলাম দেহ করি চূর্ণ॥
করি কত তপঃ জপ নিখিল নিয়ম।
অতএব মম বাক্য রাখ রঘূত্তম॥
করিয়া পরমা আশা শুন সুকুমার।
সদা পরিপালন করেছি ভাবি সার॥
তুমি অদ্য সমর্থ সকল কর্ম্মে রাম।
দীনা দুঃখিনীরে রক্ষা কর গুণধাম॥
দেখ পুত্র জীবন ত্যাগিনী প্রায়া আমি।
অকামা দুঃখিনী নামা বাধ্য নহে স্বামী
সপত্নীর অভিলাষ পূর্ণ হবে যায়।
এরূপ করণ রাম সাজে কি তোমায়॥
নিশ্চিতা অশক্তা আমি কি কব সন্তান।
সহিতে না পারি রাম কঠিন বিধান॥
বিশেষতঃ হইয়া সপত্নী অনুগতা।
অভিমান পরিহরি পরাভব রতা॥
প্রতিকূল হইয়া সপত্নী অপরোক্ষ।
প্রতিদিন সুমলিন বেশ উপলক্ষ॥
সন্তাপে কেবল পুত্র ছায়াবলম্বনে।
হয়েছি কিঞ্চিৎ সুস্থা অন্তরে এক্ষণে॥
সেই আমি পুত্র তুমি আশ্রয়ের স্থান।
তোমা বিনা জীবন কি ধারণ বিধান॥
এই রাত্রি তব ধাত্রী ত্যজিবে জীবন।
সহিবে কেমনে পুত্র বিধান এমন॥
বহু আশা করি বৃক্ষ করি উপার্জ্জন।
ফল কালে করিলা বঞ্চিত নারায়ণ॥
শুন২ হে সুপুত্র আমার বচন।
না রাখিও স্ত্রীজিত এ ভূপের কথন॥
স্ত্রীকামী আমার স্বামী প্রবৃত্ত দুষ্কর্ম্মে।
অশুচির প্রায় পুত্র আসক্ত অধর্ম্মে॥

ঈক্ষাকু কুলের যেই প্রচলিত ধর্ম্ম।
অতিক্রম করি রাজা আচরে কুকর্ম্ম॥
জ্যেষ্ঠ কুলশ্রেষ্ঠ রাম পুত্র কুলোচিত।
পরিহরি রাজ্য দানে ভরতে বাঞ্ছিত॥
অপর পূর্ব্বের কথা বিশ্রুতা সকলে।
মনু বাক্য শুন পুত্র পরম কৌশলে॥
মানবেন্দ্র মনুর বচন সেই রূপ।
কর কর্ম্ম রাখ ধর্ম্ম জানিয়া স্বরূপ॥
অতি অবলিপ্ত কার্য্য অকার্য্য না জানে
গুরু হৈলে তাহার বচন কেবা মানে॥
দশ জন ব্রাহ্মণ অধিক উপাধ্যায়॥
উপাধ্যায় দশগুণে মান্যতা পিতায়॥
পিতৃ দশগুণে মাতা গৌরবে অধিকা।
সকল পৃথিবী হৈতে প্রভুত্ব জনিকা॥
ধর্ম্ম বেত্তা সকলে প্রমাণ এই বলে।
মাতার সমান গুরু নাহি ভূমণ্ডলে॥
গুরুগণ পতিত হইলে পরিত্যাগী।
পরিত্যাগে কভু নহে অধর্ম্মের ভাগী॥
কদাচ জননী নহে ত্যাজ্যা সুকুমার।
গর্ভের ধারণ আর পালন যাহার॥
এই হেতু গৌরবে অধিকা সেই আমি।
মানিবে আমার বাক্য রঘুকুল স্বামী॥
তুমি গুরু বৎসল পিতার গুরু মান।
রাখিলে যেমন রাম জানিয়া প্রমাণ॥
সেই রূপ আমার শাসনে কার্য্য কর।
স্বধর্ম্মে আপন রাজ্যে রাজদণ্ড ধর॥
কুলোচিত হিত বাক্য ভাষিত আমার।
সুবুদ্ধি পণ্ডিত গ্রাহ্য এই বাক্য সার॥
মম এই বাণী নাহি করিলে পালন।
শীঘ্রগতি যমালয় যাত্রা অবারণ॥
রামায়ণে কৌশল্যার বাক্য অযোধ্যায়
দ্বাবিংশতি সর্গ সাঙ্গ অমৃতের প্রায়॥

২২ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

অনন্তরে রামচন্দ্র, স্বকুল কুমুদচন্দ্র,
মুখচন্দ্র দেখিয়া মলিন।
কৌশল্যা কাতরা অতি, পুত্র শোকে জীর্ণা
সতী, কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র যথা ক্ষীণ॥
রামচন্দ্র সবিনয়ে, সুমধুর বাক্যচয়ে,
জননীরে বুঝান সুধীর
আমার তোমার প্রভু, শাসনের যোগ্য কভু,
নহেন জনক জান স্থির॥
তাঁরে করি নিবারণ, আছে বল কি এমন,
প্রভুত্ব আমার কি তোমার।
আজ্ঞা কর মহাদেবি, ত্বরিতে কানন সেবি,
তুমিগো ধর্ম্মিষ্ঠা ধর্ম্মসার॥
চতুর্দ্দশ বর্ষসীমা, রাখিতে পিতৃ মহিমা,
বনে রব আসিব তৎপরে।
স্বামি বাক্য রক্ষা কর, আমার বচন ধর,
কেন বদ্ধ রাখ রঘুবরে॥
সতীর পতি দেবতা, ঈশ্বর সঙ্গে সমতা,
সে পতির বাক্য সতী তুমি।
লঙ্ঘন করিবে কেন, কি বস্তু পাইবে হেন,
না যাই যদ্যপি বন ভূমি॥

অতএব পুনর্ব্বার, গমন পুরে আমার,
প্রতীক্ষা করিয়া থাক পুরে।
হয়ে ব্রত পরায়ণা, কর পতি আরাধনা
সেই ফলে আসিব অচিরে॥
প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হয়ে, চির দিন ধর্ম্মে রয়ে
তোমার প্রসাদে হব পার।
না পাইব বনে ক্লেশ, কুশলী হইয়া দেশ
আসিব অযোধ্যা পুনর্ব্বার॥
করিয়া চিত্ত সমতা, ত্যজিয়া মম মমতা,
মাতা তুমি শোক পরিহর।
শ্রেষ্ঠকুলে জন্ম নিলে, কলঙ্ক হবে ত্রিকুলে
তব পিতৃ কুল ধর্ম্ম ধর॥
বিবেচনা কর সতি, যাবৎ কোশলা পতি,
মহা তেজা মহাত্মা সকল।
যশস্বী তপস্বী অতি, গুণে খ্যাত বসুমতী,
কুলশীল গুণজ্ঞ নির্ম্মল॥
তুমি তথা জন্ম নিলে, গুণাচার কুলেশীলে
ব্রতরতা স্বধর্ম্ম চারিণী।
পতি বাক্য পরিহরি, পুত্র স্নেহ অঙ্গে ধরি
হবে কেন অধর্ম্ম ধারিণী॥
পতি বাঞ্ছা কল্পতরু, তোমার দেবতা গুরু,
মম প্রতি প্রসন্না হইয়া।
করি পুত্র স্নেহ ত্যাগ, নিজ নাথে অনুরাগ,
রাখ কহি বারণ লইয়া॥
গুরু আজ্ঞা অবিচারে, দেখ আমি সদাচারে,
পালন করিব যত্ন ভাবে।
তাহাতে তব মঙ্গল, আমার অতি কুশল,
বিশেষতঃ রহিবে স্বভাবে॥

কর্কশ স্বভাবে কিম্বা, বালক স্বভাবে অম্বা,
পিতৃ বাক্য না করি পালন।
হইব অপ্রতিষ্ঠিত, জগতে অতি নিন্দিত,
ক্ষান্ত থাক ধরি গো চরণ।
কি কব স্বভাব গুণেঃ মনো বুদ্ধি সেইগুণে,
বদ্ধ রহে দেবি চিরদিন।
তব আজ্ঞা অনুসারে, বিনয়াদি ব্যবহারে,
বৈরক্ত্যাচরণ সুকঠিন॥
কহিবে কর্কশ বাণী, নৃপতির প্রতি রাণী,
মৌনী হয়ে নরেন্দ্র রহিবে।
মম মুখ প্রতীক্ষণে, অভিলাষ ভগ্নমনে,
ভাল মন্দ কিছু না কহিবে॥
অতএব শুন স্থূল, না হইও প্রতিকূল,
না বলিও নিদারুণ বাণী।
প্রসন্না হয়ে জননি, রাখ অযোধ্যা অবনী,
নিজ নাথে সত্যে বদ্ধ জানি॥
কৈকয়ী তোমার সতা, যদি প্রতিকূলরতা,
কোন কথা না কবে তাঁহারে।
যশস্বি স্বধর্ম্মে রত, আমার ভ্রাতা ভরত,
সতত সুশান্ত ব্যবহারে॥
কিঞ্চিত্ অপ্রিয় ভাষে, না কহিবে সেই দাসে,
আমার সমান জান তারে।
দেখিবে ভগিনী প্রায়, সর্ব্বদা ভরত মায়,
দয়া স্নেহ বিবিধ প্রকারে॥
বুদ্ধিমান যেই জন, বলী সহ কদাচন,
প্রাণ পণে বিরোধ না করে।
কিম্বা বলবন্ত জন, দেখিয়া দুর্ব্বল গণ,
বিরোধে কি অধর্ম্ম আচরে॥

সেইরূপ হয়ে আমি,পিতা জগতের স্বামী
তাঁর সহ করিব বিবাদ।
ভরত কনিষ্ঠ ভাই, অপকার জানে নাই,
মম ভক্ত কৈল বিসম্বাদ॥
ধর্ম্মাত্মা বিনীততর, প্রাণ হৈতে প্রিয়কর
কি জন্য বিরোধ তার সঙ্গে।
মহাত্মা মহদাশয়, পিতৃদত্ত রাজ্য লয়,
কি লাভ হইবে তাহা ভঙ্গে॥
তাহে বা কি আছে দোষ, কি হেতু করি
আক্রোশ, নির্দ্দোষ নিতান্ত উপকারী।
পূর্ব্বে ভরতের মাতা, এই অযোধ্যারধাতা,
বর প্রাপ্তা দেখিবে বিচারি॥
চাহে প্রতিশ্রুত বর,তাহে কিবা দোষাকর,
কহ মাতা করিয়া বিচার।
পূর্ব্বে পিতা প্রতিজ্ঞাত, বরদ্বয় সুবিখ্যাত,
সেই সত্যে হইবেন পার॥
সেই সত্যে করি ভয়,তাহে কিবা দোষ হয়'
রাজা তাহে অতি সত্যবাদী।
এইত পরম ধর্ম্ম, বুঝিয়া নৃপতি কর্ম্ম,
করিছেন কেন বাদ সাধি॥
ধর্ম্ম হৈতে বিচলিত, হেনকাল উপস্থিত,
নাহি হয় নৃপের শরীরে।
সাধুবর্ত্ম সমাশ্রয়ে, ধর্ম্মরাজ ধর্ম্ম ভয়ে,
যথার্থ বিচারে অতি স্থিরে॥
সত্যজ্ঞানী সত্যবাদী, না হন ধর্ম্ম বিবাদী,
তুমি সাধুবৃত্তে সুকুশলা।
অখণ্ড ধর্ম্মের পথে, সাধ কর্ম্ম মনোরথে,
কেন হও অধর্ম্মে চঞ্চলা॥
ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতি পতি, তাঁরে দোষ দিয়া
সতি, গমন করিতে যোগ্য নহে।
প্রসূতি প্রসন্না হয়ে, মম অনুনয় লয়ে,
সুধর্ম্মিণী অধর্ম্ম না সহে॥
না কর অনুশাসন, নিশ্চয় যাইব বন,
বন বাসে হয়েছি দীক্ষিত।
এই রূপ রঘুবর, বন বাসে সিদ্ধতর,
বুদ্ধি ভাব হইলে বাঞ্ছিত॥
লক্ষ্মণ দেবের সহ, বুঝান তাবত্ অহঃ,
ধর্ম্মশীল ধর্ম্মজ্ঞ বরিষ্ঠ।
জননী চরণে ধরি, অনেক বিনয় করি,
কহিলেন বচন গরিষ্ঠ॥

২৩ সর্গঃ

পয়ার

এই রূপ করি বহু বাক্য বিরচন।
পুনর্ব্বার জননীরে কহিলা বচন॥
দেখিয়া দারুণ দীনা ধ্যান পরায়ণা।
পুত্র বনবাস দুঃখ করেন ভাবনা॥
তুমি আমি উভয়ে রাজার বশীভূত।
নৃপতি শাসনে স্থিতি সেই মনঃ পূত॥
নৃপতি তাহাতে পতি বিশেষতঃ গুরু।
সকলের ঈশ্বর ঈপ্সিত কল্পতরু॥
এই চতুর্দ্দশ বর্ষ সত্যে হৈয়ে পার।
তোমার শাসনে আমি রব পুনর্ব্বার॥
রাম মুখে এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
প্রিয় পুত্রে কহিলেন সজল নয়ন॥

সপত্নী সমাজে আমি বাস করিবারে।
না পারিব সঙ্গে পুত্র লইবে আমারে॥
পিতার অপেক্ষা করি যদি যাও বন।
এই বুদ্ধি তোমার নিশ্চিত রাম ধন॥
ব্যাকুলিত বচন শুনিয়া মাতৃ মুখে।
পুনশ্চ কহেন রাম অতিশয় দুঃখে॥
পতি বর্ত্তমানে সতি পুত্র নহে গতি।
স্বামী দেব সেবনে সর্ব্বদা দৈব মতি॥
তোমার আমার প্রভু নৃপতি প্রধান।
কেমনে কাননে যাবে নৃপ বর্ত্তমান॥
নগর হইতে বনে গতি অনুচিত।
জীবিত পতিকা সতি রাজ প্রতিষ্ঠিত॥
উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট পতি যদি হয়।
সর্ব্বথা নারীর গতি পতি ভিন্ন নয়॥
কি আর অপর দেবী নৃপতি মহান্।
তোমার দেবতা এই দেখ বর্ত্তমান॥
ভরত ধর্ম্মিষ্ঠ অতি বিনীত বিদ্বান্।
সদা গুরু বৎসল বাৎসল্য এক স্থান॥
যেমন তোমার পুত্র আমি সেই রূপ।
ধর্ম্মতো ভরত পুত্র না ভাব বিরূপ॥
আমার অধিকতর পূজা অনুষ্ঠান।
পাইবে ভরত হৈতে করিবে কল্যাণ॥
তাহা হৈতে নাহি দেখি কিছু অমঙ্গল।
এই পরামর্শ দেবি পরম কুশল॥
আমি বনবাসে গেলে জনক আমার।
পুত্র শোকে জ্বরাতুর হইবেন সার॥
না হন তাপিত যাতে তাতে রবে রতা।
সেবিবে স্বামির পদ লয়ো সর্ব্ব সতা॥

বৃদ্ধপতি হইলে যেরূপ সেবা হয়।
সেই রূপ করণ কর্ত্তব্য সমুদয়॥
ধর্ম্ম পথ চারিণী যে পতি পরায়ণা।
সতত স্বামির সেবা স্বামি আরাধনা॥
যত্ন করি যে না যায় পতির পশ্চাতে।
প্রশংসা না পায় কভু সতের সাক্ষাতে
পতিব্রতা পতিরতা পতি পরস্থান।
সেই নারী কীর্ত্তিমতী জগতে ব্যাখ্যান॥
পরলোকে পায় সে পরম ধামে স্থান।
অতএব স্বামি সেবা তোমার বিধান॥
সর্ব্বদা সদনে স্বামী সেবন উচিত।
এই ধর্ম্ম চির দিন শাস্ত্রীয় বিহিত॥
গৃহস্থ ধর্ম্মেতে স্থিতি দেব আরাধন।
এই সব গুণ তব জানি অনুক্ষণ॥
ভর্ত্তার মানস পথে তোমার গমন।
এই হেতু উপযুক্ত ভর্ত্তার সেবন॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পূজা ব্রত অনুষ্ঠানে।
বাস কর নাথের নিকটে সাবধানে॥
পুনরাগমনে মম হয়ো আকাঙ্ক্ষিণী।
এই আশে ভর্ত্তৃবাসে বঞ্চিবে জননি॥
দেখিবে দম্পতী মম গতি অযোধ্যায়।
যদি শোকে নৃপতির প্রাণ নাহি যায়॥
এই সবিনয় বাক্য রাম মুখে উক্ত।
শ্রবণ করিয়া বাণী ধর্ম্ম অর্থ যুক্ত॥
অশ্রু পূর্ণ ঈক্ষণে কহিলা মৃদুভাষে।
কুশলে কুশলী পুত্র গচ্ছ বনবাসে॥
মঙ্গলে মঙ্গলালয়ে হইয়া মঙ্গলী
পুনর্ব্বার অযোধ্যায় দেখিব কুশলী

স্বামি শুশ্রূষণে সদা রহিব নিরতা।
করিব কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্বামি অনুগতা
সুখে থাক্‌ সন্তান হইয়া চিরজীবী।
এই রূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন ভাবি॥
সেই রূপ বনবাসে রামের নিশ্চিত।
দেখিয়া কৌশল্যা রাণী চেতনা রহিত
সহসা দুঃখিতা অতি হইলেন সতী।
প্রলাপে আলাপ যেন গদ্গদ ভারতী।

২৪ সর্গঃ।

ত্রিপদী।

নিশ্বাস ত্যজিয়া রাণী, পুনশ্চ কহেন বাণী,
তাপিনী কৌশল্যা রাম প্রতি।
অসহ্য অক্ষর যায়, কখন না সহা যায়,
শুন পুত্র শ্রীরাম সম্প্রতি॥
তুমি অতি ধর্ম্মশীল, পরিহরি অর্দ্ধ তিল,
জীবন না রহে রঘুবর।
লোক প্রিয় হিতে রত, এ কি হয় অনুগত,
পাবে দুঃখ নব জলধর॥
নৃপতি হইতে কষ্ট, আমাতে যেমন স্পষ্ট,
তুমি শ্রেষ্ঠ পুত্র জ্যেষ্ঠ ধন্য।
যে রাজার প্রেষ্যগণ, দাস দাসী সর্ব্বজন,
স্বাদু অন্ন ভুঞ্জে হয়ে গণ্য॥
তুমি তাঁর প্রিয় পুত্র, হায় এ কি কর্ম্মসূত্র,
বন্য খাদ্য করিবে ভোজন।
ঋষি মুনি অনাহার, কর্ম্মফলে ফলাহার,
তোমার কি রূপে সুশোভন॥

দেখি শ্রদ্ধা করে কেবা, কাননে কে করে
সেবা, বিশেষতঃ নৃপতির ভয়।
প্রিয় পুত্র গুণবান্, হৃদিমধ্যে যার স্থান,
বনে পাঠাইল কি আশয়॥
এই লোক পরীবাদ, সতত সাধিবে বাদ,
হইবে প্রদীপ্ত হুতাশন
দহিবে আমার দেহ, বিচ্ছেদে পীড়িবে
স্নেহ, যন্ত্রণা হইবে অনুক্ষণ॥
তোমার বিয়োগবাতে, চিন্তাবাষ্পধূম তাতে,
তব গুণ নীরস ইন্ধন।
দহিবে আমার মনে, যদি পুত্র যাও বনে,
বলি রাণী করিলা ক্রন্দন॥
নিশ্বাস পাবক বলে, যদ্যপি হৃদয়ে জ্বলে,
তথাপি তোমারে দেখ্যে সুখী।
তোমা বিনা এই দীনা, দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষীণা,
দহিবে না হইবে কি দুঃখী॥
দেখ্যে মম শূন্য কোল, দহন সতিনী বোল,
সতত করিবে তনু ধ্বংস।
হিমগতে চিত্রভানু, প্রকাশে পীড়য়ে তনু,
সেই রূপ শোকাগ্নি পাপাংশ
গ্রীষ্মে যথা দাবানলে, শুষ্ক বৃক্ষ তৃণ জ্বলে,
সেই রূপ তব শোকানল।
প্রজ্বলিত নিরন্তর, দহিবে মম অন্তর,
কালে কালে হইয়া প্রবল॥
অতএব যথা ধেনু, পর্ব্বতে ভাবিয়া রেণু,
বনবেণু করিয়া লঙ্ঘন।
স্বপুত্র পশ্চাতে ধায়, কেবল বৎসলতায়,
সেই রূপে আমি যাব বন॥

কৌশল্যা করুণা বাণী,শুনি রাম মহাজ্ঞানী,
শোকাকুলা জননীরে জানি।
বাক্য অতি সুমধুর, যাহে দুঃখ যায় দূর,
কহিছেন তত্ত্ব জ্ঞান বাণী॥
আমি গেলে বনবাস,জানিবে মাতা নির্যাস,
বঞ্চিত হবেন মম পিতা।
কেকয়ীর পূজা হীন,পুত্র শোকে প্রতিদিন,
অপর রমণী খেদান্বিতা॥
করিবে আপনি সেবা,প্রধানা মহিষী কেবা,
তোমারে করাবে পরিত্যাগ।
সেবিবে আপনি যত্নে, স্বীয়পতি মহারত্নে,
ত্যজি অভিমান অনুরাগ॥
তুমি মাতা অতি সতী,ভর্তৃত্যাগ গুণবতী,
কদাচিত্ না হয় সম্ভব।
এমন করণ মনে, কর্ত্তব্য নহে স্বপনে,
কুজ্ঞান না করিবে উদ্ভব॥
যাবত্ জীবিত পতি, এই লোকে রাজ্যপতি,
সকলের প্রভু সর্ব্বেশ্বর।
তাবত্ করিবে সেবা, পদে পুষ্পাঞ্জলি দিবা,
একভক্তি যোগে নিরন্তর॥
ভর্ত্তা হর্ত্তা কর্ত্তা তব,অধিক আমি কি কব,
পতি নৃপ সর্ব্বদেব ময়।
আমার পশ্চাতে যাবে,প্রতিষ্ঠা কভু না পাবে,
পতি সেবা তব যুক্ত হয়॥
থাক এই স্থানে সদা,উৎকণ্ঠা জন্মিবে যদা,
মম শোকে দুঃখী নরপতি।
তুমি তাঁর আরাধনে,সন্তোষ করিবে মনে,
যাবত্ জীবনে প্রাণ পতি॥

নৃপতি তোমার প্রাণ, জীবনের অধিষ্ঠান,
এ স্থান ত্যজিয়া কোথা যাবে।
আমার অনুগমন, নহে দেবি সুশোভন,
অযোগ্য গমনে লজ্জা পাবে॥
রাম মুখে এই উক্তি, স্বপতি সেবন যুক্তি,
পাইয়া সজ্ঞান মুক্তি বাণী।
স্বধর্ম্ম দর্শিনী রাণী,স্বীকার করিয়া বাণী,
দুঃখিনী অত্যন্ত সন্তাপিনী॥
বন প্রস্থানে উদ্যত, রামচন্দ্র অভিমত,
অবগত হইয়া নিশ্চয়।
যাত্রিক মঙ্গল যত, স্বস্ত্যয়ন অনুগত,
সেই কর্ম্ম উপক্রম রয়॥
মুক্ত করি বাষ্প বারি,শুচি বারিস্পর্শ করি,
মহারাজ্ঞী করি স্বস্ত্যয়ন।
রামের কল্যাণ হেতু, শুভ কর্ম্ম ধর্ম্মসেতু,
দেব দ্বিজ পূজা আরম্ভণ॥
শুভ্র পুষ্প সুপঙ্কজ, শুদ্ধ মলয়জ রজ,
রম্য রম্য নানা উপহার।
অর্চ্চনা করিয়া সুরে, আয়োজন সুপ্রচুরে,
শুভব্রতা কৃত নমস্কার॥
রামের মঙ্গলোদ্দেশ, গন্ধমাল্য ঘৃত শেষ,
প্রদান করিয়া শিরোপরে।
লইয়া মস্তকঘ্রাণ, নিজ কক্ষ করি দান,
সন্তাপে কাতর কলেবরে॥
রক্ষাকর মহৌষধি, রাণী নিজ জ্ঞানাবধি,
যথা বিধি করি আয়োজন।
রামের দক্ষিণ করে, সযত্নে বান্ধিয়া পরে,
পুনর্ব্বাসে আশা প্রয়োজন॥

রামের মঙ্গল জন্য,জপিলেন মন্ত্র অন্য,
অরণ্য গমনে সকাতরা।
কল্যাণ করুন তব, সদাকালী সীতাধব,
বায়ুগণ সুমঙ্গল করা॥
মহা ঋষি আর ধাতা,• বিধাতা মঙ্গলদাতা,
পূষা ভগ অর্য্যমা প্রভৃতি।
বরুণ সবসুগণ, রাজা যুক্ত হে নন্দন,
কল্যাণ করুন আশাপতি॥
মিত্রাদিত্য রুদ্রগণ,দিগ্বিদিগ্ শুদ্ধ মনঃ,
আর যত মাস সংবৎসর।
নিশা দিবা মুহূর্ত্তাদি, তোমার মঙ্গলসাধি,
সহায় হউন নিরন্তর॥
বৃত্রাসুর নাশ কালে,তাবত্ অমর জালে,
আখণ্ডলে করিলা কল্যাণ।
সেই সুমঙ্গল সব,তোমাতে হৈয়ে উদ্ভব,
বিনাশিবে তব অরি প্রাণ॥
বিনতা গরুড় মাতা, গরুড় মঙ্গলে রতা,
করিল যে মঙ্গল বিধান।
অমৃত হরণ কালে, রক্ষা করিবারে বলে,
সেই মন্ত্র তোমার কল্যাণ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ সঙ্গ,বিদ্যামন্ত্র করি সঙ্গ,
আথর্ব্বণ উক্ত মন্ত্র যত।
তি স্মৃতি আর মেধা,কল্যাণদা নানাবিধা,
তোমার কুশলে হন রত॥
সিদ্ধ দেব ঋষি গণ, ব্রহ্ম ঋষি তপোধন,
নির্ম্মল নিশ্চল নিরন্তর।
নাগ নাগান্তক আর,পিতৃগণ সারোদ্ধার,
হইবেন সুমঙ্গল কর॥

সেনানী সহ শঙ্কর, মহাযোগী মহেশ্বর,
সপ্ত ঋষি নারদ অপর।
সোম শুক্র বৃহস্পতি,অশ্বিনী আদি রেবতী,
গ্রহগণ সদা শুভ কর॥
নক্ষত্র দেবতাগণ, জ্যোতির্গণ সর্ব্ব জন,
করিবেন তোমার রক্ষণ।
যবে হবে বনচারী, মুনিবেশ জটাধারী,
করিবেন রক্ষা নাগগণ॥
পরিহরি উগ্র রূপে, অমৃত অধিক রূপে,
তব প্রতি হইবে শীতল।
রাক্ষস পিশাচ যক্ষ,মাংসাশী যাবত্ রক্ষঃ,
মঙ্গলদ হইবে সকল॥
অরণ্য নিবাসী যত, মহাব্যাল অবিরত,
হইবেন শিবদ সকলে।
পতঙ্গ বৃশ্চিক কীট, মশকাদি মধুলিট,
সরীসৃপ গণ বন স্থলে॥
উগ্র বিষ ধারী যত,তোমার মঙ্গলে রত,
মহাগজ বরাহ গণ্ডার।
সিংহ ঋক্ষ মহিষাদি,তোমার মঙ্গল বাদী,
হইবেক বনে পশু হার॥
যে সকল বনবাসী, প্রচণ্ড পলল গ্রাসী,
উগ্র রূপ নানা রূপ ধারী।
মৃগ পক্ষিগণ যত, সুমঙ্গলে অবিরত,
রহিবেক করুণা প্রচারি॥
স্থল চর জল চর, অপর অম্বর চর,
স্বর্গচর অমর কদম্বে।
দুঃখিনীরে দিয়া ভিক্ষা, করিবা তোমাকে
রক্ষা, সম্পূর্ণ করুণা অবলম্বে

সর্ব্বলোক প্রজাপতি, চতুর্মুখ পশুপতি,
ত্রৈলোক্যের নাথ জনার্দ্দন।
আগম নিগম কুল, হইবেন অনুকূল,
করিবেন বাঞ্ছিত পূরণ॥
যাক্ তব সুখে কাল, না হোক বিপদ কাল,
সুকুশলে থাক রঘুবীর
পুনর্গতি অযোধ্যায়, আরোগ্য হইয়া তায়,
সিদ্ধ হবে বাঞ্ছা দুঃখিনীর॥
রাজশ্রী পাইবে তুমি, কল্যাণী অযোধ্যাভূমি
হবে কবে দেখিব নয়নে।
কহিয়া একথা ঘরে, মস্তক আঘ্রাণি পরে,
তোষিলেন রাণী আলিঙ্গনে॥
করিয়া অভিনন্দন, লইয়া কোলে নন্দন
শ্রীমুখ চুম্বন করি রাণী।
গচ্ছ পুত্র পুনরায়, এসো এই অযোধ্যায়
চাঁদমুখে শুনিব 'মা' বাণী॥
দেখিব নয়ন ভরে্যা, সুনবীন জলধরে,
সুলক্ষণ লক্ষ্মণ সহিত।
বনবাস সমুত্তীর্ণ, কৈকয়ীর আশা জীর্ণ,
পূর্ণচন্দ্র তুর্ণ সমুদিত॥
আমার অর্চ্চিত যত, দেবতা অনবরত,
তোমার কল্যাণে রত রবে।
সকরুণ প্রভু শম্ভু, জনার্দ্দন কি স্বয়ম্ভু,
সর্ব্বকাল সঙ্গে সঙ্গে সবে॥
হয়্যে মম প্রতিষ্ঠিত, ভাবিয়া তোমার হিত
আমার যাচি[illegible]সুরবর্গ।
কহিয়া কহিয়া পরে, অশ্রুপূর্ণ নেত্রবরে,
ত্যজিলেন স্বপুত্র সংসর্গ।

সমাপিয়া স্বস্ত্যয়ন; রাজ্য আশা বিসর্জ্জন,
করি রাজ্ঞী রামে প্রদক্ষিণ।
পুনশ্চ মানে না মনঃ, পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন,
চন্দ্রানন হইল মলিন॥

২৫ সর্গঃ

বিলাপ তোটক।

জননী পদ বন্দি প্রফুল্ল তনু।
কৃত স্বস্ত্যয়নো রঘুবীর জনু॥
সহ লক্ষ্মণ রাম বিরাম করে।
নৃপ সন্ততি সজ্জন চিত্ত হরে॥
বনবাস নিরাশ কথা কথনে।
রঘুবীর সুধীরমনা গমনে॥
জনকাঙ্গভবা ভবনে বসিয়ে।
পতি রাজ্য শুনি অতি হৃষ্ট হয়্যে॥
অভিষেচন প্রাপণ আশ করে।
অতি ভাগ্যবতী ষজিছে অমরে॥
করি সংযত মানস পিতৃগণে।
ভজিছে কুসুমে বসনে যতনে॥
নৃপজা নরকান্তক হারি হরি।
স্মরণে শরণে সতী চিত্তধরি॥
পতি আগমনে অতি আশ করে।
চির দর্শন বাঞ্ছিত প্রেম ভরে॥
নিজ প্রাঙ্গণ প্রান্তর চক্ষু হয়্যে।
প্রিয় লালস মানস বেগ চয়ে॥
নিজ বেশ্ম গতে রঘু বংশ ধরে।
প্রমদা পৃথুলা নব নীর ধরে॥

অতি সজ্জন সঙ্গ সমূহ দেখি।
পতি দর্শন লজ্জিত পদ্মমুখী॥
অতি ঈষদ্ মীলিত চক্ষু বরে।
করি দর্শন হর্ষণ প্রেমভরে॥
অতি হৃষ্ট রহে উষিতা বিরহে।
রঘুচন্দ্র মুখামৃত চাহি রহে॥
প্রমদা প্রমদাকুল সারময়ী।
পতি সঙ্গ পরা রতি রঙ্গময়ী॥
বিনয়ে হনুনয়ে পরিচর্য্য রসে।
রঘু জীবন জীবন জীবন সে.
পতি দীন মুখাকৃতি দুঃখ পরে।
নিরখি সুমুখী বলে বীরবরে॥

ত্রিপদী।

কহ নাথ কি দুর্যোগে,সুযোগে রাজ্য সং-
যোগে, পুষ্যযোগে অভিষেক হবে।
সে যোগ বিয়োগ কিসে, কেন তব রাজ্যো
দ্দেশে, মহোৎসব না হয় বান্ধবে॥
না পড়ে বেদজ্ঞ গণ, বেদ মন্ত্র অনুক্ষণ,
সেই হেতু এত কি উন্মনাঃ
কি হেতু শত শলাকা,যুক্ত ছত্র যেন রাকা
রাকামুখ না করে ছাদনা॥
নাহি হয় বিরাজিত,নিরখি দুঃখিত নীত
পদ্মচক্ষু চামর ব্যজনে।
পূর্ণচন্দ্র মুখ তব, প্রতিক্ষণে নব নব,
হে বল্লভ দুল্লভ দর্শনে॥

যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত,সর্ব্বনৃপ অতিরিক্ত,
লক্ষ্মীযুক্ত অতি মতিমান।
নিরীক্ষণে বন্দিগণ, সুবাশী মাগধ জন,
না করে স্তবন মান দান॥
ঋষি দধি পুষ্পমালে, বেদবিজ্ঞ বিপ্রজালে,
না করে মূর্দ্ধি মণ্ডলে দান।
মুখ্যং মন্ত্রি শ্রেণী, কিঙ্কর কুলের বেণী,
না রহে নিকটে রেখ্যে মান॥
শ্রেষ্ঠ অষ্ট তুরঙ্গম, যুক্ত রথ মনোরম,
চিত্রমণি কাঞ্চন ভূষণ।
কেন অদ্য ক্লিপ্ত নহে, শত্রুকুল জয় যাহে,
মানসে সংশয় প্রয়োজন॥
গজরাজ বিলক্ষণ, সুপ্রেক্ষিত সুলক্ষণ,
পৃষ্ঠদেশে সঙ্গে নাহি যায়।
মূর্দ্ধাভিষেচন কালে,বেষ্টিত মণীন্দ্রমালে,
সুশোভিত তুরঙ্গম তায়॥
না যায় তোমার অগ্রে,অসিধারী অতিব্যগ্রে,
শ্রীবিজয় করিয়া ধারণ।
সংশয় বাদিনী সীতা, বচন মধুরসিতা,
মৈথিলীর প্রশ্ন সকারণ॥
কহিছেন এই কথা, সুধীর গভীর যথা,
শুন রাজসুতা সুবাদিনী।
রাজ ঋষিকুলে জাতা, সতী সাধুবৃত্ত রতা,
গুণবতী গজেন্দ্র গামিনী॥
কি আর সুধাও সতি, নরেন্দ্রের অনুমতি,
অতিশয় [illegible] কঠিন।
সত্যবাদী সৎপ্রতিজ্ঞ, পিতা দশরথ বিজ্ঞ,
পূর্ব্বে হয়্যে কৈকয়ী অধীন॥

দিয়াছেন দুই বর, প্রতিশ্রুত নরেশ্বর,
এইকালে সেই বরদান
রাজ্যে দেখি অভিষেক, কৈকয়ী দিয়াছে
ভেক, মধ্যে এক ঠেক সমাধান ॥
নিকটে করে প্রার্থনা, মম রাজত্ব বর্জ্জনা,
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস ।
ভরতে অযোধ্যাপুরে, নৃপতি করি অদূরে,
পূরাইবে নিজ অভিলাষ ॥
প্রস্থিত বিজনে বনে, প্রিয়ে তব সন্দর্শনে,
এই আমি আসি উপনীত ।
করিয়া ধৈর্য্যাবলম্ব, বিজ্ঞা না কর বিলম্ব,
অনুজ্ঞা করণ সুবিহিত ॥
শ্বশ্রূ শ্বশুর নিকটে, বাস কর অকপটে,
আমার সঙ্কটে পরিত্রাণ ।
করিবে শুশ্রূষা তুমি, যাবত্ অযোধ্যা ভূমি,
না হয় স্বামির অধিষ্ঠান ॥
আমার যেমন কাল, কপালে কুগ্রহজাল,
তাই ভাব ভামিনী ভবন ।
ভরতের সন্নিধানে, কদাচ আমার মানে,
গুণে জ্ঞানে না কর স্তবন ॥
ঐশ্বর্য্য স্বরূপ মদে, মত্তজন সপ্রমোদে,
কদাচ না শুনে পর স্তুতি ।
পরগুণানুকথনে, প্রিয় নহে ধনীজনে,
এ হেতু নিষেধ গুণবতি ॥
পিতার নিদেশ হেতু, রাখিব প্রতিজ্ঞা সেতু,
কাননে করিব অন্ত গতি ।
করিবা হৃদয় স্থির, কল্যানি যথায় ধীর,
মুনি জনগণের বসতি ॥

আমি গেলে বনবাসে, তুমি ব্রত উপবাসে,
নিয়মে রহিবে প্রাণপ্রিয়ে ।
প্রভাতে উঠিয়া সতি, হইয়া বিশুদ্ধমতি,
দেব দ্বিজ প্রভৃতি পূজিয়ে ॥
করিবে অভিবন্দন, নৃপতির শ্রীচরণ,
সেবন করণ চিরকাল ।
আমার প্রেয়সী সীতা, দশরথ মম পিতা,
দেবতা সদৃশ মহীপাল ॥
কৌশল্যা প্রভৃতি যত, মাতৃগণে অবিরত,
বিশেষতঃ করিবে অর্চ্চনা ।
ভরতাদি ভ্রাতৃদ্বয়, প্রাণের অধিক হয়,
প্রিয়তম করিবে ভাবনা ॥
ভ্রাতৃপুত্র সমজ্ঞানে, পালিবে মানিনি মানে,
না কহিবে অপ্রিয় বচন ।
সদা মম প্রীতি যায়, প্রেয়সি থাকিবে তায়,
রাখিবে ভরতে স্নিগ্ধ মনঃ ॥
ভরত দেশের মান্য, রাজা পূজ্য অগ্রগণ্য,
সতত গৌরবে অতিশয়
আরাধিত নৃপগণ, দেবতুল্য অনুক্ষণ,
অনুগ্রহকারী ধর্ম্মময় ॥
ভক্তের পালনে রত, অভক্তে অতি বিরত,
সমুচিত দণ্ড দেন দান ।
ঔরস পুত্রের প্রায়, পরপুত্রে অবাধায়,
পালন করেন রাখি মান ॥
স্বপুত্র হইলে পাপী, কদাচ নহে আলাপী,
উপকারে রত রাজকুল ।
যে হয় অনুপকারী, তার দণ্ডে দণ্ড ভারি,
নৃপসুতে নিয়ম বিপুল ॥

ভরতের ভরণীয়া, হইয়া রহিবে প্রিয়া,
অদ্য আমি বনগামী হল্যে।
পূজিবে আমার তাতে, মম মাতা তুষ্ট যাতে,
না যান যেমন বনে চল্যে॥
কুলের বিহিত কর্ম্ম, রক্ষা কর নিজ ধর্ম্ম,
না হইবে কুকর্ম্মে নিরতা
করিয়া আজ্ঞা পালন, থাক সুখে অনুক্ষণ,
গৃহধর্ম্মে না হয়্যে বিরতা॥

২৬ সর্গঃ।

পয়ার

এই রূপ অপ্রিয় বচন শুনি সীতা।
সর্ব্বদা প্রিয় বাদিনী মানিনী দুঃখিতা॥
কহিছেন বচন করিয়া জ্ঞান লোপ।
স্বপতির গুণে করি দোষের আরোপ॥
অহে প্রভু প্রভু পুত্র কি কহিব আর।
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু সুত পরিবার॥
প্রত্যেকে নিবাস করে অখিল ভুবনে।
নিজ২ কর্ম্ম ফল ভিন্ন২ গুণে॥
পিতৃ কর্ম্ম ফলে পুত্র নাহি করে ভোগ।
পুত্রকর্ম্মে পিতার প্রাক্তনে নাহি যোগ॥
সুখ প্রাপ্ত হয় কিম্বা দুঃখ ভোগ করে।
সে কেবল নিজকর্ম্ম মনুষ্যে সঞ্চরে॥
পতিভাগ্য ভোগ করে ভার্য্যা একাকিনী।
সেই আমি পতি পরায়ণা অবাধিনী॥
যথা যথা যাবে তথা যাব আমি রাম।
তোমার শপথ করি কহি গুণধাম॥
তব দয়া বিনা প্রভু আমার জীবন।
স্বর্গেতে না হবে সুখী শুন কদাচন॥
তোমার বিহীন হয়্যে চিত্ত নহে সুখী।
সুর পুরে বাস করি রব তবু দুঃখী॥
তুমি নাথ গুরুদেব গতি হে আমার।
নিশ্চয় যাইব রাম সহিতে তোমার॥
যদি তুমি গমনে উদ্যত দুর্গ বনে।
কণ্টক আচ্ছন্ন ভূমি ভয় প্রদর্শনে॥
কত কুশ কণ্টক করিয়া পর্য্যটন।
রহিব তোমার সহ নিশ্চয় ঘটন॥
নহে পিতা নহে পুত্র আত্মা আপনার।
সুহৃদ্ সমূহ মাতা কি কহিব আর॥
সতীদের পতি মাত্র জানি এক গতি।
ঈর্ষ্যা পরিহরি সঙ্গেলও রঘুপতি॥
ভুক্ত শেষ পানীয় সমান সীমন্তিনী।
নিজগুণে কর কৃপা দেখ্যে নিষ্পাপিনী
রম্য হর্ম্ম্য প্রাসাদ ভবন রম্য রথ।
ততোধিক তব পদাশ্রয়ে মনোরথ॥
স্বর্গাপেক্ষা সুদুর্ল্লভ শীতল চরণ।
আজ্ঞা কর তোমার সহিতে যাই বন॥
সিংহ শ্বান শার্দ্দূল শূকর ঋক্ষগণে।
সদা কাল সেবিত সকল শুনি বনে॥
তথাচ হইয়া সুখী রব সর্ব্বকাল।
আশ্রয় করিয়া পাদপদ্মের মৃণাল॥
তোমার সহিতে সদা করিব বিহার।
শচীপ্রায় শতক্রতু সমীপে সৎকার॥
পদদ্বয় শুশ্রূষণে রহিব রাঘব।
হইয়া নিয়তব্রতা সে অতি গৌরব॥

রক্ষণ সহিতে রব সুরম্য কাননে।
সন্তোষ করিব মনে সুগন্ধি পবনে॥
ইন্দ্রতুল্য তুমি রামচন্দ্র স্থিরতায়।
পরাক্রম প্রচুর পরম দেব প্রায়॥
তিন লোক সুপালনে প্রভুত্ব তোমার।
তদাশ্রয়ে পদাশ্রয়ে শঙ্কা কি আমার॥
অতএব হইলাম অত্যন্ত কাতরা।
অনুরক্তা নিজভক্তা নহি আত্মপরা॥
ফল মূল আহারিণী হব সহ তব।
নহিব দুঃখ ভাগিনী সঙ্গে সুখে রব॥
ইচ্ছা করি দেখিতে সরিৎ সরোবর।
গিরি শৈল দুর্গম কানন রঘুবর॥
পরিধান বসন বল্কল বিলক্ষণ।
নাথের রক্ষিতা রব সেই সুলক্ষণ॥
সর্ব্বদা নির্ম্মলোদক সরোবর সব।
বিকাসে কমল কল হংস কারণ্ডব॥
করিব অবগাহন তোমার সহিত।
দর্শন স্পর্শন সেবা সেই মহাপ্রীত॥
বনে বনে নানা স্থানে সুগন্ধি প্রসূন।
মধু গন্ধে মধুব্রত মধুর গুন্ গুন॥
ধ্বনি শুনি রঘুমণি সদা করি সাধ।
সঙ্গে লয়্যা নিজপ্রিয়া খণ্ডাও বিষাদ॥
সহস্র সহস্র বহু বর্ষ যদি যায়।
তোমার সহিতে জ্ঞান ক্ষণমাত্র প্রায়॥
তব সঙ্গ পরিহরি সুরপুরী বাস।
কদাচিত্ না হয় আমার অভিলাষ॥
নরক নিরয় স্থান সেই সুরপুর।
তোমার সহিতে সহবাসে হে ঠাকুর॥

পিতা মাতা বন্ধুগণ করি পরিত্যাগ।
তব অনুগতা রতা সেই অনুরাগ॥
বিনা ভর্ত্তা ভবনে নিবাসে কিবা সুখ।
নমস্কার বারম্বার না রাখিবে দুঃখ॥
তব সনে বনে যাত্রা আমার নিশ্চয়।
এ কার্য্যে কদাচ নাথ না কর সংশয়॥
না কর নিষেধ নিজ অধিনীর প্রতি।
বনে রব পিত্রালয়ে যথা কুলবতী॥
তোমার রক্ষিতা সীতা অনুরক্তা তব।
অনন্য ভাবিনী হয়্যে আর কোথা রব॥
তোমার বিয়োগে প্রাণ বিয়োগ নিশ্চয়।
প্রিয় কর্ম্ম কর প্রিয় প্রদানে আশ্রয়॥
লও লও সঙ্গে করি ওহে প্রাণনাথ।
গুরুতর ভার নহে না কর অনাথ॥
এত যদি কহিলেন জনক নন্দিনী।
ধর্ম্মিষ্ঠা পরম শিষ্টা রাম সীমন্তিনী॥
কাননে লইতে রাম করেন নিরাশ।
করিলেন বনবাসে যে দোষ প্রকাশ॥
প্রিয়ভার্য্যা জানকী কহিলা এই কথা।
বনে দোষ অনেক দেখান রাম তথা॥
মহাকুল সম্ভবা ধর্ম্মজ্ঞা তুমি সীতা।
মহা যশস্বিনী অনুগতা অনিন্দিতা॥
অদ্য এই আমার বচন শুন সতি।
অর্পণ করিয়া মন আমি তব প্রতি॥
কেবল শরীর লয়্যে প্রবেশিব বন।
পিতার আদেশ মাত্র করিব পালন॥
অতএব আমার যেমন উপদেশ।
সেই রূপে রহ সতি কেন ভাব ক্লেশ॥

বনবাসে বহুবিধ অনিষ্ট বিধান।
সেই সব গণি কর সুমতি সন্ধান॥
বনবাস কৃত বুদ্ধি কর পরিত্যাগ।
তব অনুকম্পায় কাননে অনুরাগ॥
নিদারুণ বনদুঃখ তাহে হব পার।
তোমারে লইতে বনে অসাধ্য আমার॥
না হয় উৎসাহ সতি ক্ষুণ্ন হই মনে।
শার্দ্দূল প্রভৃতি বহু জাতি জন্তু বনে॥
আশু অসু পরিত্যাগ দর্শনে যাহার।
ভয় হয় করে মাংস শোণিত আহার॥
এ হেতু অত্যন্ত দুঃখ প্রদায়ক বন।
প্রাণের প্রেয়সী বল্যে করি নিবারণ॥
ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন অন্য অরণ্য নিবাসী।
শরট করট কঙ্ক ভুজঙ্গ মাংসাশী॥
প্রাপ্ত মাত্র ক্ষণমাত্রে নাশ করে প্রাণ।
সেই হেতু দুঃখকর অরণ্য আখ্যান॥
অতি উষ্ণ শীত কষ্ট ক্ষুধায় তৃষ্ণায়।
বহুবিধ দুঃখদ অরণ্য ভূমি প্রায়॥
ঘোর দর্প সর্পগণ সরীসৃপ কুল।
মহা বিষধর করে শরীর নির্ম্মূল॥
নিরন্তর নিষ্ঠুর শরীরে চরে বনে।
অরণ্য দুঃখদ অতি এসব কারণে॥
গুরু গিরি কন্দর সংজাত জন্তু গণ।
মহারণ্য বাসী অতি উদ্বেগ জনন॥
সিংহ গণ গুহা বন করয়ে ভ্রমণ।
নিকটে যদ্যপি দেখে ক্ষুদ্র জন্তু গণ॥
শব্দে স্তব্ধ হয়্যে প্রাণ করে পরিত্যাগ।
সে বনে যাইতে প্রিয়ে কার অনুরাগ॥
ভল্লুক উল্লুক আর বরাহ বিস্তর।
উরগ তুরগ মৃগ ভ্রমে নিরন্তর॥
প্রাণঘাতি মৃগজাতি অন্য অন্য আর।
বাস করে বনে নহে গন্তব্য তোমার॥
বক্র বেগবতী নদী পর্ব্বত প্রলয়।
মহীগর্ত্তে মহান ভয়দ জন্তু রয়॥
প্রতিপথে প্রলয় প্রলয় বিষধর।
মতঙ্গ মক্ষিকা কীট মশক বিস্তর॥
দংশক দারুণ দুষ্ট বনে করে বাস।
তীক্ষ্ণ তুণ্ড তাপদায়ী দেখ্যে হয় ত্রাস॥
অগাধ অস্থল জল পরিপূর্ণ সরঃ।
পঙ্কস্থল অতিশয় দুস্থ ভয়ঙ্কর॥
মহানক্র চক্র ভয়ঙ্কর নদী গণ।
করিতে হইবে সীতে তাহা সন্তরণ॥
কুশ আর কণ্টক কষ্টদ লতা কুল।
দুর্গম কুপথ তাহে পথিক ব্যাকুল॥
গুরুতর গুল্ম লতা তৃণ যথাবৃত।
অত্যন্ত দুর্গম পথ অতি ভয়াশ্রিত॥
এই হেতু অত্যন্ত দুঃখদ সীতে বন।
গমনে করিগমনে করি নিবারণ॥
নির্ম্মনুষ্য রম্য নহে বিপদ বিস্তর।
শুষ্ক বৃক্ষ তৃণাবৃত শাখা বহুতর॥
বহুবিধ বিস্তারিত বিপরীত বন।
পুষ্প ফল জল হীন বিস্তর যোজন॥
ঘোর সত্ত্ব সমাকুল গিরি গুরুতর।
অতি দুর্গ পঙ্ক জলে প্লাবিত কন্দর॥
জলৌকা বিস্তর জলে স্থলে সদা চরে।
পর্ণশয্যা শয়ন আসন তৃণোপরে॥

স্বয়ং কৃত সুদুঃখের সাগরে সুন্দরি।
মগ্ন হবে কেন যাবে কাননে আ মরি॥
আহার বদরী কন্দু আমলক আদি।
শ্যামাক সামান্য অন্ন অনেকে বিবাদী॥
তৃণ ধান্য তিক্ত কটু কষায় ভক্ষণ।
তাহার অলাভে ফল মূলাদি গ্রহণ॥
বহু দিবা বসতি করিতে হবে সতি।
নিরাহারে নিরাশ্রয়ে করিবে বসতি॥
বল্কল অজিন পত্র মাত্র পরিধান।
দীর্ঘশ্মশ্রু জটা চীর ধারণ বিধান॥
দীর্ঘ লোমধারী মল পঙ্ক বিভূষিত।
বাতাতপে শুষ্ক দেহি গণেতে সেবিত॥
এই হেতু অত্যন্ত দুঃখদ প্রিয়ে বন।
বারণ গমনে করি তাই নিবারণ॥
সেবনীয় বীরাসন সদা উপবাস।
কর্ত্তব্য দুষ্কর কর্ম্ম শ্রুত মাত্র ত্রাস॥
সর্ব্বদা নিয়মে রত যত বনবাসী।
গ্রীষ্মে পঞ্চ তপাশ্রয় নিয়ত অনাশী॥
আচ্ছাদন গগণ জলদ সমাগমে।
জীবন জীবন রক্ষা হেতু সুমধ্যমে॥
শিশিরে শীতল নীরে বনবাসি গণ।
কষ্টে সৃষ্টে করে মাত্র জীবন ধারণ॥
অস্থি মাত্র অবশেষ তপে তপ্ত তনু।
আমায় তোমার প্রীতি কি হবে সুতনু॥
আমার আশ্রয়ে তুমি যাইবে পশ্চাতে।
সর্ব্বদা নিয়ম ব্রত কালক্ষেপ তাতে॥
নিগূঢ় নিয়মে তপঃ পরিশ্রমে অতি।
তব সহ তথা মম হইবে কি রতি॥

অনলে অনিলে সূর্য্য করজালে মিলে।
সুবর্ণা বিবর্ণা হবে নিয়মে থাকিলে॥
তোমারে দুঃখিনী ধনি করিয়া দর্শন।
বনে মনে দুঃখিত হইব অনুক্ষণ॥
আমার নিমিত্ত চিন্ত উদ্বেগ তোমার।
শোকে আকর্ষিতা সীতা অসিতা আকার॥
দেখিতে দুর্গম বনে তোমার বদন।
না পারিব কদাচিত্ না যাইবে বন॥
বন চর্য্যা না করিবে নিবারণ করি।
যতির আচার অতি কঠিন সুন্দরি॥
বহু দোষ বিচার করিয়া বনস্থলে।
দেখিয়া দারুণ কষ্ট নিবারি কোমলে॥
সেই স্থানে থাকিব ভাবিব সদা কাল।
তোমাকে হৃদয়ে সীতে যাবে দুঃখজাল॥
এই স্থানে রহিবে রহিবে হৃদে মম।
জানিবে অদূরে পরে বৃথা করি শ্রম॥
এই রূপ রূপসীরে লইতে কাননে।
নিতান্ত অনভিমতে রত নিবারণে॥
বিরাম করেন রাম বলি এই কথা।
রোদন করিয়া পুনঃ কহিলেন তথা॥
অত্যন্ত সুদীনা ক্ষীণা জনক নন্দিনী।
অযোধ্যায় বন দোষ বর্ণনে বর্ণিনী॥

২৭ সর্গঃ

ত্রিপদী।

অনন্তরে গুণবতী,সীতা সুদুঃখিতা অতি,
রাম বাক্য করিয়া শ্রবণ।
করি বারি পূর্ণনেত্রা,পঙ্কজিনী আর্দ্র গাত্রা,
ভর্ত্তা প্রতি কহেন বচন॥
বনবাসে যত দোষ,শুন্তে মম পরিতোষ,
জ্ঞান করি সেই গুণময়।
তোমার ভক্তি আশ্রয়ে,তব ভুজ সমাশ্রয়ে,
শতক্রতু শক্র পরিচয়॥
কি আর অপর গণ্য, ভয় করি কার জন্য,
কি করে বিবাদী বনবাসী।
আপনি সহায় যদি,সিংহব্যাঘ্র বরাহাদি
খদ্যোতে গণনা করে দাসী॥
রক্ষিতা তোমার করে,সে সকল ভয়ঙ্করে
কিঞ্চিৎ না করি আমি ভয়।
যদ্যপি বিপত্তি বনে,মঙ্গল কিম্বা কাননে,
এ স্থানে জীবনে শ্রেয়ো নয়॥
তোমার সহিত রঙ্গে,বনযাত্রা কিম্বা সঙ্গে,
অনুজ্ঞা করণে আজ্ঞা হয়।
তোমা হেন ধনত্যাগে,জীবন ধারণ রাগে
অনুরাগ কিবা দয়াময়॥
বরঞ্চ জীবন নাশ, কিম্বা ভর্ত্তৃ সহবাস,
ইহার অন্যথা নহে ভাল
স্বামি পরিত্যক্তা হয়্যে, গৃহে মৃতা হেন
রয়্যে, কিজন্য জ্বালিব দুঃখানল॥
পূর্ব্বে আমি হেন বেশ, পাইয়াছি উপ-
দেশ, সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ গণ মুখে।
তোমার সহিতে বনে,বঞ্চিব অতিনির্জ্জনে,
বহুদিন সুখে আর দুঃখে॥
সেই সব জানি কথা,শ্রবণ করিয়া তথা,
সত্যবাদী স্থানে সমুদয়।
হৃদয়ে রয়্যেছে গাঁথা,সেই সব পূর্ব্ব গাথা,
বনবাসে নিত্য ইচ্ছা হয়॥
পাইয়াছি সিদ্ধাদেশ, হয়্যে তপস্বিনী
বেশ, প্রাপ্তা হবে অবশ্য অরণ্য।
সেই সিদ্ধবাণী সত্য, আমি সাধ করি নিত্য,
অন্যথা না হবে দৈব জন্য॥
তোমার সহিত যাত্রা, কাল এই পূর্ণমাত্রা,
উপস্থিত হইল সম্মুখে।
সত্য হবে দ্বিজবাণী,আমি ভালরূপে জানি,
বনবাসে না থাকিব সুখে॥
বনবাসে দুঃখ যত, আমি তাহা অবিরত,
শুনিয়াছি যতিজন স্থানে।
কন্যাকালে বারম্বার, বনবাসি ব্যবহার,
পরিশ্রুত বিবিধ বিধানে॥
কহি তাই রঘুবীরে, জনক নৃপ মন্দিরে,
আইল ভিক্ষুকী এক জন।
সাধুবৃত্তি সদাচারা, অত্যন্ত পবিত্র ধারা,
শুনিলাম তাহার বচন॥
কহিল ভবিষ্য কথা, কানন নিবাস যথা,
হবে মম রাঘব প্রসঙ্গে।
পাদপদ্ম বন্দি তব, প্রসন্ন ভব রাঘব,
দুঃখিনীরে লয়্যা চল সঙ্গে॥

বহুকাল আকাঙ্ক্ষিনী, বনবাসে সুদুঃখিনী,
এইক্ষণে করেছি নিশ্চয়
তোমার গমনোচিত, সময়াতিসুখান্বিত,
ভার্য্যা সহ চল দয়াময় ॥
বন চর্য্যা গুণমনি, অত্যন্ত পুণ্য দায়িনী,
অতএব তোমার সহিত।
কৌতুকে কাননে রব, পরম পবিত্রা হব,
চিরদিন যাহা আকাঙ্ক্ষিত ॥
একত্র হয়ে রাঘব, হৃদয়ে অতি উৎসব,
তব সঙ্গে বিপিন বিহার।
স্পৃহা চিরদিন হয়, বঞ্চিত উচিত নয়,
নিবেদন চরণে তোমার ॥
ইহলোকে পরলোকে, ঘুষিবে সর্ব্বদা
লোকে, সাধুসঙ্গে সাধু ব্যবহার।
পতি গতি রতি কর্ত্তা, রমণী দেবতা ভর্ত্তা,
সংযোগে কি দুর্যোগ আমার ॥
যে নারী স্বামির সঙ্গে, ছায়াসম রহে রঙ্গে,
পতির পশ্চাতে যার গতি।
যে স্থানে করে প্রস্থান, অবস্থানে অবস্থান,
তার ভাবে ভাবের বসতি ॥
পতির সংযোগ তায়, পতিভিন্নে নাহি যায়,
অনুরক্তা সেই রূপ আমি।
প্রিয়া পতিব্রতা সতী, পতিপ্রাণা পতিগতি,
সব জান তুমি অন্তর্যামী ॥
কি হেতু না হয় রুচি, শুচির অধিক শুচি,
স্বীয় সীমন্তিনী দুঃখিনীরে।
তুল্যশীল ব্রতাচার, অনুগতা যে তোমার,
ভাসাও কি জন্য নেত্র নীরে ॥

আমার এ কি দুর্ভাগ্য, তুমি লইবার যোগ্য
মুনি জন প্রিয় বন স্থলে
তবে যে বঞ্চনা কর, অহে নব জলধর,
পরিহর চরণ কমলে ॥
গমনে নিশ্চিন্তা আমি, তুমি গুণধর স্বামী
যদ্যপি নিরাস কর আশে।
তথাপি আমার সত্য, রাখিবেন ব্রহ্মা নিত্য,
সত্য সত্য রব তব পাশে ॥
করি সীতা এই উক্তি, শুদ্ধ সাধুগণ যুক্তি,
স্বামিভক্তি সুরসে মধুরা।
রোদন করেন সতী, নিরীক্ষণ করি পতি,
কামিনী যেমন কামধুরা ॥
ঘোর শোকে শোকাকুলা, বিবর্ণ অতি
ব্যাকুলা, দুঃখবারি পরিপূর্ণ বক্ষে।
পীনোন্নত পয়োধরে, সম্বরণ নাহি করে,
শ্রাবণের ধারাধর চক্ষে ॥
মহাদুঃখে বিমর্ষিতা, কলস্বরে ভাষি সীতা,
নিপীড়িতা প্রিয় দৃষ্টি করি।
অনুগতা অনুক্ষণ, সুলক্ষণা বিলক্ষণ,
অনুভব শোভিতা সুন্দরী ॥
তথাচ লইতে সঙ্গে, বঞ্চনা করেন রঙ্গে,
অধোমুখী জানকী তখন।
রোদনে বদনাকৃতি, নিরখিয়া রঘুপতি,
সুমলিন সরোজ বদন ॥
বন বাস কৃত কষ্ট, বনে দোষ যত স্পষ্ট,
বহুবিধ করিয়া প্রকাশ।
নিবারণে রত পতি, বিষণ্ণ বিমনা অতি,
অন্তরেতে গোপন আভাস ॥

চিন্তাযুক্ত চিন্তামণি, সীতাপতি গুণমণি,
হইলেন আপনি বিবর্ণ।
না জানি আপন দোষ, জানকী করিয়া
রোষ, নয়ন যুগল তাম্রবর্ণ॥
নিবারিয়া বাষ্পধারা,প্রকাশ করিয়া তারা,
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত চক্ষু তায়।
শ্রীরামের অনুনয়, রামায়ণ রসোদয়,
অশ্রুত অদ্ভুত অযোধ্যায়॥
২৮ সর্গঃ।

পয়ার।

জানিয়া পতির মতি সতী অতি তাপে।
রাগে রক্ত রূপিণীর ওষ্ঠাধর কাঁপে॥
পুনর্ব্বার ব্যাকার করেন এই বাণী।
উন্মত্তার প্রায় দৃষ্টি মরাল গামিনী॥
বিশাল নয়নে পতি ঈক্ষণে ঈক্ষণ।
রোষাবেশে আক্ষেপ করেন অনুক্ষণ॥
অত্যন্ত প্রণয়ে উপস্থিত অভিমান।
জনক জনক মম অত্যন্ত অজ্ঞান॥
আপনারে কৃতার্থ জানিল মূঢ়মতি।
জামাতা হইল রাম রঘুবংশ পতি॥
ক্লীব প্রায় ব্যবহার পুরুষাভিমানী।
এ রামে প্রশংসা করে যে অতি অজ্ঞানী॥
হায় হায় অজ্ঞানে হইয়া অভিভূত।
অযোধ্যা আদির লোক জানে যথাশ্রুত॥
কহে এই অদ্বিতীয় তেজস্বী শ্রীরাম।
সূর্য্যসম সুকান্তি অসীম গুণধাম॥
পরে করো অভিমান মানিনী জানকী।
স্বামিরে কহেন সীতা কি হেতু বিবেকী॥
অনন্য গামিনী আমি কামিনী তোমার।
প্রিয়া পরিত্যাগ হেতু কি ভয় প্রচার॥
দ্যুমৎসেন সন্তান সামর্থ্য পরিপূর্ণ।
সত্যবান আখ্যান শ্রবণ কর তূর্ণ॥
অতিধীর পৃথিবীর বীর চূড়ামণি।
সাবিত্রী সুন্দরী তার সুসাধ্যা কামিনী॥
সদা ভর্ত্তৃ পরায়ণা পরম কল্যাণী।
তার তুল্য আমারে বিশেষ রূপে জানি॥
অন্য জনে গমনে না করি মনে কভু।
তোমারে করিয়া ত্যাগ কোথা রব প্রভু॥
ভরত হইতে ভৃতি অতি অসম্ভব।
আমার কপাল ক্রমে কি কত রাঘব॥
ভার্য্যার্থে কুমারী কালে করিলে গ্রহণ।
শৈলূষী সমান কর অপরে অর্পণ॥
নট যথা নৃত্য কালে আপনার নারী।
অপরে অর্পণ করে হয়ে অধিকারী॥
কর্ম্ম দোষে অথবা মানসে একবার।
অপরাধ করি নাহি কদাচ তোমার॥
কোনকালে কহি নাহি অসঙ্গত বাণী।
অকারণে পরিত্যাগ কর হয়ে জ্ঞানী॥
যদ্যপি স্ত্রী বুদ্ধি ক্রমে অপরাধী হই।
তথাপি আমি তোমার ত্যাজ্য বস্তু নই॥
পূর্ব্বে যদি হয় কৃত অজ্ঞানে কি জ্ঞানে।
হর রোষ ক্ষম দোষ অভয় প্রদানে॥
ঠাকুর ঠাকুর পুত্র সর্ব্বদা প্রসন্ন।
না কর গমন করি নারী মনঃ ক্ষুণ্ণ॥

তোমার সহিত বাস বাসি স্বর্গ সম।
তোমার পশ্চাতে যাত্রা শুন রঘূত্তম।
আহার বিহার আর শয়নে গমনে।
পথে পথ পরিশ্রম না হইবে বনে॥
কুশ কাশ কঠিন কঠিন তৃণ চয়।
কণ্টক কণ্টক বৃক্ষ পথে সমুদয়॥
পট্টাম্বর তুল্য হবে সুকোমল তারা
শ্রীচরণ কমল পরশে সুখ ধারা॥
বনে তৃণ পল্লবেতে বল্লভ সহিত।
শয়নে শাবর শাল সমান সম্প্রীত॥
মহাবাত জাত যত ধরণীর রজঃ।
মম অঙ্গে তব সঙ্গে হবে মলয়জ॥
শাদ্বলে নদীর কূলে সাজাইয়া কুশে
তব সহ শয়ন স্বর্গীয় নিরঙ্কুশে॥
ফল মূল অশন বসন বৃক্ষ ছাল।
তব দত্ত তাহে চিত্ত সন্তোষ বিশাল
স্বাদু কিম্বা অস্বাদু সুস্বাদু সেই রাম।
তব কর স্পর্শে সেই দ্রব্য সুধা ধাম॥
বন্ধুগণ পরিজন মাতা কিম্বা পিতা।
না করিব স্মরণ তোমার সুরক্ষিতা॥
আপনার সহিতে সুস্বাদু ফল মূল।
ভক্ষণে আমার চিত্ত না হবে ব্যাকুল
তথা আমি না হইব তব অতি ভার।
তব সহবাসে স্বর্গ সর্ব্বদা আমার॥
যে স্থানে আপনি না রহিবে রঘুমণি
সেই স্থান নিতান্ত কষ্টদ মধ্যে গণি॥
আমার কামনা সিদ্ধ কর রঘুবর।
গমন করিব তব সহিতে সত্বর॥

তোমারে করিয়া ত্যাগ জীবন ধারণে।
কদাচিত্ শক্তা নহি নিবেদি চরণে॥
তোমার বিচ্ছেদ ভয়ে হয়্যে উদ্বেগিতা।
ত্রাণ কর নাথ তব সতত আশ্রিতা॥
যদ্যপি আমারে নিতে না কর স্বীকার।
ভক্ষণ করিব বিষ প্রত্যক্ষে তোমার॥
এ দুঃখ সহিতে আমি মুহূর্ত্ত না পারি।
চতুর্দ্দশ বর্ষ তাহে তুমি বনচারী॥
এই রূপ শোকাগ্নি সন্তপ্ত কলেবরা।
বিলাপ করেন সীতা জলে মগ্না ধরা॥
পদদ্বয়ে পতিতা পীড়িতা অতিশয়।
স্বামির সহিতে বনে গমনে আশয়॥
ত্রাহি ত্রাহি তাপহারি সুতরুণ ঘন।
"সঙ্গে লও" এই উক্তি উচ্চারণ ঘন॥
রোদনে বদন ম্লান পতন ধরায়।
মৃদুভাষে সুধারসে ভাসায়্যে ধরায়॥
পরে সীতা স্বরে করে রাম বক্ষোভেদ।
বাণাঘাতে ব্যথিত সমান মর্ম্মচ্ছেদ॥
মোচন করেন রাম লোচনের বারি।
শোকে তপ্ত তনু কষ্টে হয়্যে ধৈর্য্যধারী
প্রিয়ার করুণা জন্য নেত্রযুগ জলে।
শোভা মনোলোভা যথা জলে পদ্মদলে
মন্দ মন্দ বিধারণে করাণ উত্থান।
পদতলে পতিতা প্রেয়সী মুখ ম্লান॥
শান্ত করি কহিলেন মধুর বচন।
শুন সীতে দুঃখিতে কি করিব এখন॥
কামনা না করি স্বর্গ তোমা শূন্য আমি।
অল্প ভয় নাহি হয় জ্ঞাতা জগৎ স্বামী

সাধু আচরিত ধর্ম্ম ত্যজিতে না পারি
সমুদ্র না যায় যথা তট পরিহারী ॥
গুরু বাক্য অতি গুরু ধর্ম্ম গুরুতর।
এই কথা বুধগণে জ্ঞাত পূর্ব্বাপর ॥
ধর্ম্মনীত সে উচিত পথ অতিক্রমে।
অশক্ত সর্ব্বদা আমি শুন প্রিয়তমে ॥
মহাত্মা পিতা আমায় করিয়া আহ্বান
আদেশ করেন সেই অতি পূজ্যমান ॥
সেই পথে প্রবর্ত্তন সনাতন ধর্ম্ম
আমি তাহে ইচ্ছাবান কহিলাম মর্ম্ম ॥
রাজ্য প্রাপ্তি বিষয়ে বিধির বিড়ম্বনে।
শুভকাল নিশ্চয়ে আদেশ বাস বনে ॥
তাহাতে তোমার উক্তি যুক্তি সিদ্ধ নহে॥
আপনি স্বীকার কর স্বামির বিরহে ॥
সভার্য্যা যাইতে বনে না কহেন পিতা।
কেন কষ্ট অঙ্গীকার কর তুমি সীতা ॥
যদি পারি সুন্দরি রাখিতে নিজবলে।
তথাচ না করি ইচ্ছা নিতে বনস্থলে ॥
বনবাস সম্ভব বিষম দুঃখ জ্বালে।
তোমারে করিতে যোগ যোগ্য কোন্‌কালে।
বনবাসে মম কষ্ট করিয়া নিশ্চয়।
করিলেন সৃষ্টি স্রষ্টা খণ্ডাবার নয় ॥
কর্ম্ম ফলে আমি করি সেই কর্ম্ম ভোগ।
সুকীর্ত্তি বিশিষ্ট নহে যথা কীর্ত্তি যোগ
এসো প্রিয়ে আমার সহিতে চল বন।
যত্তপি তোমার বাঞ্ছা দেখিতে কানন ॥
করিতে তোমার প্রিয় মানস প্রেয়সি।
তোমার যা ইচ্ছা তাই সদা ভালবাসি

ব্রাহ্মণে অপর সাধুজনে বিধুমুখী।
আভরণ বিতরণ করি হও সুখী ॥
নানা ধনে প্রিয়গণে কর পরিতোষ।
সঙ্গিনী গণের প্রতি ভিক্ষাকর দোষ ॥
তোমার আশ্রিত যত প্রিয় দাসীদাসে
দেহি দেহি বৈদেহি যে যাহা অভিলাষে ॥
গুরুজনে আহ্বান করিয়া সমাদরে।
তুষ্ট কর ধনে মধু বচনে সত্বরে ॥
পশ্চাতে মম পশ্চাতে চল পদ্মাননা।
নিতান্ত নির্জনে যদি একান্ত কামনা ॥
ভর্ত্তার অনুজ্ঞা বাক্যে অতি প্রফুল্লিতা।
প্রদান করেন বহু বস্ত্র ধন সীতা ॥
নিজ অঙ্গ আভরণ নানারত্ন নিধি।
যে জন যেমন যোগ্য সম্প্রদান বিধি ॥
পরিপূর্ণ মানসে অশেষ বাসনায়।
ভর্ত্তার আজ্ঞায় সীতা দিয়া সমুদায় ॥
রজত সুবর্ণ যত বসন ভূষণে।
ভূষিত করেন দ্বিজ দ্বিজকন্যাগণে ॥

২৯ সর্গঃ

ত্রিপদী।

মনোদুঃখ করি মুক্তি, সীতা প্রতি এই উক্তি,
যথাযুক্তি অনুসারে রাম।
লক্ষ্মণে নিকটে আনি, শ্রীমান ধীমান জ্ঞানী,
কহিছেন বাক্য অভিরাম ॥

তুমি প্রিয় প্রাণ সম, সহায় সম্পত্তি মম,
সহোদরাধিক সখা সদা॥
এই হেতু সুপ্রণয়ে,তোমারে কহি নিশ্চয়ে,
অঙ্গীকার ক্রিয়াতিশুভদা॥
অতএব তুমি বনে, কদাচ আমার সনে,
গমনে না কর অঙ্গীকার॥
এইস্থলে সুকৌশলে, রহিবে অতিমঙ্গলে,
সে মঙ্গলে মঙ্গল আমার॥
বৃদ্ধি হবে সিদ্ধভাব,অকষ্টে পরম লাভ,
থাক সুখে সম্মুখে পিতার॥
এই বাক্য রামমুখে, শুনিয়া পরম দুঃখে,
লক্ষ্মণ সুদীন পুনর্ব্বার॥
বাষ্প পরিপূর্ণ আস্য,শ্রবণে চিত্ত উদাস্য,
অতি শোক সহনে অক্ষম।
মুখে না নিঃসরে বাণী,ভ্রাতৃপদে নত জ্ঞানী
আলিঙ্গন পর মহোত্তম॥
সীতার চরণে পর, প্রণমিয়া প্রাজ্ঞ বর,
কহিলেন আপনি বিজ্ঞাত।
আমার মানস জান,তথাচ বঞ্চনা কেন,
বিনা ঘন ঘন বজ্রাঘাত॥
না হব নিবর্ত্ত বনে,নিশ্চিত তোমার সনে,
গমনে নিষেধ কেন কর।
যদ্যপি আমার প্রাণ,রক্ষা হেতু ভগবান,
ইচ্ছা থাকে রঘুবংশ বর॥
তোমার শরণাগত, সঙ্গে হব বনগত,
কহ আর্য্য হইয়া প্রসন্ন।
এই রূপে অগ্রবর্ত্তী, মহাবীর চক্রবর্ত্তী,
রামচন্দ্র দেখিয়া প্রসন্ন॥

কহিছেন সুমধুর, বাক্য যেন সুবিধুর,
সুধাসম রঘুবংশ ধর।
অগ্রে কৃতাঞ্জলি করি,রাম মুখ সদা হেরি,
কম্পান্বিত কৌশল্যা কোঙর।
আমার সহিত তুমি, যাইবে কানন ভূমি,
অযোধ্যাকে ত্যজিয়া লক্ষ্মণ।
কৌশল্যা সুমিত্রা মার,বিধাতা কে আছে
আর, কে করিবে ভরণ পোষণ॥
কামনা মানসে হবে,অভাবে অন্তরে রবে,
কে পূরাবে বিশেষ বাসনা।
পূর্ব্বে পিতা দশরথে,যথারূপ মনোরথে,
পরিপূর্ণ হইত কামনা॥
কৈকয়ীর বশতায়,না বাসিবে পূর্ব্বপ্রায়,
ভাব দেখি হইয়াছে স্পষ্ট।
কৈকয়ীর প্রিয়হেতু, নৃপতি অজ্ঞান হেতু,
সৃজন করেন দিতে কষ্ট॥
সকামী সম্পন্নচিত্ত,ভার্য্যার যে ভাব নিত্য,
সে ভাব অভাবে বর্ত্তমান।
ভরতে রাজ্য প্রদান,রাখিতে কৈকয়ীমান,
সেই হেতু কানন প্রস্থান॥
কিম্বা মম সুবিরহে, নৃপ ব্যাকুলিত দেহে,
যদ্যপি করেন পরিত্যাগ।
রাজ্যৈশ্বর্য্য মদে অন্ধা,কৈকয়ী শোভনগন্ধা,
বাড়িবে অধিক অনুরাগ॥
সপত্নী সম্পর্কদোষে,অচৈতন্য রূপে রোষে,
সর্ব্ব দ্রব্য মোষে সর্ব্বকাল।
সে সময়েকেবা কাছে,আশ্বাসকরিতেআছে,
খণ্ডিবারে এদুঃখ জঞ্জাল॥

তুমি থাক সন্নিকটে,সদা আচ্ছাদন পটে,
আবৃত করিয়া মাতৃ গণে।
যে পর্য্যন্ত মহামতি,অযোধ্যায় পুনর্গতি,
না হয় আমার শুভক্ষণে॥
আমি যথা তুমি তথা,জ্ঞান অবিশেষ কথা,
বন্ধু দুঃখ পরিত্রাতা সম।
এই রূপ রাম বাণী,লক্ষ্মণ শ্রীমান জ্ঞানী,
পরম সন্তোষ মনোরম॥
কৃতাঞ্জলি করি সার,কহিলেন পুনর্ব্বার,
বচন বিচিত্র রস পূর্ণ।
মম সম রঘুবর,আছে অসংখ্য কিঙ্কর,
কৌশল্যার অভিলাষে তূর্ণ॥
যে মাতা কৌশল্যারাণী,যার পুণ্যেরাজধানী,
জীবন রক্ষার্থে যাঁর ক্লিপ্ত।
উত্তম সহস্র গ্রাম, উপার্জ্জন ধন দাম,
অবিরাম সুখ ভূমি লিপ্ত॥
বিশেষে বিশেষ বিজ্ঞ, ভরত সম্পূর্ণ প্রজ্ঞ,
পূজিবে যে তাহে কি সংশয়।
কৌশল্যা সুমিত্রাদ্বয়ে,অতি যত্নবান্ হয়ে,
জীবন পর্য্যন্ত দয়াময়॥
কি আছে অপেক্ষা মম,বনবাসে কৃতোদ্যম,
রঘূত্তম লও সঙ্গে করি।
আমি তবপ্রিয় শিষ্য,জানিবে অবশ্যপ্রেষ্য,
পোষ্য আর সহায় শ্রীহরি॥
কাননে কিঙ্কর কার্য্য,করিব শত্রু নিবার্য্য,
খড়্গ ধনুর্ব্বাণ ধারী হয়ে।
খনিত্র পিটক আদি, অগ্রে নিবারিয়া বাদী,
পথ পরিশোধ কর্ম্মে রয়ে॥

পুষ্প মূল ফল জল,বন্য দ্রব্য যে সকল,
আহরণ করি অনায়াসে।
শয়নীয় প্রকরণ, তৃণ পত্র সুশোভন,
যখন যে আজ্ঞা হবে দাসে।
তোমার সহিতে আমি,প্রবেশিব বন ভূমি
জানকী যাবেন সঙ্গে সঙ্গে।
যামিনী সংযোগে যোগে,দুর্য্যোগে একদা
যোগে, রহিবে রহিব শত্রু ভঙ্গে॥
হইয়া রক্ষিতা তব, যামিনী জাগিয়া রব,
নিবারিব নিশাচর গণে।
আমি ভক্ত অনুরক্ত, তব দাস উপযুক্ত,
তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সুপালনে॥
সর্ব্বদা রহিব কাছে,সংশয় তাহে কি আছে
প্রসন্ন হইয়া সঙ্গী কর।
লক্ষ্মণের সুবচনে, পরম সন্তোষ মনে,
প্রীতি যুক্ত রঘুবংশ বর॥
কহেন মধুর বাণী,লক্ষ্মণের চিত্ত জানি,
এসো এসো সুমিত্রা নন্দন।
একত্র করি গমন, যে তোমার সুহৃজ্জন
জিজ্ঞাসিয়া বিশেষ বচন॥
পূর্ব্বে পিতা দশরথে,পরিশুদ্ধ মনোরথে
বরুণ দিলেন দুই ধনুঃ।
অভেদ্য কবচ দ্বয়, যাতে তনু রক্ষা হয়,
গ্রহণ করহে নৃপজনু॥
বিমল কুশল কারী, খরতর খড়্গ ধারী
অপর আচার্য্য গৃহে আছে।
আমার অর্চ্চিত ধনুঃ,ক্ষয় হয় দৈত্যদনু,
দনুজ দলনে আন কাছে॥

রামমুখে হয়ে উক্ত, নৃপসুত উপযুক্ত,
সুহৃজ্জনে করিয়া জিজ্ঞাসা।
লক্ষ্মণ লক্ষণান্বিত,রামবাক্যে সচেষ্টিত,
আচার্য্য ভবনে হয়ে আসা॥
গ্রহণ করিলা ধনুঃ, মহা ধনুর্দ্ধর তনু,
অশেষ আয়ুধ মনোরম।
ধনুর্দ্বয় ইষু চয়, মহা খড়্গ শত্রুক্ষয়,
দিলেন আচার্য্য মহোত্তম॥
দর্শন করায়ে রামে, পরিপূর্ণ মনস্কামে,
নিকটে করিলে অবস্থান।
লক্ষ্মণ প্রিয়দর্শন, শ্রীরাম করি দর্শন,
অনুজ্ঞা করিলা ভগবান॥
কালে তুমি অনুগত,শীঘ্র মম আকাঙ্ক্ষিত,
পরিপূর্ণ কর কৃপাবান।
পরিত্রাণে মহাদুর্গে,সন্তোষিয়া বিপ্রবর্গে,
ইচ্ছা হয় দিতে ধন দান॥
অনুগত অকিঞ্চনে,সন্তোষ রাখিয়া মনে,
রত্ন ধনে করিয়া সন্তুষ্ট।
অর্থিরে বিলায়ে অর্থ,সম্পূর্ণ করিয়া স্বার্থ,
দরিদ্রের দরিদ্রতা নষ্ট॥
যাবতীয় দাস দাসী,যে যাহার অভিলাষী,
পরিপূর্ণ কর অভিলাষ।
আনিয়া বশিষ্ঠ সুতে,মহারত্নে চিত্ত পূতে,
তুষ্ট কর দিয়া ধন বাস॥
বিশেষে আমার সখা,বহু দিনে হবে দেখা,
আনিয়া করিব আলিঙ্গন।
অযোধ্যায় বনে গতি, উদ্যোগে লক্ষ্মণ
প্রতি, অনুজ্ঞা ত্রিংশত্ সমাপন॥

৩০ সর্গঃ।

পয়ার।

শ্রীরামের অনুজ্ঞা স্বীকার করি পরে।
সুযজ্ঞের গৃহে গিয়া প্রবেশি সত্বরে॥
বিনীত সুমিত্রাসুত বিনয় বচনে।
অগ্ন্যাগারে দ্বিজবরে পরিতোষি মনে॥
কহিছেন লক্ষ্মণ বশিষ্ঠ সুত প্রতি।
দেখিতে তোমার সখা বাঞ্ছিত সম্প্রতি॥
লক্ষ্মণের বচনে সুযজ্ঞ ত্বরাবান্।
ব্যস্ত হয়ে রাম পাশে করিলা প্রস্থান॥
শ্রীরামের সন্নিকটে বেদ বিজ্ঞ ধীর।
দেখিলেন তাঁহাকে জানকী রঘুবীর॥
উভয়ে আচার্য্য সুতে করিতে সন্তোষ।
গাত্রোত্থানে বহু দানে খণ্ডি দৈন্য দোষ॥
মনে আকাঙ্ক্ষিত যত করিলা অর্পণ।
কর্ণের কুণ্ডল আর কেয়ূর শোভন॥
মুক্তাহার দিলা আর বিবিধ ভূষণ।
বহু মূল্য ধন ধান্য বিবিধ বসন॥
মুনিবরে পরে রাম করিয়া বিনয়।
কহিলা বিশেষ কথা প্রভু দয়াময়॥
জানিয়া পতির অতি মিত্র মান্যমান।
দ্বিজবরে দেন দেবী সীতা বহু দান॥
বেদ বিদ্যা পারগ সুযজ্ঞ যোগ্যপাত্র।
কেবল নহেন তিনি পতি মিত্র মাত্র॥
দিলা হার হেম সূত্র শুভ আভরণ।
বহু বাস বিপ্রসুতে সন্তোষ কারণ॥

রোমজ হেমজ কীট জনিত যাবত্।
পরম শোভন দিলা পর্য্যঙ্ক তাবত্॥
রত্নের পাদুকা দান পরম শোভন।
দ্বিজবরে রামচন্দ্র করিলা জ্ঞাপন॥
শত্রুঞ্জয় নামে হস্তী ভীষণ দুর্জ্জয়।
মাতুল আমারে দেন হইয়া সদয়॥
সেই সুশোভন করি করি সমর্পণ।
গোসহস্র সহ দ্বিজ করহ গ্রহণ॥
সন্তোষে করেন দ্বিজ শুভ আশীর্ব্বাদ।
না জানেন বনে গতি কৈকয়ী সংবাদ॥
এই রূপে বিভাগ করিয়া সর্ব্ব ধন।
রমণীয় বহু মূল্য করিয়া অর্পণ॥
অন্য দ্বিজবরে রাম করিলেন প্রীত।
অভিমত সিদ্ধি সিদ্ধ ধন পরিমিত॥
ভৃত্যগণে প্রেষ্য জনে করিয়া বিভাগ।
বিভবানুসারে বৃদ্ধি যাহে অনুরাগ॥
শিল্পকারী আর পরিচারক সকলে।
দিলেন বিবিধ ধন কিঙ্কর মণ্ডলে॥
পরে রামচন্দ্র করি লক্ষ্মণে আহ্বান।
এই কথা কহিলেন দেব ভগবান্॥
দেও২ বিলাও২ মনোনীত।
দ্বিজগণে নিজ মনে যাহাতে সম্প্রীত॥
আপনার সখা ভৃত্য বন্ধু যত জন।
যা করে কামনা তাই কর সমর্পণ॥
বৃষ গাভী ধন ধান্য ভোজনাচ্ছাদনে।
তৃপ্ত কর ত্বরায় ঈপ্সিত ইষ্ট গণে॥
বহু বেদ পারগে প্রদান কর রত্ন।
সৌমিত্রে সন্তোষ সর্ব্ব জনে করি যত্ন॥
অগস্ত্য কৌশিক গার্গ্য শাণ্ডিল্য প্রভৃতি।
আহ্বান করিয়া আন সর্ব্ব মহামতি॥
ধন রত্নে বহু যত্নে ইষ্ট সিদ্ধি দানে।
মম নিকটস্থ জনে বিবিধ সম্মানে॥
তৈত্তিরীয় গণের আচার্য্য মতিমান।
ব্রতে রত অবিরত আন বিদ্যমান॥
দিব দান তাঁরে যথা মান পুরঃসরে।
সযত্নে বিবিধ রত্নে তুষিব তাঁহারে॥
সুন্দর সুমনোহর চীর সুবসনে।
পরিতোষ করিবারে আকাঙ্ক্ষা পূরণে॥
সখা মম চিত্ররথ নাম মহাজন।
বিভব বিস্তর তাঁরে করিব অর্পণ॥
বন্দিগণে সযতনে আনহ তৎপর।
যাবতীয় মম পরিচারক অপর॥
সকলেরে তৃপ্ত কর সম্প্রতি লক্ষ্মণ।
আদরে অর্পণ কর আকাঙ্ক্ষিত ধন॥
কেশ পরিষ্কার কারী রজক রঞ্জক।
স্নাপক অনুলেপক হাসক সেবক॥
বাহক আলোক কারী অগ্রগামী যারা।
তোষহ সবার মন দিয়া ধন ধারা॥
উপকার উপযুক্ত পুরস্কার কর।
ভোজন নিমিত্ত শালি ধান্য বহুতর॥
তণ্ডুল উৎসর্গ কর লক্ষ্মণ প্রচুর।
বিতরণে দীনের দীনতা কর দূর॥
সহস্র সহস্র কর গোধন প্রদান।
দধি দুগ্ধ ঘৃত যায় হয় সমুত্থান॥
মল্লগণে যোদ্ধাজনে কর পরিতোষ।
ক্রীড়া কারি কদম্বের জন্মাও সন্তোষ॥

দিয়া নিষ্ক সহস্র দুঃখের কর নাশ।
কৌশল্যা মাতার কার্য্যে যত দাসী দাস
সুমিত্রার নিকটস্থ যাবতীয় জনে।
দ্বিসহস্র মুদ্রা দিয়া তুষ্ট কর মনে॥
বিশীর্ণ না হয় যাহে, উত্তমর্ণ প্রায়।
সুখে কাল ক্ষেপ করে এই অযোধ্যায়॥
যাবৎ কাননে থাকি আমি বনবাসী।
তাবৎ না কষ্ট পায় কোন দাস দাসী॥
মম উপজীবি জন জীবন ধারণে।
যোগ্য তুমি ভ্রাতা ভোগ্য ধন বিতরণে॥
অদেয় আমার নাই সর্ব্ব সাধুজনে।
মন্ত্রবান বিদ্বান ব্রাহ্মণে প্রাণপণে॥
যে কিছু আমার আছে বিপুল বিভব।
শুদ্ধ মনে লক্ষ্মণ নিকটে আন সব॥
উপযুক্ত রাম উক্ত ভক্ত ভ্রাতৃ শ্রেষ্ঠ।
আনিলেন যত্ন করি যা বলেন জ্যেষ্ঠ॥
যথা দৃষ্ট মনোভীষ্ট পূরণ কারণ।
সকলে সৌমিত্রি দেন উপযুক্ত ধন॥
পরে রাম রাজীব লোচন ভগবান্।
সন্নিকটে সকলেরে করিয়া আহ্বান॥
কহিলেন কর কার্য্য সকল কিঙ্কর।
যাহাতে আমার গৃহ না হয় নশ্বর॥
লক্ষ্মণ সহিতে আমি অযোধ্যা ভুবনে।
যাবৎ না আসি রক্ষা করিবে যতনে॥
শোকাকুল করিয়া স্বজনে পুনরায়।
ডাকিলেন ধনাধ্যক্ষ গণ সমুদায়॥
পুনর্ব্বার কহিছেন কমল লোচন।
শীঘ্রগতি আন সর্ব্ব অবশিষ্ট ধন॥
প্রদান করিব এইক্ষণে সমুদয়।
পরে ধন সকল লইয়া দয়াময়॥
অনাথ অম্বল অতি দরিদ্র যে জন।
তা সবারে রামচন্দ্র করিলা অর্পণ॥
সাধুগণে সন্তুষ্ট করেন দিয়া অর্থ।
এই কথা সর্ব্বপুরে প্রচারে অনর্থ॥
বৃদ্ধ এক দরিদ্র অনেক ভৃত্য তার।
ত্রিজট নামক দ্বিজ শুনি সমাচার॥
ভিক্ষার নিমিত্ত রামচন্দ্রের উদ্দেশে।
অনাহুত প্রায় আসি ভবন প্রবেশে॥
প্রবেশে বারণ তারে করিলেক দ্বারী।
শ্রীরামের সমীপে জানায় চক্ষে বারি॥
কম্পবান্ কলেবর দ্বিজবর বলে।
দরিদ্র সামর্থ্যহীন শরীর বিকলে॥
বালক আমার পুত্র উপার্জ্জন হীন।
এই হেতু আসিয়াছি আমি অতি দীন॥
ধন দানে কর রাম ভরণ পোষণ।
রহিবে তোমার কীর্ত্তি যাবৎ ভুবন॥
এই কথা শ্রবণ করিয়া রাম পরে।
আঙ্গিরসে কহিছেন পরিহাস ভরে॥
সহস্র গো আছে দ্বিজ মম সন্নিধানে।
তাবৎ তোমাকে দেই যথার্থ বিধানে॥
যত গো পারিবে রক্ষা করিতে আপনি।
সমুদায় গ্রহণ করহ দ্বিজ মণি॥
শ্রীরামের বাক্যে দ্বিজ মানি পরিতোষ।
গো রক্ষণে যষ্টি লয়্যে করিল আক্রোশ॥
দৃঢ় রূপে কক্ষ দ্বিজ করিয়া বন্ধন।
অসম্ভ্রান্ত হয়্যে গোকে করিছে রক্ষণ॥

উদ্দণ্ড করিয়া দণ্ড রোষে দ্বিজ বর।
বৃদ্ধাবস্থা স্বভাবে কম্পিত কলেবর॥
গো সকল আয়ত্ত করিতে অতি ব্যগ্র।
পরে রাম স্থানে আশা লইতে সমগ্র॥
দ্বিজবর অভিলাষ দেখি রঘূত্তম।
কহিলা ত্রিজট বিপ্রে রাখিয়া সম্ভ্রম॥
পরিহাস করিলাম শুন দ্বিজবর।
নিবৃত্ত হইয়া স্থির কর কলেবর॥
এই গোসহস্র গোপ রক্ষক সহিত।
প্রদান করিব ধন যাহে তব প্রীত॥
এই উক্তি উক্ত হয়ে উপযুক্ত দ্বিজ।
ত্রিজট জানায় রামে প্রয়োজন নিজ॥
যজন করিব যাগ যোগ্য দেও ধন।
যজ্ঞ সিদ্ধ হেতু পরে রাম নারায়ণ॥
দিলেন অশেষ দ্রব্য যজ্ঞ সমাধান।
বিবিধ প্রকার রত্ন বস্ত্র ভগবান॥
পাইয়া অশেষ ধন মনের ঈপ্সিত।
অন্তর সহিতে দ্বিজ হইয়া সম্প্রীত॥
প্রশংসা করিয়া রামে আনন্দ মানসে।
প্রস্থান করিল পৃথ্বী পরিপূর্ণ যশে॥
স্বদেশ প্রদেশে করে রাম গুণ গান।
অযোধ্যায় একত্রিংশ সর্গ সমাধান॥

৩১ সর্গঃ

ভঙ্গ ত্রিপদী।

ব্রাহ্মণ গণে ধন, করিয়া বিতরণ,
জনক স্থানে যান রাম।
আয়ুধ বহুতর, লইয়া গুণাকর,
স্বসঙ্গে বহু জন গ্রাম॥
লক্ষ্মণ গুণাকর, নবীন জলধর,
পশ্চাতে ধনুঃশর করে।
জানকী পতিব্রতা, স্বপতি সহ রতা,
লতা সঙ্গতা তরুবরে॥
স্বগৃহ পরিহরি, শ্রীহরির শ্রীহরি,
নিরখি ধনুঃশর ধারী।
যুগল ভূত্রিদর, শোভন গুণধর,
হইবে বিপিন বিহারী॥
কুলের নারীগণ, করিয়া নিরীক্ষণ,
আপন ভবন মস্তকে।
রম্য হর্ম্ম্য উপরে, আরোহ পুরঃসরে,
বিস্তর সকাতর শোকে॥
শ্রীরাম পদব্রজে, প্রস্থান বন ব্রজে,
জানকী সহ সলক্ষ্মণ।
বিবিধ দুঃখ ভরে, দেখিয়া জলধরে,
বিস্তর বলিছে বচন
হে রাম ধনুর্দ্ধর, অশেষ অনুচর,
অগ্রগ অতি বলবান্।
সৈনিক চতুরঙ্গ, সর্ব্বদা যার সঙ্গ,
একাকী পদব্রজে যান॥

লক্ষ্মণ সীতা মাত্র, সহায় দেখ্যে গাত্র,
অনলে দহে অনুক্ষণ।
ঐশ্বর্য্য সুখ রাশি, কমলা যার দাসী,
সুবীর্য্য সুভগ লক্ষণ॥
অত্যন্ত বলবন্ত, শক্তির নাহি অন্ত,
সক্ষম সর্ব্ব বিষয়ে।
অসত্য পিতা তব, কি সত্য কথা কব,
ধর্ম্মাত্মা তুমি কি আশয়ে॥
যে সীতা পূর্ব্বকালে,ইন্দ্রাদি দেবজালে,
নয়নে না দেখিত কভু।
সে সীতা সুবদনা, সুদীনা সুমলিনা,
কি না করিতে পারে প্রভু॥
সহজ অঙ্গরাগে, ভূষিতা অনুরাগে,
বর্জ্জিতা বিরাগে সদাই।
বিবর্ণা স্বর্ণ লতা, সীতা সীতাদিগতা,
মমতা নাহি ভাবি তাই॥
নিশ্চয় দশরথ, কুৎসিত কি কুপথ,
প্রবিষ্ট আবিষ্ট জায়ায়
যে হেতু গুণ ধাম, বন নিবাসে রাম,
পাঠায় রহিত মায়ায়॥
সুপ্রিয় পুত্র ধন, নৃপতি অকারণ,
অরণ্যে বিসর্জ্জন করে।
আবিষ্ট না হইত, বুঝিয়া হিতাহিত,
পাঠাত কেন পুত্র বরে॥
নির্গুণ যদি সুত, না হয় ভক্তি যুত,
তথাপি সচেতন জন।
আপন পুত্রগণে, দিতে কি পারে বনে,
পাষাণ সে জন কেমন॥

রাঘব গুণ সিন্ধু, সকল জন বন্ধু
সদানুরাগ পরিপূর্ণ।
অনিষ্ঠুরতা ক্ষমা, শীলতা অনুপম
বিজ্ঞতা সত্ত্ব বল পূর্ণ॥
এ ছয় গুণ সব, আশ্রয়ে যে রাঘব
বিখ্যাত ত্রিভুবন জনে।
রামের বনবাসে, সন্তাপ নীরে ভাসে
অদ্য সকল মহাজনে॥
যেমন জলবাসী, ত্রাসিত জল রাশি
শুকালে শুকায় মীন।
শ্রীরাম লোকনাথ, পীড়ায় হত নাথ
পীড়িত সকল প্রবীণ॥
অপর্ব্বে অতি রোষে,রাহু চন্দ্রমাক্রোশে
যেমন গ্রাসে সুকঠিন।
বিপদ প্রাপ্ত রাম, বিস্তর ধনদাম,
প্রদানে তুষ্ট সব দীন॥
ভোগাদি দান দাতা, বিপদ পরিত্রাতা
সকল সুখদ শ্রীধর।
অভয় সম্প্রদানে, যে রাখে ধনে প্রাণে
বনে যায় সে রঘুবর॥
সুসাধু সুলক্ষণ, লক্ষ্মণ বিলক্ষণ
না করে যে ক্ষণ বিলম্ব।
সর্ব্বস্ব ভোগ ত্যজে, শ্রীরাম পদ ভজে
অনুগ বন অবলম্ব॥
যেরূপ সে করিল, সে রূপ করি চল
সকলে শ্রীরামের সঙ্গে।
কি করে ধন ধারা, স পুত্র গৃহদারা
স পশু দ্রব্যাদি প্রসঙ্গে॥

করিব পরিত্যাগ, বিহার অনুরাগ,
উদ্যান শয়ন আসন।
রণ শুদ্ধ বাস, সাধন সিদ্ধ আশ,
শ্রীরাম সহ যাব বন॥
শ্রীরাম দুঃখে দুঃখী, নৃপতি অভিমুখী,
জানকী যাবেন অরণ্যে।
হইব অনুগত, অযোধ্যাবাসী যত,
আশ্রিত ত্রিলোক শরণ্যে॥
হইবে সমুদ্ধৃত, নিধান আছে যত,
বিশীর্ণ বিশিষ্ট উচ্চতা।
ক্ষীণ ধান্যকোষ, অলক্ষ্মী গত দোষ,
আচ্ছন্ন মার্জ্জন রহিতা॥
সর ধূলি লবে, আচ্ছন্ন সদা রবে,
হইবে অযোধ্যা মলিনা।
সকল কুলাচ্ছন্ন, উলূক সুসম্পন্ন,
কুক্কুর মষিক দুর্জ্জনা॥
হীন ধর্ম্ম কর্ম্ম, বর্জ্জিত ক্রিয়া ধর্ম্ম,
পিশাচ প্রেত নরান্তকে।
ম্পূর্ণ রাজভূমি, বর্জ্জিত সদাশ্রমী,
মিলিত নরা জরা শোকে॥
রিদ্র ক্ষুদ্রমতি, দৈবিক কর্ম্মে অতি,
অশ্রদ্ধা হবে সর্ব্বকাল॥
জ্জন পরিত্যাগে, কৈকয়ী অনুরাগে,
সম্ভোগে সকল জঞ্জাল॥
র হবে বন, কৌশল্যা প্রাণধন,
শ্রীরাম গমন কারণ।
যোধ্যা অরণ্যতা, আচ্ছন্ন গুল্ম লতা,
কৈকয়ী সুখ সম্পাদন॥

যে স্থানে অতিদূর, সুখেতে সম্প্রচুর,
ঠাকুর পুর হবে তথা।
এই অযোধ্যাপুরী, নরান্ত নিত্যচুরী,
চাতুরী চপলতা যথা॥
শ্রীরাম বাসস্থানে, দুর্গম অতিবনে,
ভুজঙ্গ পক্ষী মৃগ যত।
দংশক বিল বাসী, সকলে পুণ্যরাশি,
সেবিবে হবে সাধুব্রত॥
পাউক পরিতোষ, ক্ষমিয়া সেবাদোষ,
সুদূরে করুক গমন।
ঈদৃশ অন্য কথা, কথনে যথা তথা,
আবৃত পুরবাসিগণ॥
শ্রবণ পুরঃসরে, গমনে রঘুবরে,
উদ্যোগে অরণ্য উদ্দেশে।
পীড়িত জনগণ, করিয়া দরশন,
পরাত্মা পরম হরিষে॥
সহাস্য আস্য হয়ে, কিঞ্চিত্ ক্ষণ রয়ে,
পিতারে দেখিবারে যান।
স্বসত্ত্বে অভিভূত, রাঘব দেখে দ্রুত,
জনক গেহে অধিষ্ঠান॥
সুশীল বৃত্ত অতি, সুমন্ত্র মহামতি,
নৃপতি অগ্রে স্থিতি করে
দেখিয়া রঘুবরে, কাতর কলেবরে,
নয়নে সদা জল ঝরে॥
অযোধ্যাকাণ্ডে অতি, সৎকথা রঘুপতি,
কানন গমন প্রসঙ্গে।
দ্বাত্রিংশ সর্গ সাঙ্গ, অমৃত সুতরঙ্গ,
শ্রবণে ভব ভয় ভঙ্গে॥